সুনানু নাসাঈ শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আবূ আবদির রাহ্‌মান
আহমদ ইব্‌ন শু'আয়ব আন্‌-নাসাঈ (র)

সুনানু নাসাঈ শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্‌ন শু'আয়ব আন্‌-নাসাঈ (র)

অনুবাদ

মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক আবদুল মালেক

ডঃ আবু বকর রফীক আহমদ

অধ্যাপক আবুল কালাম পাটোয়ারী

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনায়

মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম



অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সুনানু নাসাঈ শরীফ (প্রথম খণ্ড)
ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র)
অনুবাদ : মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩৯৬
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৮২/১
ইফাবা প্রকাশনা : ২০০৩/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৫
ISBN : 984-06-1218-2
প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০০
দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৮
আষাঢ় ১৪১৫
জমাদিউস সানী ১৪২৯
মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান
প্রকাশক
মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ফোন : ৯১৩৩৩৯৪
প্রচ্ছদ অংকনে : জসিম উদ্দিন
প্রুফ সংশোধন : কালাম আযাদ
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১
মূল্য : ২০০.০০ (দুইশত টাকা) মাত্র।

SUNANU NASAYEE SHARIF (FIRST VOLUME): Compiled by Imam Abu Abdir Rahman Ahmad Ibn Shuaib An-Nasayee (Rh) in Arabic, translated by Maulana Rezaul Karim Islamabadi into Bangla, Edited by Editorial Board and published by Director, Translation & Compilation Dept, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka -1207. June 2008
Website : www.islamicfoundation.bd.org
E-mail : Info@islamicfoundation.bd.org
Price : Tk 200.00 US Dollar : 6.00

মহাপরিচালকের কথা

সিহাহ্ সিত্তাহ্র হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনানু নাসাঈ শরীফ অন্যতম। ইমাম আবূ আবদির রাহমান আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র) (৮৩০-৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) এই হাদীস গ্রন্থটি সংকলন করেন। মহানবী (সা)-এর বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ সংকলনের উদ্দেশ্যে তিনি আরব দেশসমূহের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলশ্রুতিতে এই গ্রন্থটি সংকলিত হয়।

আল-কুরআন মানব জাতির হিদায়েত ও পথ-নির্দেশনা, আর হাদীস ও সুন্নাহ্ কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এজন্য ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনের পরেই হাদীস ও সুন্নাহ্র স্থান। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন, "আমি তোমাদের মধ্যে দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এ দু'টো আঁকড়ে থাকবে ততদিন কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। এ দু'টো জিনিস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ্।" প্রকৃতপক্ষে হাদীস বাদ দিয়ে কুরআনের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। কারণ পবিত্র কুরআন হলো সংক্ষিপ্ত, ইংগিতধর্মী ও ব্যঞ্জনাময় আসমানী কিতাব। হাদীস হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' অনুবাদ ও প্রকাশনা কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ, সুনানু নাসাঈ শরীফ এবং সুনানু ইব্ন মাজাহ্ শরীফ এবং মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়েছে। সুনানু নাসাঈ শরীফের প্রথম খণ্ডটি ২০০০ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় এক্ষণে পুনঃসম্পাদনাকৃত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উদ্দেশে দরূদ ও সালাম পেশ করছি।

নাসাঈ শরীফের অনুবাদ, সম্পাদনা এবং তা প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগসহ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের শ্রম কবূল করুন।

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

মানব সভ্যতার বিকাশ, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন বাণী কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। কুরআন শরীফ হচ্ছে তাত্ত্বিক বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানী গ্রন্থ, হাদীস হচ্ছে তার প্রায়োগিক বিশ্লেষণ; আর সুন্নাহ্ হচ্ছে তার বাস্তবায়নের নমুনা। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন, 'নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা বা সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।' হাদীস শরীফে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে : 'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র হচ্ছে কুরআনের বাস্তব রূপ।'

কুরআন বুঝতে হলে হাদীসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। মহানবী (সা)-এর লক্ষ-লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে হাদীস গ্রন্থসমূহ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে ছয়টি হাদীস গ্রন্থকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এগুলোকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ বা বিশুদ্ধতম ছয়টি হাদীস গ্রন্থ বলা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই ছয়টি বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে। সুনানু নাসাঈ শরীফও উপরোক্ত মহতী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সুনানু নাসাঈ শরীফের প্রথম খণ্ডটি ২০০০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সমুদয় কপি নিঃশেষ হওয়ায় এক্ষণে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে পুনঃসম্পাদনা করানো হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন শায়খুল হাদীস মাওলানা আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন— জনাব কালাম আযাদ। এই অমূল্য হাদীস-গ্রন্থের **প্রথম** খণ্ডটি পুনঃ প্রকাশের শুভ-মুহূর্তে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

পরিশেষে গ্রন্থটির অনুবাদক (মরহুম) মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদক ও এর প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আন্তরিক শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই। মহান আল্লাহ্ তাঁদের সবাইকে উত্তম জাযা দান করুন।

মুহাম্মাদ শামসুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

অধ্যায় : পানির বর্ণনা - ১৬৫-১৭২

অধ্যায় : হায়য ও ইস্তিহাযা - ১৭৩-১৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা

অধ্যায় : সালাত - ২১০-২৩৩

অধ্যায় : মসজিদ - ৩১৫-৩৩৭

অধ্যায় : কিব্‌লা - ৩৩৮-৩৫০

বিষয়	পৃষ্ঠা

অধ্যায় : ইমামত - ৩৫১-৩৯৬

ভূমিকা

ইলমে হাদীস : একটি পর্যালোচনা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের উপরও আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরী'আতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-স্তম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল বিস্তৃত ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে কুরআন আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী ﷺ -এর পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআন মজীদের পরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী ﷺ -এর উপর যে ওহী নাযিল করেন তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ-"ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা"—(উমদাতুল ক্বারী, ১ খ. পৃ. ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান— যা প্রত্যক্ষ ওহী (وحى متلو) -র মাধ্যমে প্রাপ্ত— যার নাম 'কিতাবুল্লাহ' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা হুবহু আল্লাহর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান— যা প্রথম প্রকার জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহী (وحى غير متلو) -র মাধ্যমে প্রাপ্ত, এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহর, কিন্তু নবী করীম ﷺ তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর সরাসরি নাযিল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হত এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারত না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। বরং এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবন বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে পন্থা অবলম্বন করেছেন— তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরী'আতের মৌল বিধান পেশ করে, তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী ﷺ-এর বাণীর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى -

"তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন তা সবই আল্লাহর ওহী।" (সূরা নাজম : ৩-৪)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ -

"তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমার নামে চালিয়ে দিতেন, তবে আমি অবশ্যই তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তাঁর কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম।" (সূরা আল-হাক্কাহ : ৪৪-৪৬)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : "রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন— নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না"। (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)।

"আমার নিকট জিবরাঈল এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্যে আমাকে নির্দেশ দিলেন।" (নাইলুল আওতার ৫-খ. পৃ. ৫৬)।

"জেনে রাখ, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস।" (আবূ দাঊদ, ইব্‌ন মাজাহ্, দারিমী)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর : ৭)

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী (র) লিখেছেন, "দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।"

আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইলমে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহর কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।"

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حديث) মানে কথা, প্রাচীন ও পুরাতন-এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যে সব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায়, মহানবী ﷺ আল্লাহর মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এর সংগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : কওলী হাদীস, ফেলী হাদীস ও তাকরীরি হাদীস।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা বিধৃত হয়েছে, তাকে কওলী (কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়ত, মহানবী ﷺ -এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব, যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে, তাকে ফেলী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যে সব কথা ও কাজ মহানবী ﷺ-এর অনুমোদন ও সমর্থন প্রাপ্ত হয়েছে, সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব, যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাকে তাকরীরি (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাত (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী ﷺ অবলম্বন করতেন তাই সুন্নাতুন নবী। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক প্রচারিত যে উচ্চতম আদর্শ আল্লাহর মর্জি ও ইচ্ছা প্রমাণ করে বা প্রকাশ করে, তাই সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম ও সুন্দরতম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। (ফিকহ শাস্ত্রে সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত সালাত)। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر) -ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি দ্বারা যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বুঝায়।

আছার (اثار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আছার-এর মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীগণ থেকে শরী'আত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরী'আত সম্পর্কে সাহাবীগণের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস'। অর্থাৎ হাদীসগুলোর সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নাম জড়িত আছে ঠিকই, কিন্তু বিশেষ কারণে তা মওকূফ রাখা হয়েছে বা উল্লেখ করা হয়নি।

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী বলে।

তাবেঈ : যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন -তাঁকে তাবেঈ বলে।

মুহাদ্দিস : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাঁকে মুহাদ্দিস (محدث) বলে।

শায়খ : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (شيخ) বলে।

শায়খায়ন : সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং ফিক্‌হ-এর পরিভাষায় ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিয : যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাঁকে হাফিয (حافظ الحديث) বলে।

হুজ্জাত : একইভাবে যিনি তিন লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত (حجة) বলে।

হাকিম : যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাঁকে হাকিম বলে।[১]

রাবী : যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাঁকে রাবী (راوى) বা বর্ণনাকারী বলে।

রিজাল : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল (رجال) বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে রিজাল শাস্ত্র (فن اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়ত : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়ত (روايت) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়ত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ : হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে সনদ (سند) বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীগণের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন : হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন (متن) বলে।

মারফূ : যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মারফূ (مرفوع) হাদীস বলে।

মাওকূফ : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র ঊর্ধদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওকূফ (موقوف) হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার (اثر)।

মাকতূ : যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতূ (مقطوع) হাদীস বলে।

মুত্তাসিল : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল (متّصل) হাদীস বলে।

---

১. প্রকাশ থাকে যে, হাফিয, হুজ্জাত ও হাকিম পরিভাষাত্রয়ের উল্লিখিত ব্যাখ্যা সাধারণভাবে প্রচলিত থাকলেও মুহাক্কিক 'উলামায়ে কিরামের নিকট স্বীকৃত নয়। তাদের মতে 'হাফিয' সেই ব্যক্তি, যার সনদ ও মতনসমূহের উপর সামগ্রিক দৃষ্টি আছে ; 'হুজ্জাত' সেই ব্যক্তি, মতন ও সনদের শুদ্ধাশুদ্ধ সম্পর্কে যার মতকে দলীল মনে করা হয়। এ শব্দটি 'ইমাম'-এর সমার্থক। আর 'হাকিম' হাদীস শাস্ত্রের কোন পরিভাষা নয়। এককালে এটা কাযী বা বিচারক অর্থে প্রযুক্ত হত।

মুনকাতি' : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়ে গেছে, তাকে মুনকাতি' (منقطع) হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা '(انقطاع)।

মুরসাল : যে হাদীসের সনদের ইনকিতা' শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীস বলে।

মু'আল্লাক : সনদের ইনকিতা' প্রথমদিকে হলে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মুআল্লাক (معلق) হাদীস বলে। আর এইরূপ বাদ পড়াকে তা'লীক (تعليق) বলে। কখনও কখনও তা'লীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও তা'লীক বলে। কোন কোন গ্রন্থকার কোন কোন হাদীসের পূর্ণ সনদ বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। এটিও তা'লীকের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু তা'লীক রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, ইমাম বুখারীর সমস্ত তা'লীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তা'লীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খ (উস্তাদ)-এর নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন, অথচ তিনি তাঁর নিকট সেই হাদীস শোনেন নি, সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস (مدلّس) বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদলীস' (تدليس) বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাকে 'মুদাল্লিস' বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়-যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিকাহ (বিশ্বস্ত) রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুযতারাব : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেন, সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব (مضطرَب) বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্‌কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে। অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদরাজ : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন, সে হাদীসকে মুদরাজ (مدرج-প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে 'ইদরাজ' (ادراج) বলে। ইদরাজ হারাম। অবশ্য যদি এ দ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে দূষণীয় নয়।

মুতাবি' ও শাহিদ : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি' (متابع) বলে। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবাআত (متابعة) বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসটিকে শাহিদ (شاهد) বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত (شهادة) বলে। মুতাবাআত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মা'রূফ ও মুনকার : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে-অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মা'রূফ (معروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার (منكر) বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ : যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যব্‌ত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত, তাকে সহীহ (صحيح) হাদীস বলে।

হাসান : যে হাদীসের কোন রাবীর যব্ত গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান (حسن) হাদীস বলে। ফিকহবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ : যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন, তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণে হাদীসটিকে দুর্বল বলা হয়- অন্যথায় (নাউযুবিল্লাহ) মহানবী ﷺ -এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযূ : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ (موضوع) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক (متروك) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি— যার ভিত্তিতে তার দোষ-গুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম (مبهم) হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তাঁর হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির : যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক লোক রিওয়ায়াত করেছেন- যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ : প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) বা আখবারুল আহাদ (اخبار الاحاد) বলে। এই হাদীস তিন প্রকার :

মাশহূর : যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে মাশহূর (مشهور) হাদীস বলে।

আযীয : যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে আযীয (عزيز) বলে।

গরীব : যে সহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব (غريب) হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী : মহানবী ﷺ যে হাদীসকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে বর্ণনা করেছেন তাকে হাদীসে কুদসী বলে (যেমন হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার রহমত ক্রোধের উপর প্রবল। —মুসলিম, হাদীস নং ৬৯০৪)। এ ধরনের হাদীসের মূল কথা সরাসরি আল্লাহ্ তাঁর নবী ﷺ -কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী ﷺ তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে হাদীসে ইলাহী (حديث الهى) বা হাদীসে রব্বানী (حديث ربانى)-ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হি : যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাক আলায়হি (متفق عليه) হাদীস বলে।

আদালাত : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে আদালাত (عدالت) বলে। এখানে তাকওয়া বলতে শিরক, বিদআত, ফিসক,

কবীরা গুনাহ ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা এবং শিষ্টাচার বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা—যেমন হাটে-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

যবত : যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ থেকে শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে, তাকে যবত (ضبط) বলে।

সিকাহ : যে রাবীর মধ্যে আদালাত ও যব্‌ত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে, তাকে সিকাহ (ثقه), সাবিত (ثابت) বা সাবাত (ثبت) বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণী বিভাগ

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল :

১. আল-জামি : যে সব হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম (শরী'আতের আদেশ-নিষেধ), আখলাক ও আদব, দয়া, সহানুভূতি, পানাহারের শিষ্টাচার, সফর ও কোন স্থানে অবস্থান, কুরআনের তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মুকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃংখলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়, তাকে আল-জামি (الجامع) বলে। সহীহ বুখারী ও জামি তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম, তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা জামি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান : যে সব হাদীস গ্রন্থে কেবল শরী'আতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিকহ গ্রন্থের বিন্যাস অনুসারে বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয়, তাকে সুনান (السنن) বা মুসন্নাফ (المصنف) বলে। যেমন সুনানে আবূ দাঊদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইব্‌ন মাজাহ্‌, মুসান্নাফে আবদুর রায্‌যাক ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এ হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল্‌-মুসনাদ : যে সব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পর পর সংকলিত হয়, ফিকহের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না, তাকে আল্‌-মুসনাদ (المسند) বা আল্‌-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। ইমাম আহমদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদে আবূ দাঊদ তায়ালিসী ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৪. আল-মু'জাম : যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক-একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয়, তাকে আল-মু'জাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মু'জামুল কাবীর।

৫. আল-মুস্‌তাদরাক : যে সব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়— সেই সব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرك) বলে। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. **রিসালা :** যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে , তাকে রিসালা (رسالہ) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ সিত্তাহ্ : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ্—এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তাহ্ (الصحاح الستة) বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইব্ন মাজাহ্র পরিবর্তে ইমাম মালিক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কতকে সুনানুদ-দারিমীকে সিহাহ্ সিত্তাহ্র অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সহীহায়ন : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবা'আ : সিহাহ সিত্তাহ্র অপর চারটি গ্রন্থ— আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ্কে একত্রে সুনানে আরবা'আ (سنن اربعة) বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ

হাদীসের কিতাবসমূহকে পাঁচটি স্তর বা তবকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র)-ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন :

প্রথম স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি : 'মুওয়াত্তা ইমাম মালিক', 'বুখারী শরীফ' ও 'মুসলিম শরীফ'। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবূ দাঊদ ও জামি তিরমিযী এ স্তরেরই কিতাব। সুনানে দারিমী, সুনানে ইব্ন মাজাহ্ এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদে ইমাম আহমদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে।

এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদে আবূ ইয়া'লা, মুসনাদে আবদুর রায্যাক এবং ইমাম বায়হাকী, ইমাম তাহাবী ও ইমাম তাবারানী (র)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত। বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

চতুর্থ স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইব্ন হিব্বানের কিতাবুয-যুআফা, ইব্নু 'আদী'র আল-কামিল এবং খতীব আল-বাগদাদী ও আবূ নুআয়ম-এর কিতাবসমূহ এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম স্তর

উপরিউক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান হয় নি, সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

হাদীসের সংখ্যা

হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি সুবৃহৎ কিতাব। এতে ৭শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুল্লেখ (তাকরার) সহ মোট ৪০ হাজার এবং তাক্‌রার বাদে ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্মাল'-এ ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইব্ন আহমাদ সামারকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈগণের আছারসহ এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো কম। হাকিম আবূ আবদুল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ সিত্তায় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে— হাদীসের সুপ্রসিদ্ধ ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের একাধিক সনদসূত্র রয়েছে (এমনকি শুধু নিয়্যত সম্পর্কীয় اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ হাদীসটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে— তাদবীন, পৃ. ৫৪)। আর আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে, সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংরক্ষণ ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম মহানবী ﷺ-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করেছেন :

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا اِلٰى مَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ـ

"আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন, যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফাযত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌঁছে দিল, যে তা শুনতে পায়নি।" (তিরমিযী, ২. খণ্ড, পৃ. ৯০)

মহানবী ﷺ আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন : "এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দেবে।" (বুখারী)

তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন : "আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছ, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শোনা হবে" (মুসতাদরাক হাকিম, ১খ. পৃ. ৯৫)।

তিনি আরও বলেন : "আমার পর লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হবে এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করবে।" (মুসনাদে আহমদ)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন : "আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও।" (বুখারী)

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী ﷺ বলেন : "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়।" (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উল্লিখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী সূত্রের মাধ্যমে মহানবী ﷺ-এর হাদীস সংরক্ষিত হয় : (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল, (২) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর লিখিত ফরমান, সাহাবীগণের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্থ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, এরপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক-পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানিন্তন আরবদের স্মরণশক্তি অসাধারণভাবে প্রখর ছিল। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী ﷺ যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, এরপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানিন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লক্ষ লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : "আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীস মুখস্থ করতাম। আর তাঁর হাদীস মুখস্থ করার বিষয়ই বটে।" (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)

উম্মতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে নির্দেশই দিতেন সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন : "আমরা মহানবী ﷺ -এর নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন— আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক-একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকত। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম— তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সব কিছু মুখস্থ হয়ে যেত।" (মাজমাউয-যাওয়াইদ ১খ, পৃ. ১৬১)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : "আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নিই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীস অধ্যয়ন করি।" (দারিমী)

মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস-সুফফা) কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

লেখনীর মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রণয়ন

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হত না। পরবর্তীকালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। "হাদীস মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইনতিকালের শতাব্দীকাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে" বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে— কেবল এই আশঙ্কায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন :

لاَ تَكْتُبُوْا عَنِّى وَمَنْ كَتَبَ عَنِّى غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ -

"তোমরা আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ছাড়া আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে।"-(মুসলিম)

কিন্তু যেখানে বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না, মহানবী ﷺ সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : "হে আল্লাহর রাসূল ! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বললেন : আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার।" —(দারিমী)

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) আরও বলেন : "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যা কিছু শুনতাম মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। একথা বলার পর আমি হাদীস লেখা ত্যাগ করলাম। এরপর তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে তাঁর মুখের দিকে ইংগিত করে বললেন :

اُكْتُبْ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ الْحَقُّ -

"তুমি লিখে রাখ। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না।" (আবূ দাঊদ, দারিমী)।

তাঁর সংকলনের নাম ছিল 'সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন— যা আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট শুনেছি।" (উলূমুল হাদীস পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে কিন্তু আমি মনে রাখতে পারি না। মহানবী ﷺ বললেন :

اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَاَوْمَأَ بِيَدِهِ اِلَى الْخَطِّ -

"তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও" –এরপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইংগিত করলেন। (তিরমিযী)।

আবূ হুরায়রা (রা) আরো বলেন : "মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাষণ দিলেন। আবূ শাহ ইয়ামানী (রা) আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী করীম ﷺ ভাষণটি তাঁকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন।" (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)

হাসান ইব্ন মুনাব্বিহ (র) বলেন : "আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।" (ফাতহুল বারী)। আবূ হুরায়রা (রা)-এর সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশক ও বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) তাঁর (স্বহস্তে লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন : আমি এসব হাদীস মহানবী ﷺ -এর নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি। এরপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি। (মুসতাদরাক হাকিম, ৩খ. পৃ. ৫৭৩)। রাফি ইব্ন খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন তিনি প্রচুর হাদীস লিখে রাখেন। (মুসনাদে আহমাদ)

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তাঁর সংগেই থাকত। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লিখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হারম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধানের উল্লেখ ছিল। (বুখারী, ফাতহুল বারী)

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বললেন, এটা ইব্ন মাসউদ (রা)-এর স্বহস্তে লিখিত। (জামে বায়ানিল ইল্ম, ১খ. পৃ. ১৭)

স্বয়ং মহানবী ﷺ হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (যা মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারি করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজণ্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যে সব জমি, খনি ও কূপ দান করেন, তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ -এর সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আববদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর সহীফায়ে সাদিকা, আবূ হুরায়রা (রা) এর সহীফায়ে সহীহা, সহীফায়ে আলী (রা), সহীফায়ে সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর সংকলন সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন- তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট আটশত তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব, উরওয়া ইব্নুয যুবায়র, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইব্ন সীরীন, নাফি, ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরায়হ, মাসরূক, মাকহূল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শা'বী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। এক-একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাত করে মহানবী ﷺ -এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী,কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাঁদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাব'ই-তাবিঈনের নিকট পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈ ও তাব'ই-তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈগণের বর্ণিত ও লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তাঁরা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য সরকারি ফরমান প্রেরণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ মদীনার শাসনকর্তা ও বিচারপতি আবূ বকর ইব্ন হাযম-এর নিকট প্রেরিত ফরমানটি নিম্নে উদ্ধৃত হল :

أُنْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاكْتُبْهُ فَانِّىْ خِفْتُ دُرُوْسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلاَ يُقْبَلُ الاَّ حَدِيْثُ النَّبِىِّ ﷺ وَلْيُفْشُوا الْعِلْمَ وَلْيَجْلِسُوْا حَتّٰى يُعَلَّمُ مَنْ لاَ يَعْلَمُ فَانَّ الْعِلْمَ لاَيَهْلِكُ حَتّٰى يَكُوْنَ سِرًّا *

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীস যা কিছু পাওয়া যায়, তার প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা লিখে নাও। কেননা আমি ইলমে হাদীসের ধারকদের অন্তর্ধান ও হাদীস সম্পদের বিলুপ্তির আশংকা বোধ করছি। আর নবী করীম ﷺ -এর হাদীস ব্যতীত আর কিছুই যেন গ্রহণ করা না হয়। লোকেরা যেন এই ইলমে হাদীসকে ব্যাপকভাবে প্রচার করে। হাদীস শিক্ষাদানের জন্য যেন মজলিস অনুষ্ঠিত হয়; যারা জানে না, তারা যেন শিখে নিতে পারে। কেননা ইলম গোপন করা হলেই তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।" (বুখারী, খ. ১. পৃ. ২০)

ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামেশকে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। একালে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কূফায় এবং ইমাম মালিক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ইমাম মালিক (র) তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবূ হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবূ ইউসুফ ইমাম আবূ হানীফার রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আসার' সংকলন করেন। এযুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে : জামি' সুফয়ান সাওরী, জামি' ইব্নুল মুবারক, জামি' ইমাম আওযাঈ, জামি' ইব্ন জুরায়জ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম–বুখারী, মুসলিম, আবূ ঈসা তিরমিযী, আবূ দাঊদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ্ (র)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফল্শ্রুতিতে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ সিত্তাহ্) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমদ (র) তাঁর আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকিম, সুনানুদ দারা কুতনী, সহীহ ইব্ন হিব্বান, সহীহ ইব্ন খুযায়মা, তাবারানীর আল-মু'জাম, মুসান্নাফুত-তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমানকাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস-সুন্নাহ, নায়লুল আওতার সমধিক প্রসিদ্ধ।

উপমহাদেশে হাদীস চর্চা

উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২খ্রি.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ আবূ তাওয়ামা (মৃ. ৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীসের চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বঙ্গদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমানকাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী ﷺ -এর হাদীস ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছতে থাকবে।

ইমাম নাসাঈ ও তাঁর সুনান গ্রন্থ

ইমাম নাসাঈ (র)

পরিচয় : হাদীস সংকলন ও চর্চার ইতিহাসে যে সকল মনীষী চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন ইমাম নাসাঈ (র) তাঁদের অন্যতম। তাঁর পূর্ণ নাম আবূ আব্দির রহমান আহমাদ ইব্ন শুআয়ব ইব্ন আলী ইব্ন সিনান ইব্ন দীনার নাসাঈ খুরাসানী, উপাধি– শায়খুল ইসলাম, হাফিয, সাহিবুস সুনান।

জন্ম ও শৈশব

ইমাম নাসাঈ (র) ২১৫ হিজরী মুতাবিক ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে খুরাসানের 'নাসা' নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। 'নাসা' এবং খুরাসানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তাঁকে যথাক্রমে নাসাঈ ও খুরাসানী বলা হয়। তিনি মূল নামের পরিবর্তে ইমাম নাসাঈ হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত হন।

ইমাম নাসাঈ-এর শৈশবকালীন লেখাপড়া সম্পর্কে তেমন কিছু বিস্তারিত জানা না গেলেও ধরে নেয়া যায় যে, তিনি নিজ শহর 'নাসা'-তেই কুরআন-হাদীস, আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য, ফিকহ, আকাইদ প্রভৃতি বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন।

উচ্চশিক্ষা লাভ

মাত্র পনের বছর বয়সে ইমাম নাসাঈ (র) উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তদানিন্তন মুসলিম বিশ্বের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রসমূহ সফরে বেরিয়ে পড়েন। এ পর্যায়ে তিনি ইরাক, খুরাসান, হিজায, সিরিয়া, মিসর ও আল-জাযীরার শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে বহু খ্যাতনামা মুহাদ্দিসের নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণ

কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়হ, হিশাম ইব্ন আম্মার, ঈসা ইব্ন হাম্মাদ, হুসায়ন ইব্ন মানসূর সুলামী নিশাপুরী, আমর ইব্ন আলী, সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর, হান্নাদ ইব্ন সারী, মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার, মাহমূদ ইব্ন গায়লান, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা, আলী ইব্ন হুজর, ইমরান ইব্ন মূসা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, হুমায়দ ইব্ন মাসআদাহ, আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশআছ সিজিস্তানী, হারিস ইব্ন মিসকীন প্রমুখ।

শিক্ষকতা

ইমাম নাসাঈ (র) মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রসমূহে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করে অবশেষে মিসরে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই হাদীসের দরস দেয়া শুরু করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার জন্যে খুব শীঘ্রই দেশ-দেশান্তরে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞান-পিপাসু শিক্ষার্থীরা তাঁর দরসের মজলিসে ভিড় জমাতে শুরু করে।

তাঁর অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে বিশিষ্ট ছাত্রগণ

আবূ বিশর দূলাবী, আবূ-আলী হুসায়ন নিশাপুরী, হামযা ইব্ন মুহাম্মদ কিনানী, আবূ বকর আহমদ ইব্ন ইসহাক সররী, আবুল কাসিম সুলায়মান ইব্ন আহমদ তাবারানী, আবূ জাফর তাহাবী, আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমদ হাদ্দাদ শাফিঈ, আবদুল করীম ইব্ন আবী আবদুর রহমান নাসাঈ, মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা মামূনী, আবূ জাফর আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল নাহহাস।

মিসর ত্যাগ ও ইন্তিকাল

দীর্ঘদিন মিসরে বসবাস করার পর প্রতিকূল অবস্থার দরুন তিনি ৩০২ হিজরী/ ৯১৪ খ্রিস্টাব্দে দামেশ্‌কে রওয়ানা হন। কিন্তু সেখানে বাস করাও তাঁর জন্য কষ্টকর হয়ে উঠল। তিনি দামেশক পৌঁছার পর দেখতে পেলেন যে, জনসাধারণের অধিকাংশই উমায়্যাপন্থী এবং আলী (রা)-এর বিরোধী। এ অবস্থায় তিনি জনসাধারণের মানসিক সংশোধনের লক্ষে হযরত আলী (রা)-এর প্রশংসায় 'কিতাবুল খাসায়িস ফী ফাদলি আলী ইব্ন আবী তালিব' গ্রন্থটি সংকলন করেন। এরপর দামেশকের মসজিদে সমবেত জনসাধারণকে তিনি গ্রন্থটি পাঠ করে শুনালেন। এতে তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তারা ইমাম নাসাঈর নিকট হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর মাহাত্ম্য জানতে চাইল। তিনি উত্তর দিলেন। কিন্তু উত্তর তাদের মনঃপুত না হওয়ায় তারা হতাশ ও রাগান্বিত হয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করতে করতে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হলো।

এরপর নিগৃহীত ও অসুস্থ ইমামের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে মক্কা মুআজ্জমায় নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেই তিনি ৩০৩ হিজরী / ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মতান্তরে তাঁকে ফিলিস্তিনের রামলা নামক শহরে পৌঁছে দেয়া হয়। সেখানে তিনি ইন্তিকাল করেন।

তিনি ছিলেন আল্লাহ্-ভীরু ও সুন্নাহর প্রতি গভীর অনুরাগী। তিনি সওমে দাঊদী পালন করতেন।

ইমাম নাসাঈ সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত আলিমগণের মন্তব্য

১. হাফিয আলী ইব্ন উমর বলেন : "হাদীসের বিদ্যায় যাঁরা পারদর্শী, ইমাম নাসাঈ তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন উলামা ও মুহাদ্দিসীন-এর নিকট অতি বিশ্বস্ত।" (তাহযীবুল কামাল)

২. মুহাদ্দিস মামূন মিসরী বলেন : "আমরা একদা ইমাম নাসাঈ-এর সঙ্গে তরসূস শহরে গমন করি। তাঁর নাম শুনে সেখানে অনেক মাশায়েখ সমবেত হলেন, তাঁরা সকলেই ইমাম নাসাঈকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস হিসেবে মেনে নিলেন এবং লিখিত স্বীকৃতি প্রদান করলেন যে, ইমাম নাসাঈ যুগশ্রেষ্ঠ হাফিযে হাদীস।" (তাহযীবুল কামাল)

৩. হাকিম আবূ আবদিল্লাহ নিশাপুরী (র) বলেন : আমি আবূ আলী নিশাপুরীকে বলতে শুনেছি, "মুসলমানদের মধ্যে চারজন হাফিয রয়েছেন। ইমাম নাসাঈ তাঁদের অন্যতম।" (তাহযীবুল কামাল)

৪. ইব্নুল হাদ্দাদ শাফিঈ বলেন : "আল্লাহ ও আমার মধ্যে ইমাম নাসাঈকে আমি মাধ্যম বানিয়েছি। (তাযকিরাতুল হুফফায)

৫. মানসূর ফকীহ ও আবূ জাফর তাহাবী (র) বলেন : "নাসাঈ মুসলমানদের অন্যতম ইমাম।" (তাবাকাতুশ শাফিয়্যাতিল কুবরা)

৬. হাদীসের বর্ণনাকারীদেরকে গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে ইমাম নাসাঈ-এর শর্ত ছিল অত্যন্ত কঠিন। এ প্রসঙ্গে হাফিয ইব্ন তাহির মাকদিসী (র) বলেন : "একবার আমি সা'দ ইব্ন 'আলী যানজানীর নিকট জনৈক রাবীর

অবস্থা জানতে চাইলাম। সে রাবী নির্ভরযোগ্য বলে তিনি মন্তব্য করলেন। আমি বললাম– ইমাম নাসাঈ তো সে রাবী যঈফ বলে মন্তব্য করেছেন। তখন তিনি বললেন : বৎস ! শোন, হাদীসের রাবীদের সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ-এর শর্ত এত কঠিন যে, এ বিষয়ে তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম অপেক্ষাও এক ধাপ আগে রয়েছেন।" (তাযকিরাতুল হুফফায ও সিয়ারু আ'লামিন নুবালা)

ইমাম নাসাঈ (র) প্রণীত গ্রন্থাবলী

ইমাম নাসাঈ (র) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১. আস-সুনানুল কুব্রা, ২. আল-মুজতাবা (সুনানে নাসাঈ) , ৩. কিতাবুল খাসাইস ফী ফাদলি আলী ইব্ন আবী তালিব ওয়া আহলিল বায়ত, ৪. কিতাবুদ দুআফা ওয়াল মাতরূকীন, ৫. তাসমিয়াতু ফুকাহাইল আমসার মিন আসহাবি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওয়ামান বা'দাহুম মিন আহলিল মাদীনা, ৬. ফাদাইলুস সাহাবা, ৭. তাফসীর, ৮. কিতাবু আ'মালিল য়াওমি ওয়াল লায়লা, ৯. তাসমিয়াতু মান লাম য়ারবি আনহু গায়রু রাজুলিন ওয়াহিদিন।

সুনানে নাসাঈ-র পরিচয় ও গুরুত্ব

ইমাম নাসাঈ (র) প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নাসাঈ শরীফ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রন্থের কারণেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানি সমসাময়িককালের অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থের সারসংক্ষেপ। প্রথমত তিনি 'আস-সুনানুল কুবরা' নামে একখানি বৃহদায়তনের হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন যাতে সহীহ ও যঈফ সব রকমের হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে আস-সুনানুল কুবরার কলেবর হ্রাস করে এবং শুধু সহীহ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করে আস-সুনানুল কুবরার সংক্ষিপ্তসার স্বরূপ তিনি আল-মুজতাবা (আস-সুনানুস সুগরা) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বর্তমানে প্রচলিত আস-সুনান গ্রন্থটিই হলো সেই আল্-মুজতাবা।

সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থাবলীর মধ্যে সুনানে নাসাঈর স্থান চতুর্থ এবং সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে দ্বিতীয়। অবশ্য মুহাম্মদ আবদুল আযীয খাওলী (র) তাঁর 'মিফাতাহুস-সুন্নাহ' গ্রন্থে সিহাহ সিত্তাহ্র মধ্যে এর স্থান তৃতীয় বলে উল্লেখ করেছেন।

সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে আলোচ্য বিষয় এবং হাদীসের দিক দিয়ে সুনানে নাসাঈ অধিকতর বিশদ ও ব্যাপক। এ গ্রন্থে ৫,৭৬১টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সুনানে নাসাঈ-র বৈশিষ্ট্যাবলী

ইমাম নাসাঈ (র)-এর সুনান গ্রন্থটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নিম্নে এর কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

১. ইমাম নাসাঈ (র) তাঁর এ সুনান গ্রন্থে জীবনের সকল দিক সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এমনকি রুকূ-সিজদার তাসবীহ ও দু'আ এবং অন্যান্য সর্ব প্রকারের দু'আ সম্পর্কিত বহু হাদীস এতে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. ইমাম নাসাঈ প্রচলিত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নতুন প্রসঙ্গ ও শিরোনামকে 'কিতাব' বলে নামকরণ করেছেন। যথা : কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুল জানাইয প্রভৃতি।

৩. মাসআলা প্রমাণের জন্য ইমাম বুখারী (র)-এর ন্যায় তিনি এ গ্রন্থে একই রিওয়ায়াতকে একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন।

৪. এ গ্রন্থে ইমাম নাসাঈ হাদীসের সূত্রগুলোকে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন।

৫. এ গ্রন্থে রাবীগণের নাম, উপনাম ও উপাধির অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে।

৬. সুনানে নাসাঈ-র রচনা ও বিন্যাস পদ্ধতি খুবই সুন্দর। হাকিম নিশাপুরী বলেন : "সুনানে নাসাঈ যে মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করবে, সে এর অপূর্ব বিন্যাস শৈলী দেখে অভিভূত হবে।" (মিফতাহুস সা'আদাহ ও সিয়ারু আ'লামিন নুবালা)

৭. এ গ্রন্থে হাদীস সমালোচনার শাস্ত্রীয় পন্থায় সনদ ও মতনের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৮. এ গ্রন্থে দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

৯. অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের তুলনায় ইমাম নাসাঈ-র এ সুনান গ্রন্থে অনেক বেশি বাব (باب) বা পরিচ্ছেদ রয়েছে। এ গ্রন্থে প্রতিটি কিতাব (كتاب) বা অধ্যায়ের অধীনে বিপুল সংখ্যক বাব আনা হয়েছে এবং বাবগুলোও সূক্ষ্মভাবে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

সুনানে নাসাঈ-র ভাষ্য ও টীকাগ্রন্থ

বিশুদ্ধতা ও বিন্যাসের দিক থেকে সুনানে নাসাঈ যে মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের অধিকারী, সে অনুপাতে এর ভাষ্য ও টীকা গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। এর প্রধান কারণ হল, এ সুনানের বর্ণনাভঙ্গি খুবই সহজ-সরল, এর অর্থ স্পষ্ট, সূত্র পরিষ্কার এবং শিরোনাম অনেক। এতদসত্ত্বেও সুনানে নাসাঈ-র কিছু ভাষ্য ও টীকা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন :

১. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) 'যাহরুর রুবা আলাল মুজতাবা' নামে এর একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এটি কায়রো, কানপুর ও দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।

২. মরক্কোর ফকীহ আলী ইব্‌ন সুলায়মান আদ-দামনাতী আল-বাজমাউবী (মৃ. ১৩০৬ হি. / ১৮৮৯ খ্রি.) আস-সুয়ূতীর ভাষ্য গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সার 'উরফু যাহরির রুবা' নামে প্রস্তুত করেন। ১৩৯৯ হিজরীতে এটি কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।

৩. আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদিল হাদী আস-সিন্দী (মৃ.১১৩৮ হি ./১৭২৬ খ্রি.) সুনানে নাসাঈ-র উপর টীকা লিখেন। ১৩৫৫ হিজরীতে এটি কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।

৪. আবূ আবদির রহমান পাঞ্জাবী ও মুহাম্মাদ আবদুল লতীফ আস-সুয়ূতীর ভাষ্য ও আস-সিন্দীর টীকাসহ সুনানে নাসাঈ প্রকাশ করেন দিল্লী থেকে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে।

৫. আশ-শায়খ হাসান মুহাম্মাদ আল-মাসউদীর তত্ত্বাবধানে সুয়ূতীর ভাষ্য ও সিন্দীর টীকাসহ সুনানে নাসাঈ কায়রো থেকে ১৯৩০-৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৬. মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ ভূজিয়ানীকৃত 'আত-তালীকাতুস সালাফিয়্যা'সহ সুনানে নাসাঈ লাহোর থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৭. আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আবদিল্লাহ আল-আনসারী আল-আন্দালুসী (মৃ.৭৫৬ হি.) الامعان فى شرح سنن النسائى নামে একটি ভাষ্য গ্রন্থ লিখেন।

৮. হাফিয মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী দামিশকী (মৃ. ৭৬৫ হি.) সুনানে নাসাঈ-র একটি ভাষ্য গ্রন্থ সূচনা করেন।

৯. আল্লামা ইব্‌ন মুলাক্কিন (মৃ. ৮০৪ হি.) 'যাওয়াইদুন নাসাঈ' নামে একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

১০. আল্লামা ইশফাকুর রহমান কান্ধলবী (র) সুয়ূতীর ভাষ্য ও সিন্দীর টীকা সংক্ষিপ্ত করে এবং আসমাউর রিজাল সংযোজন করে ১৩৫০ হিজরীতে সুনানে নাসাঈ দিল্লী থেকে প্রকাশ করেন।

১১. সিহাহ সিত্তাহ্র উর্দূ অনুবাদক মাওলানা নওয়াব ওয়াহীদুয যামান হায়দরাবাদী 'রাওদুর রুবা আন তারজামাতিল মুজতাবা' নামে সুনানু নাসাঈ-র একটি উর্দূ অনুবাদ লাহোর থেকে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন।

অনুবাদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য

১. অনুবাদের ক্ষেত্রে সুনানে নাসাঈ-র উপমহাদেশীয় সংস্করণের অনুসরণ করা হয়েছে।

২. সনদের ক্ষেত্রে প্রথম রাবী এবং শেষ রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) . . . . . আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত।

৩. সনদের যেখানে তাহবীল রয়েছে সেখানে প্রথম রাবীর সঙ্গেই তাহবীলকৃত রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. আরবী, ফার্সী ও উর্দূ বানানের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুমোদিত রূপটি গ্রহণ করা হয়েছে।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক
অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সদস্য
সুনানু নাসাঈ শরীফ
সম্পাদনা পরিষদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

অধ্যায় : পবিত্রতা

আলেম-ই-রব্বানী, আল-হাফিয, আল হুজ্জাত, আস্-সামাদানী ইমাম শায়খ আবূ আবদুর রহমান আহমদ ইব্ন শুআয়ব ইব্ন আলী ইব্ন বাহ্র আন-নাসাঈ (র) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ –

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা যখন তোমাদের সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে।" (৫ : ৬)-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন :

١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسُ يَدَهُ فِي وَضُوْئِهِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لاَيَدْرِيْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ *

১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে সে যেন তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত পানিতে না ঢোকায়। কেননা তোমাদের কারো জানা নেই যে, তার হাত রাতে কোথায় পৌঁছেছিল।

بَابُ السِّوَاكِ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ : রাতের বেলা সালাত আদায় করতে উঠলে মিস্ওয়াক করা

٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ *

২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রিবেলা সালাত আদায় করতে উঠলে মিসওয়াক দ্বারা আপন দাঁত মাজতেন।

بَابٌ كَيْفَ يَسْتَاكُ

পরিচ্ছেদ : মিসওয়াক কিভাবে করতে হবে

٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ قَالَ اَخبَرنَا غَيلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَن اَبِى مُوْسٰى قَالَ دَخَلتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَستَنُّ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلٰى لِسَانِهٖ وَهُوَ يَقُوْلُ عَاْعَاْ *

৩. আহমদ ইব্‌ন আবদাহ্ (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলাম তখন তিনি মিসওয়াক করছিলেন আর মিসওয়াকের একপার্শ্ব তাঁর জিহ্বার উপর ছিল এবং 'আ' 'আ' করছিলেন।

بَابٌ هَلْ يَسْتَاكُ الاِمَامُ بِحَضْرَةِ رَعِيَّتِهٖ

পরিচ্ছেদ : ইমাম তাঁর অধঃস্তনের সামনে মিস্‌ওয়াক করবেন কি

٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ابْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ اَقْبَلْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِى رَجُلاَنِ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اَحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْنِى وَالْاٰخَرُ عَنْ يَسَارِى وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَاكُ فَكِلاَهُمَا يَسْاَلُ الْعَمَلَ قُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَااَطْلَعَانِى عَلٰى مَا فِى اَنْفُسِهِمَا وَمَاشَعَرْتُ اَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَكَاَنِّى اَنْظُرُ اِلٰى سِوَاكِهٖ تَحْتَ شَفَتِهٖ قَلَصَتْ فَقَالَ اِنَّا لاَ اَوْ لَنْ نَسْتَعِيْنَ عَلَى الْعَمَلِ مَنْ اَرَادَهُ وَلٰكِنِ اذْهَبْ اَنْتَ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ اَردَفَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنهُمَا *

৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ বুরদা (রা) [তাঁর পিতা] আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এলাম, আমার সঙ্গে ছিল আশ'আর গোত্রের দু'জন লোক। তাদের একজন ছিল আমার ডানদিকে আর অন্যজন ছিল আমার বাঁদিকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন মিসওয়াক করছিলেন। তারা উভয়ে তাঁর কাছে কাজ চাইল। আমি বললাম : যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! তাদের অন্তরে কি ছিল তা আমাকে অবগত করেনি আর আমিও বুঝতে পারিনি যে, তারা কাজ চাইবে। আমি তখন তাঁর ঠোঁটের নিচে রাখা মিসওয়াকের দিকে লক্ষ্য করছিলাম। তাঁর ঠোঁট তখন উঁচু ছিল। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি কাজ চায় আমরা তাকে কাজ দিই না। তবে তুমি যাও,পরে আবূ মূসাকে ইয়ামানে পাঠান আর মুয়ায ইবন জাবালকে তাঁর অনুগামী করলেন।

بَابٌ اَلتَّرْغِيْبُ فِى السِّوَاكِ

পরিচ্ছেদ : মিস্ওয়াকের প্রতি উৎসাহ দান

اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى عَتِيْقٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ *

৫. হুমায়দ ইবন মাসআদাহ্ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : তিনি বলেছেন যে, মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ ও আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উপায়।

اَلْاِكْثَارُ فِى السِّوَاكِ

বারবার মিসওয়াক করা

٦. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَ عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ ابْنُ الْحَبْحَابِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِى السِّوَاكِ *

৬. হুমায়দ ইব্ন মাসআদাহ ও ইমরান ইব্ন মূসা (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি মিসওয়াক করার ব্যাপারে তোমাদেরকে অত্যধিক উৎসাহিত করেছি।

اَلرُّخْصَةُ فِى السِّوَاكِ بِالْعَشِىِّ لِلصَّائِمِ

সিয়াম পালনকারীর জন্য অপরাহ্নে মিসওয়াক করার অনুমতি

٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِى لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ *

৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম তবে তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

اَلسِّوَاكُ فِىْ كُلِّ حِيْنٍ

সর্বদা মিসওয়াক করা

. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ خَشرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى وَهُوَ ابْنُ يُوْنُسَ عَنْ مِّسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَاُ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ *

৮. আলী ইব্‌ন খাশরাম (র) ---- শুরায়হ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে প্রবেশ করার পর প্রথমে কি করতেন ? তিনি বলেন : মিসওয়াক করতেন।

ذِكْرُ الْفِطْرَةِ : اَلاِخْتِتَانُ

ফিতরত প্রসঙ্গ : খাতনা

اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَلاِخْتِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الاَظْفَارِ وَنَتْفُ الاِبْطِ *

৯. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : পাঁচটি বিষয় মানুষের ফিতরাতের অন্তর্গত। খাতনা করা, নাভীর নিম্নভাগের লোম চেঁছে ফেলা, গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা।

تَقْلِيْمُ الاَظْفَارِ

নখ কাটা

. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الاِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الاَظْفَارِ وَالاِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ *

১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পাঁচটি বিষয় মানুষের ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। গোঁফ ছাঁটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা, নাভীর নিম্নাংশের লোম চেঁছে ফেলা এবং খাতনা করা।

نَتْفُ الاِبْطِ

বগলের পশম উপড়ে ফেলা

١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتْفُ الاِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَاَخْذُ الشَّارِبِ *

১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পাঁচটি বিষয় মানুষের ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। খাতনা করা, নাভীর নিম্নাংশের লোম চেঁছে ফেলা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা এবং গোঁফ ছাঁটা।

حَلْقُ الْعَانَةِ

নাভীর নিম্নাংশের লোম চাঁছা

١٢. اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْفِطْرَةُ قَصُّ الْاَظْفَارِ وَاَخْذُ الشَّارِبِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ *

১২. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষের ফিতরাত হলো নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা এবং নাভীর নিম্নভাগের লোম চেঁছে ফেলা।

قَصُّ الشَّارِبِ

গোঁফ ছাঁটা

١٣. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَاْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا *

১৩. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গোঁফ না ছাঁটে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

اَلتَّوْقِيْتُ فِىْ ذٰلِكَ

উল্লিখিত কাজসমূহের জন্য মেয়াদ নির্ধারণ

١٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَقَّتَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْاِبْطِ اَنْ لَا نَتْرُكَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

১৪. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের জন্য গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা, নাভীর নিম্নভাগের লোম চেঁছে ফেলার ও বগলের পশম উপড়ে ফেলার মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমরা যেন এ কাজগুলো চল্লিশ দিনের বেশি সময় পর্যন্ত ফেলে না রাখি। রাবী বলেন আরেকবার চল্লিশ রাতের কথাও বলেছেন।

اِحْفَاءُ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللُّحٰى

গোঁফ ছাঁটা ও দাড়ি বর্ধিত করা

١٥. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوا اللُّحٰى *

১৫. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমরা গোঁফ খাট কর এবং দাড়ি বর্ধিত কর।

اَلْاِبْعَادُ عِنْدَ اِرَادَةِ الْحَاجَةِ

পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনের সময় দূরে গমন করা

١٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ وَعُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي قُرَادٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْخَلَاءِ وَكَانَ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ اَبْعَدَ *

১৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ কুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ময়দানের দিকে বের হলাম। যখন তিনি পায়খানা-পেশাব করার ইচ্ছা করতেন তখন (লোকালয় হতে) দূরে গমন করতেন।

١٧. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ اَبْعَدَ قَالَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ فَقَالَ ائْتِنِي بِوَضُوْءٍ فَاَتَيْتُهُ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ - قَالَ الشَّيْخُ اِسْمٰعِيْلُ هُوَابْنُ جَعْفَرِ بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ الْقَارِئُ *

১৭. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ যখন পায়খানা-পেশাবের স্থানের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন (লোকালয় হতে) দূরে চলে যেতেন। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোন এক সফরে পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে (লোকালয় হতে) দূরে গিয়েছিলেন। তারপর বললেন, আমার জন্য উযূর পানি আন। আমি তাঁর জন্য উযূর পানি আনলাম। তিনি উযূ করলেন এবং মোজার উপর মসেহ করলেন।

اَلرُّخْصَةُ فِىْ تَرْكِ ذٰلِكَ

দূরে না যাওয়ার অনুমতি

١٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ اَنْبَأَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْتَهٰى اِلٰى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَدَعَانِىْ وَكُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ *

১৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হাঁটছিলাম। তিনি এক সম্প্রদায়ের আবর্জনা ফেলবার স্থান পর্যন্ত গেলেন এবং (সেখানে) দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর নিকট হতে দূরে সরে দাঁড়ালাম। কিন্তু তিনি আমাকে ডাকলেন, আমি (এসে) তাঁর গোড়ালির কাছে (অর্থাৎ নিকটেই) থাকলাম, যাবৎ না তিনি পেশাবের কাজ সমাধা করলেন। এরপর তিনি উযূ করলেন এবং মোজার উপর মসেহ করলেন।

اَلْقَوْلُ عِنْدَ دُخُوْلِ الْخَلَاءِ

পায়খানা-পেশাবের স্থানে প্রবেশ করার সময় দোয়া পাঠ করা

١٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ *

১৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পায়খানা-পেশাবের স্থানে প্রবেশের ইচ্ছা করতেন তখন পড়তেন : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ। "হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি– পুরুষ শয়তান ও নারী শয়তান থেকে।"

اَلنَّهْىُ عَنْ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

পায়খানা-পেশাবের সময় কিবলামুখী হওয়া নিষেধ

٢٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ

ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ اِسْحٰقَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَيُّوبَ الْاَنْصَارِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ بِمِصْرَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ كَيْفَ اَصْنَعُ بِهٰذِهِ الْكَرَايِيْسِ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ اَوِالْبَوْلِ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا *

২০. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - রাফি' ইব্ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ আইয়্যূব আনসারী (রা)-এর মিসর অবস্থানকালে তাঁকে বলতে শুনেছেন— আল্লাহ্র শপথ ! আমি জানি না কিভাবে (মিসরের) এই পায়খানাগুলো ব্যবহার করবো। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মল-মূত্র ত্যাগের উদ্দেশ্যে গমন করবে, তখন সে যেন কিবলামুখী হয়ে ও কিবলাকে পেছনে রেখে না বসে।

اَلنَّهْىُ عَنْ اِسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

পায়খানা-পেশাবের সময় কিবলাকে পেছনে রেখে বসা নিষেধ

٢١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَتَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا لِغَائِطٍ اَوْبَوْلٍ وَّلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْغَرِّبُوْا *

২১. মুহাম্মদ ইব্ন মান্সূর (র) - - - - আবূ আইয়্যূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : পেশাব ও পায়খানার জন্য তোমরা কিবলামুখী হয়ে এবং কিবলাকে পেছনে রেখে বসবে না : বরং পূর্বদিক ও পশ্চিম দিক ফিরে বসবে।[1]

اَلْاَمْرُ بِاِسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ اَوِالْمَغْرِبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

পায়খানা-পেশাবের সময় পূর্ব অথবা পশ্চিমদিকে ফিরে বসার নির্দেশ[2]

٢٢. اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا غُنْدُرٌ قَالَ اَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلٰكِنْ لِيُشَرِّقْ اَوْ لِيُغَرِّبْ ،

---

১. যেহেতু মদীনা কিবলার উত্তরদিকে অবস্থিত, তাই পূর্বদিক বা পশ্চিমদিকে ফিরে বসার কথা বলা হয়েছে। মূল কথা হচ্ছে কিবলার দিকে মুখ করে বা কিবলাকে পেছনে রেখে বসা নিষিদ্ধ। –অনুবাদক

২. এ নির্দেশ তাদের জন্য প্রযোজ্য, যারা কা'বা হতে উত্তর বা দক্ষিণদিকে অবস্থান করে।

২২. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন (পায়খানার জন্য) ঢালু জমির দিকে যাবে তখন সে যেন কিবলামুখী হয়ে না বসে এবং সে যেন পূর্ব ও পশ্চিমদিকে মুখ করে বসে।

اَلرُّخْصَةُ فِى ذٰلِكَ فِى الْبُيُوْتِ

ঘরের ভেতর কিবলামুখী হয়ে বসার অনুমতি

٢٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنَ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَد ارْتَقَيْتُ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ *

২৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি (একদিন) আমাদের ঘরের ছাদে উঠেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে দু'টি ইটের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় দেখেছি।[১]

بَابُ النَّهْىِ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِيْنِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

পেশাব করার সময় ডান হাত দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ করা নিষেধ

٢٤. اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُو اِسْمٰعِيلَ وَهُوَ الْقَنَّادُ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى قَتَادَةَ حَدَّثَهُ عَن اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَاْخُذ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ *

২৪. ইয়াহয়া ইব্‌ন দুরুস্ত (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পেশাব করবে, তখন সে যেন ডান হাত দ্বারা তার লিঙ্গ স্পর্শ না করে।

٢٥ . اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَن وَكِيْعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيٰى هُوَ ابْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَن اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ *

২৫. হান্নাদ ইব্‌ন সাররী (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পায়খানা বা পেশাবখানায় প্রবেশ করবে, তখন সে যেন ডান হাত দ্বারা তার লিঙ্গ স্পর্শ না করে।

---

১. হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ঘরের ভেতরে ও বাইরে কোথাও কিবলামুখী হয়ে কিংবা কিবলাকে পেছনে রেখে পেশাব-পায়খানায় বসার অনুমতি নেই। এ হাদীসে উল্লিখিত ঘটনাটি নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বেকার ঘটনা কিংবা নবী করীম (সা) বিশেষ কোন ওজরবশত ঐরূপ করেছিলেন।

بَابُ الرُّخْصَةُ فِى الْبَوْلِ فِى الصَّحْرَاءِ قَائِمًا

মাঠে-ময়দানে দাঁড়িয়ে পেশাব করার অনুমতি

٢٦. اَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا *

২৬. মুআম্মাল ইব্‌ন হিশাম (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের আবর্জনা ফেলার স্থানে আসেন এবং (সেখানে) দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।[১]

٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ اَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا *

২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার - - - - হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের আবর্জনা ফেলার স্থানে আসেন এবং (সেখানে) দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।

٢٨. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنْبَأَنَا بَهْزٌ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَشَى اِلٰى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا قَالَ سُلَيْمَانُ فِى حَدِيْثِهٖ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْصُوْرٌ الْمَسْحَ *

২৮. সুলায়মান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (র) - - - - হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবর্জনা ফেলবার স্থানে গমন করলেন এবং দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন।

اَلْبَوْلُ فِى الْبَيْتِ جَالِسًا

ঘরের ভেতর বসে পেশাব করা

٢٩. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ اِلاَّ جَالِسًا *

২৯. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি তোমাদের বলে যে; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তোমরা তার কথা বিশ্বাস করবে না। (কেননা) তিনি বসেই পেশাব করতেন।

১. বসতে অসুবিধা ছিল বিধায় তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। –অনুবাদক

اَلْبَوْلُ اِلَى السُّتْرَةِ يَسْتَتِرُ بِهَا

কোন সুতরার[১] দ্বারা আড়াল করে পেশাব করা

٣٠. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِى يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ اِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اُنْظُرُوا يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْاَةُ فَسَمِعَهُ فَقَالَ اَوَمَا عَلِمْتَ مَا اَصَابَ صَاحِبَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانُوْا اِذَا اَصَابَهُمْ شَىْءٌ مِّنَ الْبَوْلِ قَرَضُوْهُ بِالْمَقَارِيْضِ فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ فَعُذِّبَ فِى قَبْرِهِ *

৩০. হান্নাদ ইব্‌ন সাররী (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন হাসানা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা আমাদের কাছে আগমন করলেন। তাঁর হাতে চামড়ার তৈরি ঢালের মত একটি বস্তু ছিল। তিনি তা স্থাপন করলেন। এরপর তার পেছনে বসলেন এবং সেদিকে ফিরে পেশাব করলেন। জনৈক ব্যক্তি বললো, দেখ, তিনি স্ত্রীলোকের ন্যায় পেশাব করছেন। লোকটির কথা তিনি শুনে ফেললেন এবং বললেন : তুমি কি জান না যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কি শাস্তি হয়েছে ? তাদের যদি পেশাবের কোন ফোঁটা শরীরে লাগত তাহলে কাঁচি দিয়ে সে অংশ তারা কেটে ফেলত। তাদের এক ব্যক্তি তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে। এজন্য তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়।

اَلتَّنَزُّهُ عَنِ الْبَوْلِ

পেশাবের ছিটা হতে বেঁচে থাকা

٣١. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيْرٍ اَمَّا هٰذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ وَاَمَّا هٰذَا فَاِنَّهُ كَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رَطَبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلٰى هٰذَا وَاحِدًا وَّ عَلٰى هٰذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا - خَالَفَهُ مَنْصُوْرٌ رَوَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ طَاوُسًا *

৩১. হান্নাদ ইব্‌ন সাররী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টি কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। (এমনি সময়) তিনি বললেন : এ দু'টি কবরের লোককে আযাব দেওয়া হচ্ছে। (অবশ্য) কোন কবীরা গুনাহ্‌র কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছে না। (এরপর তিনি কবর দু'টির দিকে ইংগিত করে

১. সুতরা : পায়খানা-পেশাবের সময় যা আড়াল হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

বললেন) এই যে, কবরের অধিবাসী, সে তার পেশাবের (ফোঁটা) হতে বেঁচে থাকত না। আর এই যে কবরের অধিবাসী, সে চুগলি করে বেড়াত। তারপর তিনি একটি খেজুরের তাজা শাখা আনতে বললেন। (শাখা আনা হলে) তিনি তা দু'ভাগে বিভক্ত করলেন এবং উভয় কবরের উপর একটি করে শাখা পুঁতে দিলেন। তারপর বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা হয়ত শাখাগুলো না শুকানো পর্যন্ত এদের আযাব হালকা করে দেবেন।

بَابُ الْبَوْلِ فِى الْاِنَاءِ

পরিচ্ছেদ : পাত্রে পেশাব করা

٣٢. اَخْبَرَنَا اَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ نِ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَتْنِى حُكَيْمَةُ بِنْتُ اُمَيْمَةَ عَنْ اُمِّهَا اُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِىِّ ﷺ قَدَحٌ مِّنْ عَيْدَانٍ يَبُوْلُ فِيْهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيْرِ *

৩২. আইয়্যুব ইব্ন মুহাম্মদ আল-ওয়াযয়ান (র) - - - - উমায়মা বিন্ত রুকায়কা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একটি কাঠের পেয়ালা ছিল। তিনি তাতে (রাত্রে) পেশাব করতেন এবং তা খাটের নিচে রেখে দিতেন।[১]

اَلْبَوْلُ فِى الطَّسْتِ

তশতরিতে পেশাব করা

٣٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَزْهَرُ اَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَوْصٰى اِلٰى عَلِىٍّ لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُوْلَ فِيْهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا اَشْعُرُ فَاِلٰى مَنْ اَوْصٰى - قَالَ الشَّيْخُ اَزْهَرُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ *

৩৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোকেরা বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (হযরত) আলী (রা)-কে ওসিয়ত করেছেন। (অথচ তিনি তাঁর অন্তিমকালে) পেশাব করবার জন্য একটি তশতরি আনতে বললেন : আর অমনি তাঁর দেহ মুবারক (মৃত্যুর কারণে) ঢলে পড়ল, অথচ আমি টের পেলাম না। (যে তার মৃত্যু হয়েছে)। কাজেই তিনি কাকে (কখন) ওসিয়ত করলেন?

كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِى الْجُحْرِ

গর্তে পেশাব করা মাকরূহ

اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

---

১. তা ছিল প্রয়োজনবশত।

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِي جُحْرٍ قَالُوْا لِقَتَادَةَ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ قَالَ يُقَالُ اِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ *

৩৪. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারজিস্ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন গর্তে পেশাব না করে। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো : গর্তে পেশাব করা দূষণীয় কেন ? তিনি জবাব দেন যে, বলা হয়ে থাকে, গর্ত জিন্নের বাসস্থান।[১]

اَلنَّهْيُ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ

٣٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ *

৩৫. কুতায়বা (র) - - - - - জাবির (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ

গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ

٣٦. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ *

৩৬. আলী ইব্‌ন হুজর (র)- -- -আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফফাল (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় পেশাব না করে। কেননা এর কারণেই অধিকাংশ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

اَلسَّلاَمُ عَلٰى مَنْ يَّبُوْلُ

পেশাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া

٣٧. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ وَقَبِيْصَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ *

১. অনেক সময় গর্তের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, বিষাক্ত,পোকা-মাকড় ইত্যাদি বসবাস করে থাকে। সেখানে পেশাব করলে কষ্টদায়ক প্রাণী মানুষের ক্ষতি করতে পারে; অপরদিকে দুর্বল প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।—অনুবাদক

৩৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেশাব করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে তাঁকে সালাম দিল। কিন্তু তিনি তার সালামের জবাব দিলেন না।[১]

رَدُّ السَّلَامِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

উযূ করার পর সালামের জবাব দেয়া

٣٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ اَنْبَأَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُضَيْنٍ اَبِىْ سَاسَانَ - عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ اَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَتّٰى تَوَضَّأَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ *

৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - - মুহাজির ইব্‌ন কুনফুয (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেশাব করছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাঁকে সালাম দেন। কিন্তু নবী ﷺ উযূ করার পূর্বে সালামের জবাব দেননি ; উযূ করার পর সালামের জবাব দেন।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاِسْتِطَابَةِ بِالْعَظْمِ

হাড় দ্বারা পবিত্রতা অর্জন (ঢেলা হিসেবে ব্যবহার) করা নিষিদ্ধ

٣٩. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ بْنِ سَنَّةَ الْخُزَاعِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّسْتَطِيْبَ اَحَدُكُمْ بِعَظْمٍ اَوْ رَوْثٍ *

৩৯. আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারহ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদেরকে হাড় এবং শুষ্ক গোবর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে নিষেধ করেছেন।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاِسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ

গোবর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন নিষিদ্ধ

٤٠. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ اَخْبَرَنِى الْقَعْقَاعُ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْخَلَاءِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِيْنِهِ وَكَانَ يَاْمُرُ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ وَنَهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ *

১. পেশাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া নিষেধ। তাই সে সময় তিনি উক্ত ব্যক্তির সালামের জবাব দেননি।

৪০. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি তো তোমাদের জন্য পিতৃতুল্য। আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দেই। তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পেশাব-পায়খানার স্থানে যাবে, তখন সে যেন কিবলার দিকে ফিরে অথবা কিবলাকে পেছনে রেখে না বসে। আর ডান হাতে যেন পবিত্রতা অর্জন না করে। নবী ﷺ তিনটি পাথর (ঢেলা) ব্যবহার করতে হুকুম করতেন এবং গোবর ও হাড়কে ঢেলা হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন।

اَلنَّهْىُ عَنِ الاِكْتِفَاءِ فِى الاِسْتِطَابَةِ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ

তিনটির কম ঢেলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা নিষিদ্ধ

٤١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا اَبُومُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اِنَّ صَاحِبَكُم لَيُعَلِّمُكُمْ حَتّٰى الْخِرَاءَةَ قَالَ اَجَلْ نَهَانَا اَن نَّسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَو بَوْلٍ اَوْ نَسْتَنْجِىَ بِاَيْمَانِنَا اَوْ نَكْتَفِىَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ *

৪১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - সালমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, তোমাদের নবী তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। এমনকি পায়খানা-পেশাবে কিভাবে বসবে তাও। সালমান (রা) (উত্তরে) বললেন : নিশ্চয়ই। তিনি আমাদেরকে পেশাব-পায়খানাকালে কিবলামুখী হয়ে বসতে, ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করতে এবং তিনটি কুলুখের কমে ক্ষান্ত হতে নিষেধ করেছেন।

اَلرُّخْصَةُ فِى الاِسْتِطَابَةِ بِحَجَرَيْنِ

দু'টি ঢেলার দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি

٤٢. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ لَيْسَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ذَكَرَه وَلٰكِنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ الاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنهُ يَقُوْلُ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ الْغَائِطَ وَاَمَرَنِى اَنْ اٰتِيَهُ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ اَجِدْهُ فَاَخَذْتُ رَوْثَةً فَاَتَيْتُ بِهِنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَاَخَذَ الْحَجَرَينِ وَاَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ هٰذِهِ رِكْسٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلرِّكْسُ طَعَامُ الْجِنِّ *

৪২. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ একদিন (পায়খানার জন্য) ঢালু জমিতে আসেন এবং আমাকে তিনটি পাথর (ঢেলা-) আনার জন্য হুকুম করেন। আমি দু'টি পাথর পেলাম। তৃতীয়টি খোঁজ করলাম। কিন্তু পেলাম না। কাজেই আমি একটি গোবরের টুকরা নিলাম এবং এগুলো নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তিনি

পাথর দু'টি[১] নিলেন ও গোবর ফেলে দিলেন এবং বললেন, ইহা 'রিকস'। আবূ আবদুর রহমান বলেন : 'রিকস' হলো জিন্নের খাদ্য।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى الْاِسْتِطَابَةِ بِحَجَرٍ وَّاحِدٍ

পরিচ্ছেদ : একটি ঢেলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি

٤٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ اَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَن مَّنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَاسْتَجْمَرْتَ فَاَوْتِرْ *

৪৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - সালামা ইব্ন কায়স (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন ঢেলা ব্যবহার কর তখন বেজোড় ব্যবহার কর।

اَلْاِجْتِزَاءُ فِى الْاِسْتِطَابَةِ بِالْحِجَارَةِ دُوْنَ غَيْرِهَا

শুধু ঢেলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন যথেষ্ট

٤٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَاِنَّهَا تَجْزِىْ عَنْهُ *

৪৪. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন (পায়খানার জন্য) ঢালু ভূমিতে যাবে, সে যেন সাথে করে তিনটি পাথর নিয়ে যায় এবং এগুলোর দ্বারা যেন সে পবিত্রতা অর্জন করে। এটা তার (পবিত্রতা অর্জনের) জন্য যথেষ্ট হবে।

اَلْاِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ

পানির দ্বারা পবিত্রতা অর্জন

٤٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بِنِ اَبِى مَيْمُوْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ اَحْمِلُ اَنَا وَغُلَامٌ مَّعِى نَحْوِىْ اِدَاوَةً مِّن مَّاءٍ فَيَسْتَنْجِى بِالْمَاءِ *

---

১. এ হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, কুলুখ ব্যবহারে তিনটির কমে যদি পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব হয় তবে তিনটির কম সংখ্যক কুলুখ ব্যবহার করা বৈধ। এরূপ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। এ হাদীসের উপরে বর্ণিত তিনটির কম সংখ্যক কুলুখ ব্যবহার করতে যে নিষেধ করা হয়েছে, তা এ অর্থে যে, পবিত্রতা অর্জনকারী যদি মনে করে তিনটির কমে পবিত্রতা অর্জন হবে না, তবে তিনটির কমে পবিত্রতা অর্জন করা নিষেধ। –অনুবাদক

৪৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আতা ইব্‌ন আবূ মায়মূনা (র) বলেন : আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে উন্মুক্ত স্থানে প্রবেশ করতেন তখন আমি এবং আমার সাথে আমার মতই আর একটি ছেলে পানির পাত্র বয়ে আনতাম। তিনি পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতেন।

٤٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مُرْنَ اَزْوَاجَكُنَّ اَنْ يَّسْتَطِيْبُوْا بِالْمَاءِ فَانِّى اَسْتَحْيِيْهِمْ مِنْهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ *

৪৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমাদের স্বামীদেরকে পানি দ্বারা শৌচকার্য করতে বল। আমি নিজে তাদেরকে বলতে লজ্জাবোধ করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ

ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করা নিষিদ্ধ

٤٧. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ اَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِىْ اِنَائِهِ وَاِذَا اَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ *

৪৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন পান করে, তখন সে যেন পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে এবং যখন পায়খানা-প্রশ্রাবের জন্য যায়, তখন যেন সে তার ডান হাত দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে।

٤٨. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ وَاَنْ يَّمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَاَنْ يَّسْتَطِيْبَ بِيَمِيْنِهِ *

৪৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং ডান হাতে লিঙ্গ স্পর্শ করতে ও ডান হাতে শৌচকার্য করতে নিষেধ করেছেন।

٤٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَشُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ الْمُشْرِكُوْنَ اِنَّا لَنَرٰى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ قَالَ اَجَلْ نَهَانَا اَنْ يَّسْتَنْجِىَ اَحَدُنَا بِيَمِيْنِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ لَا يَسْتَنْجِىْ اَحَدُكُمْ بِدُوْنِ ثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ *

৪৯. আমর ইব্‌ন আলী ও শুয়ায়ব ইব্‌ন ইউসুফ (র) - - - - সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুশরিকরা বললো : তোমাদের নবীকে দেখছি যে, তোমাদেরকে পায়খানা-পেশাবের পদ্ধতি শিক্ষা দেন! সালমান (রা) বললেন, নিশ্চয়ই। তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন যে, আমাদের কেউ যেন ডান হাতে ইস্তিঞ্জা না করে এবং কিবলামুখী হয়ে (পায়খানা-পেশাবে) না বসে। তিনি আরও বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যেন তিনটির কম কুলুখ (ঢেলা) দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে।

بَابُ دَلْكِ الْيَدِ بِالْأَرْضِ بَعْدَ الْاِسْتِنْجَاءِ

পরিচ্ছেদ : ইস্তিঞ্জার পর হাত মাটিতে ঘষা

٥٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَلَمَّا اسْتَنْجَى دَلَكَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ *

৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক মুখাররামী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ইস্তিঞ্জা করার পর মাটিতে হাত ঘষেন এবং উযূ করেন।

٥١. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِى ابْنَ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَتَى الْخَلَاءَ فَقَضَى الْحَاجَةَ ثُمَّ قَالَ يَا جَرِيْرُ هَاتِ طَهُوْرًا فَاَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ وَقَالَ بِيَدِهِ فَدَلَكَ بِهَا الْاَرْضَ - قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا اَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ *

৫১. আহমদ ইব্‌ন সাব্বাহ (র) - - - - জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি পায়খানা-পেশাবের স্থানে গেলেন এবং প্রয়োজন সমাধা করলেন। তারপর বললেন, হে জারীর ! পানি আন, আমি তাঁকে পানি এনে দিলাম। তিনি পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করেন এবং হাত মাটিতে ঘষেন।

আবূ আবদুর রহমান বলেন : এটি শারীকের হাদীসের তুলনায় অধিক সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

بَابُ التَّوْقِيْتِ فِى الْمَاءِ

পরিচ্ছেদ : পানির (পাক-নাপাক হওয়ার) ব্যাপারে পরিমাণ নির্ধারণ

٥٢. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِى اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ *

৫২. হান্নাদ ইব্‌ন সাররী ও হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পানির (পাক-নাপাক হওয়ার) পরিমাণ এবং যে পানিতে চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র জন্তু আসা-যাওয়া করে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি (উত্তরে) বলেন : পানি যখন দুই 'কুল্লা' হবে তখন তা নাপাক হবে না।[১]

تَرْكُ التَّوْقِيْتِ فِى الْمَاءِ

পানির পরিমাণ নির্ধারণ না করা

٥٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَامَ اِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ لاَتُزْرِمُوْهُ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى لاَ تَقْطَعُوا عَلَيْهِ *

৫৩. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে দেয়। কেউ কেউ (বাধা দিতে) উঠে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, তার পেশাবে বাধার সৃষ্টি করো না। সে ব্যক্তি পেশাব শেষ করলে তিনি এক বালতি পানি আনতে বলেন। তারপর তার পেশাবের উপর তা ঢেলে দেন।

٥٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَالَ اَعرَابِىٌّ فِى الْمَسْجِدِ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِدَلْوٍ مِّن مَّاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ *

৫৪. কুতায়বা (র) - - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক বেদুঈন ব্যক্তি মসজিদে পেশাব করে দেয়। নবী ﷺ এক বালতি পানি আনতে আদেশ করেন। তারপর ঐস্থানে পানি ঢেলে দেয়া হয়।

٥٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى الْمَسْجِدِ فَبَالَ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُتْرُكُوْهُ فَتَرَكُوْهُ حَتّٰى بَالَ ثُمَّ اَمَرَ بِدَلْوٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ *

---

১. 'কুল্লা' বলতে বড় মশক বা মটকা উভয়কে বুঝায়। তৎকালে একটা মটকায় সাধারণত তিন মণের কিছু বেশি পানি ধরত। সে হিসেবে দুই মটকা পানির পরিমাণ দাঁড়ায় অনুমান সোয়া ছয় মণ। হানাফী ফকীহগণ দশ বর্গহাতবিশিষ্ট কূপের পানিকে বেশি পানি মনে করেন। এ পরিমাণ পানিতে কোন নাপাক বস্তু পড়ার কারণে যদি এর রং, স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট না হয় তাহলে তা নাপাক হবে না।

৫৫. সুওয়াদ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এক বেদুঈন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে এবং পেশাব করতে শুরু করে। এতে লোকেরা চিৎকার করে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তারা তাকে ছেড়ে দেয়। সে ব্যক্তি পেশাব শেষ করে। পরে তিনি এক বালতি পানি আনতে নির্দেশ দেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দেয়া হয়।

٥٦. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ اَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ وَاَهْرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهِ دَلْوًا مِّنْ مَّاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِيْنَ *

৫৬. আবদুর রহমান ইব্‌ন্ ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক বেদুঈন মসজিদে এসে পেশাব করে দেয়। লোকেরা তাকে ধমক দিতে আরম্ভ করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বললেন : তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমরা নম্র ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হয়েছ, কঠোর ও রূঢ় আচরণের জন্যে নয়।

بَابُ الْمَاءِ الدَّائِمِ

পরিচ্ছেদ : বদ্ধ পানির বর্ণনা

٥٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ عَوْفٌ وَقَالَ خِلَاسٌ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ *

৫৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে যেখানে সে পরে উযূ করবে।[১]

٥٨. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيْقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَانَ يَعْقُوْبُ لَا يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اِلَّا بِدِيْنَارٍ *

৫৮. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, যাতে সে পরে গোসল করবে। ইমাম নাসাঈ (র) বলেন : ইয়াকূব (র) এ হাদীসখানা বর্ণনা করতেন এক দীনার নিয়ে।

---

১. বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ।

بَابٌ فِى مَاءِ الْبَحْرِ

পরিচ্ছেদ : সমুদ্রের পানি প্রসঙ্গে

٥٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ اَبِى بُرْدَةَ مِنْ بَنِى عَبْدِ الدَّارِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَ نَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَّاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ *

৫৯. কুতায়বা (র) - - - - মুগীরা ইব্‌ন আবূ বুরদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি। আমাদের সঙ্গে অল্প পরিমাণ পানি নিয়ে থাকি। এ পানি দ্বারা যদি আমরা উযূ করি তবে (পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে) আমরা পিপাসায় কষ্ট পাবো। (এমতাবস্থায়) আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা উযূ করব ? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং সমুদ্রের মৃত প্রাণীও হালাল।[১]

بَابُ الْوُضُوْءِ بِالثَّلْجِ

পরিচ্ছেদ : বরফ দ্বারা উযূ করা

٦٠. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً فَقُلْتُ بِاَبِى اَنْتَ وَاُمِّى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ فِى سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِى مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِى مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ *

৬০. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আরম্ভ করার পর অল্পক্ষণ নীরব থাকতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক ; তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যবর্তী নীরবতার সময় আপনি কি পড়েন ? তিনি বলেন : আমি তখন পড়ি : اَللّٰهُمَّ بَاعِد بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِى مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِى مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

---

১. সমুদ্রের মৃত প্রাণী ফুলে উঠার পূর্ব পর্যন্ত হালাল। আর এখানে সমুদ্রের মৃত প্রাণী দ্বারা মাছকেই বুঝানো হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) এরই অনুসরণ করেন।

"হে আল্লাহ্ ! পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে আপনি যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন তেমনি আমার ও আমার অপরাধসমূহের মধ্যে দূরত্ব করে দিন। হে আল্লাহ্ ! আমার গুনাহসমূহ থেকে আমাকে পবিত্র করুন যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ থেকে আমাকে ধৌত করে দিন বরফ, পানি এবং শিলাবৃষ্টির পানি দ্বারা।"

اَلْوُضُوْءُ بِمَاءِ الثَّلْجِ

বরফের পানি দ্বারা উযূ করা

٦١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ *

৬১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পড়তেন : اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِى مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيتَ الثَّوبَ الْاَبيَضَ مِنَ الدَّنَسِ "হে আল্লাহ্ ! আপনি আমার গুনাহসমূহ বরফের পানি এবং বৃষ্টির ঠান্ডা পানি দ্বারা ধৌত করে দিন এবং আমার অন্তরকে গুনাহসমূহ থেকে পবিত্র করে দিন যেমন আপনি সাদা কাপড় পবিত্র করেছেন ময়লা থেকে।"

بَابُ الْوُضُوْءِ بِمَاءِ الْبَرَدِ

পরিচ্ছেদ : শিলাবৃষ্টির পানি দ্বারা উযূ সম্পর্কে

٦٢. اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ شَهِدْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى عَلٰى مَيِّتٍ فَسَمِعْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَاَوْسِعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبِيَضُ مِنَ الدَّنَسِ *

৬২. হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ---- যুবায়র ইব্ন নুফায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আউফ ইবন মালিক (রা)-এর নিকট গমন করি। তখন তিনি বলেছিলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাতের সময় যে দোয়া পড়েছিলেন আমি তা শুনেছি। তিনি পড়েছিলেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَاَوْسِعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبِيَضُ مِنَ الدَّنَسِ *

"হে আল্লাহ্ ! আপনি তাকে মাফ করে দিন এবং তার উপর রহম করুন। তাকে আরাম দিন এবং ক্ষমা করুন। তার আতিথেয়তাকে সম্মানজনক করুন। তার কবর প্রশস্ত করুন এবং তাকে পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করুন। তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করুন যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়।"

سُؤْرُ الْكَلْبِ

কুকুরের উচ্ছিষ্ট

٦٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ *

৬৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যদি তোমাদের কারও পাত্র থেকে কুকুর পান করে তবে সে যেন তার পাত্রটি সাতবার ধৌত করে।

٦٤. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ اَنَّ ثَابِتًا مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ *

৬৪. ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারও পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেবে, তখন সে যেন পাত্রটি সাতবার ধৌত করে।

٦٥. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ هِلَالُ بْنُ اُسَامَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ *

৬৫. ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - অপর এক সূত্র হতে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এবং তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

اَلْاَمْرُ بِاِرَاقَةِ مَافِى الْاِنَاءِ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ

কুকুর পাত্রে মুখ দিলে পাত্রের জিনিস ঢেলে ফেলে দেয়ার নির্দেশ

٦٦. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى رَزِيْنٍ وَاَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ - "قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَا اَعْلَمُ اَحَدًا تَابَعَ عَلِىَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلٰى قَوْلِهِ فَلْيُرِقْهُ" *

৬৬. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন পাত্রের জিনিস ঢেলে ফেলে দেয়। তারপর যেন তা সাতবার ধুয়ে ফেলে।

আবূ আবদুর রহমান বলেন : (পাত্রের জিনিস ঢেলে ফেলে দেয়) এই কথায় (সনদের উর্ধ্বতন রাবী) আলী ইব্‌ন মুসহিরকে কেউ অনুসরণ করেছে বলে আমি জানি না।

بَابُ تَعْفِيْرِ الاِنَاءِ الَّذِىْ وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ بِالتُّرَابِ

পরিচ্ছেদ : কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র মাটি দ্বারা মাজা সম্পর্কে

٦٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الْاَعلَى الصَّنْعَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَرَخَّصَ فِى كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَّعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ *

৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা সান'আনী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য শিকার ও ছাগপালের পাহারাদারীর জন্য কুকুর রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছেন যে, কোন পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয় তখন তা সাতবার ধৌত করবে এবং অষ্টমবারে মাটি দ্বারা মেজে নেবে।

سُؤْرُ الْهِرَّةِ

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

٦٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ ابْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً مَّعْنَاهَا فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَاَصْغَى لَهَا الاِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَاَنِى اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَاابْنَةَ اَخِى فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّمَا هِىَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ *

৬৮. কুতায়বা (র) - - - - কাবশা বিনত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ কাতাদা (রা) একদিন তাঁর নিকট আগমন করেন। তারপর কাব্‌শা কিছু কথা বলেন : যার অর্থ হচ্ছে, আমি আবূ কাতাদা (রা)-এর জন্য উযূর পানি রাখি। ইত্যবসরে একটি বিড়াল এসে পাত্র থেকে পানি পান করে। আবূ কাতাদা (রা) পাত্রটি কাত করে দিলে বিড়ালটি পানি পান করে। কাব্‌শা বলেন : আবূ কাতাদা (রা) আমাকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভাতিজী ! (আমি বিড়ালকে পাত্র থেকে পানি পান করিয়েছি দেখে) তুমি

অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, বিড়াল অপবিত্র নয়। কারণ যে সব প্রাণী প্রতিনিয়ত তোমাদের আশে পাশে থাকে, তাদের মধ্যে বিড়ালও একটি।

بَابُ سُؤْرِ الْحِمَارِ

পরিচ্ছেদ : গাধার উচ্ছিষ্ট

٦٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَتَانَا مُنَادِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ فَاِنَّهَا رِجْسٌ *

৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘোষণাকারী এসে বললো : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তোমাদেরকে গাধার গোশ্‌ত (খেতে) নিষেধ করেছেন। কেননা তা অপবিত্র।

بَابُ سُؤْرِ الْحَائِضِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি মহিলার উচ্ছিষ্ট

٧٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ فَيَضَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَاَنَا حَائِضٌ وَكُنْتُ اَشْرَبُ مِنَ الْاِنَاءِ فَيَضَعُ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَاَنَا حَائِضٌ *

৭০. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হাড় থেকে গোশত কামড়ে নিতাম। তারপর আমি যেখানে মুখ রাখতাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও সেখানে তাঁর মুখ রাখতেন। অথচ তখন আমি ঋতুমতি ছিলাম। আমি পাত্র থেকে পানি পান করতাম। তারপর তিনিও সে স্থানে মুখ রাখতেন, যেখানে আমি মুখ রাখতাম। অথচ আমি তখন ঋতুমতি ছিলাম।

بَابُ وُضُوْءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيْعًا

পরিচ্ছেদ : নারী-পুরুষের একত্রে উযূ করা

٧١. اَخْبَرَنِى هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُوْنَ فِى زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْعًا *

৭১. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় নারী-পুরুষ একত্রে উযূ করতেন।[১]

بَابُ فَضْلِ الْجُنُبِ

পরিচ্ছেদ : জুনুব[২] ব্যক্তির (গোসলের পর) অবশিষ্ট পানি

٧٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ *

৭২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে একই পাত্রে গোসল করতেন।

بَابُ الْقَدْرِ الَّذِىْ يَكْتَفِى بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوْءِ

পরিচ্ছেদ : উযূর জন্য একজন পুরুষের জন্য কি পরিমাণ পানি যথেষ্ট

٧٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوْكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِىَّ

৭৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মাক্কুক[৩] পরিমাণ পানি দ্বারা উযূ করতেন এবং পাঁচ মাক্কুক পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন।

٧٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِى وَهِىَ اُمُّ عُمَارَةَ بِنْتُ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَاُتِىَ بِمَاءٍ فِى اِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَىِ الْمُدِّ قَالَ شُعْبَةُ فَاَحْفَظُ اَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَجَعَلَ يَدْلُكُهُمَا وَيَمْسَحُ اُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَلَا اَحْفَظُ اَنَّهُ مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا *

৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - উম্মু উমারা বিনত কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ উযূ করেন (এ উযূর জন্য) এমন একটি পাত্রে পানি আনা হয় যাতে এক মুদ-এর দু'-তৃতীয়াংশ পানি ছিল।

---

১. মুহাদ্দিস-ই সিন্ধী (র) বলেন : একত্রে উযূ করার ঘটনা পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের অথবা তা ছিল পর্যায়ক্রমিক। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) তা-ই বুঝিয়েছেন।

২. জুনুব- যে ব্যক্তির জন্য গোসল ফরয।

৩. মাক্কূক অর্থ এক মুদ্দ। আর ১ মুদ্দ ইরাকের ফকীহগণের মতে ২ রতল বা ১ লিটার (প্রায়) এবং হিজাযের ফকীহগণের মতে ১ রতল ও ১ রতলের তিনভাগের একভাগ বা পৌণে ১ লিটার (প্রায়)। উল্লেখ্য, ১ রতল= ৪০ তোলা। -অনুবাদক

হাবীব থেকে বর্ণনাকারী শু'বা বলেন : আমার এ কথাও স্মরণ আছে যে, তিনি উভয় হাত মর্দন করে ধৌত করেন এবং উভয় কানের ভেতর দিকে মসেহ করেন। কানের উপর দিকে মসেহ করেছেন কিনা তা আমার খেয়াল নেই।

بَابُ النِّيَّةِ فِى الْوُضُوْءِ

পরিচ্ছেদ : উযূতে নিয়্যত প্রসঙ্গ

٧٥. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِى مَالِكٌ ح وَاَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِاَمْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَّنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ *

৭৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র), সুলায়মান ইব্ন মনসূর (র) ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সব কাজই নিয়্যত অনুযায়ী হয়। মানুষ যা নিয়্যত করে, তাই লাভ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত হবে দুনিয়া লাভের জন্য, সে তাই লাভ করবে। অথবা যার হিজরত হবে কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য, তার হিজরত সে জন্যই হবে যার উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।

اَلْوُضُوْءُ مِنَ الْاِنَاءِ

পাত্র থেকে উযূ করা

٧٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوْءَ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ يَدَهُ فِى ذٰلِكَ الْاِنَاءِ وَاَمَرَ النَّاسَ اَنْ يَّتَوَضَّئُوْا فَرَاَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ اَصَابِعِهِ حَتّٰى تَوَضَّئُوْا مِنْ عِنْدِ اٰخِرِهِمْ *

৭৬. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখলাম যে, আসরের নামায নিকটবর্তী (অথচ পানি নেই) লোকেরা পানির অনুসন্ধান করল কিন্তু পানি পেল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট একটি পাত্র আনা হয়। তিনি পাত্রটির ভেতরে হাত রাখেন এবং লোকদের উযূ করার নির্দেশ

দেন। আমি দেখলাম, তাঁর হাতের আঙ্গুল থেকে পানি উৎসারিত হচ্ছে। তাঁদের সর্বশেষ ব্যক্তিসহ সকলেই (সে পানি দ্বারা) উযূ করলেন।

٧٧. أَخْبَرَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَأُتِيَ بِتَوْرٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَيَقُوْلُ حَيَّ عَلَى الطَّهُوْرِ وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْأَعْمَشُ فَحَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ *

৭৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - - আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা (এক সফরে) নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। লোকেরা পানি পাচ্ছিলেন না। তাঁর কাছে একটি (তশতরীর ন্যায়) পাত্র নিয়ে আসা হয় এবং তিনি তাতে হাত ঢোকান। আমি দেখলাম, তাঁর হাতের আঙ্গুলের ফাঁক হতে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি বলছিলেন, তোমরা আল্লাহর তরফ থেকে পানি ও বরকত নিতে এসো। আ'মাশ (রা) বলেন : আমাকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সালিম ইব্‌ন আবুল জা'দ। তিনি বলেন : আমি জাবির (রা) -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনারা তখন কতজন লোক ছিলেন ? তিনি বলেন : আমরা তখন দেড় হাজার লোক ছিলাম।

بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوْءِ

পরিচ্ছেদ : উযূ করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা

٧٨. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَضُوْءًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ وَيَقُوْلُ تَوَضَّؤُوا بِسْمِ اللّٰهِ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ * قَالَ ثَابِتٌ قُلْتُ لِأَنَسٍ كَمْ تُرَاهُمْ قَالَ نَحْوًا مِنْ سَبْعِيْنَ *

৭৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (কোন এক সফরে) নবী ﷺ -এর কয়েকজন সাহাবী পানি তালাশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমাদের কারো নিকট পানি আছে কি ? (একজন পানি এনে দিলে) তিনি পানিতে হাত রাখলেন এবং বললেন : বিস্‌মিল্লাহ্ বলে উযূ কর। আমি তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক থেকে পানি বের হতে দেখলাম। তাঁদের সর্বশেষ ব্যক্তিসহ সকলেই এই পানিতে উযূ করেন। সাবিত (র) বলেন : আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি উপস্থিত লোকের সংখ্যা কত মনে করেন ? তিনি বললেন, সত্তরজনের মত।[১]

১. হাদীসদ্বয়ে পৃথক পৃথক দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

صَبُّ الْخَادِمِ الْمَآءَ عَلَى الرَّجُلِ لِلْوُضُوْءِ

পুরুষের উযূর জন্য খাদেমের পানি ঢেলে দেয়া

٧٩. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَيُوْنُسَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُوْلُ سَكَبْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تَوَضَّاَ فِى غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ * "قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ" *

৭৯. সুলায়মান ইব্ন দাউদ ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - উরওয়া ইব্ন মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা [মুগীরা (রা)-কে বলতে শুনেছেন : তাবূকের যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উযূ করার সময় পানি ঢেলে দিয়েছি। তিনি মোজার উপর মসেহ করেছিলেন।

اَلْوُضُوْءُ مَرَّةً مَرَّةً

উযূর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করা

اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ اَنْبَأَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَنْبَأَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِوُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَوَضَّاَ مَرَّةً مَرَّةً *

৮০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি তোমাদেরকে রাসূল ﷺ-এর উযূর সংবাদ দেব কি? পরে তিনি (প্রত্যেক অঙ্গ) এক-একবার (ধৌত) করে উযূ করলেন।

بَابُ الْوُضُوْءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا

পরিচ্ছেদ : উযূর অঙ্গসমূহ তিনবার ধৌত করা

٨١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنْبَأَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ تَوَضَّاَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا يُسْنِدُ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ *

৮১. সুয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - মুত্তালিব ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হানতাব (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তিন-তিনবার ধৌত করে উযূ করেছেন এবং বলেছেন নবী ﷺ এরূপ উযূ করেছেন।[১]

১. উযূর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা সুন্নত। একবার করে ধৌত করলে উযূ হয়ে যাবে কিন্তু সুন্নত আদায় হবে না। একে বলা হয় বয়ানে জাওয়ায। অর্থাৎ একবার করে ধৌত করলেও উযূ হয়ে যায়। —অনুবাদক

صِفَةُ الْوُضُوْءِ : غَسْلُ الْكَفَّيْنِ

উযূর বর্ণনা : উভয় কব্জি ধৌত করা

٨٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْبَصَرِيُّ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ رَجُلٍ حَتَّى رَدَّهُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَلاَ اَحفَظُ حَدِيْثَ ذَا مِنْ حَدِيْثِ ذَا اَنَّ الْمُغِيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَرَعَ ظَهْرِى بِعَصًا كَانَتْ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ حَتَّى اَتَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْاَرْضِ فَاَنَاخَ ثُمَّ انْطَلَقَ قَالَ فَذَهَبَ حَتَّى تَوَارٰى عَنِّى ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَمَعَكَ مَاءٌ وَمَعِى سَطِيْحَةٌ لِى فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَاَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَ وَجْهَهُ وَذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَاَخْرَجَ يَدَهُ مِن تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ وَجهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَذَكَرَ مِن نَّاصِيَتِهِ شَيْئًا وَّ عِمَامَتِهِ شَيْئًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ لاَ اَحْفَظُ كَمَا اُرِيْدُ ثُمَّ مَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَالَ حَاجَتَكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَتْ لِى حَاجَةٌ فَجِئْنَا وَقَدْ اَمَّ النَّاسَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَذَهَبْتُ لِاُوْذِنَهُ فَنَهَانِى فَصَلَّيْنَا مَا اَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا مَا سُبِقْنَا *

৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম বসরী (র) - - - - মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তাঁর কাছে একটি লাঠি ছিল। (পথের এক স্থানে) তিনি লাঠিটি দিয়ে আমার পিঠে ঠোকা দিলেন। পরে তিনি রাস্তা থেকে সরে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে সরে গেলাম। (কিছুক্ষণ চলার পর) এক স্থানে এসে উট থামালেন। তারপর তিনি আবার চলতে লাগলেন। রাবী বলেন : তিনি এতদূর গেলেন যে, আমার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। (ক্ষণিক পর) ফিরে এসে বললেন, তোমার নিকট পানি আছে ? আমার সাথে একটি পানির পাত্র ছিল। আমি তা নিয়ে তাঁর নিকট আসলাম এবং পানি ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি তাঁর হাত মুখ ধুলেন এবং কব্জির উপরিভাগ ধৌত করতে চাইলেন। তখন তাঁর পরিধানে ছিল চিকন হাতার একটি শামী (সিরীয়) জুব্বা। তিনি জুব্বার ভেতর থেকে হাত বের করে আনলেন এবং মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করলেন। তিনি কপাল ও পাগড়ির কিছু অংশ মাসেহ করেছিলেন বলে রাবী উল্লেখ করেছেন। (হাদীসের একজন রাবী) ইব্‌ন আওন (র) বলেন : আমার যেমন ইচ্ছা ছিল হাদীসটি তেমন স্মরণ রাখতে পারিনি। (অতঃপর রাবী বলেন,) এরপর তিনি তাঁর মোজার উপর মসেহ করেন এবং বললেন : তোমার প্রয়োজন সমাধা করো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার প্রয়োজন নেই। তারপর আমরা চলে আসলাম। আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) অগ্রগামী দলে ছিলেন। (এদিকে রাসূল ﷺ-এর বিলম্বের কারণে) আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) লোকদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত এক রাকাআত আদায় করলেন। আমি আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-কে রাসূল ﷺ -এর আগমন সংবাদ দেয়ার ইচ্ছা করি কিন্তু তিনি ﷺ আমাকে

নিষেধ করেন। অতএব আমরা যতটুকু পেলাম তা (জামাআতে) আদায় করলাম এবং যা আমরা পাইনি তা নিজেরা আদায় করে নিলাম।

كَمْ تُغْسَلاَن

কতবার ধৌত করতে হবে

٨٣. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ اَوْسٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَوْكَفَ ثَلاَثًا *

৮৩. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদাহ্ (র) - - - - ইব্‌ন আওস (র) তাঁর দাদার নিকট থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে (উযূর সময়) তিনবার করে পানি ঢালতে দেখেছি।

اَلْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ

কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা

٨٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ اَبَانَ قَالَ رَاَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تَوَضَّاَ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلٰثًا فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ نَحْوَ وُضُوْئِي ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ نَحْوَ وُضُوْئِي هٰذَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لاَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৮৪. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - হুমরান ইব্‌ন আবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি তিনবার হাতে পানি ঢেলে হাত ধৌত করেন। এরপর গড়গড়া করে কুলি করেন এবং নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং কনুই পর্যন্ত তিনবার ডান হাত ধৌত করেন। অনুরূপভাবে বাম হাতও। এরপরে মাথা মসেহ করেন এবং ডান পা তিনবার ধৌত করেন। অনুরূপভাবে বাম পাও। এভাবে উযূ শেষ করে তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ উযূ করতে দেখেছি এবং বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করবে এবং তারপরে একাগ্রতার সাথে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

بَابُ الْيَدَيْنِ يَتَمَضْمَضُ

কোন্ হাত দ্বারা কুলি করতে হবে

٨٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ عَنْ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ اَبِى حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِى عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ حُمْرَانَ اَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ مِنْ اِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِى الْوَضُوْءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ مِّنْ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ مِثْلَ وُضُوْئِى هٰذَا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

৮৫. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুগীরা (র) - - - - হুমরান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উসমান (রা)-কে উযূর পানি চাইতে দেখলেন। (পানি আনা হলে) তিনি পাত্র হতে হাতে পানি ঢালেন এবং হস্তদ্বয় তিনবার করে ধৌত করেন। পরে ডান হাত পাত্রে ঢুকান এবং কুলি করেন ও পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করেন। এরপরে মাথা মসেহ করেন ও প্রত্যেক পা তিনবার করে ধৌত করেন ও বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি যে, তিনি আমার উযূর ন্যায় উযূ করেছেন এবং বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করবে এবং একাগ্রতা সহকারে দু' রাকাআত সালাত আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

اِتِّخَاذُ الْاِسْتِنْشَاقِ

নাক পরিষ্কার করা

٨٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ مَّعْنٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّاَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِى اَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ يَسْتَنْثِرْ *

৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন মান্সূর ও হুসায়ন ইব্ন ঈসা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উযূ করবে, তখন সে যেন তার নাকে পানি দেয় এবং নাক পরিষ্কার করে ফেলে।

اَلْمُبَالَغَةُ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ

নাকে ভালভাবে পানি দেয়া

٨٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ ح وَاَنْبَاَنَا

اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى هَاشِمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ ابْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِى عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَبَالِغْ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا *

৮৭. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - লাকীত ইব্ন সাবরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে উযূ সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন : পূর্ণরূপে উযূ করবে, আর তুমি যদি রোযাদার না হও তাহলে উত্তমরূপে নাকে পানি পৌছাবে।

اَلْاَمْرُ بِالْاِسْتِنْثَارِ

নাক ঝাড়ার নির্দেশ

٨٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ *

৮৮. কুতায়বা ও ইসহাক ইব্ন মনসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি উযূ করবে সে যেন নাক ঝাড়ে এবং যে ব্যক্তি ঢেলা ব্যবহার করবে সে যেন বেজোড় ব্যবহার করে।

٨٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ وَاِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَاَوْتِرْ *

৮৯. কুতায়বা (র) - - - - সালামা ইব্ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন উযূ কর তখন নাক ঝেড়ে নাও। যখন কুলুখ ব্যবহার কর, তখন বেজোড় ব্যবহার কর।

بَابُ الْاَمْرُ بِالْاِسْتِنْثَارِ عِنْدَ الْاِسْتِيْقَاظِ مِنَ النَّوْمِ

পরিচ্ছেদ : ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর নাক ঝেড়ে ফেলার নির্দেশ

٩٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُوْرِ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبدِ اللّٰهِ اَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُم مِّن مَّنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهِ *

৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন যুমবূর মাক্কী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে উযূ করে, সে যেন তিনবার নাক ঝেড়ে নেয়। কেননা শয়তান নাকের (মস্তক সংলগ্ন) ছিদ্রের উপরিভাগে রাত্রি যাপন করে।

بَابُ الْيَدَيْنِ يَسْتَنْثِرُ

কোন্ হাতে নাক ঝাড়তে হবে

٩١. اَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى فَفَعَلَ هٰذَا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ هٰذَا طُهُوْرُ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ *

৯১. মূসা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পানি আনতে বলেন, পরে তিনি কুলি করেন এবং নাকে পানি দেন। বাম হাতে নাক ঝাড়েন। তিনবার এরূপ করেন। পরে বলেন : এই হলো নবী ﷺ-এর উযূ।

بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ

পরিচ্ছেদ : মুখমণ্ডল ধৌত করা

٩٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ اَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُوْرٍ فَقُلْنَا مَايَصْنَعُ بِهِ وَقَدْ صَلَّى مَايُرِيْدُ اِلاَّ لِيُعَلِّمَنَا فَاُتِىَ بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَّطَسْتٍ فَاَفْرَغَ مِنَ الاِنَاءِ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا مِّنَ الْكَفِّ الَّذِىْ يَأْخُذُ بِهِ الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَّغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا وَّيَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا وَّمَسَحَ بِرَاْسِهِ مَرَّةً وَّاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّعْلَمَ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهُوَ هٰذَا

৯২. কুতায়বা (র) - - - - আবদ খায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর নিকট এলাম। এমতাবস্থায় যে, তিনি সালাত আদায় করে ফেলেছেন। (আমাদেরকে দেখে) তিনি উযূর পানি আনতে বলেন। আমরা বললাম, তিনি তো সালাত আদায় করেছেন, এখন পানি দিয়ে কি করবেন? (পরে বুঝলাম) তিনি আমাদেরকে উযূ শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এরূপ করেছেন। তাঁর হুকুম অনুযায়ী পানি ভর্তি একটি পাত্র ও অন্য একটি পাত্র আনা হলো। তিনি পাত্র হতে হাতে পানি ঢেলে তিনবার হাত ধৌত করলেন। এরপর ডান হাতে পানি দিয়ে তিনবার কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। আর ডান ও বাম হাত তিনবার করে ধৌত করেন এবং একবার মাথা মসেহ করেন। পরে ডান

পা ও বাম পা তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উযূ জানতে আগ্রহী, সে জেনে রাখুক এটাই তাঁর উযূ।

عَدَدُ غَسْلِ الْوَجْهِ

মুখমণ্ডল কতবার ধৌত করতে হবে

٩٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ اُتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ فِيْهِ مَاءٌ فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَّاحِدٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَّغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا وَّغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلٰثًا ثَلٰثًا وَّاَخَذَ مِنَ الْمَاءِ فَمَسَحَ بِرَاسِهِ وَاَشَارَ شُعْبَةُ مَرَّةً مِّنْ نَّاصِيَتِهِ اِلٰى مُؤَخَّرِ رَاسِهِ ثُمَّ قَالَ لَاَدْرِى اَرَدَّ هُمَا اَمْ لَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلٰثًا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى طُهُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهٰذَا طُهُوْرُهُ "وَقَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ لَيْسَ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ " *

৯৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট একটি বসার চৌকি নিয়ে আসা হয় এবং তিনি তাতে বসেন। পরে পানিভর্তি একটি পাত্র আনতে বলেন। (পানি আনা হলে) তিনি উভয় হাতের উপর পাত্রটি কাত করে তিনবার করে পানি ঢালেন। পরে এক-এক অঞ্জলি পানি দ্বারা তিনবার কুলি করেন ও নাকে পানি দেন এবং তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। আর তিনবার করে কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করেন এবং হাতে কিছু পানি নিয়ে মাথা মসেহ করেন। শু'বা (আলোচ্য হাদীসের রাবী) তাঁর মাথার অগ্রভাগ থেকে মাথার শেষভাগ পর্যন্ত একবার ইঙ্গিত করে দেখান এবং বলেন : তিনি হাত দু'টি সম্মুখের দিকে ফিরিয়ে এনেছিলেন কিনা তা আমার মনে নেই এবং তিনি [হযরত আলী (রা)] তিনবার করে উভয় পা ধৌত করেন এবং তিনি বলেন : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উযূ দেখে খুশি হতে চায় (সে যেন আমার এ উযূ দেখে), এটাই তাঁর উযূ।

غَسْلُ الْيَدَيْنِ

উভয় হাত ধৌত করা

٩٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ شَهِدتُّ عَلِيًّا دَعَا بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَّاحِدٍ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا وَّيَدَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْاِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلٰثًا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهٰذَا وَضُوْءُهُ *

৯৪. আমর ইব্‌ন আলী ও হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (রা) - - - - আবদ খায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি একটি চৌকি আনতে বলেন। (চৌকি আনা হলে) তিনি তাতে বসেন এবং একটি পাত্রে পানি আনতে বলেন। (পানি আনা হলে) তিনি তিনবার করে উভয় হাত ধৌত করেন। এক-এক অঞ্জলি পানি দ্বারা তিনবার কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। পরে তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন ও উভয় হাত তিনবার করে ধৌত করেন। এরপর হাত পানির পাত্রে প্রবিষ্ট করান এবং মাথা মসেহ করেন। পরে উভয় পা তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উযূ দেখে খুশি হতে চায় (সে যেন আমার উযূ দেখে), এরূপই তাঁর উযূ।

بَابُ صِفَةِ الْوُضُوْءِ
পরিচ্ছেদ : উযূর বর্ণনা

٩٥. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِىُّ قَالَ أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى شَيْبَةُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٍّ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِى عَلِىٌّ اَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِىٍّ قَالَ دَعَانِى اَبِى عَلِىٌّ بِوَضُوْءٍ فَقَرَّبْتُهُ لَهُ فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ اَنْ يُّدْخِلَهُمَا فِى وَضُوْءِهِ ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلٰثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى كَذٰلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى كَذٰلِكَ ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ نَاوِلْنِى فَنَاوَلْتُهُ الْاِنَاءَ الَّذِى فِيْهِ فَضْلُ وَضُوْئِهِ فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوْءِهِ قَائِمًا فَعَجِبْتُ فَلَمَّا رَانِى قَالَ لاَتَعْجَبْ فَاِنِّى رَاَيْتُ اَبَاكَ النَّبِىَّ ﷺ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَاَيْتَنِى صَنَعْتُ يَقُوْلُ لِوُضُوْءِهِ هٰذَا وَشُرْبِ فَضْلِ وَضُوْءِهِ قَائِمًا *

৯৫. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাসান মিকসামী (র) - - - - হুসায়ন ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার পিতা আলী (রা) আমাকে উযূর পানি আনতে বলেন। আমি তাঁর নিকট পানি এনে দিলাম। তিনি উযূ করতে আরম্ভ করলেন। (প্রথমে) উযূর পানিতে হাত ঢুকাবার পূর্বে হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। তারপর তিনবার কুলি করলেন ও তিনবার নাক ঝাড়লেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এবং ডান হাত তিনবার কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। অনুরূপভাবে বাম হাত ধৌত করলেন এবং একবার মাথা মসেহ করলেন। তারপর গোড়ালি পর্যন্ত ডান পা তিনবার এবং অনুরূপভাবে বাম পা ধৌত করলেন। পরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, পানির পাত্রটা (আমার হাতে) দাও। আমি (তাঁর উযূর পর যে পানিটুকু পাত্রে ছিল তা সহ) পাত্রটি তাঁকে দিলাম। তিনি উযূর অবশিষ্ট পানিটুকু দাঁড়িয়ে পান করলেন। আমি তাঁকে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখে অবাক হলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখে বললেন : অবাক হয়ো না। তুমি আমাকে যেমন করতে দেখলে, আমিও তোমার নানা নবী ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি। আলী (রা) তাঁর এ উযূ এবং অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা সম্পর্কে বলছিলেন।

عَدَدُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ
হাত কতবার ধৌত করবে

٩٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى حَيَّةَ وَهُوَ ابْنُ قَيْسٍ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَّغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلْثًا وَّغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلْثًا ثَلْثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَاَخَذَ فَضْلَ طَهُوْرِهِ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ اَحْبَبْتُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ طُهُوْرُ النَّبِىِّ ﷺ *

৯৬. কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র) - - - - আবূ হায়্যা ইব্‌ন কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি (সর্বপ্রথম) হাতের কব্জি পর্যন্ত অত্যন্ত পরিষ্কার করে ধৌত করেন। তারপর তিনবার কুলি করেন তিনবার নাকে পানি দেন ও তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করেন। পরে মাথা মসেহ করেন এবং উভয় পা গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করেন। তারপর দাঁড়িয়ে উযূর অবশিষ্ট পানি পান করেন এবং বলেন : নবী ﷺ-এর উযূর পদ্ধতি কিরূপ ছিল, আমি তা তোমাদেরকে দেখাতে চেয়েছি। (তাই আমি তোমাদের উযূ করে দেখালাম)।

بَابُ حَدِّ الْغَسْلِ
পরিচ্ছেদ : ধৌত করার সীমা

٩٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى هَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُرِيَنِى كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلْثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلْثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَاْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَاَ بِمُقَدَّمِ رَاْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَءَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ *

৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - ইয়াহইয়া মাযিনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসিম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিভাবে উযূ করতেন, আপনি আমাকে তা দেখাতে পারবেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেখাতে পারি। এই বলে তিনি পানি আনতে বলেন। পানি আনা হলে তিনি হাতে পানি ঢালেন এবং উভয় হাত দু'দুবার করে ধৌত

করেন। তিনবার কুলি করেন ও তিনবার নাকে পানি দেন। পরে মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন এবং উভয় হাত দু'বার করে কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। তারপর দু'হাতে মাথা মসেহ করেন। একবার দু'হাত পেছনে নেন, আর একবার মাথার সামনের দিকে আনেন। মাথার সামনের দিক হতে শুরু করে পেছনে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যান। আবার হাত ফিরিয়ে আনেন, মাথার যে স্থান থেকে মসেহ শুরু করেছিলেন সে স্থান পর্যন্ত। পরিশেষে উভয় পা ধৌত করেন।

بَابُ صِفَةِ مَسْحِ الرَّأْسِ

পরিচ্ছেদ : মাথা মসেহ করার পদ্ধতি

٩٨. اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مَالِكٍ هُوَ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى هَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُرِيَنِىْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدِهِ الْيُمْنٰى فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَاَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَاَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ *

৯৮. উতবা ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইয়াহইয়া মাযিনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম মাযিনী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিভাবে উযূ করতেন তা আমাকে দেখাতে পারেন? আবদুল্লাহ (রা) বলেন : হ্যাঁ, এরপর তিনি পানি আনতে বলেন। পানি আনা হলে তিনি ডান হাতে পানি ঢালেন এবং দু'বার করে উভয় হাত ধৌত করেন এবং দু'বার উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে দু'হাতে মাথা মসেহ করেন। একবার সামনে আনেন একবার হাত পেছনে নেন, আর মাথার অগ্রভাগ হতে শুরু করেন এবং উভয় হাত পেছনে ঘাড় পর্যন্ত নেন। আবার মসেহ যে স্থান থেকে শুরু করেন সে স্থান পর্যন্ত উভয় হাত ফিরিয়ে আনেন। তারপর উভয় পা ধৌত করেন।

عَدَدُ مَسْحِ الرَّأْسِ

কতবার মাথা মসেহ করতে হবে

٩٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِىْ اُرِىَ النِّدَاءَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا وَّيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ ،

৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন মনসূর (র) - আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্

ﷺ-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি (হাত ধোয়া, কুলি করা ইত্যাদির পর) তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং দু'বার করে হাত ধৌত করেন এবং দু'বার করে পা ধৌত করেন ও মাথা মসেহ করেন।[১]

بَابُ مَسْحِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا

পরিচ্ছেদ : মহিলাদের মাথা মসেহ করা

١٠٠. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ جُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِى ذُبَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَالِمٌ سَبَلاَنُ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَعْجِبُ بِاَمَانَتِهِ وَتَسْتَأْجِرُهُ فَاَرَتْنِى كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَتَمَضْمَضَتْ وَاسْتَنْثَرَتْ ثَلٰثًا وَغَسَلَتْ وَجْهَهَا ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَتْ يَدَهَا الْيُمْنٰى ثَلٰثًا وَالْيُسْرٰى ثَلٰثًا وَوَضَعَتْ يَدَهَا فِى مُقَدَّمِ رَاْسِهَا ثُمَّ مَسَحَتْ رَاْسَهَا مَسْحَةً وَّاحِدَةً اِلٰى مُؤَخَّرِهِ ثُمَّ اَمَرَّتْ يَدَيْهَا بِاُذُنَيْهَا ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْخَدَّيْنِ قَالَ سَالِمٌ كُنْتُ اٰتِيْهَا مُكَاتَبًا مَاتَخْتَفِى مِنِّى فَتَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيَّ وَتَتَحَدَّثُ مَعِىَ حَتّٰى جِئْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ اُدْعِى لِىْ بِالْبَرَكَةِ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ اَعْتَقَنِى اللّٰهُ قَالَتْ تَبَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَاَرْخَتِ الْحِجَابَ دُوْنِى فَلَمْ اَرَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ *

১০০. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) - - - - আবূ আবদুল্লাহ সালিম সাবলান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) তাঁর আমানতদারীতে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁকে অর্থের বিনিময়ে কাজে নিযুক্ত করতেন। (সে) সালিম বলেন : আয়েশা (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিভাবে উযূ করতেন তা দেখান। তিনি তিনবার কুলি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন। তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। তিনবার করে ডান ও বাম হাত ধৌত করেন এবং হাত মাথার অগ্রভাগে রাখেন ও মাথার পেছন পর্যন্ত একবার মসেহ করেন। পরে তিনি উভয় কান মসেহ করেন। তারপর মুখমণ্ডলে হাত বুলান। সালিম বলেন : আমি যখন মুকাতাব[২] ছিলাম তখন তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করতাম। তিনি তখন আমার থেকে পর্দা করতেন না। তিনি আমার সম্মুখে বসতেন এবং আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। একদিন আমি তাঁর নিকট এলাম এবং বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমার জন্য বরকতের দোয়া করুন। তিনি বললেন : কিসের জন্য দোয়া করব ? বললাম, আল্লাহ্ আমাকে আযাদ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দিন। (এই কথা বলে) তিনি আমার সামনে পর্দা ফেলে দিলেন। এরপর আমি তাঁকে কোনদিন দেখিনি।

---

১. দু'বার মাথা মসেহ করার অর্থ হচ্ছে একবার হাত পেছনে নেওয়া আর একবার মাথার পেছন থেকে সামনে ফিরিয়ে আনা।

২. মুকাতাব : যে ক্রীতদাসের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তি হয়েছে, সে ক্রীতদাসকে মুকাতাব বলা হয়।

مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ

কান মসেহ করা

١٠١. أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَجْلَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ *

১০১. হায়সাম ইব্‌ন আইয়্যুব তালাকানী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি (প্রথমে) হাত ধৌত করেন এবং এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। মুখমণ্ডল ও উভয় হাত একবার করে ধৌত করেন। একবার মাথা ও উভয় কান মসেহ করেন। আবদুল আযীয (র) বলেন : ইব্‌ন 'আজলান (র) হতে যিনি শুনেছেন, তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন 'আজলান এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উভয় পা ধৌত করার কথাও বলেছেন।

بَابُ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ

পরিচ্ছেদ : মাথার সাথে কান মসেহ করা এবং যা দ্বারা প্রমাণ করা হয় উভয় কান মাথার অংশ, তার বর্ণনা

١٠٢. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَغَرَفَ غَرْفَةً فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى *

১০২. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করেন (উভয় হাত ধৌত করেন)। তিনি এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। আবার এক অঞ্জলি পানি নেন এবং মুখমণ্ডল ধৌত করেন। আবার এক অঞ্জলি পানি নিয়ে ডান হাত ধৌত করেন। আবার এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাম হাত ধৌত করেন। তারপর মাথা ও কান মসেহ করেন। কানের ভেতর দিক শাহাদত অঙ্গুলী ও বাহির দিক বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মসেহ করেন। আবার এক অঞ্জলি পানি নিয়ে ডান পা ধৌত করেন এবং এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাম পা ধৌত করেন।

١٠٣. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ فَاِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ اَنْفِهِ فَاِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْهِ فَاِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ اُذُنَيْهِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلٰوتُهُ نَافِلَةً لَهُ - قَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ *

১০৩. কুতায়বা ও উত্‌বা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ সুনাবিহী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : মুমিন বান্দা যখন উযূ করে এবং কুলি করে, তখন তার মুখের গুনাহ্ বের হয়ে যায়। যখন নাকে পানি দেয়, তখন নাকের গুনাহ্ বের হয়ে যায়। যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন মুখমণ্ডলের গুনাহ্ বের হয়ে যায়। এমনকি গুনাহ্ বের হয়ে যায় দু' চোখের পাতার নিচ থেকে। যখন হাত ধৌত করে, তখন হাতের গুনাহ্ বের হয়ে যায়। এমনকি তা বের হয়ে যায় দু' হাতের নখের নিচ থেকে। যখন মাথা মসেহ করে, তখন মাথার গুনাহ্ বের হয়ে যায়। এমনকি তা বের হয়ে যায় তার দু'কান থেকে। যখন পা ধৌত করে, তখন পা-এর গুনাহ্ বের হয়ে যায়। এমনকি তা বের হয়ে যায় নখের নিচ থেকে। তারপর মসজিদে যাওয়া ও সালাত আদায় করা তার জন্য অতিরিক্ত ইবাদত (অতিরিক্ত সওয়াব) হিসাবে গণ্য হয়।[১]

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

পরিচ্ছেদ : পাগড়ির উপর মসেহ করা

١٠٤. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ ح وَاَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ *

১০৪. হুসায়ন ইব্‌ন মনসূর (র) - - - - বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মোজা ও পাগড়ির উপর মসেহ করতে দেখেছি।

١٠٥. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَرْجَرَائِيُّ عَنْ طَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ

১. নফল ইবাদত : উযূর দ্বারা মুমিন বান্দার যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তারপর মসজিদে গিয়ে তিনি ফরয, নফল সালাত ইত্যাদি যা কিছু আদায় করবেন তার সওয়াব তিনি অতিরিক্ত পাবেন।

وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ بِلَالٍ قَالَ "رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

১০৫. হুসায়ন ইব্‌ন আবদুর রহমান জারজারায়ী[১] (র) - - - - বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উভয় মোজার উপর মসেহ করতে দেখেছি।

١٠٦. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنْ بِلَالٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ وَالْخُفَّيْنِ

১০৬. হান্নাদ ইব্‌ন সাররী (র) - - - - বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পাগড়ি ও মোজার উপর মসেহ করতে দেখেছি।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ النَّاصِيَةِ

পরিচ্ছেদ : মাথার অগ্রভাগ সহ পাগড়ির উপর মসেহ করা

١٠٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ وَعِمَامَتَهُ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ *

১০৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করেন। তাতে মাথার অগ্রভাগ,[২] পাগড়ি ও মোজার উপর মসেহ করেন।

١٠٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىُّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ اَمَعَكَ مَاءٌ فَاَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَاَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ *

১০৮. আমর ইব্‌ন আলী ও হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদাহ্ (র) - - - - মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

---

১. বাগদাদ এবং ওয়াসিতের মাঝখানে অবস্থিত একটি শহরের নাম জারজারায়া। হুসায়ন ইব্‌ন আবদুর রহমান এখানকার অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁকে জারজারায়ী বলা হয়েছে।

২. অর্থাৎ মাথার সম্মুখ দিকের কপাল-সংলগ্ন অংশ।

বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (এক সফরে কাফেলা হতে) পেছনে থেকে যান। আমিও তাঁর সঙ্গে পেছনে থেকে যাই। তিনি পায়খানা- পেশাবের কাজ সমাধা করলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার নিকট কি পানি আছে ? আমি তাঁর নিকট একটি পানির পাত্র নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তারপর কনুই থেকে আস্তিন উপরে উঠাতে চাইলেন। কিন্তু জামার হাতা সংকীর্ণ হওয়াতে তা পারলেন না। তাই জামার হাতা খুলে কাঁধের উপর রেখে দেন এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করেন এবং মাথার অগ্রভাগ ও পাগড়ির উপর মসেহ করেন এবং মোজার উপর মসেহ করেন।

بَابُ كَيْفَ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ

পরিচ্ছেদ : পাগড়ির উপর কিভাবে মসেহ্ করতে হবে

١٠٩. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ خَصْلَتَانِ لاَاَسْاَلُ عَنْهُمَا اَحَدًا بَعْدَ مَاشَهِدْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنَّامَعَهُ فِى سَفَرٍ فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَجَانِبَى عِمَامَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَقَالَ وَصَلٰوةُ الْاِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ فِى سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَاحْتَبَسَ عَلَيْهِمُ النَّبِىُّ ﷺ فَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَقَدَّمُوْا ابْنَ عَوْفٍ فَصَلّٰى بِهِمْ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى خَلْفَ ابْنَ عَوْفٍ مَابَقِىَ مِنَ الصَّلٰوةِ فَلَمَّا سَلَّمَ ابْنُ عَوْفٍ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَضٰى مَاسُبِقَ بِهِ *

১০৯. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আমর ইব্‌ন ওহাব সাকাফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, দু'টি বিষয়ে আমি কারো নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করব না। কেননা এ দু'টি কাজের সময় আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। (একটি হলো মসেহ) তিনি বলেন : আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। সেখান থেকে এসে উযূ করেন এবং মাথার অগ্রভাগ ও পাগড়ির দু'পার্শ্ব এবং মোজার উপর মসেহ করেন। আর (দ্বিতীয়টি হলো) অধঃস্তনের পেছনে ইমামের (নেতার) সালাত আদায় করা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সফরে গিয়েছিলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। (তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধার জন্য) দূরে চলে গিয়েছিলেন। এদিকে সালাতের সময় হয়ে যায়। (সালাতের সময় শেষ হচ্ছে দেখে) লোকেরা সালাত শুরু করে দিল। আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-কে তারা ইমাম নিযুক্ত করেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। (এমন সময়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে আসেন এবং ইব্‌ন আউফের পেছনে অবশিষ্ট সালাত আদায় করেন। ইব্‌ন আউফ সালাম ফিরালে নবী ﷺ দাঁড়িয়ে যান এবং যতটুকু সালাত ছুটে গিয়েছিল তিনি তা আদায় করেন।

بَابُ اِيْجَابِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

পরিচ্ছেদ : পা ধৌত করার প্রমাণ

.١١٠ اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَاَنْبَأَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ وَيْلٌ لِّلْعَقِبِ مِنَ النَّارِ *

১১০. কুতায়বা ও মুআম্মাল ইব্‌ন হিশাম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবুল কাসেম (রাসূলুল্লাহ্) ﷺ বলেছেন : (উযূর সময়) যার পায়ের গোড়ালী শুষ্ক থাকবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।

.١١١ اَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَاَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِى يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَوْمًا يَتَوَضَّئُوْنَ فَرَاٰى اَعْقَابَهُمْ تَلُوْحُ فَقَالَ وَيْلٌ لِّلاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ *

১১১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান ও আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক দল লোককে উযূ করতে দেখেন। তাদের পায়ের গোড়ালীর প্রতি লক্ষ্য করে দেখেন যে তা শুষ্ক রয়েছে। তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন : যাদের পায়ের গোড়ালী শুষ্ক থাকবে, তাদের জন্য জাহান্নামের দুর্ভোগ। তোমরা পরিপূর্ণরূপে উযূ কর।

بَابُ بِاَىِّ الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْغَسْلِ

পরিচ্ছেদ : কোন্ পা প্রথমে ধৌত করতে হবে

.١١٢ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى الاَشْعَثُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَذَكَرَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِى طُهُوْرِهِ وَنَعْلِهِ وَتَرَجُّلِهِ ـ

قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ سَمِعْتُ الاَشْعَثَ بِوَاسِطَ يَقُوْلُ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فَذَكَرَ شَانَهُ كُلَّهُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بِالْكُوْفَةِ يَقُوْلُ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ *

১১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করা, জুতা পরিধান করা ও চুল আঁচড়াতে যথাসম্ভব ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

হাদীসের অন্যতম রাবী শু'বা বলেন : ওয়াসিত শহরে আমি আশআছ (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ডানদিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন তাঁর সকল কাজ। তারপর কূফাতে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি (রাসূল ﷺ) যথাসাধ্য ডানদিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ بِالْيَدَيْنِ

উভয় হাত দ্বারা পা ধৌত করা

١١٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ جَعْفَرٍ الْمَدَنِىُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ يَعْنِى عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَيْسِىُّ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى سَفَرٍ فَاُتِىَ بِمَاءٍ فَقَالَ عَلٰى يَدَيْهِ مِنَ الْاِنَاءِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّةً وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِيَمِيْنِهِ كِلْتَيْهِمَا *

১১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - (আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদ) কায়সী (রা) থেকে বর্ণিত। এক সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য পানি আনা হলে তিনি পাত্র হতে পানি ঢালেন এবং উভয় হাত একবার ধৌত করেন। এক-একবার করে মুখমণ্ডল ও দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে উভয় হাত দ্বারা পদদ্বয় ধৌত করেন।

اَلْاَمْرُ بِتَخْلِيْلِ الْاَصَابِعْ

আঙ্গুল খিলাল করার নির্দেশ

١١٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ وَكَانَ يُكْنٰى اَبَاهَاشِمٍ ح وَاَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى هَاشِمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ *

১১৪. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে (র) - - - - লাকীত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তুমি যখন উযূ করবে পরিপূর্ণরূপে উযূ করবে এবং আঙ্গুল খিলাল করবে।

عَدَدُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

পা কতবার ধৌত করবে

١١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ عَنِ ابْنِ اَبِى زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى وَغَيْرُهُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى حَيَّةَ الْوَادِعِىِّ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ

ثَلاَثًا وَّغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَّذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَّمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلٰثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هٰذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

১১৫. মুহাম্মদ ইব্ন আদম (র) - - - - আবূ হাইয়াহ্ ওয়াদায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি তিনবার উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করেন, তিনবার কুলি করেন, তিনবার নাক পরিষ্কার করেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং তিনবার করে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে মাথা মসেহ্ করেন এবং উভয় পা তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন : এটাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উযূ।

بَابُ حَدِّ الْغَسْلِ

পরিচ্ছেদ : হাত ও পায়ের কতটুকু ধৌত করতে হবে

١١٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيْدَ اللَّيْثِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِى هٰذَا ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِى هٰذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَيُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

১১৬. আহমদ ইব্ন আমর (র) ও হারিস ইব্ন মিসকীন - - - - হুমরান (র) থেকে বর্ণিত যে, উসমান (রা) উযূর পানি আনতে বলেন। প্রথমে তিনি তিনবার উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। এরপর তিন-তিনবার ডান ও বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। এরপর মাথা মসেহ করেন এবং তিন-তিনবার ডান ও বাম পা গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ উযূ করতে দেখেছি; তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার এই উযূর ন্যায় উযূ করবে এবং দাঁড়িয়ে দু'রাকাত সালাত (তাহিয়্যাতুল উযূ) একাগ্রচিত্তে আদায় করবে, তার পেছনের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে।

بَابُ الْوَضُوْءِ فِى النَّعْلِ

পরিচ্ছেদ : জুতা পরিহিত অবস্থায় উযূ করা

١١٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَمَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ

الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَاَيْتُكَ تَلْبَسُ هٰذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَتَتَوَضَّاُ فِيْهَا قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّاُ فِيْهَا *

১১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - উবায়দ ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-কে বললাম : আমি দেখছি আপনি এই সিবতী[1] জুতা পরিধান করেন এবং এগুলো পরিধান করেই উযূ করেন (এর কারণ কি) ? আবদুল্লাহ বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ সিবতী জুতা পরিধান করতে এবং তা রেখে উযূ করতে দেখেছি।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

পরিচ্ছেদ : মোজার উপর মসেহ করা

١١٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقِيْلَ لَهُ اَتَمْسَحُ فَقَالَ قَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ وَكَانَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللّٰهِ يُعْجِبُهُمْ قَوْلُ جَرِيْرٍ وَكَانَ اِسْلاَمُ جَرِيْرٍ قَبْلَ مَوْتِ النَّبِىِّ ﷺ بِيَسِيْرٍ *

১১৮. কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র) - - - - জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উযূ করেন এবং মোজার উপর মসেহ করেন। তাঁকে বলা হল, কি ব্যাপার ! আপনি মোজার উপর মসেহ করেন ? তিনি উত্তরে বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মসেহ করতে দেখেছি। আবদুল্লাহর শাগরিদগণ জারীরের এই কথা পছন্দ করতেন। আর জারীর (রা) নবী ﷺ -এর ইন্তিকালের সামান্য কিছুকাল পূর্বে ইসলাম কবূল করেন।

١١٩. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ *

১১৯. আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম (র) - - - - আমর ইব্‌ন উমাইয়া যামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উযূ করতে এবং (উযূতে) মোজার উপর মসেহ করতে দেখেছেন।

١٢٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ دُحَيْمٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِلاَلُ الْاَسْوَاقَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ قَالَ اُسَامَةُ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً مَّاصَنَعَ فَقَالَ

---

১. গরুর চামড়া দ্বারা তৈরি এক প্রকার জুতা, যার লোম উঠিয়ে ফেলা হয়েছে।

بِلَالٌ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ صَلَّى *

১২০. আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম দুহায়ম (র) ও সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং বিলাল (রা) হারামে মদীনায় (আসওয়াক) প্রবেশ করেন। রাসূল ﷺ তাঁর পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে বাইরে যান এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে আসেন। উসামা (রা) বলেন : আমি বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে কি করেছেন ? বিলাল (রা) বলেন : নবী ﷺ তাঁর প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে উযূ করেন। তাঁর মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করেন, মাথা এবং মোজার উপর মসেহ করেন। তারপর সালাত আদায় করেন।

١٢١. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ *

১২১. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি মোজার উপর মসেহ করেছেন।

١٢٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ اَنَّهُ لَابَأْسَ بِهِ *

১২২. কুতায়বা (র) - - - - সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে মোজার উপর মসেহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, মোজার উপর মসেহ করাতে কোন অসুবিধা নেই।

١٢٣. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَّسْرُوْقٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِاِدَاوَةٍ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتْ بِهِ الْجُبَّةُ فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ اَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلّٰى بِنَا *

১২৩. আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র) - - - - মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ (একদা) পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলেন। তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমি পানির পাত্র নিয়ে উপস্থিত হই। আমি তাঁকে পানি ঢেলে দেই, তিনি উযূ করেন। (প্রথমে) হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে

মুখমণ্ডল ধৌত করেন। তারপর কনুই পর্যন্ত হাত ধুতে চান। কিন্তু জামার হাতা চিকন হওয়াতে তা পারেন নি। তাই জুব্বার (জামার) নিচের দিক দিয়ে হাত বের করেন এবং কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন এবং মোজার উপর মসেহ করেন। এরপর আমাদের সঙ্গে নিয়ে সালাত আদায় করেন।

١٢٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهٖ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيْرَةُ بِاِدَاوَةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهٖ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْنِ *

১২৪. কুতায়বা ইবন্ সা'ঈদ (র) - - - - মুগীরা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর প্রয়োজন সমাধার জন্য বের হলেন। মুগীরা (রা) পানির পাত্র নিয়ে তাঁর অনুগমন করলেন। নবী ﷺ তাঁর প্রয়োজন সমাধার পর উযূ করেন এবং মোজার উপর মসেহ করেন। উযূ করার সময় মুগীরা (রা) তাঁকে পানি ঢেলে দেন।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِى السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ : সফরে মোজার উপর মসেহ করা

١٢٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ اِسْمٰعِيْلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى سَفَرٍ فَقَالَ تَخَلَّفْ يَامُغِيْرَةُ وَاَمْضُوْا اَيُّهَا النَّاسُ فَتَخَلَّفْتُ وَمَعِيَ اِدَاوَةٌ مِّنْ مَّاءٍ وَّمَضَى النَّاسُ فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَتِهٖ فَلَمَّا رَجَعَ ذَهَبْتُ اَصُبُّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُوْمِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَاَرَادَ اَنْ يُّخْرِجَ يَدَهُ مِنْهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَاَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهٖ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ *

১২৫. মুহাম্মদ ইব্ন মান্সূর (র) - - - - মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন : হে মুগীরা ! তুমি পেছনে থাক এবং (লোকদের বললেন,) হে লোক সকল ! তোমরা চলতে থাক। আমি (কাফেলার) পেছনে থাকলাম, আমার সঙ্গে পানির একটি পাত্র ছিল। লোকেরা চলে গেলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর প্রয়োজন সমাধার জন্য গেলেন। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন আমি তাঁকে (উযূর জন্য) পানি ঢেলে দিতে থাকি। তাঁর পরনে চিকন হাতাওয়ালা একটি রুমী জুব্বা ছিল। তিনি তাঁর হাত বের করতে চাইলেন কিন্তু জামার হাতা চিকন হওয়ার কারণে পারলেন না। ফলে জুব্বার নিচের দিক দিয়ে হাত বের করেন। তারপর মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করেন এবং মাথা ও মোজার উপর মসেহ করেন।

بَابُ التَّوْقِيتُ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ

পরিচ্ছেদ : মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মসেহের মেয়াদ নির্ধারণ

١٢٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ رَخَّصَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كُنَّا مُسَافِرِيْنَ اَنْ لاَّ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيَهُنَّ

১২৬. কুতায়বা (র) - - -- সাফওয়ান ইব্‌ন আস্‌সাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ আমাদেরকে, আমরা যখন সফরে থাকি তখন আমাদের মোজা তিন দিন তিন রাত না খোলার অনুমতি দিয়েছেন।

١٢٧. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّهَاوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ وَزُهَيْرٌ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ سَاَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنَا اِذَا كُنَّا مُسَافِرِيْنَ اَن نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلاَ نَنْزِعَهَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مِّنْ غَائِطٍ وَّبَوْلٍ وَّنَوْمٍ اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ *

১২৭. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান রাহাভী (র) - - - - যির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন আস্‌সাল (রা)-কে মোজার উপর মসেহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করতেন, আমরা যখন সফররত অবস্থায় থাকি তখন যেন মোজার উপর মসেহ করি এবং জানাবাতের অবস্থা ব্যতীত, পায়খানা-পেশাব অথবা নিদ্রার কারণে তিন দিন তা না খুলি।

اَلتَّوْقِيتُ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيْمِ

মুকীমের জন্য মোজার উপর মসেহের মেয়াদ নির্ধারণ

١٢٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلاَئِىِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُسَافِرِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَيَوْمًا وَّلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ يَعْنِى فِى الْمَسْحِ *

১২৮. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসেহর ব্যাপারে মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের জন্য একদিন এক রাত সময় নির্ধারণ করেছেন।

١٢٩. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ ائْتِ عَلِيًّا فَانَّهُ اَعْلَمُ بِذٰلِكَ مِنِّى فَاَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا اَنْ يَّمْسَحَ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَّلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلٰثًا

১২৯. হান্নাদ ইব্ন সাররী (র) - - - - শুরাইহ্ ইব্ন হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে মোজার উপর মসেহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : আলী (রা)-এর নিকট যাও, তিনি এ ব্যাপারে আমার থেকে অধিক জ্ঞাত। তারপর আমি আলী (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে মসেহর ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের আদেশ করতেন যে, মুকীম একদিন এক রাত এবং মুসাফির তিন দিন তিন রাত মসেহ করবে।

صِفَةُ الْوُضُوْءِ مِنْ غَيْرِحَدَثٍ

উযূ ভঙ্গ হওয়া ব্যতীত উযূ করার বর্ণনা

١٣٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ نَزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ اُتِىَ بِتَوْرٍ مِّنْ مَّاءٍ فَاَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَاْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ اَخَذَ فَضْلَهُ فَشَرِبَ قَائِمًا وَّقَالَ اِنَّ نَاسًا يَكْرَهُوْنَ هٰذَا وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ وَهٰذَا وُضُوْءُ مَنْ لَّمْ يُحْدِثْ *

১৩০. আমর ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবদুল মালিক ইব্ন মায়সারা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নায্যাল ইব্ন সাবরাহ্কে বলতে শুনেছি যে, আমি আলী (রা)-কে দেখলাম যে, তিনি যোহরের সালাত আদায় করলেন এবং জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণার্থে বসলেন। যখন আসরের সময় উপস্থিত হল তখন তাঁর নিকট একটি পানির পাত্র আনা হল। তিনি তা হতে এককোষ পানি নিলেন এবং তা দ্বারা মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়, মাথা এবং উভয় পা মসেহ করলেন। পরে দাঁড়িয়ে উদ্বৃত্ত পানি পান করলেন এবং বললেন : অনেক লোক এরূপ পান করাকে খারাপ মনে করে। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি। আর এটা হলো ঐ ব্যক্তির উযূ, যার উযূ ভঙ্গ হয়নি।

اَلْوُضُوْءُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ

প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করা

١٣١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أُتِىَ بِاِنَاءٍ صَغِيْرٍ فَتَوَضَّاَ قُلْتُ اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَوَضَّاُ لِكُلِّ

صَلٰوةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْتُمْ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ مَالَمْ نُحْدِثْ قَالَ وَقَدْ كُنَّا نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ *

১৩১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আমর ইব্ন আমির (র) সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পানির একটি ছোট পাত্র আনা হলো এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করলেন। আমি (আমর) বললাম, নবী ﷺ কি প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করতেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমর বললেন : আর আপনারা (সাহাবীগণ) ? তিনি বললেন, আমরা উযূ ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতাম। তিনি (আমর) বলেন : আমরা একই উযূ দ্বারা একাধিক সালাত আদায় করতাম।

١٣٢. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا اَلَا نَأْتِيْكَ بِوَضُوْءٍ فَقَالَ اِنَّمَا اُمِرْتُ بِالْوُضُوْءِ اِذَا قُمْتُ اِلَى الصَّلٰوةِ *

১৩২. যিয়াদ ইব্ন আইয়্যুব (র) - - - -ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শৌচাগার হতে বের হলে তাঁর নিকট কিছু খাদ্য আনা হলো। উপস্থিত লোকেরা বললেন : আপনার জন্য উযূর পানি আনব কি ? তিনি বললেন, আমাকে তো উযূ করার আদেশ করা হয়েছে যখন আমি সালাতের জন্য প্রস্তুত হই।

١٣٣. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ فَقَالَ عُمَرُ فَعَلْتَ شَيْئًا لَّمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ قَالَ عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَاعُمَرُ *

১৩৩. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করতেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন তিনি একই উযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্তের সালাত আদায় করলেন। তখন উমর (রা) তাঁকে বললেন : (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) আজ আপনি এমন কাজ করলেন যা এর পূর্বে করেননি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে উমর ! ইচ্ছা করেই আমি এরূপ করেছি।

بَابُ النَّضْحِ

পরিচ্ছেদ : পানি ছিটানো

١٣٤. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا تَوَضَّأَ اَخَذَ حَفْنَةً مِّنْ مَّاءٍ فَقَالَ بِهَا هٰكَذَا وَوَصَفَ شُعْبَةُ نَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ فَذَكَرْتُهُ لِاِبْرَاهِيْمَ فَاَعْجَبَهُ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ السُّنِّىِّ الْحَكَمُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ *

১৩৪. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - হাকাম (র)-এর পিতা সুফ্য়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উযূ করতেন তখন এককোষ পানি নিতেন এবং তা এরূপ ছিটাতেন। শু'বা (বিশিষ্ট রাবী) তা স্বীয় পুরুষাঙ্গের উপর ছিটিয়ে দেখালেন। আমি এটা ইব্‌রাহীমের নিকট উল্লেখ করলে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন। শায়খ ইব্‌ন সুন্নী বলেন : হাকাম সুফ্য়ান সাকাফীর পুত্র।

١٣٥. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح وَاَنْبَأَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ الْجَرْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ قَالَ اَحْمَدُ فَنَضَحَ فَرْجَهُ *

১৩৫. আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ দূরী ও আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - হাকাম ইব্‌ন সুফ্য়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি উযূ করলেন এবং তাঁর লজ্জাস্থানের উপর পানি ছিটালেন। আহ্‌মদ বলেছেন, পরে তাঁর লজ্জাস্থানের উপর পানি ছিটালেন।

بَابُ الْاِنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْوَضُوْءِ

পরিচ্ছেদ : উযূর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা উপকৃত হওয়া

١٣٦. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنْ اَبِي حَيَّةَ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّاَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوْئِهِ وَقَالَ صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَا صَنَعْتُ *

১৩৬. আবূ দাঊদ সুলায়মান ইব্‌ন সায়ফ (র) - - - - আবূ হায়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-কে দেখলাম, তিনি তিন-তিনবার করে (উযূর অঙ্গগুলো ধৌত করে) উযূ করলেন, পরে দাঁড়ালেন এবং উযূর উদ্বৃত্ত পানি পান করলেন, আর বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেরূপ করেছিলেন আমি সেরূপ করেছি।

١٣٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ فَاَخْرَجَ بِلَالٌ فَضْلَ وَضُوْئِهِ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَنِلْتُ مِنْهُ شَيْئًا وَرَكَزْتُ لَهُ الْعَنَزَةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَالْحُمُرُ وَالْكِلَابُ وَالْمَرْاَةُ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ *

১৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মনসূর (র) - - - - আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বাতহা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন দেখলাম বিলাল (রা) তাঁর উযূর অবশিষ্ট পানি বের করলেন, আর লোক সেদিকে দৌড়াচ্ছে। আমিও তার কিছু পেলাম। তারপর তাঁর সম্মুখে একটি লাঠি স্থাপন

করা হলো। তিনি লোকদের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করলেন। আর গাধা, কুকুর এবং স্ত্রীলোক তাঁর সম্মুখ দিয়ে চলাচল করছিল।

١٣٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ مَرِضْتُ فَاَتَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُو بَكْرٍ يَعُوْدَانِّى فَوَجَدَانِى قَدْ اُغْمِىَ عَلَىَّ فَتَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَىَّ وَضُوْءَهُ *

১৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - সুফয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবনুল মুনকাদির (র)-কে বলতে শুনেছেন : আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি একবার অসুস্থ হলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ বকর (রা) আমাকে দেখতে আসলেন। তাঁরা দেখলেন, আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছি। এরূপ দেখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করলেন এবং আমার উপর তাঁর উযূর পানি ছিটিয়ে দিলেন।

بَابُ فَرْضِ الْوُضُوْءِ

পরিচ্ছেদ : উযূর ফরয হওয়া

١٣٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَقْبَلُ اللّٰهُ صَلوٰةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَّلاَ صَدَقَةً مِّنْ غُلُوْلٍ *

১৩৯. কুতায়বা (র) - - - - উসামা ইব্ন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্রতা ব্যতীত কোন সালাত কবূল করেন না এবং অবৈধভাবে অর্জিত মালের সদ্কা গ্রহণ করেন না।

اَلاِعْتِدَاءُ الْوُضُوْءِ

উযূতে সীমালঙ্ঘন

١٤٠. اَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِى عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَسْئَلُهُ عَنِ الْوُضُوْءِ فَاَرَاهُ الْوُضُوْءَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ اَسَاءَ وَتَعَدّٰى وَظَلَمَ *

১৪০. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে তাঁকে উযূ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে উযূর অঙ্গ তিন-তিনবার ধৌত করে দেখালেন। আর বললেন, উযূ এরূপেই করতে হয়। যে ব্যক্তি এর উপর বাড়ালো সে অন্যায় করল, সীমালঙ্ঘন ও যুলুম করল।

اَلاَمْرُ بِاِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ

পূর্ণরূপে উযূ করার আদেশ

١٤١. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا خَصَّنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَيْءٍ دُوْنَ النَّاسِ اِلاَّ بِثَلٰثَةِ اَشْيَاءَ فَاِنَّهُ اَمَرَنَا اَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوْءَ وَلاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلاَ نُنْزِىَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ *

১৪১. ইয়াহয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, তিনি বললেন : আল্লাহ্র শপথ, অন্য লোকদের বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বিশেষভাবে কোন বিষয়ে বলেন নি, তিনটি বিষয় ব্যতীত : (১) তিনি আমাদের পূর্ণরূপে উযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন; (২) আমাদের সাদকা খেতে নিষেধ করেছেন এবং (৩) নিষেধ করেছেন গাধাকে ঘোড়ার উপর পাল দিতে।

١٤٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِى يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ *

১৪২. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা পূর্ণরূপে উযূ করবে।

بَابُ الْفَضْلِ فِى ذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ : পূর্ণরূপে উযূ করার ফযীলত

١٤٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُوا اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَاِنْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ *

১৪৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদের এমন বস্তুর সন্ধান দিব না, যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা গুনাহসমূহ দূর করে দেবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন ? তা হলো, কষ্ট অবস্থায়ও পূর্ণরূপে উযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক পদচালনা করা, আর এক সালাতের পর অন্য সালাতের অপেক্ষায় থাকা। এটাই রিবাত, এটাই রিবাত, এটাই রিবাত।[১]

---

১. রিবাতের মূল অর্থ হচ্ছে শত্রুকে প্রতিরোধ করার জন্য সীমান্তে সর্বদা প্রহরারত অবস্থায় থাকা। আর মন ও শয়তানের শত্রুতা ও কুমন্ত্রণা সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকাকেও রিবাত বলা হয়। —অনুবাদক

ثَوَابُ مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ

নির্দেশ মুতাবিক উযূ করার সওয়াব

١٤٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِىِّ اَنَّهُم غَزَوْا غَزْوَةَ السُّلاَسِلِ فَفَاتَهُمُ الْغَزْوُ فَرَابَطُوا ثُمَّ رَجَعُوْا اِلٰى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ اَبُو اَيُّوْبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ عَاصِمٌ يَااَبَا اَيُّوبَ فَاتَنَا الْغَزْوُ الْعَامَ وَقَد اُخْبِرْنَا اَنَّهُ مَنْ صَلّٰى فِى الْمَسَاجِدِ الْاَرْبَعَةِ غُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ فَقَالَ يَابْنَ اَخِى اَدُلُّكَ عَلٰى اَيْسَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّاَ كَمَا اُمِرَ وَصَلّٰى كَمَا اُمِرَ غُفِرَلَهُ مَاقَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ اَكَذٰلِكَ يَاعُقْبَةُ ؟ قَالَ نَعَمْ !

১৪৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আসিম ইব্‌ন সুফ্‌য়ান সাকাফী (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা 'সুলাসিল' যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন কিন্তু যুদ্ধ করার সুযোগ পান নি। পরে তাঁরা শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত রইলেন এবং মুআবিয়া (রা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন তাঁর নিকট আবূ আইয়ূব এবং উকবা ইব্‌ন আমির ছিলেন। তখন আসিম বললেন, হে আবূ আইয়ূব ! এ বৎসর আমরা যুদ্ধের সুযোগ পেলাম না। আর আমাদের সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি চারটি মসজিদে সালাত আদায় করবে, তার পাপ মার্জনা করা হবে। তিনি বললেন, হে ভাতিজা ! আমি কি তোমাকে এর চেয়ে সহজতর পন্থা বলে দেব না ? আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি নির্দেশ মুতাবিক উযূ করবে আর নির্দেশ মুতাবিক সালাত আদায় করবে, তার পূর্বেকার পাপ ক্ষমা করা হবে। সত্যি কি তাই হে উক্‌বা ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাই।

١٤٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ اَبَانَ اَخْبَرَ اَبَا بُرْدَةَ فِى الْمَسْجِدِ اَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالصَّلَوَاتُ الْخَمسُ كَفَّارَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ *

১৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - হুমরান ইব্‌ন আবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ বুরদা (র)-কে মসজিদে এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি উসমান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক উযূ সম্পন্ন করবে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তার মধ্যবর্তী সময়ের পাপসমূহের জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ গণ্য হবে।

١٤٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ اَنَّ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْئَهُ ثُمَّ يُصَلِّى الصَّلٰوةَ اِلاَّ غُفِرَلَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلٰوةِ الْاُخْرٰى حَتّٰى يُصَلِّيَهَا *

১৪৬. কুতায়বা (র) - - - - উসমান (রা)-এর আযাদকৃত দাস হুমরান (র) থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে উযূ করে এবং পরে সালাত আদায় করে, তার এ সালাত ও পরবর্তী সালাত আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ের পাপ মাফ করে দেয়া হবে।

١٤٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِى اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ يَحْيٰى سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيْبٍ وَاَبُوْ طَلْحَةَ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ قَالُوْا سَمِعْنَا اَبَا اُمَامَةَ الْبَاهِلِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الْوُضُوْءُ قَالَ اَمَّا الْوُضُوْءُ فَاِنَّكَ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَغَسَلْتَ كَفَّيْكَ فَانْقَيْتَهُمَا خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ بَيْنِ اَظْفَارِكَ وَاَنَامِلِكَ فَاِذَا مَضْمَضْتَ وَاسْتَنْشَقْتَ مَنْخِرَيْكَ وَغَسَلْتَ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحْتَ رَاْسَكَ وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ اِلَى الْكَعْبَيْنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ عَامَّةِ خَطَايَاكَ فَاِنْ اَنْتَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمَ وَلَدَتْكَ اُمُّكَ قَالَ اَبُوْ اُمَامَةَ فَقُلْتُ يَاعَمْرُوْ بْنَ عَبَسَةَ انْظُرْ مَا تَقُوْلُ اَكُلُّ هٰذَا يُعْطٰى فِى مَجْلِسٍ وَّاحِدٍ فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّى وَدَنَا اَجَلِى وَمَابِى مِنْ فَقْرٍ فَاَكْذِبَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَقَدْ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

১৪৭. আমর ইব্ন মনসূর (র) - - - - মুআবিয়া ইব্ন সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবূ ইয়াহয়া সুলায়ম ইব্ন আমির, যামরাহ ইব্ন্ হাবীব এবং আবূ তালহা নুয়ায়ম ইব্ন যিয়াদ (র) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমরা আবূ উমামা বাহিলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি আমর ইব্ন আবাসা (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! উযূ কিরূপ করতে হয় ? তিনি বললেন, উযূ! তুমি যখন উযূ কর এবং তোমার হস্ত তালুদ্বয় ধৌত কর এবং পরিষ্কার করে ধৌত কর তখন তোমার পাপসমূহ তোমার নখের ভেতর হতে এবং তোমার অঙ্গুলির অগ্রভাগ হতে বের হয়ে যায়। আর যখন তুমি কুলি কর এবং নাকের ভেতরকার অংশ ধৌত কর এবং তোমার মুখমণ্ডল ধৌত কর এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং মাথা মসেহ কর এবং গোড়ালী পর্যন্ত পা ধৌত কর, তখন তুমি তোমার সাধারণ পাপসমূহ ধুয়ে ফেললে। আর যখন তুমি তোমার মুখমণ্ডল আল্লাহ্ তা'আলার জন্য স্থাপন কর, তখন তুমি পাপ হতে ঐ দিনের মত মুক্ত হয়ে যাও, যেদিন তোমার জননী তোমাকে জন্ম দিয়েছিল। আবূ উমামা বলেন : আমি বললাম, হে আমর ইব্ন আবাসা ! দেখ তুমি কি বলছ। একই মজলিসে কি এসব কিছু দান করা হয়? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম ! আমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছি আর আমার মৃত্যু নিকটবর্তী। আর আমার কোন অভাবও নেই, এমতাবস্থায় কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্পর্কে মিথ্যা বলবো? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমার উভয় কান তা শ্রবণ করেছে আর আমার অন্তর তা স্মরণ রেখেছে।

اَلْقَوْلُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوْءِ

উযূ শেষে যা বলতে হয়

١٤٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ حَرْبِ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا

مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ وَاَبِى عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِن اَيِّهَا شَاءَ *

১৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হারব মারওয়াযী (র) - - - - উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে আর বলে :

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল" তার জন্য বেহেশ্‌তের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করবে।

حِلْيَةُ الْوُضُوْءِ

উযূর জ্যোতি

١٤٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ خَلَفٍ وَهُوَ ابْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ اَبِى مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِى حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ اَبِى هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلٰوةِ وَكَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْلُغَ اِبْطَيْهِ فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَاهٰذَا الْوُضُوْءُ فَقَالَ لِى يَابَنِى فَرُّوْخَ اَنْتُمْ هٰهُنَا لَوْعَلِمْتُ اَنَّكُمْ هٰهُنَا مَاتَوَضَّاتُ هٰذَا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ خَلِيْلِىْ ﷺ يَقُوْلُ تَبْلُغُ حِلْيَةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوُضُوْءُ *

১৪৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) সালাতের জন্য উযূ করছিলেন। আর আমি তাঁর পেছনে ছিলাম, তিনি তাঁর হস্তদ্বয় ধৌত করছিলেন তাঁর বগল পর্যন্ত, তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ হুরায়রা ! এ কোন্ ধরনের উযূ ? তিনি আমাকে বললেন : হে ফর্‌রুখের বংশধর! তোমরা এখানে ? যদি আমি পূর্বে জানতাম যে, তোমরা এখানে আছ তাহলে আমি এরূপ উযূ করতাম না। আমি আমার বন্ধু রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মুমিনের জ্যোতি ঐ পর্যন্ত পৌঁছবে, যে পর্যন্ত উযূর পানি পৌঁছে।

١٥٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ وَدِدْتُ اَنِّى قَدْ رَاَيْتُ اِخْوَانَنَا قَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَسْنَا اِخْوَانَكَ قَالَ بَلْ

اَنْتُمْ اَصْحَابِى وَاِخْوَانِى الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُوْا بَعْدُ وَاَنَا فَرَطُهُم عَلَى الْحَوْضِ قَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَّأْتِى بَعْدَكَ مِن اُمَّتِكَ قَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِى خَيْلٍ بُهْمٍ دُهْمٍ اَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَاِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ فَاَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ *

১৫০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার কবরস্থানের দিকে গেলেন। (তথায় উপস্থিত হয়ে) তিনি বললেন : হে মুমিন সম্প্রদায়ের ঘরের অধিবাসী ! তোমাদেরকে সালাম, আমরাও ইনশাআল্লাহ্ তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমি আশা করি আমার ভ্রাতৃবৃন্দকে দেখতে পাব। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কি আপনার ভ্রাতা নই ? তিনি বললেন : বরং তোমরা আমার আসহাব। আর আমার ভ্রাতৃবৃন্দ হলো যারা পরবর্তীকালে আসবে, আর আমি হাউযে কাউসারে তাদের অগ্রবর্তী হবো। তাঁরা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার যে সকল উম্মত পরবর্তীকালে আগমন করবে, আপনি তাদের কিভাবে চিনবেন ? তিনি বললেন : তোমরা বল তো, যদি কোন ব্যক্তির একদল কালো ঘোড়ার মধ্যে সাদা চেহারা ও সাদা পদবিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, তবে কি সে ব্যক্তি তার ঘোড়া চিনে নিতে পারবে না ? তাঁরা বলেন : নিশ্চয়ই।। তিনি বললেন : কিয়ামতের দিন উযূর দরুন তাদের হস্তপদ উজ্জ্বল হবে। আর আমি হাউযে কাউসারে তাদের আগে গিয়ে অপেক্ষা করব।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ اَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ

পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে দু'রাকাত সালাত আদায় করে, তার সওয়াব

١٥١. اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَسْرُوقِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِىُّ عَنْ اَبِى اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ وَاَبِى عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ *

১৫১. মূসা ইব্‌ন আবদুর রহমান মাসরূকী (র) - - - - উক্‌বা ইব্‌ন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে তারপর দু'রাকআত সালাত কায়মনে আদায় করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

بَابُ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ وَمَا لاَيَنْقُضُ الْوُضُوْءَ مِنَ الْمَذْىِ

পরিচ্ছেদ : মযী কখন উযূ নষ্ট করে এবং কখন করে না

١٥٢. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكَانَتِ ابْنَةُ النَّبِىِّ ﷺ تَحْتِى فَاسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسْأَلَهُ فَقُلْتُ لِرَجُلٍ جَالِسٍ اِلٰى جَنْبِى سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ *

১৫২. হান্নাদ ইব্‌ন সার্‌রী (র) - - - - আবূ আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী (রা) বলেছেন, আমি এমন ছিলাম যে, প্রায় আমার মযী[১] নির্গত হতো, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা আমার সহধর্মিণী হওয়ায় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করতাম। অতএব আমি আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট এক ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করতে বললাম। সে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : এতে উযূ করতে হবে।

١٥٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ اِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِاَهْلِهِ فَاَمْذٰى وَلَمْ يُجَامِعْ فَسَلِ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَاِنِّى اَسْتَحْيِى اَنْ اَسْأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ وَاِبْنَتُهُ تَحْتِى فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ مَذَاكِيْرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ *

১৫৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মিকদাদকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করুন যে, যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে আমোদ করে এবং তদ্দরুন তার মযী নির্গত হয় অথচ সে সহবাস করেনি, তাহলে সে কি করবে ? কেননা তাঁর কন্যা আমার সহধর্মিণী হওয়ায় আমি জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করি। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করবে।

١٥٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشِ بْنِ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَسْأَلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِىْ فَقَالَ يَكْفِىْ مِنْ ذٰلِكَ الْوُضُوْءُ *

১৫৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আয়িশ ইব্‌ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) বলেছেন : আমার প্রায়ই মযী নির্গত হতো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা আমার সহধর্মিণী হওয়ায় আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে অনুরোধ করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, এর জন্য উযূ করলেই চলবে।

١٥٥. اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنْبَأَنَا اُمَيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ اَنَّ رَوْحَ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ اَبِى نُجَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اِيَاسِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ عَلِيًّا اَمَرَ عَمَّارًا اَنْ يَّسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَذْىِ فَقَالَ يَغْسِلُ مَذَاكِيْرَهُ وَيَتَوَضَّأُ *

১. পেশাবের আগে অথবা পরে এবং সামান্য কামোত্তেজনার ফলে যে পাতলা সামান্য আঠাল পানি পুরুষাঙ্গ থেকে নির্গত হয়, তাকে মযী বা বীর্যরস বলে। তা বের হলে উযূ ভঙ্গ হয়।

১৫৫. উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) আম্মারকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মযীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি বললেন : সে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং উযূ করবে।

١٥٦. اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَرْوَزِىُّ عَنْ مَّالِكٍ وَهُوَ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عَلِيًّا اَمَرَهُ اَنْ يَّسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ اِذَا دَنَا مِنْ اَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْىُ مَاذَا عَلَيْهِ فَاِنَّ عِنْدِى ابْنَتَهُ وَاَنَا اَسْتَحْيِى اَنْ اَسْاَلَهُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّاُ وُضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ *

১৫৬. উত্‌বা ইব্‌ন আবদুল্লাহ মারওয়াযী (র) - - - - মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাকে অনুরোধ করলেন যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হলে যদি তদ্দরুন তার মযী নির্গত হয়, তাহলে তার কি করতে হবে ? কারণ তাঁর কন্যা আমার সহধর্মিণী থাকায় আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করি। তারপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : যদি তোমাদের কারও এরূপ হয় তাহলে সে যেন স্বীয় লজ্জাস্থান ধৌত করে আর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করে।

١٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسْاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْمَذْىِ مِنْ اَجْلِ فَاطِمَةَ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الاَسْوَدِ فَسَاَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ *

১৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমা (রা) আমার বিবাহাধীন থাকায় মযী সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করতাম। অতএব আমি মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদকে অনুরোধ করলাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এতে উযূ করতে হবে।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

পরিচ্ছেদ : পায়খানা-পেশাবান্তে উযূ

١٥٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ زِرَّبْنَ حُبَيْشٍ يُحَدِّثُ قَالَ اَتَيْتُ رَجُلاً يُدْعٰى صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ فَقَعَدْتُ عَلٰى بَابِهِ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا شَاْنُكَ ؟ قُلْتُ اَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ اِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ

فَقَالَ عَنْ اَىِّ شَىْءٍ تَسْأَلُ ؟ قُلْتُ عَنِ الْخُفَّيْنِ قَالَ كُنَّا اِذَا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ اَمَرَنَا اَنْ لاَّ نَنْزِعَهُ ثَلٰثًا اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَّلٰكِنْ مِّنْ غَائِطٍ وَّبَوْلٍ وَّنَوْمٍ *

১৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আসিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যির ইব্ন হুবায়শকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি বলেন : আমি সাফওয়ান ইব্ন আস্সাল নামক এক ব্যক্তির নিকট আসলাম এবং তার দরজায় বসে রইলাম। তিনি বের হয়ে বললেন, তোমার খবর কি ? আমি বললাম, ইল্মের সন্ধানে এসেছি। তিনি বললেন, ইল্ম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ফেরেশতাগণ ডানা বিছিয়ে দেন। তারপর তিনি বললেন, কোন্ বিষয় তুমি জিজ্ঞাসা করতে চাও ? আমি বললাম, মোজা পরিধান সম্বন্ধে। তিনি বললেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সফরে আসতাম, তিনি আমাদের আদেশ করতেন, আমরা যেন একমাত্র জানাবাত ব্যতীত, পায়খানা-পেশাব এবং নিদ্রার কারণে তিন দিন পর্যন্ত তা না খুলি।

اَلْوُضُوْءِ مِنَ الْغَائِطِ

পায়খানার পর উযূ

১৫৯. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ كُنَّا اِذَا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى سَفَرٍ اَمَرَنَا اَنْ لاَّ نَنْزِعَهُ ثَلٰثًا اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَّلٰكِنْ مِّنْ غَائِطٍ وَّبَوْلٍ وَّنَوْمٍ *

১৫৯. আমর ইব্ন আলী ও ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) - - - - যির্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাফওয়ান ইব্ন আস্সাল (রা) বলেছেন : আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সফরে বের হতাম তখন তিনি আমাদের আদেশ করতেন আমরা যেন একমাত্র জানাবাত ব্যতীত পায়খানা-পেশাব এবং নিদ্রার কারণে তিন দিন পর্যন্ত তা না খুলি।

اَلْوُضُوْءُ مِنَ الرِّيْحِ

বাতাস নির্গমনে উযূ

১৬০. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَاَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِى سَعِيْدٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ وَهُوَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ شُكِىَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ لاَ يَنْصَرِفُ حَتّٰى يَجِدَ رِيحًا اَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا *

১৬০. কুতায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট অভিযোগ করল, সে সালাতে কিছু অনুভব করে।[১] তিনি বললেন : সে সালাত পরিত্যাগ করবে না যতক্ষণ না গন্ধ বা শব্দ শুনতে পায়।[২]

اَلْوُضُوْءُ مِنَ النَّوْمِ

নিদ্রার কারণে উযূ

١٦١. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَحُمَيْدِ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِّنْ مَّنَامِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يُفْرِغَ عَلَيْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّهُ لاَيَدْرِى اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ *

১৬১. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ ও হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদাহ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেউ যখন নিদ্রা হতে জাগ্রত হয় তখন সে যেন তার হাত পানির পাত্রে প্রবিষ্ট না করায় যতক্ষণ না তার উপর তিনবার পানি ঢালে, কেননা সে জানে না তার হাত রাত্রে কোথায় ছিল।

بَابُ النُّعَاسِ

পরিচ্ছেদ : তন্দ্রার বর্ণনা

١٦٢. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَنْصَرِفْ لَعَلَّهُ يَدْعُوْ عَلٰى نَفْسِهِ وَهُوَ لاَيَدْرِىْ *

১৬২. বিশর ইব্‌ন হিলাল (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তির সালাতে তন্দ্রা আসে, তবে সে যেন হালকাভাবে সালাত শেষ করে চলে যায়। কেননা অজ্ঞাতসারে সে হয়ত নিজের উপরেই বদদোয়া করে বসবে।

اَلْوُضُوْءُ مِنْ مَّسِّ الذَّكَرِ

পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে উযূ

١٦٣. اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَعْنٌ اَنْبَأَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ دَخَلْتُ عَلٰى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَايَكُوْنُ

১. বায়ু নির্গমন হয়েছে বলে সন্দেহ করে।
২. বায়ু নির্গমন হয়েছে বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ مَرْوَانُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ فَقَالَ عُرْوَةُ مَاعَلِمْتُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا مَسَّ اَحَدُكُم ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ *

১৬৩. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়া ইব্‌ন যুবায়রকে বলতে শুনেছেন যে, আমি মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম-এর নিকট এসে কোন্ কোন্ কারণে উযূ করতে হয় তা জিজ্ঞাসা করলাম। মারওয়ান বললেন : পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযূ করতে হবে। উরওয়া বললেন, আমি তা অবগত নই। মারওয়ান বললেন : বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : যখন তোমাদের কেউ স্বীয় পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তখন তার উযূ করা উচিত।

١٦٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ ذَكَرَ مَرْوَانُ فِي اِمَارَتِهٖ عَلَى الْمَدِيْنَةِ اَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ اِذَا اَفْضٰى اِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهٖ فَاَنْكَرْتُ ذٰلِكَ وَقُلْتُ لاَ وُضُوءَ عَلٰى مَنْ مَسَّهُ فَقَالَ مَرْوَانُ اَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ مَايُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمْ اَزَلْ اُمَارِيْ مَرْوَانَ حَتّٰى دَعَا رَجُلاً مِّنْ حَرَسِهٖ فَاَرْسَلَهُ اِلٰى بُسْرَةَ فَسَاَلَهَا عَمَّا حَدَّثَتْ مَرْوَانَ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ بُسْرَةُ بِمِثْلِ الَّذِيْ حَدَّثَنِيْ عَنْهَا مَرْوَانُ *

১৬৪. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুগীরা (র) - - - - যুহ্‌রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হায্‌ম (র) আমাকে বলেছেন, তিনি উরওয়া ইব্‌ন যুবায়রকে বলতে শুনেছেন যে, মারওয়ান তাঁর মদীনায় শাসনকালে উল্লেখ করেছেন, কোন ব্যক্তি স্বীয় হস্ত দ্বারা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে সে উযূ করবে। আমি অস্বীকার করলাম এবং বললাম, যে ব্যক্তি তা স্পর্শ করে, তার উযূ করতে হবে না। তখন মারওয়ান বললেন, বুসরা বিন্‌তে সাফওয়ান আমাকে বলেছেন যে, তিনি যে যে কারণে উযূ করতে হয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তা উল্লেখ করতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, আর পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযূ করতে হবে। উরওয়া বলেন : অতএব আমি এ ব্যাপারে মারওয়ানের সাথে বিতর্কে লিপ্ত রইলাম। অবশেষে তিনি তাঁর দেহরক্ষীদের একজনকে ডেকে বুস্‌রার নিকট প্রেরণ করলেন। সে বুস্‌রাকে মারওয়ানের নিকট তিনি যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। বুস্‌রা তার নিকট ঐরূপই বলে পাঠালেন যেরূপ মারওয়ান আমার নিকট বুস্‌রা থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِنْ ذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ : পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করায় উযূ না করা

١٦٥. اَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنْ مُلاَزِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْنَا وَفْدًا حَتّٰى قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ جَاءَ رَجُلٌ كَاَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاتَرٰى فِى رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ وَهَلْ هُوَ اِلاَّ مُضْغَةٌ مِّنْكَ اَوْ بَضْعَةٌ مِّنْكَ *

১৬৫. হান্নাদ (র) - - - - তালক ইব্ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা আমাদের গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এলাম, তারপর তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করলাম এবং তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষ হলে এক ব্যক্তি আসলো, মনে হলো যেন সে একজন গ্রাম্য লোক। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন ব্যক্তি সালাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে তার সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ? তিনি বললেন : এটা তোমার শরীরের এক টুকরা গোশ্ত বৈ আর কি ? অথবা তিনি বললেন : তা তোমার শরীরের একটি অংশ।[১]

تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَاَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ

কামভাব ব্যতীত কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে স্পর্শ করলে উযূ না করা

١٦٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى وَاِنِّى لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اِعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ حَتّٰى اِذَا اَرَادَ اَن يُّوْتِرَ مَسَّنِى بِرِجْلِهِ *

১৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল হাকাম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করতেন আর আমি জানাযার ন্যায় তাঁর সামনে শায়িত থাকতাম। এমনকি তিনি যখন সিজদা দিতে ইচ্ছা করতেন তখন আমাকে তাঁর পা দ্বারা স্পর্শ করতেন।

١٦٧. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُمُوْنِى مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فَاِذَا اَرَادَ اَن يَّسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِى فَضَمَمْتُهَا اِلَىَّ ثُمَّ يَسْجُدُ *

১৬৭. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি দেখেছি, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে আড়াআড়ি শুয়ে আছি আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করতেন। যখন তিনি

১. হানাফী মাযহাব অনুসারে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযূ নষ্ট হয় না।

সিজদা করতে মনস্থ করতেন আমার পা স্পর্শ করতেন। আমি তা আমার দিকে টেনে নিতাম। তারপর তিনি সিজদা করতেন।

١٦٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنَامُ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلاَىَ فِى قِبْلَتِهِ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِى فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ فَاِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ *

১৬৮. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে শায়িত থাকতাম আর আমার পদদ্বয় তাঁর কিব্‌লার দিকে থাকত। যখন তিনি সিজদা করতেন আমাকে স্পর্শ করতেন আর আমি আমার পদদ্বয় টেনে নিতাম আর যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন আমি তা মেলে দিতাম। আর ঘরে তখন কোন বাতি থাকত না।

١٦٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَنُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ النَّبِىَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَجَعَلْتُ اَطْلُبُهُ بِيَدِى فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلٰى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَاُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ *

১৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক ও নুসায়র ইব্‌ন ফারাজ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বিছানায় পাচ্ছিলাম না। তখন আমি আমার হাত দ্বারা তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। তখন আমার হাত তাঁর পদযুগলের উপর পতিত হলো। তখন তাঁর পা খাড়া ছিল আর তিনি ছিলেন সিজদারত। তিনি বলছিলেন :

اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ *

"(হে আল্লাহ্ !) আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি তোমার ক্রোধ হতে তোমার সন্তুষ্টির, তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার আর আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি তোমা হতে। তোমার প্রশংসা করে আমি শেষ করতে পারব না, তুমি নিজে ঐরূপ, যেরূপ তুমি নিজের প্রশংসা করেছ।"

تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

চুম্বনের পরে উযূ না করা

١٧٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ رَوْقٍ عَنْ

اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ اَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَيْسَ فِي هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثٌ اَحْسَنَ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَاِنْ كَانَ مُرْسَلاً وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ الْاَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ حَدِيْثُ حَبِيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ هٰذَا وَحَدِيْثُ حَبِيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ تُصَلِّي وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ لاَشَيْءَ *

১৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জনৈক স্ত্রীকে চুম্বন করতেন পরে সালাত আদায় করতেন কিন্তু তিনি উযূ করতেন না।

আবূ আবদুর রহমান বলেন : এ অধ্যায়ে এর চেয়ে উত্তম হাদীস আর নেই যদিও হাদীসটি মুরসাল। এ হাদীসটি আ'মাশ-হাবীব ইব্‌ন আবূ সাবিত থেকে এবং তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া কাত্তান বলেন : হাবীবের এ হাদীসটি, যা তিনি উরওয়া থেকে এবং উরওয়া আয়েশা (রা) এবং হাবীবের থেকে বর্ণনা করেছেন। অন্য একটি হাদীস, যা তিনি উরওয়া থেকে এবং উরওয়া আয়েশা (রা) থেকে এই মর্মে বর্ণনা করেছেন যে, "মুস্তাহাযা মহিলা সালাত আদায় করবে যদিও রক্তের ফোঁটা বিছানায় টপকায়"—এর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।[১]

بَابُ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

পরিচ্ছেদ : আগুনে জ্বাল দেয়া বস্তু আহার করাতে উযূ করা

١٧١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَارِظٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَوَضَّؤُا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ *

১৭১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আগুনে জ্বাল দেয়া বস্তু আহার করলে উযূ করবে।[২]

١٧٢. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَارِظٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

১. সম্ভবত এজন্য যে, হাবীব ও উরওয়া-এর মধ্যে ইনকিতা' রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র) ইমাম বুখারী (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম আবূ দাউদ (র) হাবীব-এর বর্ণনা উরওয়া থেকে, তিনি আয়েশা (রা) থেকে এ সনদ দু'টি বিশুদ্ধ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবদুল বার-এর মতও তাই। ইমাম যায়লায়ী এ সনদের অনেক সমর্থক সনদ বর্ণনা করেছেন এবং সনদের সমালোচনার উত্তর দিয়েছেন। ইমাম শাওকানী (র) বলেছেন, এ হাদীসের সনদ প্রমাণিত। —অনুবাদক

২. এখানে উযূ করার অর্থ হচ্ছে হাত মুখ ধৌত করা।

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ *

১৭২. হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমরা আগুনে জ্বাল দেয়া বস্তু আহার করলে উযূ করবে।

١٧٣. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ بَكْرٍ وَّهُوَ ابْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ قَارِظٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلٰى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَكَلْتُ اَثْوَارَ أَقِطٍ فَتَوَضَّاْتُ مِنْهَا اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَامُرُ بِالْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ *

১৭৩. রবী ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন ক্বারিয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে মসজিদের ছাদে উযূ করতে দেখেছি। তিনি বললেন, আমি কয়েক টুকরা পণীর খেয়েছি, তাই আমি উযূ করলাম। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আগুনে জ্বাল দেয়া বস্তু আহার করাতে উযূ করার নির্দেশ দিতে শুনেছি।

١٧٤. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ مُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ يَقُوْلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَأَتَوَضَّأُ مِنْ طَعَامٍ اَجِدُهُ فِى كِتَابِ اللّٰهِ حَلَالًا لِاَنَّ النَّارَ مَسَّتْهُ فَجَمَعَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ حَصًى فَقَالَ اَشْهَدُ عَدَدَ هٰذَا الْحَصٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ *

১৭৪. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর আল-আওযাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মুত্তালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হান্‌তাব (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন : আগুন স্পর্শ করার কারণে আমাকে কি ঐ খাদ্যের জন্য উযূ করতে হবে যাকে আমি আল্লাহ্‌র কিতাবে (কুরআনে) হালাল পেয়েছি ? এতদশ্রবণে আবূ হুরায়রা (রা) কতকগুলো পাথর টুকরা একত্র করলেন এবং বললেন : আমি এই কংকর পরিমাণ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা উযূ করবে ঐ সকল বস্তু হতে যা আগুন স্পর্শ করেছে।

١٧٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ *

১৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা উযূ করবে ঐ সকল বস্তু আহার করলে যা আগুন স্পর্শ করেছে।

١٧٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ اَنْبَأَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مُحَمَّدٌ الْقَارِىُّ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ *

১৭৬. আমর ইব্‌ন আলী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ আইয়্যুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা উযূ করবে ঐ সকল বস্তু আহার করলে যা আগুন পরিবর্তন করেছে।

١٧٧. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَرَمِىٌّ وَهُوَ ابْنُ عُمَارَةَ بْنِ اَبِى حَفْصَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِىِّ عَنْ اَبِى طَلْحَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَوَضَّئُوْا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ *

১৭৭. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সা'ঈদ ও হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা উযূ করবে ঐ সকল বস্তু আহার করলে যা আগুন পরিবর্তন করেছে।

١٧٨. اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِىٌّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَبِى طَلْحَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ تَوَضَّئُوْا مِمَّا اَنْضَجَتِ النَّارُ *

১৭৮ হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা উযূ কর ঐ সকল বস্তু আহার করার জন্য যা আগুন দ্বারা রান্না করা হয়েছে।

١٧٩. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِى الزُّهْرِىُّ اَنَّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنَ اَبِى بَكْرٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ *

১৭৯. হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক (র) - - - - যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা উযূ করবে ঐ সকল বস্তু আহার করলে যা আগুন স্পর্শ করেছে।

١٨٠. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىُّ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْاَخْنَسِ بْنِ شَرِيْقٍ اَنَّهُ

اَخْبَرَه اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ وَهِىَ خَالَتُهُ فَسَقَتْهُ سَوِيْقًا ثُمَّ قَالَتْ لَهُ تَوَضَّأْ يَا ابْنَ اُخْتِى فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ *

১৮০. হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক (র) - - - - আবূ সুফয়ান ইব্ন সাঈদ ইব্ন আখনাস ইব্ন শারীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার তাঁর খালা নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি (উম্মে হাবীবা) তাঁকে ছাতু খাওয়ালেন। পরে তাকে বললেন : হে ভাগ্নে ! উযূ করে নাও। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা উযূ কর ঐ সকল বস্তু আহার করলে যা আগুন স্পর্শ করেছে।

١٨١. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِى بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْاَخْنَسِ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ لَهُ وَشَرِبَ سَوِيْقًا يَا ابْنَ اُخْتِى تَوَضَّأْ فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارِ *

১৮১. রবী ইব্ন সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - - আবূ সুফয়ান ইব্ন সাঈদ ইব্ন আখনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা) তাকে ছাতু খাওয়ার পর বলেছিলেন, হে ভাগ্নে, তুমি উযূ করে নাও। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমরা উযূ কর ঐ সকল বস্তু আহার করলে যা আগুন স্পর্শ করেছে।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

পরিচ্ছেদ : আগুনে সিদ্ধ বস্তু খাওয়ার পর উযূ না করা

١٨٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ كَتِفًا فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَخَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً *

১৮২. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (বকরির) কাঁধের গোশ্ত আহার করলেন, তারপর বিলাল (রা) এলে তিনি সালাত আদায় করতে গেলেন। অথচ তিনি পানি স্পর্শ করলেন না।

١٨٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَحَدَّثَتْنِى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ

يُصْبِحُ جُنُبًا مِّنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُوْمُ وَحَدَّثَنَا مَعَ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَنَّهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا قَرَّبَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ جَنْبًا مَّشْوِيًّا فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ *

১৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উম্মে সালামার নিকট গেলাম। তিনি আমার নিকট বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বপ্নদোষ ব্যতীত (সহবাস জনিত কারণে) জানাবাত অবস্থায় ভোর করতেন এবং সিয়ামও পালন করতেন। বর্ণনাকারী রাবীদের মধ্যে খালিদ বলেন যে, এ হাদীসের সাথে এ-ও বর্ণনা করেছেন যে, একদা উম্মে সালামা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ভূনা গোশ্‌ত রাখলেন। তিনি তা হতে কিছু খেলেন। পরে সালাতের জন্য প্রস্তুত হলেন কিন্তু উযূ করলেন না।

١٨٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ يَسَارٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ خُبْزًا وَّلَحْمًا ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ *

১৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গেলাম। তিনি রুটি ও গোশ্‌ত খেলেন। পরে সালাতের জন্য গেলেন কিন্তু উযূ করলেন না।

١٨٥. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ اٰخِرَ الْاَمْرَيْنِ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ *

১৮৫. আমর ইব্‌ন মনসূর (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, যে সকল বস্তুকে আগুনে স্পর্শ করেছে তা আহার করার পরে উযূ করা ও না করার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর শেষ কাজটি ছিল উযূ না করা।

اَلْمَضْمَضَةُ مِنَ السَّوِيْقِ

ছাতু খাওয়ার পর কুলি করা

١٨٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلٰى بَنِى حَارِثَةَ اَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالصَّهْبَاءِ وَهِىَ مِنْ اَدْنٰى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْاَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ اِلاَّ بِالسَّوِيْقِ فَاَمَرَبِهِ فَثُرِّىَ فَاَكَلَ وَاَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ اِلَى الْمَغْرِبِ فَتَمَضْمَضَ وَتَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ *

১৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - বুশায়র ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। সুয়ায়দ ইব্ন নু'মান (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি খায়বার যুদ্ধের বৎসর একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে বের হলেন। যখন তাঁরা সাহ্বা নামক স্থানে পৌঁছলেন— আর তা খায়বরের শেষ সীমায় অবস্থিত, তখন তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। পরে তিনি কিছু খাদ্যদ্রব্য চাইলে তাঁর নিকট কেবল ছাতু পরিবেশন করা হলো। তাঁর আদেশক্রমে তা পানির সাথে মিশানো হলো, তারপর তিনি তা খেলেন আর আমরাও তা খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের সালাত আদায়ের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং কুলি করলেন আর আমরাও কুলি করলাম। পরে সালাত আদায় করলেন অথচ আর উযূ করলেন না।

اَلْمَضْمَضَةُ مِنَ اللَّبَنِ

দুধ পান করার পর কুলি করা

١٨٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا *

১৮৭. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ পান করার পর পানি চাইলেন এবং তা দ্বারা কুলি করলেন এবং বললেন : ওতে চর্বি আছে।

بَابُ ذِكْرِمَا يُوْجِبُ الْغُسْلُ وَمَا لاَيُوْجِبُهُ غُسْلُ الْكَافِرِ اِذَا اَسْلَمَ

পরিচ্ছেদ : যাতে গোসল ফরয হয় আর যাতে ফরয হয় না এবং ইসলাম গ্রহণকালে কাফিরের গোসল করা

١٨٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَغَرِّ وَهُوَ ابْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ اَنَّهُ اَسْلَمَ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ *

১৮৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - কায়স ইব্ন আসিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করতে আদেশ করলেন।

تَقْدِيْمُ غُسْلِ الْكَافِرِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّسْلِمَ

ইসলাম গ্রহণের জন্য কাফিরের আগে-ভাগে গোসল করে নেয়া

١٨٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اِنَّ ثُمَامَةَ بْنَ اُثَالِ الْحَنَفِيَّ انْطَلَقَ اِلٰى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ

فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُـهُ يَامُحَمَّدُ وَاللّٰهِ مَاكَانَ عَلَى الاَرْضِ وَجْـهٌ اَبغَضَ اِلَىَّ مِنْ وَّجْهِكَ فَقَدْ اَصْبَحَ وَجْهُكَ اَحَبَّ الْوُجُوْهِ كُلِّهَا اِلَىَّ وَاِنَّ خَيْلَكَ اَخَذَتْنِى وَاَنَا اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَمَا ذَا تَرٰى فَبَشَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَهُ اَنْ يَّعْتَمِرَ مُخْتَصِرٌ *

১৮৯. কুতায়বা (র) - - - - সাঈদ ইব্ন আবূ সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, সুমামা ইব্ন উসাল হানাফী মসজিদে নববীর নিকটবর্তী একটি বাগানে গেলেন সেখানে গোসল করার পর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন এবং বললেন : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা এবং রাসূল।" হে মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্র শপথ, পৃথিবীতে আমার কাছে কোন চেহারাই আপনার চেহারা থেকে অধিক অপ্রিয় ছিল না, এখন আপনার চেহারা আমার নিকট সকল চেহারা থেকে প্রিয়। আপনার সৈনিকরা আমাকে গ্রেফতার করেছে অথচ আমি উমরার ইচ্ছা করেছিলাম। এখন এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে সুসংবাদ দান করলেন এবং তাঁকে উমরাহ্ করতে অনুমতি দিলেন।

اَلْغُسْلُ مِنْ مُّوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

মুশরিককে দাফন করার পর গোসল

١٩٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ نَاجِيَةَ بْنَ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَبَا طَالِبٍ مَاتَ فَقَالَ اذْهَبْ فَوَارِهِ قَالَ اِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا قَالَ اذْهَبْ فَوَارِهِ فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ لِى اغْتَسِلْ *

১৯০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলেন এবং বললেন : আবূ তালিব মরে গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যাও, তাকে দাফন কর, আলী (রা) বললেন : তিনি তো মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবার বললেন : যাও তাকে দাফন কর। যখন আমি তাকে দাফন করে তাঁর নিকট ফিরে আসলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন : গোসল করে নাও।

بَابُ وُجُوْبِ الْغُسْلِ اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

পরিচ্ছেদ : দুই লজ্জাস্থান পরস্পর মিলিত হলে গোসল ফরয হওয়া

١٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ

الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى رَافِعٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ *

১৯১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কেউ যখন স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সাথে সহবাসের চেষ্টা করে, তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়।

١٩٢. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ الْجُوْزَجَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا خَطَاءٌ وَالصَّوَابُ اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى الْحَدِيْثَ عَنْ شُعْبَةَ النَّضْرُ ابْنُ شُمَيْلٍ وَغَيْرُهُ كَمَا رَوَاهُ خَالِدٌ *

১৯২. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক আল-জুযাজানী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কেউ তার স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সাথে সঙ্গমের চেষ্টা চালায়[১] তখন গোসল ওয়াজিব হয়।

اَلْغُسْلُ مِنَ الْمَنِىِّ

বীর্যপাতের দরুন গোসল

١٩٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيْصَةَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَقَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتَ الْمَذِىَّ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّا وُضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ وَاِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ *

১৯৩. কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ ও আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এমন ছিলাম যে, আমার অধিক মযী নির্গত হতো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : যখন তুমি মযী দেখবে, তখন তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে এবং সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করবে। আর যখন বীর্য নির্গত হয়, তখন গোসল করবে।

١٩٤. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ زَائِدَةَ ح وَاَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ اَنْبَاَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ رُكَيْنِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ عَمِيْلَةَ الْفَزَارِىِّ

১. চার শাখা - অর্থাৎ দুই হাত দুই পা।

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِذَا رَأَيْتَ الْمَذِيَّ فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَاِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ *

১৯৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সা'ঈদ (র) ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার অত্যধিক মযী নির্গত হতো, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম,[1] তখন তিনি আমাকে বললেন : যখন তুমি মযী দেখতে পাও, তখন তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করো ও উযূ করো, আর যখন বীর্যের ফোঁটা দেখতে পাবে, তখন গোসল করবে।

غُسْلُ الْمَرْأَةِ تَرٰى فِى مَنَامِهَا مَايَرَى الرَّجُلُ

পুরুষের ন্যায় নারী স্বপ্ন দেখলে তার গোসল

١٩٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرٰى فِى مَنَامِهَا مَايَرَى الرَّجُلُ قَالَ اِذَا اَنْزَلَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ *

১৯৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। পুরুষের ন্যায় মহিলার স্বপ্নে দেখা সম্পর্কে উম্মে সুলায়ম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : বীর্য নির্গত হলে গোসল করবে।

١٩٦. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ كَلَّمَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَتْ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ اَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَرٰى فِى النَّوْمِ مَايَرَى الرَّجُلُ اَفَتَغْتَسِلُ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا اُفٍّ لَّكِ اَوَ تَرَى الْمَرْأَةُ ذٰلِكَ فَالْتَفَتَ اِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَمِنْ اَيْنَ يَكُوْنُ الشَّبَهُ *

১৯৬. কাসীর ইব্ন উবায়দ (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, উম্মু সুলায়ম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন আয়েশা (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। উম্মু সুলায়ম বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ সত্যের ব্যাপারে লজ্জা করেন না, আমাকে বলুন, কোন নারী যদি স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা পুরুষ দেখে থাকে, এতে কি তারও গোসল করতে হবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : হ্যাঁ। আয়েশা (রা) বলেন : আমি তাঁকে বললাম, ধিক তোমায় ! নারীও কি তা দেখে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমার হাত ধুলো-মলিন হোক, তা না হলে সন্তান মাতার মত হয় কি করে ?[2]

---

১. মিকদাদ (রা) অথবা আম্মার (রা)-এর মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।
২. অর্থাৎ নারীরও পানি আছে বলেই সন্তান মায়েরও চেহারা পায়। আর তারও যখন পানি আছে, তখন স্বপ্নদোষ তো হতেই পারে।

١٩٧. اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِى عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ غُسْلٌ اِذَا هِىَ احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ اِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَضَحِكَتْ اُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ اَتَحْتَلِمُ الْمَرْاَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفِيْمَ يُشْبِهُهَا الْوَلَدُ *

১৯৭. শু'আয়ব ইব্‌ন ইউনুস (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ তা'আলা সত্য প্রকাশে লজ্জা করেন না। নারীদের যখন স্বপ্নদোষ হয় তখন তার উপর কি গোসল ওয়াজিব হয় ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, যখন সে বীর্য দেখবে। এতে উম্মু সালামা হেসে দিলেন, তিনি বললেন : নারীরও কি স্বপ্নদোষ হয় ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা না হলে সন্তান মায়ের সদৃশ হয় কিরূপে ?

١٩٨. اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِىَّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَرْاَةِ تَحْتَلِمُ فِى مَنَامِهَا فَقَالَ اِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ *

১৯৮. ইউসুফ ইব্‌ন সা'ঈদ (র) - - - - খাওলা বিনত হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এমন নারীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম যার স্বপ্নদোষ হয়। তিনি বললেন : সে যখন বীর্য দেখবে, তখন গোসল করবে।

بَابُ الَّذِى يَحْتَلِمُ وَلَايَرَى الْمَاءَ

পরিচ্ছেদ : যার স্বপ্নদোষ হয় অথচ বীর্য দেখে না

١٩٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُعَادٍ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ *

১৯৯. আবদুল জব্বার ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - আবূ আইয়্যূব (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : পানির ব্যবহার পানির কারণেই অপরিহার্য হয় (অর্থাৎ বীর্যপাত হলেই গোসল করতে হয়)।[১]

بَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْاَةِ

পরিচ্ছেদ : পুরুষ এবং নারীর বীর্যের পার্থক্য

٢٠٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ

১. উক্ত হাদীসে ইহ্‌তিলাম বা স্বপ্নদোষের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। সহবাসের বেলায় এটা প্রযোজ্য নয়। এ সম্পর্কে অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের লজ্জাস্থান পরস্পর মিলিত হলেই গোসল ওয়াজিব হয়।

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيْظٌ اَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْاَةِ رَقِيْقٌ اَصْفَرُ فَاَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ *

২০০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পুরুষের বীর্য গাঢ় সাদা বর্ণের এবং নারীর বীর্য পাতলা হলদে বর্ণের। এতদুভয়ের যেটিই পূর্বে নির্গত হয় সন্তান তার সদৃশ হয়ে থাকে।

ذِكْرُ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

হায়যের পর গোসল

٢٠١. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِنْتِ قَيْسٍ مِّنْ بَنِي اَسَدِ قُرَيْشٍ اَنَّهَا اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ اَنَّهَا تُسْتَحَاضُ فَزَعَمَتْ اَنَّهُ قَالَ لَهَا اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلٰوةَ فَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي *

২০১. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - কুরায়শ বংশের আসাদ গোত্রের ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে উল্লেখ করলেন যে, তার অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়। তাঁর ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছেন যে, তা একটি শিরার রক্ত[১] মাত্র। অতএব যখন হায়য আরম্ভ হয় তখন সালাত ছেড়ে দেবে— আর যখন হায়যের মেয়াদ অতিবাহিত হয়, তখন রক্ত ধৌত করবে তারপর সালাত আদায় করবে।

٢٠٢. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي *

২০২. হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যখন হায়য আরম্ভ হয় তখন সালাত ছেড়ে দেবে আর যখন তা বন্ধ হয়ে যায় (অর্থাৎ হায়যের মেয়াদ অতিবাহিত হয়) তখন গোসল করবে।

٢٠٣. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ

১. কোন মহিলার হায়যের নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় রজঃস্রাব হলে তাকে ইস্‌তেহাযা বলা হয়। এটা এক প্রকারের ব্যাধি।

حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَحِيضَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاشْتَكَتْ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنْ هٰذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ صَلِّى *

২০৩. ইমরান ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মে হাবীবা বিন্ত জাহশ সাত বছর ইস্তেহাযায় ভুগছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটা হায়য নয় বরং এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব, তুমি গোসল কর এবং সালাত আদায় কর।

٢٠٤. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى النُّعْمَانُ وَالْاَوْزَاعِىُّ وَاَبُوْ مُعَيْدٍ وَهُوَ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتُحِيْضَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ امْرَاَةُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَهِىَ اُخْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَاسْتَفْتَتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنْ هٰذَا عِرْقٌ فَاِذَا اَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْتَسِلِى وَصَلِّى وَاِذَا اَقْبَلَتْ فَاتْرُكِى لَهَا الصَّلٰوةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَتُصَلِّى وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ اَحْيَانًا فِى مِرْكَنٍ فِى حُجْرَةِ اُخْتِهَا زَيْنَبَ وَهِىَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُوا الْمَاءَ وَتَخْرُجُ فَتُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا يَمْنَعُهَا ذٰلِكَ مِنَ الصَّلٰوةِ *

২০৪. রবী ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিন্ত জাহ্শ (রা) যিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনত জাহ্শ (রা)-এর বোন— ইস্তিহাযায় আক্রান্ত ছিলেন, আয়েশা (রা) বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এ বিষয়ে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : এটা হায়য নয়। এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব যখন হায়য বন্ধ হয়ে যায়, তখন গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে। আবার যখন হায়য আরম্ভ হবে, তখন সালাত ছেড়ে দেবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এরপর তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করতেন এবং সালাত আদায় করতেন। কোন কোন সময় তিনি তাঁর বোন যয়নবের কক্ষে যখন যয়নব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থাকতেন, একটি বড় গামলায় গোসল করতেন। এমনকি রক্তের লাল রং পানির উপর উঠে আসত। তারপর তিনি বের হতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সালাতে শরীক হতেন। এটা তাকে সালাতে বাধা প্রদান করত না।

٢٠٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ عَن عَمرِو بنِ الحَارِثِ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن

عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ خَتَنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ اسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنْ هٰذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِى وَصَلِّى *

২০৫. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর স্ত্রী, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর শ্যালিকা উম্মে হাবীবা (রা) সাত বছর যাবত ইস্তেহাযায় ভুগছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটা হায়য নয়, বরং এটা একটি শিরার রক্ত। অতএব তুমি গোসল কর এবং সালাত আদায় কর।

٢٠٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتَفْتَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اُسْتَحَاضُ فَقَالَ اِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِى وَصَلِّى فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ *

২০৬. কুতায়বা (রা) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মে হাবীবা বিনত জাহ্শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি ইস্তেহাযায় আক্রান্ত। তিনি বললেন : এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব তুমি গোসল কর এবং সালাত আদায় কর। এরপর উম্মে হাবীবা প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করতেন।

٢٠٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّمِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَاَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلاٰنَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمْكُثِى قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِى *

২০৭. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে (ইস্তেহাযার) রক্ত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : আমি তাঁর টব রক্তে পূর্ণ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : তোমার হায়য যতদিন তোমাকে তোমার সালাত হতে বিরত রাখত, ততদিন বিরত থাক তারপর গোসল কর।

٢٠٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ مَرَّةً اُخْرٰى وَلَمْ يَذْكُرْ جَعْفَرًا *

২০৮. কুতায়বা (র) থেকে অন্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি জাফরের[১] নাম উল্লেখ করেন নি।

٢٠٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ تَعْنِى اَنَّ امْرَاَةً

১. জা'ফর পূর্বোক্ত রিওয়ায়াতের সনদে একজন রাবী।

كَانَت تُهْرَاقُ اَلدَّمَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا اُمُّ سَلَمَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَتَنْظُرَ عَدَدَاللَّيَالِى وَالْاَيَّامِ الَّتِى كَانَتْ تَحِيْضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ اَنْ يُّصِيْبَهَا الَّذِى اَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ قَدْرَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَاِذَا خَلَّفَتْ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لَتَسْتَشْفِرْ ثُمَّ لَتُصَلِّى *

২০৯. কুতায়বা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে জনৈকা মহিলার সর্বদা রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, উম্মে সালামা তার এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : (রক্তস্রাব বন্ধ না হওয়ার) যে রোগে সে আক্রান্ত, সে রোগ হওয়ার পূর্বে তার প্রত্যেক মাসে কতদিন কত রাত হায়য আসত সে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। মাসের সেই দিন ও রাত্রিগুলোতে সালাত আদায় করবে না। তারপর সে দিনগুলো অতিবাহিত হলে সে গোসল করবে ও লজ্জাস্থান কাপড় দিয়ে বেঁধে নেবে এবং সালাত আদায় করবে।

ذِكْرُ الْاَقْرَاءِ

হায়যের মুদ্দত সম্পর্কিত বর্ণনা

٢١٠. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ الَّتِى كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَاَنَّهَا اسْتُحِيْضَتْ لاَتَطْهُرُ فَذُكِرَ شَانُهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِّنَ الرَّحِمِ فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْءِهَا الَّتِى كَانَتْ تَحِيْضُ لَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ ثُمَّ تَنْظُرْ مَابَعْدَ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ *

২১০. রবী ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা বিনত জাহ্শ যিনি আবদুর রহমান ইব্ন আউফের সহধর্মিণী ছিলেন- ইস্তেহাযায় আক্রান্ত হলেন যা অবিরাম চলতে লাগল। তাঁর এ অবস্থা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন : তা হায়য নয়, বরং তা জরায়ুর স্পন্দন মাত্র। অতএব সে যেন তার হায়যের মুদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং সে দিনগুলোতে সালাত আদায় হতে বিরত থাকে। হায়যের মুদ্দত অতিবাহিত হলে সে যেন প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করে।

٢١١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَاَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ اِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ فَاَمَرَهَا اَنْ تَتْرُكَ الصَّلٰوةَ قَدْرَ اَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ *

২১১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা বিনত জাহ্‌শ (রা) সাত বছর ইস্তেহাযায় আক্রান্ত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : এটা হায়য নয়, বরং এটা একটি শিরা মাত্র (যা হতে রক্ত নির্গত হয়)। অতএব তিনি তাকে তার হায়যের মুদ্দত পরিমাণ সালাত ত্যাগ করতে আদেশ দিলেন। তারপর গোসল করতে ও সালাত আদায় করতে বললেন। এরপর তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করতেন।

٢١٢. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِى حُبَيْشٍ حَدَّثَتْ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَشَكَتْ اِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ فَانْظُرِىْ اِذَا اَتَاكِ قَرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّى فَاِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِى ثُمَّ صَلِّى مَابَيْنَ الْقَرْءِ اِلَى الْقَرْءِ هٰذَا دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ الْاَقْرَاءَ حَيْضٌ۔ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ مَاذَكَرَ الْمُنْذِرُ " *

২১২. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনত আবূ হুবায়শ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর রক্তক্ষরণ জনিত অসুবিধার কথা জানালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : এটা একটি শিরা মাত্র (যা হতে রক্ত নির্গত হয়)। অতএব লক্ষ্য রাখবে যখন তোমার হায়য উপস্থিত হয়, তখন সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে। আর যখন তোমার হায়য অতিবাহিত হয় এবং তুমি পবিত্র হও, তখন তুমি সালাত আদায় করবে এক হায়য হতে অন্য হায়য-এর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত।

এ হাদীস হতে বুঝা যায় (الاقراء) 'আকরা' এখানে হায়য অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আবূ আবদুর রহমান বলেন : হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) এ হাদীসটি উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুনযির (রাবী) তাতে এ (হায়য) সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তা তিনি উল্লেখ করেন **নি।**

٢١٣. اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيْعٌ وَاَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِى حُبَيْشٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّى اِمْرَاَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ لاَ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى *

২১৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমা বিন্‌ত আবী হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : আমি একজন ইস্তেহাযায় আক্রান্ত মহিলা; আমি পাক হই না। এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ত্যাগ করব ? তিনি বললেন : না, এটা হায়য নয়। এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। যখন তোমার হায়য আরম্ভ হবে তখন সালাত ছেড়ে দেবে। যখন তা অতিবাহিত হয় তখন রক্ত ধুয়ে সালাত আদায় করবে।

ذِكْرُ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

ইস্তেহাযায় আক্রান্ত নারীর গোসল

٢١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً مُسْتَحَاضَةً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِيْلَ لَهَا اِنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ وَاُمِرَتْ اَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِدًا وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِدًا وَتَغْتَسِلَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ غُسْلاً وَاحِدًا *

২১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় একজন ইস্তেহাযাগ্রস্ত নারীকে বলা হয়েছিল যে, এটা একটি শিরামাত্র, যার রক্ত বন্ধ হয় না। তাকে আদেশ করা হয়েছিল, সে যেন যোহ্‌র সালাতকে পিছিয়ে শেষ ওয়াক্তে এবং আসরের সালাতকে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে এবং উভয় সালাতের জন্য একবারই গোসল করে এবং মাগরিবকে শেষ ওয়াক্তে এবং ইশাকে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে এবং এ দুই সালাতের জন্য একবারই গোসল করে। আর ফজরের সালাতের জন্য একবার গোসল করে।

بَابُ الْاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ

পরিচ্ছেদ : নিফাসের গোসল

٢١٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ حَدِيْثِ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِيْنَ نُفِسَتْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاَبِىْ بَكْرٍ مُرْهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ *

২১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামাহ্ (র) - - - -জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আসমা বিনতে উমায়স (রা)-এর হাদীসে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে নিফাসগ্রস্ত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা)-কে বললেন : তাকে (আসমা বিনতে উমায়স) গোসল করে ইহরাম বাঁধতে বল।

بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالْاِسْتِحَاضَةِ

পরিচ্ছেদ : হায়য ও ইস্তেহাযার রক্তের পার্থক্য

٢١٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ اَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاَمْسِكِىْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِىْ فَاِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ *

২১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - ফাতিমা বিনত আবূ হুবায়শ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর ইস্তেহাযা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : যখন হায়যের রক্ত হয়, যা কাল রক্ত, চেনা যায়, তখন তুমি সালাত থেকে বিরত থাকবে, আর যখন অন্য রক্ত হয় তখন উযূ করে নেবে। কেননা তা একটি শিরামাত্র (যা হতে রক্ত নির্গত হয়)।

٢١٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ هٰذَا مِنْ كِتَابِهٖ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ مِّنْ حِفْظِهٖ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكِ فَاَمْسِكِى عَنِ الصَّلٰوةِ وَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِى وَصَلِّى * " قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِّنْهُمْ مَاذَكَرَ ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ " *

২১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনত আবূ হুবায়শ (রা)-এর ইস্তেহাযা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : হায়যের রক্ত কাল বর্ণের হয়ে থাকে যা সহজে চেনা যায়। যখন এ রক্ত দেখা দেবে তখন সালাত থেকে বিরত থাকবে, আর যখন অন্য রক্ত দেখা দেবে তখন উযূ করবে এবং সালাত আদায় করবে।

٢١٨. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتُحِيْضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِى حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنِّى اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَّلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ اَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِى فَاِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ قِيْلَ لَهُ فَالْغُسْلُ قَالَ ذٰلِكَ لاَيَشُكُّ فِيْهِ اَحَدٌ * "قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لاَاَعْلَمُ اَحَدًا ذَكَرَ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ وَتَوَضَّئِى غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَقَدْ رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ وَتَوَضَّئِى " *

২১৮. ইয়াহইয়া ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আরাবী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমা বিনত আবূ হুবায়শ (রা)-এর ইস্তেহাযা হলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার ইস্তেহাযা হয়, অতএব আমি পাক হই না। এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ত্যাগ করব ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটা হায়য নয়, বরং এটা একটি শিরামাত্র। অতএব যখন হায়য দেখা দেয় তখন সালাত আদায় করবে না। আর যখন হায়য বন্ধ হবে তখন রক্তের চিহ্ন ধৌত করবে এবং উযূ করে নেবে। কারণ এটা হায়য নয়, বরং (একটি শিরামাত্র যা হতে রক্ত নির্গত হয়)। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, হায়য বন্ধ হওয়ার পর কি গোসল করতে হবে? তিনি বললেন : এতে কারও সন্দেহ থাকতে পারে না।

٢١٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِى حُبَيْشٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَّلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ فَاِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى *

২১৯. কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমা বিনত আবূ হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি পাক হই না, আমি কি সালাত ত্যাগ করব ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটা একটি শিরামাত্র (যা হতে রক্ত নির্গত হয়), এটা হায়য নয়। যখন হায়য দেখা দেবে, তখন সালাত ত্যাগ করবে আর যখন হায়যের মুদ্দত অতিবাহিত হবে, তখন গোসল করে রক্ত দূর করবে এবং সালাত আদায় করবে।

٢٢٠. اَخْبَرَنَا اَبُو الاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بِنْتَ اَبِى حُبَيْشٍ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنِّى لاَ اَطْهُرُ اَفَاَتْرُكُ الصَّلٰوةَ ؟ قَالَ لاَ اِنَّمَا هُوَعِرْقٌ قَالَ خَالِدٌ فِيْمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى *

২২০. আবুল আশআছ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ হুবায়শের কন্যা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি পাক হই না, অতএব আমি কি সালাত ত্যাগ করবো ? তিনি বললেন : না, এটা একটি শিরামাত্র (যা হতে রক্ত নির্গত হয়)। খালিদ বললেন : আমি তার নিকট যা পাঠ করেছি তাহলো, তা হায়য নয়, অতএব যখন হায়য আসে তখন সালাত ছেড়ে দেবে আর যখন শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা গোসল করে সালাত আদায় করবে।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ

পরিচ্ছেদ : বদ্ধ পানিতে জুনুব[১] ব্যক্তির গোসল না করা

٢٢١. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ اَبَا السَّائِبِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ *

২২১. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - বুকায়র (র) থেকে বর্ণিত। আবূ সায়িব তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন জানাবাত অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে।

---

১. যার গোসল করা ফরয তাকে জুনুব বলে। আর তার অপবিত্রতাকে জানাবাত বলে।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالْاِغْتِسَالِ مِنْهُ

পরিচ্ছেদ : বদ্ধ পানিতে পেশাব এবং তাতে গোসল না করা

٢٢٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْمُقْرِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ *

২২২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ মুকরী (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, যাতে সে পরে গোসল করবে।

بَابُ ذِكْرِ الْاِغْتِسَالِ اَوَّلَ اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ : রাতের প্রথমভাগে গোসল করা

٢٢٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ اَىُّ اللَّيْلِ كَانَ يَغْتَسِلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ اٰخِرَهُ قُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً *

২২৩. আমর ইব্ন হিশাম (র) - - - - গুযায়ফ ইব্ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের কোন্ অংশে গোসল করতেন ? তিনি বললেন : কোন কোন সময় তিনি রাতের প্রথমভাগে গোসল করতেন আবার কোন কোন সময় রাতের শেষভাগে গোসল করতেন। আমি বললাম, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি এ ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন।

اَلْاِغْتِسَالُ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَاٰخِرَهُ

রাতের প্রথমাংশে ও শেষাংশে গোসল করা

٢٢٤. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُرْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا قُلْتُ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ اَوْ مِنْ اٰخِرِهِ ؟ قَالَتْ كُلَّ ذٰلِكَ رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ اَوَّلِهِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ اٰخِرِهِ قُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً *

২২৪. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - গুযায়ফ ইব্ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের প্রথমভাগে গোসল

করতেন না শেষভাগে ? তিনি বললেন : সব রকমই করেছেন। কোন সময় রাতের প্রথমভাগে গোসল করেছেন আবার কোন সময় রাতের শেষভাগে গোসল করেছেন। আমি বললাম, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি এ ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন।

بَابُ ذِكْرِ الْاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ

পরিচ্ছেদ : গোসলের সময় পর্দা করা

٢٢٥. اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِى مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ اَخْدُمُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ اِذَا اَرَادَ اَن يَّغْتَسِلَ قَالَ وَلِّنِىْ قَفَاكَ فَاُوَلِّيْهِ قَفَاىَ فَاَسْتُرُهُ بِهٖ *

২২৫. মুজাহিদ ইব্ন মূসা (র) - - - - মুহিল ইব্ন খলীফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবূস্ সামহ্ (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমত করতাম। তিনি যখন গোসল করার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন : তোমার পিঠটা আমার দিকে ঘুরিয়ে দাও। তখন আমি আমার পিঠ তাঁর দিকে ঘুরিয়ে দিতাম। এভাবে তাঁকে পর্দা করতাম।

٢٢٦. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِى مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلِ بْنِ اَبِى طَالِبٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا ذَهَبَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَتْ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ اُمُّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهٖ قَامَ فَصَلّٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ فِى ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهٖ *

২২৬. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে দেখলেন, তিনি গোসল করছেন আর ফাতিমা (রা) তাঁকে একখানা কাপড় দ্বারা পর্দা করে আছেন। তিনি তাঁকে সালাম করলেন, তিনি বললেন ইনি কে ? আমি বললাম, আমি 'উম্মে হানী'। তিনি গোসল শেষ করলেন এবং পরে একখানা কাপড় জড়িয়ে আট রাকআত সালাত আদায় করলেন।

بَابُ ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِى يَكْتَفِى بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

পরিচ্ছেদ : পুরুষের গোসলের জন্য পানির পরিমাণ

٢٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِى زَائِدَةَ عَنْ مُوْسَى الْجُهَنِىِّ قَالَ اُتِىَ مُجَاهِدٌ بِقَدَحٍ حَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ اَرْطَالٍ فَقَالَ حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هٰذَا *

২২৭. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ (র) - - - - মুসা জুহানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুজাহিদ (র)-এর নিকট একটি পেয়ালা আনা হলো, আমার অনুমান তাতে আট রত্ল[১] পরিমাণ পানি হবে। পরে তিনি বললেন : আমাকে আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন।

٢٢٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاَخُوْهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِىِّ ﷺ فَدَعَتْ بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ قَدْرَ صَاعٍ فَسَتَرَتْ سِتْرًا فَاغْتَسَلَتْ فَاَفْرَغَتْ عَلٰى رَاْسِهَا ثَلٰثًا *

২২৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - -আবূ বকর ইব্ন হাফ্স (র) থেকে বর্ণিত। আমি আবূ সালামাকে বলতে শুনেছি, আমি এবং আয়েশা (রা)-এর দুধভাই তাঁর নিকট গেলাম। তাঁর ভাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গোসল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি এমন একটি পাত্র আনলেন যাতে এক সা' পরিমাণ পানি ছিল। তারপর তিনি যথাযথ পর্দা করে গোসল করলেন এবং তাঁর মাথায় তিনবার পানি ঢাললেন।

٢٢٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِى الْقَدَحِ هُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَهُوَ فِى اِنَاءٍ وَّاحِدٍ *

২২৯. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন এক পানির পাত্রে গোসল করতেন যার নাম ফারাক (যাতে ষোল রত্ল পানি ধরত) আর আমি এবং তিনি একই পাত্রে গোসল করতাম।

٢٣٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوْكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِىَّ *

২৩০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন জাবর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মাক্কূক[২] দ্বারা উযূ করতেন এবং গোসল করতেন পাঁচ মাক্কূক দ্বারা।[৩]

---

১. এক রত্ল বলতে সাধারণত আধা সের, যা বর্তমান পরিমাণে প্রায় ১/২ লিটার।

২. ১ মাককূক অর্থ এক মুদ্দ। আর ১ মুদ্দ ইরাকের ফকীহগণের মতে ২ রতল বা ১ লিটার (প্রায়) এবং হিজাযের ফকীহগণের মতে ১ রতল ও ১ রতলের তিন ভাগের এক ভাগ বা পৌনে ১ লিটার (প্রায়)।

৩. ৫ মাককূক ইরাকী ফকীহগণের মতে ১০ রতল বা পৌনে ৫ লিটার (প্রায়)। আর হিজাযের ফকীহগণের মতে ৩ লিটারের একটু বেশি।

٢٣١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى جَعْفَرٍ قَالَ تَمَارَيْنَا فِى الْغُسْلِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ جَابِرٌ يَكْفِى مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِّنْ مَّاءٍ قُلْنَا مَايَكْفِى صَاعٌ وَّلاَ صَاعَانِ قَالَ جَابِرٌ قَدْ كَانَ يَكْفِى مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ وَاَكْثَرَ شَعْرًا *

২৩১. কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র) - - - - আবূ জাফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহর সম্মুখে গোসলের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হলাম। তখন জাবির (রা) বললেন : জানাবাতের গোসলে এক সা'[১] পানিই যথেষ্ট। আমরা বললাম এক সা' অথবা দুই সা' কোনরূপই যথেষ্ট নয়। জাবির বললেন : তোমাদের থেকে উত্তম ও অধিক কেশযুক্ত ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর) জন্য তা যথেষ্ট হতো।

بَابُ ذِكْرِ الدَّلاَلَةِ عَلَى اَنَّهُ لاَوَقْتَ فِى ذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ : এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ না থাকার বর্ণনা

٢٣٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَاَنْبَاَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَّهُوَ قَدْرُ الْفَرَقِ *

২৩২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র ও ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করতাম আর সে পাত্র ছিল ফারাক (ষোল রাত্‌ল পরিমাপের একটি পাত্র)।

بَابُ ذِكْرِ اِغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْاَةِ مِنْ نِّسَائِهِ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ

পরিচ্ছেদ : স্বামী এবং স্ত্রীর একই পাত্র থেকে গোসল করা

٢٣٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَاَنْبَاَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ وَاَنَا مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا *

২৩৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র ও কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আমি একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমরা অঞ্জলিপূর্ণ করে তা থেকে একই সময় পানি নিতাম।

---

১. ১ সা' সকলের মতে ৪ মুদ্দ। ইরাকী হিসাবমতে তাতে হয় ৮ রতল বা পৌনে ৪ লিটার (প্রায়)। আর হিজাযী হিসাবমতে তাতে হয় ৫.৩৩ রতল বা আড়াই লিটার। উল্লেখ্য, ১ রতল = ৪০ তোলা।

٢٣٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ مِّنَ الْجَنَابَةِ *

২৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে জানাবাতের গোসল করতাম।

٢٣٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِى اُنَازِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْاِنَاءَ اَغْتَسِلُ اَنَا وَهُوَ مِنْهُ *

২৩৫. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার স্মরণ আছে, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে পাত্র থেকে গোসল করতাম সে পাত্র নিয়ে আমি ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাড়াকাড়ি করতাম।

٢٣٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ *

২৩৬. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম।

٢٣٧. اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِى خَالَتِى مَيْمُوْنَةُ اَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ *

২৩৭. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন্ মূসা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে আমার খালা (উম্মুল মু'মিনীন) মায়মূনা (রা) সংবাদ দিয়েছেন, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতেন।

٢٣٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ هُرْمُوْزَ الْاَعْرَجَ يَقُوْلُ حَدَّثَنِى نَاعِمٌ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا سُئِلَتْ اَتَغْتَسِلُ الْمَرْاَةُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَتْ نَعَمْ اِذَا كَانَتْ كَيِّسَةً رَاَيْتُنِى وَرَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

نَغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنٍ وَّاحِدٍ نُفِيْضُ عَلٰى اَيْدِيْنَا حَتّٰى نُنَقِّيَهَا ثُمَّ نُفِيْضُ عَلَيهَا الْمَاءَ قَالَ الاَعْرَجُ لاَتَذْكُرُ فَرْجًا وَلاَتَبَالَهُ *

২৩৮. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্ন হুরমূয আল-আ'রাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে উম্মে সালামার আযাদকৃত গোলাম না'য়িম বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে সালামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, স্ত্রী কি পুরুষের সাথে গোসল করতে পারে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, করতে পারে যখন স্ত্রী বুদ্ধিমতী হয়। আমার স্মরণ আছে, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই গামলা থেকে গোসল করতাম। আমরা আমাদের উভয় হাতে পানি ঢালতাম এবং তা ধুইতাম পরে তার উপর পানি ঢালতাম। আ'রাজ (র) 'বুদ্ধিমতী' -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন : যে লজ্জাস্থানের উল্লেখ করে না এবং নির্বোধ মহিলার ন্যায় আচরণ করে না।'

بَابُ ذِكْرِ النَّهْىِ عَنِ الاِغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

পরিচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তির উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা গোসল করার উপর নিষেধাজ্ঞা

٢٣٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ دَاؤُدَ الْاَوْدِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا صَحِبَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَرْبَعَ سِنِيْنَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَمْتَشِطَ اَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ اَوْيَبُوْلَ فِى مُغْتَسَلِهِ اَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْاَةِ وَالْمَرْاَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا *

২৩৯. কুতায়বা (র) - - - - হুমায়দ ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সাক্ষাৎ লাভ করেছি এমন এক ব্যক্তির যিনি চার বৎসর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন যেরূপ আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের প্রতিদিন মাথা আঁচড়াতে এবং গোসলের স্থানে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন আর স্ত্রীর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পুরুষের এবং পুরুষের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা স্ত্রীর গোসল করতে এবং তাদের একত্রে অঞ্জলি দিয়ে পানি নিতেও নিষেধ করেছেন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى ذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ : এ ব্যাপারে অনুমতি

٢٤٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ ح وَاَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ يُبَادِرُنِى وَاُبَادِرُهُ حَتّٰى يَقُوْلُ دَعِى لِى وَاَقُوْلُ اَنَا دَعْ لِى قَالَ سُوَيْدٌ يُبَادِرُنِى وَاُبَادِرُهُ فَاَقُوْلُ دَعْ لِى دَعْ لِى *

২৪০. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। তিনি আমার পূর্বে পানি নেয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করতেন, আমি তাঁর পূর্বে নেয়ার জন্য তাড়াহুড়া করতাম। এমনকি তিনি বলতেন, আমার জন্য রাখ, আর আমি বলতাম, আমার জন্য রাখুন। সুওয়ায়দ (র) বলেন : আয়েশা (রা) বলেছেন, তিনি আমার পূর্বে ও আমি তাঁর পূর্বে পানি নেয়ার জন্য চেষ্টা করতাম। এক পর্যায়ে আমি বলতাম, আমার জন্য রাখুন, আমার জন্য রাখুন।

بَابُ ذِكْرِ الْاِغْتِسَالِ فِى الْقَصْعَةِ الَّتِى يَعْجِنُ فِيْهَا

পরিচ্ছেদ : আটা-খামির করার পাত্রে গোসল করা

٢٤١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اُمِّ هَانِىٍٔ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُوْنَةُ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ فِى قَصْعَةٍ فِيْهَا اَثَرُ الْعَجِيْنِ *

২৪১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও মায়মূনা (রা) একই পাত্রে গোসল করেছেন, তা এমন পাত্র ছিল যাতে আটার খামিরের চিহ্ন ছিল।

بَابُ ذِكْرِ تَرْكِ الْمَرْاَةِ نَقْضَ ضَفْرِ رَاْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

পরিচ্ছেদ : জানাবাতের গোসলে নারীর মাথার খোপা না খোলা

٢٤٢. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَيُّوبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى امْرَاَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَاْسِى اَفَاَنْقُضُهَا عِنْدَ غَسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِى عَلٰى رَاسِكِ ثَلٰثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَّاءٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلٰى جَسَدِكِ *

২৪২. সুলায়মান ইব্ন মান্সূর (র) - - - - নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি শক্ত করে বেণী করি। আমি কি আমার জানাবাতের গোসলের সময় তা ধোয়ার জন্য খুলে ফেলবো ? তিনি বললেন : তুমি তোমার মাথায় তিন অঞ্জলি পানি দিয়ে পরে তোমার শরীরে পানি ঢালবে।[১]

بَابُ ذِكْرِ الْاَمْرِ بِذٰلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ لِلْاِحْرَامِ

পরিচ্ছেদ : ইহ্রামের গোসলে ঋতুমতির জন্য এর আদেশ

٢٤٣. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَشْهَبُ عَنْ مَّالِكٍ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَّهِشَامَ ابْنَ

১. যে সমস্ত স্ত্রীলোকের চুল লম্বা এবং ঘন, তাদের জন্য জানাবাতের গোসলের সময় চুলের গোড়া ভিজলেই যথেষ্ট। বেণী বা খোপা না খুলেও তা করা যায়।

عُرْوَةَ حَدَّثَاهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَت خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ فَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ انْقُضِي رَاْسَكِ وَامْتَشِطِي وَاَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ اَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ اِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَلَمْ يَرْوِهِ اَحَدٌ اِلاَّ اَشْهَبُ *

২৪৩. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বের হলাম, তারপর আমি উমরার ইহ্রাম বাঁধলাম। আর আমি হায়য অবস্থায় মক্কায় উপস্থিত হলাম। ফলে আমি কা'বাঘরের ও সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করতে পারলাম না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এ ব্যাপারে মনঃকষ্টের কথা জানালাম। তিনি বললেন : তুমি তোমার মাথার চুল খুলে ফেল এবং মাথা আঁচড়াও, আর হজ্জের ইহরাম বাঁধ, উমরার নিয়্যত ছাড়। আমি তাই করলাম। তারপর যখন আমরা হজ্জের কাজ সমাপ্ত করলাম, তিনি আমাকে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকরের সাথে তান'ঈমে[১] পাঠালেন। তখন আমি উমরা করলাম। তিনি বললেন : এ-ই তোমার উমরার স্থান। আবূ আবদুর রহমান বলেন : এ হাদীসটি গরীব, কারণ মালিক থেকে আশ্হাব ভিন্ন আর কেউ এটি বর্ণনা করেন নি।

ذِكْرُ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهُمَا الْاِنَاءَ

পাত্রে হাত ঢুকাবার পূর্বে জুনুব ব্যক্তির উভয় হাত ধৌত করা প্রসঙ্গ

٢٤٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وُضِعَ لَهُ الْاِنَاءُ فَيَصُبُّ عَلٰى يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهُمَا الْاِنَاءَ حَتّٰى اِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ اَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى فِي الْاِنَاءِ ثُمَّ صَبَّ بِالْيُمْنٰى وَغَسَلَ فَرْجَهُ بِالْيُسْرٰى حَتّٰى اِذَا فَرَغَ صَبَّ بِالْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا ثُمَّ يَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهِ مِلْءَ كَفَّيْهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى جَسَدِهِ *

২৪৪. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তাঁর জন্য পাত্র রাখা হত, তখন তিনি তাঁর হাতদ্বয়কে পাত্রে ঢুকাবার পূর্বে তার উপর পানি ঢেলে নিতেন। তারপর যখন

১. মক্কার অদূরে হারামের বাইরে একটি স্থানের নাম, যেখান থেকে ইহরাম বাঁধা হয়ে থাকে।

উভয় হাত ধুয়ে নিতেন তখন তিনি নিজ ডান হাত পাত্রে ঢুকাতেন। তারপর ডান হাতে পানি ঢালতেন আর বাম হাতে তাঁর লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। এ কাজ শেষ করার পর তিনি ডান হাতে বাম হাতের উপর পানি ঢাললেন এভাবে উভয় হাত ধুয়ে ফেলতেন। তারপর তিনি তিনবার কুল্লি করতেন এবং নাকে পানি দিতেন। পরে উভয় হাতের তালুভরে মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। তারপর দেহে পানি ঢালতেন।

بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ اِدْخَالِهِمَا الْاِنَاءَ

পরিচ্ছেদ : উভয় হাত পাত্রে ঢুকাবার পূর্বে কতবার ধৌত করতে হবে

٢٤٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ غُسْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْرِغُ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلٰثًا ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ *

২৪৫. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবার হাতে পানি ঢালতেন, তারপর লজ্জাস্থান ধুতেন। তারপর উভয় হাত ধুতেন, পরে কুলি করতেন এবং নাকে পানি দিতেন। তারপর মাথার উপর তিনবার পানি ঢালতেন। এরপর তাঁর সমস্ত শরীরের উপর পানি ঢালতেন।

اِزَالَةُ الْجُنُبِ الْاَذٰى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

হাত ধোয়ার পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে জুনুব ব্যক্তির নাপাকী দূর করা

٢٤٦. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ اَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَأَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُؤْتٰى بِالْاِنَاءِ فَيَصُبُّ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلٰثًا فَيَغْسِلُهُمَا ثُمَّ يَصُبُّ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ مَا عَلٰى فَخِذَيْهِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَصُبُّ عَلٰى رَاسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ *

২৪৬. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আতা ইব্‌ন সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবূ সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পানির পাত্র আনা হলে তিনি নিজ হাত তিনবার পানি ঢেলে ধৌত করতেন। তারপর তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালতেন। সে পানি

দ্বারা উভয় উরু ধৌত করতেন। পরে উভয় হাত ধৌত করতেন, কুলি করতেন এবং নাক পরিষ্কার করতেন। তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। এরপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন।

بَابُ اِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ اِزَالَةِ الْاَذٰى عَنْ جَسَدِهٖ

পরিচ্ছেদ : দেহ হতে ময়লা দূর করার পর জুনুব ব্যক্তির পুনরায় উভয় হাত ধৌত করা

٢٤٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ النَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ يُفِيْضُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا اَصَابَهُ قَالَ عُمَرُو لاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ قَالَ يُفِيْضُ بَيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلٰثًا وَّيَسْتَنْشِقُ ثَلٰثًا وَّيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلٰثًا ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى رَأْسِهٖ ثَلٰثًا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ *

২৪৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে. বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জানাবাত গোসলের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি উভয় হাত তিনবার ধৌত করতেন। তারপর তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর পানি ঢালতেন। এরপরে তাঁর লজ্জাস্থান ধৌত করতেন এবং যে সকল স্থানে নাপাকী লেগেছে তা ধুতেন। উমর ইব্‌ন উবায়দ বলেন : আমি তাঁকে [বর্ণনাকারী 'আতা ইব্‌ন সায়িব (র)-কে] এ ব্যতীত আর কিছু বলতে শুনিনি। তিনি বলেছেন যে, তিনি ডান হাতে বাম হাতের উপর তিনবার পানি ঢালতেন এবং তিনবার কুলি করতেন। আর তিনবার নাকে পানি দিতেন এবং তাঁর চেহারাও দুহাত তিনবার ধুয়ে ফেলতেন। তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। পরিশেষে তাঁর সর্বাঙ্গে পানি ঢালতেন।

ذِكْرُ وُضُوْءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

গোসলের পূর্বে জুনুব ব্যক্তির উযূ করা

٢٤٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّاَ كَمَا يَتَوَضَّاُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُدْخِلُ اَصَابِعَهُ الْمَاءَ فَيُخَلِّلُ بِهَا اُصُوْلَ شَعْرِهٖ ثُمَّ يَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهٖ ثَلٰثَ غُرَفٍ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلٰى جَسَدِهٖ كُلِّهٖ *

২৪৮. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন তখন উভয় হাত ধোয়ার মাধ্যমে আরম্ভ করতেন। তারপর সালাতের উযূর মত উযূ করতেন। তারপর আঙ্গুলসমূহ পানিতে ডুবিয়ে তদ্বারা তাঁর চুলের গোড়া খিলাল করতেন। পরে মাথায় তিন অঞ্জলি পানি দিতেন। এরপর সর্বাঙ্গে পানি ঢালতেন।

بَابُ تَخْلِيْلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُ

পরিচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তির মাথা খিলাল করা

٢٤٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ اَنْبَأَنَا يَحْيٰى قَالَ اَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى قَالَ حَدَّثَنِى عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ اَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَيُخَلِّلُ رَأْسَهُ حَتّٰى يَصِلَ اِلٰى شَعْرِهِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ *

২৪৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জানাবাতের গোসল সম্বন্ধে আমাকে বলেছেন যে, তিনি উভয় হাত ধৌত করতেন, উযূ করতেন এবং মাথায় খিলাল করতেন, যেন পানি তাঁর চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে, তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন।

٢٥٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُشَرِّبُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَحْثِى عَلَيْهِ ثَلٰثًا *

২৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মাথায় (খিলালের সাহায্যে) পানি পৌঁছাতেন তারপর মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালতেন।

بَابُ ذِكْرِ مَايَكْفِى الْجُنُبَ مِنْ اِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلٰى رَأْسِهِ

পরিচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তির মাথায় কতটুকু পানি ঢালা যথেষ্ট

٢٥١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ تَمَارَوْا فِى الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اِنِّى لَاَغْسِلُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَنَا فَاُفِيْضُ عَلٰى رَأْسِى ثَلَاثَ اَكُفٍّ *

২৫১. কুতায়বা (র) ---- জুবায়র ইব্‌ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে সাহাবীগণ গোসল সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। তাঁদের কেউ বললেন : আমি এভাবে গোসল করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কিন্তু আমি আমার মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালি।

بَابُ ذِكْرِ الْعَمَلِ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

পরিচ্ছেদ : হায়যের গোসলে কি করতে হয়

٢٥٢. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَهُوَ بْنُ صَفِيَّةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ امْرَاَةً سَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ

الْمَحِيْضِ فَاَخْبَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ خُذِىْ فِرْصَةً مِّنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِى بِهَا قَالَتْ وَكَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا فَاسْتَتَرَ كَذَا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِى بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَجَذَبْتُ الْمَرْأَةَ وَقُلْتُ تَتَّبِعِيْنَ بِهَا اَثَرَ الدَّمِ *

২৫২. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা তার হায়যের গোসল সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো। তিনি তাকে কিভাবে গোসল করতে হবে তা বললেন। তারপর বললেন : মিশ্‌ক মিশ্রিত একখণ্ড তুলা নিয়ে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। সে বলল, তা দ্বারা কিভাবে পবিত্র হবো ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ [লজ্জায়] এভাবে মুখ ঢাকলেন [বর্ণনাকারী নিজ মুখ ঢেকে দেখালেন] এবং বললেন : সুবহানাল্লাহ! তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আয়েশা (রা) বলেন : তখন আমি ঐ মহিলাকে টেনে নিলাম এবং বললাম, এটা যেখানে রক্তের চিহ্ন আছে সেখানে লাগাবে।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِنْ بَعْدِ الْغُسْلِ

পরিচ্ছেদ : গোসলের পর উযূ না করা

٢٥٣. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى اَنْبَأَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ *

২৫৩. আহমদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন হাকীম ও আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোসলের পর উযূ করতেন না।[১]

بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِى غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِىْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ

পরিচ্ছেদ : গোসলের স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে পা ধৌত করা

٢٥٤. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى خَالَتِى مَيْمُوْنَةُ قَالَتْ اَدْنَيْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْثَلٰثًا ثُمَّ اَدْخَلَ بِيَمِيْنِهِ فِى الْاِنَاءِ فَاَفْرَغَ بِهَا عَلٰى فَرْجِهِ ثُمَّ غَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْاَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيْدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اَفْرَغَ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلٰثَ

১. অর্থাৎ গোসলের পূর্বে যে উযূ করেছেন সে উযূই যথেষ্ট বলে মনে করতেন অথবা গোসলের মাধ্যমে উযূর উদ্দেশ্য হাসিল হয় বলে পুনরায় উযূ করতেন না।

حَثَيَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ

২৫৪. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার খালা মায়মূনা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জানাবাতের গোসলের সময় তাঁর কাছে পানি এগিয়ে দিলাম। তিনি দু'বার কি তিনবার উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধুলেন, তারপর তাঁর ডান হাত পাত্রে ঢুকালেন। ঐ হাতে তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ঢাললেন এবং বাম হাতে তা ধুলেন। তারপর বাম হাত মাটিতে রেখে তা উত্তমরূপে ঘষলেন। তারপর সালাতের উযূর মত উযূ করলেন। এরপর অঞ্জলিভরে তিন অঞ্জলি পানি মাথায় ঢাললেন। তারপর সমস্ত শরীর ধৌত করলেন। এরপর গোসলের স্থান হতে সরে উভয় পা ধৌত করলেন। পরিশেষে আমি তাঁর নিকট রুমাল নিয়ে গেলে তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন।

بَابُ تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

পরিচ্ছেদ : গোসলের পর রুমাল ব্যবহার না করা

٢٥٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ فَاُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَجَعَلَ يَقُوْلُ بِالْمَاءِ هٰكَذَا *

২৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ গোসল করার পর তাঁর নিকট রুমাল আনা হলো। কিন্তু তিনি তা স্পর্শ করলেন না এবং এরূপে পানি ঝেড়ে ফেলতে লাগলেন।[১]

بَابُ وُضُوْءِ الْجُنُبِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْكُلَ

পরিচ্ছেদ : পানাহার করতে চাইলে জুনুব ব্যক্তির জন্য উযূ করা

٢٥٦. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ عَمْرٌو كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْكُلَ اَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ - زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيْثِهِ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ *

২৫৬. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদাহ ও আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাবাত অবস্থায় যখন আহার করতে অথবা নিদ্রা যেতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি উযূ করতেন। আমর তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, সালাতের উযূর মত উযূ।

---

১. গোসলের পর দেহের পানি মোছার জন্য তিনি কখনো রুমাল ব্যবহার করতেন, কখনো করতেন না।

بَابُ اِقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلٰى غَسْلِ يَدَيْهِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْكُلَ

পরিচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তি আহার করতে ইচ্ছা করলে শুধু তার উভয় হাত ধৌত করা

٢٥٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَن يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَاِذَا اَرَادَ اَن يَّأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ *

২৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাবাত অবস্থায় নিদ্রার ইচ্ছা করলে উযূ করতেন আর আহার করার ইচ্ছা করলে উভয় হাত ধৌত করতেন।

بَابُ اِقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلٰى غَسْلِ يَدَيْهِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْكُلَ اَوْ يَشْرَبَ

পরিচ্ছেদ : পানাহারের ইচ্ছা করলে জুনুব ব্যক্তির শুধু উভয় হাত ধৌত করা

٢٥٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَن يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْكُلَ اَوْ يَشْرَبَ قَالَتْ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ اَوْ يَشْرَبُ *

২৫৮. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাবাত অবস্থায় নিদ্রার ইচ্ছা করলে উযূ করতেন। আর যখন পানাহারের ইচ্ছা করতেন তখন উভয় হাত ধুতেন, তারপর পানাহার করতেন।

بَابُ وُضُوْءِ الْجُنُبِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ

পরিচ্ছেদ : নিদ্রার ইচ্ছা করলে জুনুব ব্যক্তির উযূ করা

٢٥٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَت اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَن يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلٰوةِ قَبْلَ اَن يَّنَامَ *

২৫৯. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাবাত অবস্থায় নিদ্রার ইচ্ছা করলে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন।

٢٦٠. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَنَامُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ *

২৬০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কেউ জানাবাত অবস্থায় নিদ্রা যাবে কি? তিনি বললেন : যদি উযূ করে নেয়।

بَابُ وُضُوْءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ

পরিচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তি নিদ্রা যেতে ইচ্ছা করলে উযূ করা এবং লজ্জাস্থান ধৌত করা

٢٦١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ *

২৬১. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, রাতে তিনি জানাবাতগ্রস্ত হন। (এরূপর ঘুমাতে চাইলে কি করবেন?) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এরূপ হলে তুমি উযূ করবে এবং লজ্জাস্থান ধৌত করবে, তারপর ঘুমাবে।

بَابُ فِى الْجُنُبِ اِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

পরিচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তি যদি উযূ না করে

٢٦٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ح وَاَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُجَىٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَاتَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَّلَا كَلْبٌ وَّلَاجُنُبٌ *

২৬২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'ঈদ (র)- - - - আলী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ঘরে ছবি, কুকুর বা জুনুব ব্যক্তি থাকে, সে ঘরে ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করে না।[১]

بَابُ فِى الْجُنُبِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّعُوْدَ

পরিচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তি পুনঃ সহবাস করতে চাইলে

٢٦٣. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّعُوْدَ تَوَضَّأَ *

২৬৩. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : তোমাদের কেউ পুনঃ সহবাস করতে চাইলে সে উযূ করে নেবে।

১. অর্থাৎ রহমত ও বরকতের ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করেন না।

بَابُ اِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ اِحْدَاثِ الْغُسْلِ

পরিচ্ছেদ : গোসল না করে একাধিক স্ত্রীর নিকট গমন করা

٢٦٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لاِسْحٰقَ قَالاَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ عَلٰى نِسَائِهِ فِى لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَّاحِدٍ *

২৬৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই গোসলে একরাতে তাঁর সকল সহধর্মিণীর নিকট গমন করেছেন।

٢٦٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلٰى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَّاحِدٍ *

২৬৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই গোসলে সকল স্ত্রীর নিকট গমন করতেন।

بَابُ حَجْبِ الْجُنُبِ مِنْ قِرَاَةِ الْقُرْاٰنِ

পরিচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকা

٢٦٦. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ اَتَيْتُ عَلِيًّا اَنَا وَرَجُلاَنِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءِ فَيَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَيَاْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُه عَنِ الْقُرْاٰنِ شَيْئٌ لَّيسَ الْجَنَابَةَ *

২৬৬. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং অন্য দু'ব্যক্তি আলী (রা)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শৌচাগার হতে বের হয়ে কুরআন পড়তেন এবং আমাদের সাথে গোশ্‌ত খেতেন। জানাবাত অবস্থা ব্যতীত তাঁকে কোন কিছুই কুরআন পাঠ হতে বিরত রাখত না।

٢٦٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ اَبُو يُوْسُفَ الصَّيْدَلاَنِىُّ الرَّقِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلِمَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ لَيْسَ الْجَنَابَةَ *

২৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আবূ ইউসুফ সায়দালানী আর-রিক্কি (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাবাতের অবস্থা ব্যতীত সর্বাবস্থায়ই কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ مُمَاسَّةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

পরিচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তিকে স্পর্শ করা ও তার সাথে বসা

٢٦٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ اَبِى بُرْدَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَقِىَ الرَّجُلَ مِن اَصْحَابِهِ مَاسَحَهُ وَدَعَالَهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ اِنِّى رَاَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّى فَقُلْتُ اِنِّى كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيْتُ اَنْ تَمَسَّنِى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُسْلِمَ لَايَنْجُسُ *

২৬৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখনই তাঁর সাহাবীগণের কারো সাথে সাক্ষাত করতেন, তাঁর সাথে মুসাফাহা করতেন এবং তার জন্য দোয়া করতেন। হুযায়ফা বলেন, একদিন ভোরে আমি তাঁর দেখা পেলাম। তাঁকে দেখে আমি দূরে সরে গেলাম। তারপর যখন কিছু বেলা হলো, আমি তাঁর নিকট এলাম। তিনি বললেন : আমি তোমাকে দেখলাম, তারপর তুমি আমার থেকে দূরে সরে গেলে ? আমি বললাম, আমি জুনুব অবস্থায় ছিলাম। আমার ভয় হলো, এমতাবস্থায় আপনি আমাকে স্পর্শ করে না বসেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : মুসলামান নাপাক হয় না।[১]

٢٦٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنِى وَاصِلٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ فَاَهْوٰى اِلَىَّ فَقُلْتُ اِنِّى جُنُبٌ فَقَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ لَايَنْجُسُ *

২৬৯. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর জানাবাত অবস্থায় তাঁর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দেখা হলো। (হুযায়ফা বলেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার দিকে আসছেন দেখে আমি বললাম, আমি জানাবাত অবস্থায় আছি। তিনি বললেন : মুসলমান নাপাক হয় না।

٢٧. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنْ اَبِى رَافِعٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَقِيَهُ فِى طَرِيْقٍ مِّنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ فَفَقَدَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ لَقِيْتَنِى وَاَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ اَن اُجَالِسَكَ حَتّٰى اَغْتَسِلَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَايَنْجُسُ *

২৭০. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদাহ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর সাথে মদীনার কোন এক রাস্তায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত হলো, তখন তিনি ছিলেন জানাবাত অবস্থায়। সেজন্য তিনি সন্তর্পণে

১. অর্থাৎ জানাবাতের কারণে মুসলমান এরূপ নাপাক হয় না– যাতে কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

সরে পড়লেন এবং গোসল করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে আর দেখতে পেলেন না। যখন পুনরায় আসলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ হুরায়রা ! তুমি কোথায় ছিলে ? তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার সাথে যখন আপনার সাক্ষাত হয়েছিল তখন আমি জানাবাত অবস্থায় ছিলাম। আমি গোসল করার পূর্বে আপনার সাথে বসাকে খারাপ মনে করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সুব্হানাল্লাহ ! মুমিন নাপাক হয় না।

بَابُ اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি স্ত্রীর খেদমত নেয়া

٢٧١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو حَازِمٍ قَالَ قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ قَالَ يَا عَائِشَةُ نَاوِلِيْنِى الثَّوْبَ فَقَالَتْ اِنِّى لاَاُصَلِّى قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ فِى يَدِكِ فَنَاوَلَتْهُ *

২৭১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে ছিলেন, হঠাৎ তিনি বললেন : হে আয়েশা আমাকে কাপড়টি দাও। তিনি বললেন : আমি তো সালাত হতে বিরত আছি। তিনি বললেন : হায়য তোমার হাতে নয়,পরে আয়েশা (রা) তাঁকে কাপড় দিলেন।

٢٧٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَاَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاوِلِيْنِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ اِنِّى حَائِضٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِى يَدِكِ *

২৭২. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মসজিদ হতে আমাকে জায়নামাযটি এনে দাও। তিনি বললেন : আমি তো হায়য অবস্থায় আছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমার হায়য তোমার হাতে নয়।

٢٧٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ *

২৭৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ মুআবিয়া (রা) থেকে তিনি আ'মাশ (রা) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ : মসজিদে ঋতুমতির চাটাই বিছানো

٢٧٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْبُوْذٍ عَنْ اُمِّهِ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِى حَجْرِ اِحْدَانَا فَيَتْلُوا الْقُرْاٰنَ وَهِىَ حَائِضٌ وَتَقُوْمُ اِحْدَانَا بِالْخُمْرَةِ اِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِىَ حَائِضٌ *

২৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর - - - - মান্‌বূয (র)-এর[১] মা থেকে বর্ণিত। মায়মূনা (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ মাথা আমাদের কারো কোলে রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন অথচ (যার ক্রোড়ে মাথা রাখতেন) তিনি তখন ঋতুমতি। আর আমাদের কেউ ঋতুবতী অবস্থায় মসজিদে চাটাই বিছিয়ে দিতেন।[২]

بَابُ فِى الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَرَأْسُهُ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِىَ حَائِضٌ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা

٢٧٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَأْسُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجْرِ اِحْدَانَا وَهِىَ حَائِضٌ وَهُوَ يَتْلُو الْقُرْاٰنَ *

২৭৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের ঋতুমতি কারো কোলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাথা ধৌত করা

٢٧٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُوْمِىءُ اِلَىَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ *

২৭৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইতিকাফ অবস্থায় আমার দিকে তাঁর মাথা বের করে দিতেন আর আমি তা ধুয়ে দিতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি।

٢٧٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَذَكَرَ اٰخَرَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخْرِجُ اِلَىَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ *

---

১. মানবূয ইব্‌ন আবূ সুলায়মান মক্কী (র)।

২. অর্থাৎ মসজিদের বাইরে থেকে চাটাই বিছিয়ে দিতেন।

২৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদ হতে তাঁর মাথা আমার দিকে বের করে দিতেন আর আমি তা ধুয়ে দিতাম, অথচ তখন আমি ঋতুমতি।

٢٧٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ *

২৭৮. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাথা আঁচড়ে দিতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি।

٢٧٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَّالِكٍ ح وَاَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَ ذٰلِكَ *

২৭৯. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ ও আলী ইব্ন শুয়ায়ব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে (অর্থাৎ তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথা আঁচড়ে দিতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি)।

بَابُ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

ঋতুমতির সঙ্গে খাওয়া এবং তার ভুক্তাবশেষ পান করা

٢٨٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا سَأَلْتُهَا هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنِي فَاٰكُلُ مَعَهُ وَاَنَا عَارِكٌ وَكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيْهِ فَاَعْتَرِقُ مِنْهُ ثُمَّ اَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ وَيَدْعُوْ بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيْهِ قَبْلَ اَنْ يَّشْرَبَ مِنْهُ فَاٰخُذُهُ فَاَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ اَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ *

২৮০. কুতায়বা (র) - - - - শুরায়হ (র) থেকে বর্ণিত। আমি আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করলাম : হায়য অবস্থায় স্ত্রী কি তার স্বামীর সঙ্গে খেতে পারে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ডাকতেন, আমি তাঁর সঙ্গে খেতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি। আর তিনি হাড় নিতেন এবং বলতেন, আল্লাহ্র কসম, তুমি আগে খাও। তারপর আমি তার কিছু অংশ চিবাতাম এবং রেখে দিতাম। পরে তিনি তা নিয়ে চিবাতেন। হাড়টির ঐখানেই মুখ দিতেন যেখানে আমি মুখ দিয়েছিলাম। আর তিনি পানীয় আনিয়ে বলতেন : আল্লাহ্র কসম, তুমি এটি আগে পান কর। তখন আমি পাত্রটি নিয়ে তা থেকে পান করতাম এবং আমি রেখে দিলে তিনি উঠিয়ে তা থেকে পান করতেন। আর আমি পেয়ালার যেখানে মুখ দিয়েছিলাম তিনি সেখানেই মুখ দিতেন।

٢٨١. اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ اَشْرَبُ مِنْهُ فَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ سُؤْرِىْ وَاَنَا حَائِضٌ *

২৮১. আইয়্যুব ইব্‌ন মুহাম্মদ ওয়ায্‌যান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে মুখ রাখতেন যেখানে মুখ রেখে আমি পান করতাম। তিনি আমার ভুক্তাবশেষ থেকে পান করতেন অথচ তখন আমি ঋতুমতি।

بَابُ الْاِنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতির ভুক্তাবশেষ আহার করা

٢٨٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنَاوِلُنِى الْاِنَاءَ فَاَشْرَبُ مِنْهُ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اُعْطِيْهِ فَيَتَحَرَّى مَوْضِعَ فَمِى فَيَضَعُهُ عَلٰى فِيْهِ *

২৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - মিকদাম ইব্‌ন শুরায়হ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে পাত্র দিতেন আমি তা থেকে পান করতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি। তারপর আমি তাঁকে সে পাত্র দিতাম আর তিনি আমার পান করার জায়গা তালাশ করে সে জায়গায় তাঁর মুখ রাখতেন।

٢٨٣. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَشْرَبُ وَاَنَا حَائِضٌ وَاُنَاوِلُهُ النَّبِىَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِىَّ فَيَشْرَبُ وَاَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَاَنَا حَائِضٌ وَاُنَاوِلُهُ النَّبِىَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِىَّ *

২৮৩. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হায়য অবস্থায় পাত্র থেকে পান করতাম এবং তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দিতাম। আমি যেখানে মুখ রেখে পান করতাম তিনি সেখানে মুখ রাখতেন। আমি হায়য অবস্থায় হাড় চিবাতাম তারপর তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দিতাম। আর তিনি আমার মুখ রাখার স্থানে মুখ রাখতেন।

بَابُ مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতির সাথে শয়ন করা

٢٨٤. اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَاَنْبَأَنَا عُبَيْدُ

اللّٰهِ ابْنُ سَعِيْدٍ وَاسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِى سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْخَمِيْلَةِ اِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَاَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَفِسْتِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ! فَدَعَانِى فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَةِ *

২৮৪. ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে একই চাদরে শায়িত ছিলাম, হঠাৎ আমার হায়য দেখা দিল। আমি সরে পড়লাম এবং আমার হায়যের কাপড় পরিধান করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি কি ঋতুমতি হয়েছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে ডাকলেন আর আমি তাঁর সঙ্গে একই চাদরে শয়ন করলাম।

٢٨٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ قَالَ سَمِعْتُ خِلاَسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَبِيْتُ فِى الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَاَنَا طَامِثٌ اَوْ حَائِضٌ فَاِنْ اَصَابَهُ مِنِّى شَيْئٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلّٰى فِيْهِ ثُمَّ يَعُوْدُ فَاِنْ اَصَابَهُ مِنِّى شَيْئٌ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلّٰى فِيْهِ *

২৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই চাদরে রাত্রিযাপন করতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি। যদি আমার কোন কিছু তাঁর শরীরে লাগত, তখন তিনি ঐ স্থানই ধুয়ে নিতেন এর বেশি ধুতেন না। আর এ অবস্থাতেই তিনি সালাত আদায় করতেন, আবার তিনি বিছানায় ফিরে আসতেন। যদি আমার কোন কিছু তাঁর শরীরে লাগত, তিনি শরীরের ঐ অংশটুকু ধুয়ে নিতেন, এর বেশি ধুতেন না। আর এ অবস্থাতেই তিনি সালাত আদায় করতেন।

بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতির শরীরের সাথে শরীর মিলানো

٢٨٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ اِحْدَانَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا اَنْ تَشُدَّ اِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا *

২৮৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের কেউ ঋতুমতি অবস্থায় থাকলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইযার[১] পরার আদেশ দিতেন। তারপর তিনি তার শরীরের সাথে শরীর লাগাতেন।

٢٨٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا اِذَا حَاضَتْ اَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا *

২৮৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের কেউ ঋতুমতি থাকলে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তার ইযার পরিধান করতে বলতেন। তারপর তিনি তার শরীরে শরীর লাগাতেন।

٢٨٨. اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ وَاللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيْبٍ مَوْلٰى عُرْوَةَ عَنْ بُدَيَّةَ وَكَانَ اللَّيْثُ يَقُوْلُ نَدَبَةَ مَوْلَاةَ مَيْمُوْنَةَ عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ اِذَا كَانَ عَلَيْهَا اِزَارٌ يَبْلُغُ اَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ فِي حَدِيْثِ اللَّيْثِ مُحْتَجِزَةً بِهٖ *

২৮৮. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কোন সহধর্মিণীর হায়য অবস্থায় যখন তার পরনে ইযার থাকত যা হাঁটু ও রানের মধ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছে, তখন তিনি তার শরীরে শরীর মিলাতেন। লায়সের হাদীসে আছে, তিনি (সহধর্মিণী) ঐ ইযার দ্বারা (দেহের মধ্যাংশ) আবৃত করতেন।

بَابُ تَأْوِيْلِ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র বাণী : وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ -এর ব্যাখ্যা

٢٨٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ اِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوْهُنَّ وَلَمْ يُشَارِبُوْهُنَّ وَلَمْ يُجَامِعُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ فَسَأَلُوْا نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى الْآيَةَ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُؤَاكِلُوْهُنَّ وَيُشَارِبُوْهُنَّ وَيُجَامِعُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ وَاَنْ يَصْنَعُوْا بِهِنَّ كُلَّ شَيْئٍ مَاخَلَا الْجِمَاعَ *

فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ مَايَدَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا مِنْ اَمْرِنَا اِلَّا خَالَفَنَا فَقَامَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ

১. নিম্নাঙ্গে পরিধেয় বস্ত্র।

وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَأَخْبَرَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالاَ اَنُجَامِعُهُنَّ فِي الْحَيْضِ فَتَمَعَّرَوَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَمَعُّرًا شَدِيْدًا حَتّٰى ظَنَّنَا اَنَّهُ قَدْغَضِبَ عَلَيْهِمَا فَقَامَا فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَدِيَةَ لَبَنٍ فَبَعَثَ فِي اٰثَارِهِمَا فَرَدَّهُمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا اَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا *

২৮৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়াহূদীদের স্ত্রীরা যখন ঋতুমতি হত তখন তারা তাদের সাথে একত্রে পানাহার করত না এবং তারা ঘরে তাদের সাথে একত্রে অবস্থানও করত না। অতএব সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى[১] আয়াতটি নাযিল করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের আদেশ করলেন তারা যেন তাদের স্ত্রীদের সাথে পানাহার করে ও ঘরে একত্রে অবস্থান করে এবং তাদের সাথে সহবাস ব্যতীত আর সব কিছু করা বৈধ মনে করে।

এতে ইয়াহূদীরা বলল, আমাদের রীতিনীতির কোনটিরই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিরোধিতা না করে ছাড়বেন না। উসায়দ ইব্ন হুযায়র ও আব্বাদ ইব্ন বিশ্‌র (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গমন করে এ কথাটি জানালে এবং প্রশ্ন করলেন, আমরা হায়য অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করব কি ? এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারা রক্তিম হয়ে গেল, তখন তারা ধারণা করলেন যে, তিনি রাগান্বিত হয়েছেন এবং উভয়েই সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু হাদীয়ার দুধ গ্রহণ করলেন। তখন তিনি সাহাবীদ্বয়-এর অনুসন্ধানে লোক পাঠালেন। তাদের ডেকে আনা হল এবং উভয়কে তিনি দুধ পান করালেন। এতে জানা গেল যে, তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগ করেন নি।

بَابُ مَايَجِبُ عَلٰى مَنْ اَتٰى حَلِيْلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ وَطْئِهَا

পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি হায়য অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিষেধ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও সহবাস করে তার উপর কি ওয়াজিব হবে

٢٩٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مُقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَاْتِي امْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ

২৯০. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেন : যে ব্যক্তি হায়য অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করে, সে এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার[২] সাদকা করবে।

---

১. লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, তা অশূচি। (২ : ২২)
২. সে যুগে দীনার স্বর্ণমুদ্রাকে বলা হত। এযুগেও কোন কোন দেশের মুদ্রাকে দীনার বলা হয়।

بَابُ مَاتَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ اِذَا حَاضَتْ

পরিচ্ছেদ : মুহরিম[১] মহিলা ঋতুমতি হলে কি করবে

٢٩١. اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَنُرٰى اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كَانَ بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِى فَقَالَ مَالَكِ اَنَفِسْتِ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاقْضِىْ مَايَقْضِى الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوْفِى بِالْبَيْتِ وَضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَاءِهٖ بِالْبَقَرِ *

২৯১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে হজ্জের নিয়্যতে বের হলাম। যখন আমরা সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম, আমার হায়য আসল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট আসলেন, তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হল ? তোমার কি হায়য হয়েছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : এ এমন একটি ব্যাপার যা আল্লাহ্ তা'আলা আদম কন্যাদের জন্য অবধারিত করেছেন। অতএব তুমি হজ্জের সকল আহ্‌কাম আদায় কর তবে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী দিলেন।

بَابُ مَاتَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

পরিচ্ছেদ : ইহ্‌রামের সময় নিফাসওয়ালী নারীরা[২] কী করবে

٢٩٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى قَالَ اَتَيْنَا جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى اِذَا اَتٰى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِى بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ اِغْتَسِلِىْ وَاسْتَثْفِرِى ثُمَّ اَهِلِّى *

২৯২. আমর ইব্‌ন আলী, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে আমার পিতা বলেছেন, আমরা জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট গমন করে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিদায় হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুলক্বা'দা মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলেন। আমরাও তাঁর সাথে বের হলাম। যখন তিনি যুল-হুলায়ফা পৌঁছলেন, তখন আস্‌মা বিন্‌তে উমায়স (রা) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরকে প্রসব করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন : আমি এখন কি করব? তিনি বললেন : তুমি গোসল কর তারপর পট্টি পরে নাও এবং ইহ্‌রাম বাঁধ।

---

১. যে হজ্জ বা উমরার উদ্দেশে ইহরাম করেছে, তাকে মুহরিম বলা হয়।
২. গর্ভবতী মহিলাদের সন্তান প্রসবের পর যে কিছুদিন রক্ত বের হয়, সে সময়কালকে নিফাস বলা হয়।

بَابُ دَمُ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

পরিচ্ছেদ : হায়যের রক্ত কাপড়ে লাগলে

٢٩٣. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو الْمِقْدَامِ ثَابِتُ الْحَدَّادُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ اُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ اَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ قَالَ حُكِّيْهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيْهِ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ *

২৯৩. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আদী ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি উম্মে কায়স বিনত মিহসান (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হায়যের রক্ত কাপড়ে লাগার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি, তিনি বললেন, কাঠ দ্বারা তা ঘষে নেবে এবং কুলপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলবে।

٢٩٤. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ وَكَانَتْ تَكُوْنَ فِى حَجْرِهَا اَنَّ امْرَاَةً نِ اسْتَفْتَتِ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ فَقَالَ حُتِّيْهِ ثُمَّ اُقْرُصِيْهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ اَنْضَحِيْهِ وَصَلِّى فِيْهِ *

২৯৪. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - আস্‌মা বিনত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কাপড়ে লাগা হায়যের রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : তা খুঁটবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে, তারপর তা ধুয়ে নেবে আর তাতেই সালাত আদায় করবে।

بَابُ الْمَنِىِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

পরিচ্ছেদ : কাপড়ে যদি বীর্য লাগে

٢٩٥. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ اَنَّهُ سَأَلَ اُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فِى الثَّوْبِ الَّذِىْ كَانَ يُجَامِعُ فِيْهِ قَالَتْ نَعَمْ اِذَا لَمْ يَرٰى فِيْهِ اَذًى

২৯৫. ঈসা ইব্ন হাম্মাদ (র) - - - - মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা)-কে প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে কাপড়ে সহবাস করতেন তাতে কি তিনি সালাত আদায় করতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যদি তাতে কোন নাপাকী না দেখতেন।

بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

পরিচ্ছেদ : কাপড় থেকে বীর্য ধৌত করা

٢٩٦. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ الْجَزْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلٰوةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ لَفِى ثَوْبِهِ *

২৯৬. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় হতে জানাবাতের নাপাকী ধুতাম, তারপর তিনি সালাতের জন্য বের হতেন অথচ পানির চিহ্ন তাঁর কাপড়ে বিদ্যমান থাকত।

بَابُ فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

পরিচ্ছেদ : কাপড় থেকে বীর্য ঘষে ফেলা

٢٩٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِى هَاشِمٍ عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ وَقَالَتْ مَرَّةً أُخْرَى الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৯৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় থেকে জানাবাতের নাপাকী ঘষে ফেলতাম। আর এক সময় বলেছেন : কাপড় থেকে বীর্য ঘষে ফেলতাম।

٢٩٨. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْحَكَمُ أَخْبَرَنِى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَمَا أَزِيْدُ عَلٰى أَنْ أَفْرُكَهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৯৮. আমর ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমার মনে আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাপড় থেকে জানাবাতের নাপাকী ঘষে ফেলার অতিরিক্ত কিছু করতাম না।

٢٩٩. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ

২৯৯. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় থেকে তা ঘষে ফেলতাম।

٣٠٠. اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَرَاهُ فِى ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَحُكُّهُ *

৩০০. শুআয়ব ইব্‌ন ইউসুফ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড়ে তা দেখতাম আর তা ঘষে ফেলতাম।

٣٠١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ اَبِى مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَادِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِى اَفْرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৩০১. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার মনে পড়ে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাপড় থেকে জানাবাতের চিহ্ন ঘষে ফেলতাম।

٣٠٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِى اَجِدُهُ فِى ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَحُتُّهُ عَنْهُ *

৩০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন কামিল মারওয়াযী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার মনে পড়ে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাপড় থেকে জানাবাতের চিহ্ন ঘসে পরিষ্কার করতাম।

بَابُ بَوْلِ الصَّبِىِّ الَّذِى لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

পরিচ্ছেদ : খাদ্যগ্রহণ করেনি এমন শিশুর পেশাব প্রসঙ্গে

٣٠٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَّهَا صَغِيْرٍ لَّمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجْرِهِ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ *

৩০৩. কুতায়বা (র) - - - - উম্মে কায়স বিনতে মিহ্‌সান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি খাদ্যগ্রহণ করেনি তাঁর এমন একটি ছোট শিশুকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে তাঁর কোলে বসালেন, সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি কিছু পানি আনিয়ে তা কাপড়ে ঢেলে দিলেন, তা ধুলেন না।

٣٠٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَبِىٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَتْبَعَهُ اِيَّاهُ *

৩০৪. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট একটি শিশু আনা হল। সে তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। তিনি কিছু পানি আনালেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।

بَابُ بَوْلِ الْجَارِيَةِ

পরিচ্ছেদ : ছোট বালিকার পেশাব প্রসঙ্গে

٣٠٥. اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُو السَّمْحِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ *

৩০৫. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবূস্ সামহ্ (রা)[১] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ছোট মেয়ের পেশাব ধুয়ে ফেলতে হয় আর ছোট ছেলের পেশাবের উপর পানি ছিটাতে[২] হয়।

بَابُ بَوْلِ مَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ

পরিচ্ছেদ : হালাল পশুর পেশাব প্রসঙ্গে

٣٠٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ اُنَاسًا اَوْ رِجَالاً مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَكَلَّمُوْا بِالْاِسْلَامِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اَهْلُ ضَرْعٍ وَلَمْ تَكُنْ اَهْلَ رِيْفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ فَاَمَرَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَخْرُجُوْا فِيْهَا فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَلَمَّا صَحُّوْا وَكَانُوْا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوْا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي اٰثَارِهِمْ فَاُتِيَ بِهِمْ فَسَمَرُوْا اَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوْا اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ ثُمَّ تَرَكُوْا فِي الْحَرَّةِ عَلٰى حَالِهِمْ حَتّٰى مَاتُوْا

৩০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। উকল গোত্রের কিছু লোক রাসূলাল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিল। তারপর তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা দুগ্ধবতী পশু রাখি ; আমরা কৃষিকাজের লোক নই। মদীনার আবহাওয়া তাদের উপযোগী হলো না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে কিছু উট ও একজন রাখাল প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তাদের উটের প্রতিপালনের কাজে মদীনার বাইরে যেতে এবং উটের দুধ ও এর পেশাব পান করার নির্দেশ দিলেন। যখন তারা সুস্থ হয়ে গেল এবং হাররা নামক স্থানে অবস্থান করল, তখন তারা ইসলাম ত্যাগ করল। আর তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। এ খবর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট

১. তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খাদেম ছিলেন।
২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে ছোট ছেলের পেশাবে পানি ঢেলে দেয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং এ হাদীসে পানি ছিটিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর উদ্দেশ্য এ নয় যে, পেশাব না ধুয়ে কেবল পানি ছিটিয়ে দিলে পাক হবে। বরং এর অর্থ এই যে, ছোট ছেলের পেশাব হালকাভাবে ধৌত করলেও চলবে। –অনুবাদক

পৌঁছলে তিনি তাদের পেছনে অনুসন্ধানকারী দল পাঠালেন এবং তাদের গ্রেফতার করে আনা হল। তাদের চোখে লৌহ শলাকা গরম করে লাগান হল এবং হাত-পা কেটে দেয়া হল। পরে তাদের হাররার জমিতে ঐ অবস্থায় ফেলে রাখা হল। এভাবে তারা প্রাণ ত্যাগ করল।[১]

٣٠٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ اَبِى اُنَيْسَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ اَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَسْلَمُوْا فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ حَتَّى اصْفَرَّتْ اَلْوَانُهُمْ وَعَظُمَتْ بُطُوْنُهُمْ فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى لِقَاحٍ لَهُ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا حَتّٰى صَحُّوْا فَقَتَلُوْا رَاعِيَهَا وَاسْتَاقُوا الْاِبِلَ فَبَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ فِى طَلَبِهِمْ فَاُتِىَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ اَعْيُنَهُمْ قَالَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِاَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِكُفْرٍ اَمْ بِذَنْبٍ ؟ قَالَ بِكُفْرٍ * " قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَانَعْلَمُ اَحَدًا قَالَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَنَسٍ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ غَيْرَ طَلْحَةَ وَالصَّوَابُ عِنْدِىْ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلٌ "

৩০৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওহাব (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উরায়না গোত্রের কয়েকজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবূল করল। মদীনায় বসবাস তাদের উপযোগী হল না। এমনকি তাদের রং ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবং পেট স্ফীত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের আপন দুগ্ধবতী উষ্ট্রের পালের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। আর তাদের তার দুধ ও পেশাব পান করার আদেশ দিলেন। এতে তারা সুস্থ হয়ে গেল। তারপর উটের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের খুঁজে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তাদের ধরে আনা হলে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হল এবং গরম শলাকা দিয়ে তাদের চোখ ফুঁড়ে দেওয়া হল। আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালিক আনাস (রা)-এর নিকট এ হাদীস শুনে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন : এ শাস্তি কি কুফরের জন্য, না গুনাহের জন্য . তিনি বললেন, কুফরের জন্য।

بَابُ فَرْثِ مَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

পরিচ্ছেদ : হালাল পশুর উদরস্থ গোবর কাপড়ে লাগা প্রসঙ্গে

٣٠٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا

১. মুরতাদ বা হত্যাকারীকে গরম শলাকা দিয়ে শাস্তি দেয়া এবং তাদের হাত-পা কেটে ফেলা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে হাদীসে উক্ত শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। আর কারো মতে, যেহেতু এসব অপরাধী রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক নিযুক্ত রাখালকে অনুরূপভাবে হত্যা করেছিল, তাই প্রতিশোধ স্বরূপ তাদের এরূপ শাস্তি দেয়া হয়েছিল। উটের পেশাব নাপাক। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানতে পেরেছিলেন যে, উটের পেশাব পান করলে তারা সুস্থ হয়ে যাবে। তাই তাদেরকে উটের পেশাব পান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, হাদীসের অর্থ পেশাব পান করা নয়, বরং তা মালিশ স্বরূপ ব্যবহার করতে বলা হয়েছিল : —অনুবাদক

عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ فِى بَيْتِ الْمَالِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى عِنْدَ الْبَيْتِ وَمَلاَءٌ مِّنْ قُرَيْشٍ جُلُوْسٌ وَقَدْ نَحَرُوْا جَزُوْرًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ اَيُّكُمْ يَاخُذُ هٰذَا الْفَرْثَ بِدَمِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتّٰى يَضَعَ وَجْهَهُ سَاجِدًا فَيَضَعُهُ يَعْنِى عَلٰى ظَهْرِهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَانْبَعَثَ اَشْقَاهَا فَاَخَذَ الْفَرْثَ فَذَهَبَ بِهِ ثُمَّ اَمْهَلَهُ فَلَمَّا خَرَّ سَاجِدًا وَضَعَهُ عَلٰى ظَهْرِهِ فَاُخْبِرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ تَسْعٰى فَاَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِاَبِى جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَّشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ اَبِى مَعَيْطٍ حَتّٰى عَدَّ سَبْعَةً مِّنْ قُرَيْشٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَوَالَّذِى اَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ لَقَدْ رَاَيْتُهُمْ صَرْعٰى يَوْمَ بَدْرٍ فِى قَلِيْبٍ وَّاحِدٍ *

৩০৮. আহমদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীম (র) - - - - আমর ইব্ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) আমাদের নিকট বায়তুলমাল সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বায়তুল্লাহর নিকট সালাত আদায় করছিলেন। তখন একদল কুরায়শ তথায় উপবিষ্ট ছিল। তারা একটি উট যবেহ করেছিল। তাদের একজন বলল, তোমাদের মধ্যে কে এর রক্তমাখা উদরস্থ গোবর (নাড়ি-ভূড়িসহ) নিয়ে তার কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারবে, তারপর যখন সে সিজদায় কপাল ঠেকাবে তখন তা পিঠের উপর রেখে দেবে ? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তাদের সবচাইতে নিকৃষ্ট ব্যক্তিটি প্রস্তুত হল এবং গোবরযুক্ত নাড়ি-ভূঁড়ি হাতে নিয়ে অপেক্ষায় রইল। যখন তিনি সিজদায় গেলেন, তখন তা তাঁর পিঠের উপর রেখে দিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা (রা)-এ খবর পেলেন-.এ সময় তিনি ছিলেন অল্পবয়স্কা। তিনি দৌড়ে এলেন এবং তাঁর পিঠ হতে তা সরিয়ে ফেললেন। তিনি সালাত শেষ করে তিনবার বললেন : আয় আল্লাহ্ ! কুরায়শকে ধর। হে আল্লাহ্ ! আবূ জাহ্ল ইব্ন হিশাম, শায়িবা ইব্ন রবীআ, 'উৎবা ইব্ন রবীআ, উকবা ইব্ন আবূ মুআয়ত প্রমুখকে পাকড়াও কর। এভাবে তিনি কুরায়শদের সাতজনের নাম উল্লেখ করলেন। আবদুল্লাহ বলেন, সেই আল্লাহ্র কসম যিনি তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাদের সকলকে বদরের দিন একই গর্তে মৃত অবস্থায় পতিত দেখেছি।

بَابُ الْبُزَاقِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

পরিচ্ছেদ : থুথু কাপড়ে লাগা প্রসঙ্গ

٣٠٩. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيْهِ فَرَدَّ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ *

৩০৯. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চাদরের একদিক উঠিয়ে তাতে থুথু ফেললেন, এরপর এক অংশের উপর অন্য অংশ চাপা দিলেন।

٣١٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مِهْرَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى رَافِعٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَّسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ وَاِلاَّ فَبَزَقَ النَّبِىُّ ﷺ هٰكَذَا فِى ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ *

৩১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, তখন সে যেন তার সামনে অথবা তার ডানে থুথু না ফেলে। বরং বামদিকে কিংবা পায়ের নিচে ফেলে। অথবা এরকম (এ বলে) করে নবী ﷺ তাঁর কাপড়ে থুথু ফেললেন ও তা মললেন।

بَابُ بَدْءِ التَّيَمُّمِ

পরিচ্ছেদ : তায়াম্মুমের সূচনা

٣١١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى بَعْضِ اَسْفَارِهِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ ذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِّى فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَاَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَاَتَى النَّاسُ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالُوْا اَلاَ تَرٰى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ اَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلٰى فَخِذِىْ وَقَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِى اَبُو بَكْرٍ وَّقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِى خَاصِرَتِى فَمَا مَنَعَنِى مِنَ التَّحَرُّكِ اِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى فَخِذِى فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ عَلٰى غَيْرِ مَاءٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مَاهِىَ بِاَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا اٰلَ اَبِى بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِى كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ *

৩১১. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে কোন এক সফরে বের হলাম। আমরা যখন বায়দা অথবা যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমার একটি হার হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সংগীগণ তার তালাশে সেখানে অবস্থান করলেন। তাদের অবস্থান পানির নিকটে ছিল না এবং তাদের সাথেও পানি ছিল না। লোকজন আবূ বকর (রা)-এর নিকট এসে বলল,

আপনি কি দেখছেন না আয়েশা (রা) কি করলেন ? তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এবং অন্যান্য লোকদের এমন স্থানে অবস্থানে বাধ্য করেছেন যার নিকটে কোন পানি নেই এবং লোকদের সাথেও কোন পানি নেই। তখন আবূ বকর (রা) আমার নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আবূ বকর (রা) বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং অন্যান্য লোকদের এমন স্থানে আটকিয়ে রেখেছ যেখানে পানির কোন উৎস নেই আর তাদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা (রা) বলেন : তিনি আমাকে খুব তিরস্কার করলেন আর আল্লাহ্র যা ইচ্ছা ছিল তাই বললেন এবং তাঁর হাত দিয়ে আমার কোমরে খোঁচা দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর শরীর আমার উরুর উপর থাকার কারণে আমি নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিদ্রায় রইলেন, এমনকি পানির কোন ব্যবস্থা ছাড়াই ভোর হয়ে গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। এতে উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) বললেন : হে আবূ বকরের পরিজন ! এটাই তোমাদের প্রথম বরকত নয়। আয়েশা (রা) বলেন : আমি যে উটের উপর ছিলাম সেটিকে উঠালে তার নিচে আমার হারটি পেলাম।

بَابُ التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ

পরিচ্ছেদ : মুকীমের তায়াম্মুম

٣١٢. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُمَيْرٍ مَّوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ اَقْبَلْتُ اَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَسَارٍ مَّوْلٰى مَيْمُوْنَةَ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى اَبِى جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِىِّ فَقَالَ اَبُوْ جُهَيْمٍ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَّحْوِ بِئْرِ الْجَمَلِ وَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ *

৩১২. রবী ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত দাস উমায়র থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি এবং মায়মূনা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াসার আবূ জুহায়ম ইব্ন সিম্মা আনসারী (রা)-এর নিকট গেলাম। আবূ জুহায়ম বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'বি'র আল- জামাল' -এর দিক থেকে আসছিলেন, তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হল। সে তাঁকে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি একটি দেওয়ালের নিকট আসলেন এবং তাঁর চেহারা ও উভয় হাত মসেহ করলেন, এরপর সালামের জবাব দিলেন।

اَلتَّيَمُّمُ فِى الْحَضَرِ

মুকীমের তায়াম্মুম

٣١٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتٰى عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنِّى اَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ قَالَ عُمَرُ لاَتُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَمَاتَذْكُرُ اِذْ اَنَا وَاَنْتَ فِى سَرِيَّةٍ فَاجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَاَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ فَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَسَلَمَةُ شَكَّ لاَيَدْرِىْ فِيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ اَوْ اِلَى الْكَفَّيْنِ فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ

৩১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, আমি জানাবাত অবস্থায় আছি কিন্তু পানি পাইনি। উমর (র) বললেন : তুমি সালাত আদায় করো না। এ কথা শুনে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! আপনার কি স্মরণ নাই যে, এক সময় আমি এবং আপনি এক যুদ্ধে ছিলাম, আমরা উভয়ে জুনুবী হয়ে পড়লাম, আর আমরা পানি পেলাম না। এতে আপনি সালাত আদায় করলেন না কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম, তারপর সালাত আদায় করলাম। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন : তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট ছিল। এ বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হস্তদ্বয় মাটিতে মারলেন এরপর তাতে ফুঁ দিলেন এবং তা দ্বারা তাঁর চেহারা এবং উভয় হাত মসেহ করলেন। বর্ণনাকারী সালামা সন্দেহ করলেন, এ ব্যাপারে তাঁর মনে নেই কনুই পর্যন্ত বলেছেন, না কব্জি পর্যন্ত। এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন : তুমি যা বর্ণনা করলে তার দায়-দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পণ করলাম।

٣١٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ خُفَافٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ اَجْنَبْتُ وَاَنَا فِى الْاِبِلِ فَلَمْ اَجِدْ مَاءً فَتَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَجْزِيْكَ مِنْ ذٰلِكَ التَّيَمُّمُ *

৩১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি জুনুবী হয়ে পড়লাম, তখন আমি ছিলাম উটপালের মধ্যে। এ সময়ে আমি পানি পেলাম না। তখন আমি চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এই সংবাদ জানালাম। তিনি বললেন : এ রকম না করে বরং তায়াম্মুম করাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল।

بَابُ التَّيَمُّمِ فِى السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ : সফরে তায়াম্মুম

٣١٥. اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى

عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ عَرَّسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِأُوْلاَتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوجَتُهُ فَانقَطَعَ عِقْدُهَا مِنْ جَزْعِ ظِفَارٍ فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذٰلِكَ حَتّٰى اَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا اَبُو بَكْرٍ فَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَّاءٌ فَاَنزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ رُخْصَةَ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيْدِ قَالَ فَقَامَ الْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَضَرَبُوا بِاَيْدِيْهِمُ الْاَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوْا اَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَنْفُضُوْا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَهُمْ وَاَيْدِيَهُمْ اِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُوْنِ اَيْدِيْهِمِ اِلَى الْاٰبَاطِ *

৩১৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - আম্মার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শেষরাতে উলাতুল জায়শ নামক স্থানে যাত্রা বিরতি দিলেন। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)। তাঁর ইয়ামানী মোতির হার হারিয়ে গেলে এর তালাশে সমস্ত লোক আটকা পড়ল। অবশেষে ভোর হয়ে গেল অথচ লোকদের পানি ছিল না। যদ্দরুন আবূ বকর (রা) তাঁর উপর রাগান্বিত হয়ে বললেন : তুমি লোকদের আটকিয়ে রেখেছ অথচ তাদের সাথে পানি নেই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মু'মিনগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে উঠে মাটিতে নিজেদের হাত মারলেন আর তাদের হাত উঠালেন এবং হাত থেকে মাটি একটুও ঝাড়লেন না, বরং তা দ্বারা তাদের চেহারা ও হাত [উপর দিক থেকে] কাঁধ পর্যন্ত মসেহ করলেন আর তাদের হাতের নিচের দিক থেকে বগল পর্যন্ত মসেহ করলেন।

اَلْاِخْتِلاَفُ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ

٣١٦. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتبَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالتُّرَابِ فَمَسَحْنَا بِوُجُوْهِنَا وَاَيْدِيْنَا اِلَى الْمَنَاكِبِ *

৩১৬. আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম আম্বারী (র) - - - - আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলাম। এতে আমরা আমাদের চেহারা এবং কাঁধ পর্যন্ত আমাদের হাত মসেহ করেছিলাম।

نَوْعٌ اُخَرُ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخِ فِى الْيَدَيْنِ

আরেক প্রকারের তায়াম্মুম এবং উভয় হাতে ফুঁ দেওয়া

٣١٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى مَالِكٍ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ رُبَّمَا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَلاَ نَجِدُ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ اَمَا اَنَا فَاِذَا لَمْ اَجِدِ الْمَاءَ لَمْ اَكُنْ لاُصَلِّىَ حَتّٰى اَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَتَذْكُرُ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَيْثُ كُنْتَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ نَرْعَى الاِبِلَ فَتَعْلَمُ اَنَّا اَجْنَبْنَا قَالَ نَعَمْ اَمَّا اَنَا فَتَمَرَّغْتُ فِى التُّرَابِ فَاَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ اِنْ كَانَ الصَّعِيْدُ لَكَافِيْكَ وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ يَاعَمَّارُ فَقَالَ يَا اَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ اِنْ شِئْتَ لَمْ اَذْكُرْهُ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ نُوَلِّيْكَ مِنْ ذٰلِكَ مَاتَوَلَّيْتَ *

৩১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ---- আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা উমর (রা)-এর নিকট ছিলাম। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন ! অনেক সময় আমরা এক মাস বা দুই মাস পর্যন্ত কোথাও অবস্থান করি আর আমরা পানি পাই না। উমর (রা) বললেন, আমি পানি না পেলে সালাত আদায় করবার নই, যাবৎ না পানি পাই। তখন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন ! আপনার মনে আছে কি, যখন আমরা অমুক অমুক স্থানে ছিলাম আর আমরা উট চরাতাম, আপনি জানেন যে, আমরা জানাবাতগ্রস্ত হলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি হেসে বললেন : মাটিই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল, আর তিনি উভয় হাত মাটিতে মারলেন এবং তাতে ফুঁ দিলেন। তারপর তিনি তাঁর চেহারা এবং তাঁর উভয় হাতের কিয়দাংশ মসেহ করলেন। উমর (রা) বললেন : হে আম্মার ! আল্লাহকে ভয় কর। আম্মার বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন! যদি আপনি চান তাহলে আমি এটা বর্ণনা করব না। উমর (রা) বললেন : না। কিন্তু আমার নিকট যা বর্ণনা করলে, এর দায়িত্বভার তোমার উপর অর্পণ করলাম (তাই হাদীস বর্ণনায় সাবধানতা অবলম্বনের জন্য এটা বললাম)।

نَوْعٌ اُخَرُ مِنَ التَّيَمُّمِ

আরেক প্রকারের তায়াম্মুম

٣١٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ التَّيَمُّمِ فَلَمْ يَدْرِ مَا

يَقُوْلُ فَقَالَ عَمَّارٌ اَتَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِيْ سَرِيَّةٍ فَاجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ فَاتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ هٰكَذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَخَ فِى يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً *

৩১৮. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) ---- আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এ প্রশ্নের তিনি কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। তখন আম্মার বললেন, আপনার কি স্মরণ আছে ? যখন আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম, আমি জানাবাতগ্রস্ত হলাম। তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন : তোমার এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এ বলে শু'বা হাঁটুর উপর তাঁর উভয় হাত মেরে তাঁর হস্তদ্বয়ে ফুঁ দিলেন আর উভয় হাত দ্বারা তার মুখ ও হস্তদ্বয় একবার করে মসেহ করলেন।

نَوْعٌ اٰخَرُ مِنَ التَّيَمُّمِ

আরেক প্রকারের তায়াম্মুম

٣١٩. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ اَنْبَأَنَا خَالِدٌ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ ذَرًّا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ وَسَمِعَهُ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَجْنَبَ رَجُلٌ فَاَتٰى عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنِّى اَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدْ مَاءًا قَالَ لاَتُصَلِّ قَالَ لَهُ عَمَّارٌ اَمَا تَذْكُرُ اَنَا كُنَّا فِى سَرِيَّةٍ فَاَجْنَبْنَا فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَاِنِّى تَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً وَنَفَخَ فِيْهَا ثُمَّ دَلَكَ اِحْدٰهُمَا بِالْاُخْرٰى ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ فَقَالَ عُمَرُ شَيْئًا لاَّ اَدْرِى مَاهُوَ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ لاَ حَدَّثْتُهُ - وَذَكَرَ شَيْئًا سَلَمَةُ فِى هٰذَا الْاِسْنَادِ عَنْ اَبِى مَالِكٍ وَزَادَ سَلَمَةُ قَالَ بَلْ نُوَلِّيْكَ مِنْ ذٰلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ *

৩১৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) ---- ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জানাবাতগ্রস্ত হলে উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, আমি জানাবাত অবস্থায় উপনীত হয়েছি কিন্তু পানি পাই না। তিনি বললেন, তুমি সালাত আদায় করবে না। তখন আম্মার বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম। আমরা জানাবাত অবস্থায় পতিত হলাম, তখন আমরা পানি পাইনি, এতে আপনি সালাত আদায় করলেন না কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং সালাত আদায় করলাম। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে তা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন : তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল, এ বলে শু'বা (র) একবার মাটিতে হাত মারলেন আর তাতে ফুঁ দিলেন আর তা দিয়ে এক হাত অন্য হাতের সাথে ঘষলেন এবং উভয় হাত দ্বারা তার মুখমণ্ডল মসেহ করলেন। তখন উমর (রা) বললেন, আমি জানি না এটা কী ? আম্মার বললেন, যদি আপনি চান তাহলে আমি এটা বর্ণনা করব না। সালামার বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে যে, উমর (রা) বললেন : তুমি যা বর্ণনা করলে, তার দায়-দায়িত্ব তোমার।

نَوْعٌ اٰخَرُ

তায়াম্মুম-এর অন্য প্রকার

٣٢٠. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلٰى عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اِنِّى اَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ اَمَا تَذْكُرُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا اَنَا وَاَنْتَ فِى سَرِيَّةٍ فَاَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ ثُمَّ صَلَّيْتُ فَلَمَّا اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ وَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِمَا فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ شَكَّ سَلَمَةُ وَقَالَ لاَ اَدْرِىْ فِيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ اَوْ اِلَى الْكَفَّيْنِ قَالَ عُمَرُ نُوَلِّيْكَ مِنْ ذٰلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ قَالَ شُعْبَةُ كَانَ يَقُوْلُ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَنْصُوْرٌ مَّا تَقُوْلُ فَاِنَّهُ لاَيَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ اَحَدٌ غَيْرُكَ فَشَكَّ سَلَمَةُ فَقَالَ لاَ اَدْرِىْ ذَكَرَ الذِّرَاعَيْنِ اَمْ لاَ *

৩২০. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন তামীম (র) - - - - - আবদুর রহমান ইব্ন্ আবযা (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, আমি জানাবাতগ্রস্ত হয়েছি কিন্তু পানি পেলাম না। উমর (রা বললেন, তুমি সালাত আদায় করো না। তখন আম্মার (রা) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! আপনার স্মরণ আছে কি ? একবার আমি এবং আপনি এক যুদ্ধে ছিলাম আর আমরা জানাবাতগ্রস্ত হলাম কিন্তু পানি পাচ্ছিলাম না। তখন আপনি সালাত আদায় করলেন না। কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং সালাত আদায় করলা পরবর্তীতে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তা ব্যক্ত করলাম, তিনি বললেন : তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট ছিল এ বলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাটিতে হাত রাখলেন এবং উভয় হাতে ফুঁ দিলেন তারপর উভয় হাত দ্বারা আপন মুখমণ্ডল ও উভয় কব্জি মসেহ করলেন। সালামা সন্দেহ করে বলেন, আমার জানা নেই (তিনি এতে উভয় কনুই বলেছেন না উভয় কব্জি)। উমর (রা) বললেন, তুমি যা করলে তার দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পণ করলাম। শু'বা (র) বলেন, তিনি উভয় হাত, মুখমণ্ডল এবং বাহুদ্বয়ের কথা বলতেন। এজন্য মানসূর তাঁকে বললেন, আপনি কি বলছেন ? আপনি ব্যতীত কেউই বাহুর কথা উল্লেখ করেন নি। এজন্য সালামার সন্দেহ হল। তিনি বললেন : আমার স্মরণ নেই তিনি বাহুর কথা উল্লেখ করেছেন কিনা।

بَابُ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

জুনুব ব্যক্তির তায়াম্মুম

٣٢١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِى مُوْسٰى فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى اَوَ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى حَاجَةٍ فَاَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ بِالصَّعِيْدِ ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ

فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ اَنْ تَقُولَ هٰكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْاَرْضِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ كَفَّيْهِ ثُمَّ اَنْفَضَهُمَا ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلٰى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلٰى شِمَالِهِ عَلٰى كَفَّيْهِ وَوَجْهِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَوَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ *

৩২১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা (র) - - - - শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ এবং আবূ মূসা (রা)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম, তখন আবূ মূসা বললেন, আপনি কি আম্মারের কথা শোনেন নি যে, তিনি উমর (রা)-কে বলেছিলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক কাজে পাঠালেন, আমি জানাবাতগ্রস্ত হলে পানি পেলাম না। অতএব আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন : তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তাঁর হস্তদ্বয় একবার মাটিতে মারলেন। তারপর উভয় হাতের তালু মুছলেন ও ঝাড়লেন, তারপর তাঁর বাম হাত ডান হাতের উপর মারলেন আর ডান হাত বাম হাতের উপর এবং উভয় কব্জি ও মুখমণ্ডল মসেহ করলেন। আবদুল্লাহ বললেন, তুমি কি দেখছ না যে, উমর (রা) আম্মারের কথায় তৃপ্ত হননি।

بَابُ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

পরিচ্ছেদ : মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা

٣٢٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ اَبِي رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ اَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَاِنَّهُ يَكْفِيكَ *

৩২২ সুয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ রাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে লোকদের সঙ্গে সালাত আদায় না করে আলাদা থাকতে দেখলেন। তিনি বললেন : হে অমুক! লোকদের সঙ্গে সালাত আদায় করতে কোন্ বস্তুটি তোমাকে বাধা দিল? সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি জানাবাত অবস্থায় আছি অথচ পানি পাইনি। তিনি বললেন : তুমি মাটি ব্যবহার কর, তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

بَابُ الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

পরিচ্ছেদ : এক তায়াম্মুমে কয়েক সালাত আদায় করা

٣٢٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ *

৩২৩. আমর ইব্‌ন হিশাম (র) ---- -আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন পবিত্র মাটি মুমিনের উযূর উপকরণ, যদি সে দশ বৎসরও পানি না পায়।

بَابُ فِيْمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلاَ الصَّعِيْدَ

পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পানি এবং মাটি কোনটাই না পায়

٣٢٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنْبَأَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَّنَاسًا يَّطْلُبُوْنَ قِلاَدَةً كَانَتْ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا نَسِيَتْهَا فِى مَنْزِلٍ نَزَلَتْهُ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَلَيْسُوْا عَلٰى وُضُوْءٍ وَّلَمْ يَجِدُوْا مَاءً فَصَلُّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ قَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ اَمْرٌ تَكْرَهِيْنَهُ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ خَيْرًا *

৩২৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) এবং আরও কয়েক ব্যক্তিকে হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি হার তালাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন, যা তিনি যে মন্‌যিলে অবতরণ করেছিলেন সেখানে হারিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় সালাতের সময় উপস্থিত হল, অথচ লোকদের উযূ ছিল না আর তারা পানিও পাচ্ছিলেন না তখন তারা উযূ ব্যতীতই সালাত আদায় করলেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট তা উল্লেখ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন। উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) বলে উঠলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, যখনই আপনার প্রতি এমন কোন বিপদ আপতিত হয়েছে যা আপনি অপছন্দ করেন, তার মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা আপনার ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

٣٢٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنَّ مُخَارِقًا اَخْبَرَهُمْ عَنْ طَارِقٍ اَنَّ رَجُلاً اَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَصَبْتَ فَاَجْنَبَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَتَيَمَّمَ وَصَلّٰى فَاَتَاهُ فَقَالَ نَحْوَ مَا قَالَ لِلْاٰخَرِ يَعْنِى اَصَبْتَ *

৩২৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ---- তারিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জানাবাতগ্রস্ত হলে সে সালাত আদায় করল না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে তা বর্ণনা করল। তিনি বললেন : তুমি ঠিক করেছ। এরপর অন্য একটি লোক জানাবাতগ্রস্ত হয়ে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করল। তারপর সে তাঁর নিকট আসল। তিনি অন্য ব্যক্তিকে যা বলেছিলেন তাকেও তাই বললেন। অর্থাৎ তুমি ঠিকই করেছ।[১]

১. যে ব্যক্তি উযূ বা তায়াম্মুম করবার জন্য কিছু না পায়, ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতে সে ব্যক্তি আপাতত সালাত আদায় করবে না। যখন উযূ বা তায়াম্মুম -এর সুযোগ পাবে, তখন উক্ত সালাত আদায় করে নেবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمِيَاهِ

অধ্যায় : পানির বর্ণনা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا *
وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ *
وَقَالَ تَعَالٰى : فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا *

১ . পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

আল্লাহ্ তা'আলা **ইরশাদ করেন :** "এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি।" (২৫ : ৪৮)

আল্লাহ্ তা'আলা **আরও ইরশাদ করেন :** "এবং আকাশ হতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন তদ্বারা তোমাদের পবিত্র করার জন্য।" (৮ : ১১)

আল্লাহ্ তা'আলা **আরও ইরশাদ করেন :** "এবং যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে।" (৪ : ৪৩)

٣٢٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ بَعْضَ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّاَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَضْلِهَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ *

৩২৬. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে একজন জানাবাতের গোসল করলে তাঁর গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করলেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তা উল্লেখ করলে তিনি বললেন : পানিকে কোন বস্তুই নাপাক করে না।[১]

১. এ হাদীস দ্বারা বুযা'আ কূপের পানি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ কূপের পানি শস্যক্ষেত ও খেজুর ইত্যাদির বাগানে সেচকার্যে ব্যবহার করা হত। তাই তাতে কোন নাপাক বস্তু পড়লেও তা সেখানে অবশিষ্ট থাকত না। এ ছাড়া বুযা'আ কূপের পানির পরিমাণ অনেক বেশি ছিল। আর বেশি পানি দূষিত হয় না। যেমন কোন বড় পুকুরের পানি। অপরদিকে সম্ভবত বুযা'আ কূপটি এমন স্থানে ছিল, যেখানে বাইরে থেকে পানির গমনাগমন ছিল। যেমন, নদীর পানি। এর তলদেশ পাতালের পানির সাথে সংযুক্ত ছিল বলে যাবতীয় ময়লা অপসারিত হয়ে যেত।

بَابُ ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

পরিচ্ছেদ : বুযাআ নামক কূপ প্রসঙ্গে আলোচনা

٣٢٧. اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِىَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيْهَا لُحُوْمُ الْكِلاَبِ وَالْحِيَضُ وَالنَّتَنُ فَقَالَ الْمَاءُ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ *

৩২৭. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি বুযাআ নামক কূপের পানি থেকে উযূ করব ? তা এমন একটি কূপ যাতে কুকুরের মাংস, হায়যের ন্যাকড়া ও আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়। তিনি বললেন : পানি পবিত্র, তাকে কোন বস্তুই নাপাক করে না।

٣٢٨. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيْفٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِى نَوْفٍ عَنْ سَلِيْطٍ عَنِ ابْنِ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مَرَرْتُ بِالنَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ اَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِىَ يُطْرَحُ فِيْهَا مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّتَنِ فَقَالَ الْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ *

৩২৮. আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম (র) ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাশ দিয়ে গমন করলাম, তখন তিনি বুযাআ কূপের পানি দ্বারা উযূ করছিলেন। আমি বললাম, আপনি কি এই কূপের পানি দ্বারা উযূ করছেন ? অথচ তাতে ঘৃণ্য ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। তখন তিনি বললেন : পানিকে কোন বস্তুই নাপাক করে না।

بَابُ التَّوْقِيْتِ فِى الْمَاءِ

পরিচ্ছেদ : পানির পরিমাণ নির্ণয়

٣٢٩. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ *

৩২৯. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স মারওয়াযী (র) ---- আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পানি এবং তাতে যে কোন কোন সময় চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র পশু অবতরণ করে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন : যখন পানি দুই 'কুল্লা' পরিমাণ হয় তখন তা নাপাক হয় না।[১]

٣٣٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَامَ اِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُزْرِمُوْهُ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِّنْ مَّاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ *

৩৩০. কুতায়বা (র) ---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করলে উপস্থিত লোকদের মধ্য কেউ কেউ তাকে তিরস্কার করতে উদ্যত হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাকে বাধা দিও না। যখন ঐ ব্যক্তি পেশাব করা শেষ করল, তখন তিনি এক বালতি পানি আনিয়ে তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।

٣٣١. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيْدِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ اَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ وَاَهْرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهِ دَلْوًا مِّنْ مَّاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ *

৩৩১. আবদুর রহমান ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক বেদুঈন মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করল। উপস্থিত লোকজন তাকে পাকড়াও করতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বললেন : তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে নরম ব্যবহার করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর ব্যবহারের জন্য নয়।

اَلنَّهْىُ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ

বদ্ধ পানিতে জুনুব ব্যক্তির গোসল করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

٣٣٢. اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ اَبَا السَّائِبِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ *

৩৩২. হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) ---- বুকায়র (র) থেকে বর্ণিত। আবূ সায়িব তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যেন জানাবাত অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে।

---

১. 'কুল্লা' বড় ধরনের মাটির কলসীকে বলা হয়। যাতে পাঁচশত রতল পানি ধরে। এক রতলের পরিমাণ অর্ধ সের বা অর্ধ লিটারের একটু বেশি। হাদীসে উল্লেখিত কুল্লাতায়ন-এর উদ্দেশ্য, পানি প্রচুর হলে তা নাপাক হয় না।

اَلْوُضُوْءُ بِمَاءِ الْبَحْرِ

সমুদ্রের পানি দ্বারা উযূ করা

٣٣٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ اَبِىْ بُرْدَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ *

৩৩৩. কুতায়বা (র) ---- সাঈদ ইব্ন আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। মুগীরা ইব্ন আবূ বুরদা (র) তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি এবং আমাদের সাথে করে স্বল্প পানি নিয়ে যাই। আমরা যদি ঐ পানি দ্বারা উযূ করি তবে আমরা পিপাসায় কষ্ট পাব, এমতাবস্থায় আমরা সমুদ্রের পানি দ্বারা উযূ করব কি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এর পানি পবিত্র আর এর মৃত জীব হালাল।

بَابُ الْوُضُوْءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

পরিচ্ছেদ : বরফ ও বৃষ্টির পানি দ্বারা উযূ করা

٣٣٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ *

৩৩৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ----আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ "হে আল্লাহ ! আমার পাপসমূহ বরফ ও মেঘের পানি দ্বারা ধৌত কর আর আমার অন্তঃকরণকে গুনাহ থেকে পরিষ্কার কর, যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করে থাক।"

٣٣٥. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِى مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ *

৩৩৫. আলী ইব্ন হুজর (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন : اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِى مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ "হে আল্লাহ ! আমার পাপসমূহ বরফ, পানি এবং মেঘের পানি দ্বারা ধুয়ে ফেল।"

بَابُ سُؤْرِ الْكَلْبِ

পরিচ্ছেদ : কুকুরের উচ্ছিষ্ট

٣٣٦. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى رَزِيْنٍ وَاَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ *

৩৩৬. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কুকুর তোমাদের কারো কোন পাত্রে মুখ দিলে সে যেন পাত্রের বস্তু ফেলে দেয় আর পাত্রটি সাতবার ধুয়ে ফেলে।

بَابُ تَعْفِيْرِ الْاِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوْغِ الْكَلْبِ فِيْهِ

পরিচ্ছেদ : কোন পাত্রে কুকুরের মুখ দেয়ার দরুন তা মাটি দ্বারা ঘষা

٣٣٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَرَخَّصَ فِى كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَّعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ *

৩৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) ---- আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরকে হত্যা করতে আদেশ করেছেন এবং বকরীপালের ও শিকারের কুকুরের বিষয়ে অনুমতি দান করেছেন। তিনি বলেছেন : কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধুয়ে নেবে আর অষ্টমবারে তা মাটি দ্বারা ঘষবে।

٣٣٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ يَزِيْدَ ابْنَ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ قَالَ وَرَخَّصَ فِى كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ - خَالَفَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ اِحْدٰهُنَّ بِالتُّرَابِ *

৩৩৮. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) ---- আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন। পরে বলেন, কুকুরের বিষয়ে তাদের কী হল ? আবদুল্লাহ

বলেন : আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিকারের কুকুর ও বকরীপালের কুকুর পোষার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : যখন কুকুর পাত্রে মুখ দেয়, তখন তা সাতবার ধুয়ে নেবে আর অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘষে নেবে। আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা)-এর বর্ণনা হতে ভিন্নরূপ। তিনি বলেছেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তন্মধ্যে একবার মাটি দ্বারা।

٣٣٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ اَبِى رَافِعٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ *

৩৩৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন কুকুর তোমাদের কারো পাত্রে মুখ দেয়, তখন তা সাতবার ধুয়ে ফেলবে তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দ্বারা।

٣٤٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ *

৩৪০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন কুকুর তোমাদের কারো পাত্রে মুখ দেয়, তখন ঐ পাত্র সাতবার ধুয়ে ফেলবে যার প্রথমবার হবে মাটি দ্বারা।

بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ

পরিচ্ছেদ : বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

٣٤١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ ابْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَّعْنَاهَا فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوْءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَاَصْغَى لَهَا الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَاٰنِى اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ اَخِى قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّمَا هِىَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ *

৩৪১. কুতায়বা (র) ---- কাব্শা বিন্তে কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ কাতাদা তাঁর নিকট আগমন করলেন, তারপর বর্ণনাকারী কিছু কথা বললেন : যার অর্থ এই ; আমি তার জন্য পানিভর্তি একটি উযূর পাত্র উপস্থিত করলাম। এমন সময় একটি বিড়াল তা হতে পান করল। তারপর তিনি ঐ বিড়ালটির জন্য পাত্রটি কাত করে দিলেন যাতে সে পান করতে পারে। কাব্শা বলেন, তখন আবূ কাতাদা দেখলেন, আমি তাঁর

দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি বললেন, হে ভাতিজী ! তুমি কি আশ্চর্যবোধ করছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এরা (বিড়াল) অপবিত্র নয়, এরা তোমাদের আশেপাশে বিচরণকারী এবং বিচরণকারিণী।

بَابُ سُؤْرِ الْحَائِضِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি নারীর ভুক্তাবশেষ

٣٤٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَتَعَرَّقُ الْعَرقَ فَيَضَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُهُ وَاَنَا حَائِضٌ وَكُنْتُ اَشْرَبُ مِنَ الْاِنَاءِ فَيَضَعُ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَاَنَا حَائِضٌ

৩৪২. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি গোশ্‌তযুক্ত হাড় হতে গোশত আল্‌গা করতাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মুখ সেখানেই রাখতেন যেখানে আমি মুখ রেখেছিলাম। আর আমি পাত্র হতে পানি পান করতাম এবং তিনি সেখানেই মুখ রাখতেন যেখানে আমি রেখেছিলাম, অথচ আমি তখন ঋতুমতি।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى فَضْلِ الْمَرْأَةِ

পরিচ্ছেদ : স্ত্রীর উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারের অনুমতি

٣٤٣. اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُنَ فِى زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْعًا *

৩৪৩. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ---- ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে নারী-পুরুষ সকলে একত্রে উযূ করত।[১]

بَابُ النَّهْىِ عَنْ فَضْلِ وُضُوْءِ الْمَرْأَةِ

পরিচ্ছেদ : নারীর উযূর উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

٣٤٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاؤُدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَاجِبٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَتَوَضَّاَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وُضُوْءِ الْمَرْأَةِ

৩৪৪. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- হাকাম ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নারীর উদ্বৃত্ত উযূর পানি দ্বারা পুরুষদের উযূ করতে নিষেধ করেছেন।

---

১. এ ছিল পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার পূর্বেকার কথা।

اَلرُّخْصَةِ فِى فَضْلِ الْجُنُبِ

জানাবাতগ্রস্ত ব্যক্তির উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারের অনুমতি

٣٤٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ *

৩৪৫. কুতায়বা (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে একত্রে একই পাত্রে গোসল করতেন।

بَابُ الْقَدْرِ الَّذِىْ يَكْتَفِىْ بِهِ الْاِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوْءِ وَالْغُسْلِ

পরিচ্ছেদ : একজন লোকের উযূ এবং গোসলের জন্য কতটুকু পানি যথেষ্ট

٣٤٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوْكٍ وَّ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِىَّ *

৩৪৬. আম্র ইব্ন আলী (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাব্র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মাক্কূক পানি দ্বারা উযূ করতেন এবং পাঁচ মাক্কূক পানি দ্বারা গোসল করতেন।

٣٤٧. اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحٰقَ الْكُوْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ وَّ يَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ *

৩৪৭. হারূন ইব্ন ইসহাক কূফী (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মুদ পরিমাণ পানি দ্বারা উযূ করতেন আর গোসল করতেন এক সা পানি দ্বারা।

٣٤٨. اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ *

৩৪৮. আবূ বকর ইব্ন ইসহাক (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করতেন এক মুদ পানি দ্বারা এবং গোসল করতেন এক সা' পানি দ্বারা।

كِتَابُ الْحَيْضِ وَالاِسْتِحَاضَةِ

অধ্যায় : হায়য ও ইস্তিহাযা

بَابُ بَدْءِ الْحَيْضِ وَهَل يُسَمَّى الْحَيْضُ نِفَاسًا

পরিচ্ছেদ : হায়যের সূচনা এবং হায়যকে নিফাস বলা যায় কিনা

٣٤٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ اَبِى بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَنُرٰى اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِى فَقَالَ مَالَكِ اَنَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاقْضِى مَايَقْضِى الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَّ تَطُوْفِى بِالْبَيْتِ *

৩৪৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বের হলাম, হজ্জ করা ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যখন আমরা সারিফ নামক স্থানে উপনীত হলাম তখন ঋতুমতি হলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট আসলেন তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি বললেন : তোমার কি হলো ? তোমার কি নিফাস (হায়য) আরম্ভ হয়েছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন : এ এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ্ তা'আলা আদম কন্যাদের জন্য অবধারিত করেছেন। অতএব বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ ব্যতীত হাজীগণ যে সব কাজ করে থাকেন, তুমিও তা কর।

بَابُ ذِكْرُ الاِسْتِحَاضَةِ وَاِقْبَالِ الدَّمِ وَاَدْبَارِهِ

ইস্তিহাযার বর্ণনা : রক্ত আরম্ভ হওয়া এবং তা বন্ধ হওয়া

٣٥٠. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَابْنُ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ مِنْ بَنِى اَسَدِ قُرَيْشٍ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ اَنَّهَا تُسْتَحَاضُ فَزَعَمَتْ اَنَّهُ قَالَ لَهَا اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحِيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِى وَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى *

৩৫০. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরায়শ বংশের আসাদ গোত্রের ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, তার ইস্তিহাযা হয়। তিনি মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এ একটি শিরা (শিরার রক্ত) বিশেষ। অতএব যখন হায়য আরম্ভ হবে তখন সালাত ছেড়ে দেবে। আর যখন তা বন্ধ হবে তখন গোসল করবে এবং তোমার ঐ রক্ত ধুয়ে ফেলবে। তারপর সালাত আদায় করবে।

٣٥١. اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِى *

৩৫১. হিশাম ইবন্ আম্মার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন হায়য আসে তখন সালাত ছেড়ে দেবে, আর যখন তা বন্ধ হয়ে যায়, তখন গোসল করবে।

٣٥٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَفْتَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اُسْتَحَاضُ فَقَالَ اِنَّ ذٰلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِىْ ثُمَّ صَلِّى فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ *

৩৫২. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মে হাবীবা বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ফতওয়া চাইলেন; ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আমার ইস্তিহাযা হয়। তিনি বললেন, এ একটি শিরা (শিরার রক্ত) বিশেষ। অতএব তুমি গোসল কর এবং সালাত আদায় কর। এরপর তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করতেন।

اَلْمَرْاَةُ تَكُوْنُ لَهَا اَيَّامٌ مَعْلُوْمَةٌ تَحِيْضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

যে নারীর প্রতি মাসে হায়যের দিন নির্দিষ্ট থাকে

٣٥٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّمِ

فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلاَنَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمْكُثِى قَدْرَ مَاكَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِى وَاَخْبَرَنَا بِهِ قُتَيْبَةُ مَرَّةً اُخْرٰى وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيْعَةَ *

৩৫৩. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মে হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন আয়েশা (রা) বললেন : আমি তার গামলাটি রক্তে পরিপূর্ণ দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : যতদিন তোমার হায়য তোমাকে বিরত রাখে, ততদিন তুমি বিরত থাক। তারপর তুমি গোসল করবে।

٣٥٤. اَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنِى عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ سَاَلَتِ امْرَأَةُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَتْ اِنِّىْ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ دَعِى قَدْرَ تِلْكَ الْاَيَّامِ وَاللَّيَالِى الَّتِى كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ثُمَّ اغْتَسِلِى وَاسْتَثْفِرِىْ وَصَلِّى *

৩৫৪. মুহাম্মদ ইবন্ আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক মহিলা রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করল : আমার ইস্তিহাযা হয় আর আমি পাক হই না। আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? তিনি বললেন : না, বরং যে কয়টি দিবারাত্র তোমার হায়য থাকত, ততদিন তুমি সালাত ছাড়বে। তারপর তুমি গোসল করবে এবং পট্টি বাঁধবে, পরে সালাত আদায় করবে।

٣٥٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اسْتَفْتَتْ لَهَا اُمُّ سَلَمَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِى وَالْاَيَّامِ الَّتِى كَانَتْ تَحِيْضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ اَنْ يُصِيْبَهَا الَّذِى اَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ قَدْرَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَاِذَا خَلَّفَتْ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِالثَّوْبِ ثُمَّ لِتُصَلِّ *

৩৫৫. কুতায়বা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময় এক মহিলার অবিরাম রক্তস্রাব হত। তার জন্য উম্মে সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সমাধান চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে দেখবে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে মাসের কত দিন কত রাত তার হায়য আসত। প্রতি মাসের ততদিন সময় সে সালাত ছেড়ে দেব। এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হলে সে গোসল করবে, পরে কাপড় দ্বারা পট্টি বাঁধবে, তারপর সালাত আদায় করবে।

ذِكْرِ الْاَقْرَاءِ

হায়যের মুদ্দতের বর্ণনা

٣٥٦. اَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ

مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ يَزِيْدَ وَهُوَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ اُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ اَبِى بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِى كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَاَنَّهَا اسْتُحِيْضَتْ لاَ تَطْهُرُ فَذُكِرَ شَانُهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِّنَ الرَّحِمِ لِتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْءِهَا الَّتِى كَانَتْ تَحِيْضُ لَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ ثُمَّ تَنْظُرْ مَابَعْدَ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ *

৩৫৬. রবী ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিন্ত জাহশ (রা) ইস্তিহাযায় আক্রান্ত ছিলেন। পবিত্র হতেন না। তাঁর ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করা হলো। তিনি বললেন : তা হায়য নয়, বরং জরায়ুর আঘাতজনিত একটি রোগ। সে লক্ষ্য রাখবে ইতিপূর্বে যতদিন তার হায়য থাকত ততদিন সে সালাত ছেড়ে দেবে। তারপর তার পরবর্তী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। পরে সে প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করবে।

٣٥٧. اَخْبَرَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ اِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ فَاَمَرَهَا اَنْ تَتْرُكَ الصَّلٰوةَ قَدْرَ اَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّى وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ *

৩৫৭. মূসা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জাহশের কন্যা সাত বছর যাবত ইস্তিহাযায় আক্রান্ত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটা হায়য নয়, বরং এটা শিরার রক্ত এবং তাকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি হায়যের সমপরিমাণ সময়ে সালাত আদায় করবেন না। তারপর তিনি গোসল করবেন এবং সালাত আদায় করবেন। তিনি প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করতেন।

٣٥٨. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمُنْذِرِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِى حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَشَكَتْ اِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ فَانْظُرِىْ اِذَا اَتَاكِ قَرْءُكِ فَلاَ تُصَلِّى وَاِذَا مَرَّ قَرْءُكِ فَلْتَطَهَّرِى ثُمَّ صَلِّى مَا بَيْنَ الْقَرْءِ اِلَى الْقَرْءِ -

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ مَاذَكَرَ الْمُنْذِرُ " *

৩৫৮. ঈসা ইবন্ হাম্মাদ (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শ (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার রক্ত নির্গত হওয়ার অভিযোগ করলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : এটা শিরার রক্ত মাত্র। তাই তুমি লক্ষ্য রাখবে যখন তোমার ঋতু আরম্ভ হবে, তখন সালাত ছেড়ে দেবে। আর যখন ঋতুর সময় অতিবাহিত হবে, তখন তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে। পরে এক ঋতুর সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হতে আর এক ঋতুর সময় আসা পর্যন্ত সালাত আদায় করবে।

٣٥٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالُوْا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِى حُبَيْشٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّى امْرَاَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ لاَ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَّلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى *

৩৫৯. ইসহাক ইবন্ ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমা বিন্ত আবূ হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আমি ইস্তিহাযায় আক্রান্ত। সে কারণে আমি পবিত্র হই না। এই অবস্থায় আমি সালাত ছেড়ে দেব কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : না, এটা শিরার রক্ত মাত্র; হায়য নয়। অতএব যখন তোমার ঋতু আরম্ভ হবে, তখন সালাত ছেড়ে দেবে। আর যখন ঋতুর সময় অতিবাহিত হবে, তখন তুমি রক্ত ধৌত করবে এবং সালাত আদায় করবে।

جَمْعُ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ وَغُسْلُهَا اِذَا جَمَعَتْ

ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর দু'টি সালাত একত্রিত করা আর যখন একত্রিত করবে তখন তজ্জন্য গোসল করা প্রসঙ্গ

٣٦٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً مُسْتَحَاضَةً عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ قِيْلَ لَهَا اِنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ وَّاُمِرَتْ اَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَّاحِدًا وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَّاحِدًا وَ تَغْتَسِلَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ غُسْلاً وَّاحِدًا *

৩৬০. মুহাম্মদ ইবন্ বাশ্শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত কোন মহিলাকে বলা হল : এটা একটা অবাধ্য শিরা (যা হতে ক্রমাগত রক্ত নির্গত হয়)। তাকে আদেশ করা হল, সে যেন যোহরের সালাত শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং আসরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে, আর উভয় সালাতের জন্য একবার গোসল করে। আর মাগরিবের সালাত বিলম্বে আদায় করে, ইশার সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে, আর উভয় সালাতের জন্য যেন একবার গোসল করে। আর ফজর সালাতের জন্য একবার গোসল করে।

٣٦١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَقَالَ تَجْلِسُ

أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ *

৩৬১. সুওয়ায়দ ইবন্ নাসর (র) - - - - যায়নাব বিনত জাহশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললাম যে, আমি ইস্তিহাযাগ্রস্ত। তিনি বললেন : সে তার হায়যের দিনগুলোতে সালাত আদায় হতে বিরত থাকবে, পরে গোসল করবে। যোহরের সালাত দেরীতে এবং আসরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে গোসল করে আদায় করবে এবং পুনরায় গোসল করে মাগরিবকে পিছিয়ে আর ইশাকে প্রথমভাগে আদায় করবে এবং ফজরের জন্য একবার গোসল করবে।

بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالاِسْتِحَاضَةِ

পরিচ্ছেদ : হায়য ও ইস্তিহাযার রক্তের পার্থক্য

٣٦٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَقَّاصٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِى حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَارَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِى عَنِ الصَّلٰوةِ وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِى فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ *

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِيٍّ هٰذَا مِنْ كِتَابِهِ *

৩৬২. মুহাম্মদ ইবন্ মুসান্না (র) - - - - ফাতিমা বিনত আবূ হুবায়শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইস্তিহাযাগ্রস্ত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : হায়যের রক্ত হয় কালো বর্ণের, যা চেনা যায়। এ সময় তুমি সালাত হতে বিরত থাকবে। আর যদি হায়যের রক্ত না হয়, তবে উযূ করে নেবে। কেননা তা হচ্ছে শিরা থেকে নির্গত রক্তবিশেষ।

٣٦٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِيٍّ مِّنْ حِفْظِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِى حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذٰلِكِ فَأَمْسِكِى عَنِ الصَّلٰوةِ وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِى وَصَلِّى - "قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ مَاذَكَرَ ابْنُ أَبِى عَدِيٍّ وَاللّٰهُ تَعَالٰى أَعْلَمُ " *

৩৬৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনত আবূ হুবায়শ (রা) ইস্তিহাযাগ্রস্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : হায়যের রক্ত কালো বর্ণের, যা চেনা যায়। এমতাবস্থায় তুমি সালাত আদায় হতে বিরত থাকবে। আর যখন অন্য রক্ত হয় তখন উযূ করবে এবং সালাত আদায় করবে।

٣٦٤. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنَ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتُحِيْضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِى حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى أُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا ذٰلِك عِرْقٌ وَّلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّئِى وَصَلِّى فَاِنَّمَا ذٰلِك عِرْقٌ وَّلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ قِيْلَ لَهُ فَالْغُسْلُ قَالَ ذٰلِكِ لاَيَشُكُّ فِيْهِ اَحَدٌ - قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ وَتَوَضَّئِى غَيْرُ حَمَّادٍ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ *

৩৬৪. ইয়াহয়া ইবন্ হাবীব ইব্‌ন আরাবী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমা বিনত আবূ হুবায়শ (রা) ইস্তিহাযাগ্রস্ত হলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ইস্তিহাযাগ্রস্ত। ফলে আমি পাক হই না— এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ছেড়ে দেব ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটা শিরা হতে নির্গত রক্ত, হায়য নয়। অতএব যখন হায়য দেখা দেবে, তখন সালাত ছেড়ে দেবে, আর যখন ঐ সময় অতিবাহিত হবে, তখন তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে নেবে এবং উযূ করে সালাত আদায় করবে। এটা শিরা হতে নির্গত রক্ত, হায়য নয়। সনদের জনৈক বর্ণনাকারীকে প্রশ্ন করা হলো তাহলে গোসল? তিনি বললেন : এ বিষয়ে কেউ সন্দেহ পোষণ করেন না।

আবূ আবদির রহমান (র) বলেন, হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) থেকে এ হাদীসখানা একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাম্মাদ (র) ব্যতীত আর কেউ 'উযূ করে সালাত আদায় করবে' এ কথাটি উল্লেখ করেন নি।

٣٦٥. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِى حُبَيْشٍ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اُسْتُحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا ذٰلِك عِرْقٌ وَّلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاَمْسِكِى عَنِ الصَّلٰوةِ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى *

৩৬৫. সুয়ায়দ ইবন্ নাস্‌র (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিন্‌ত আবূ হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ইস্তিহাযায় আক্রান্ত, ফলে আমি পবিত্র হই-না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটা শিরা হতে নির্গত রক্ত, হায়য নয়। অতএব যখন হায়য আসবে, তখন তুমি সালাত আদায় হতে বিরত থাকবে, আর যখন ঐ সময় অতিবাহিত হবে, তখন তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে সালাত আদায় করবে।

٣٦٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِى حُبَيْشٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا

ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةِ وَاِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى *

৩৬৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমা বিন্ত আবূ হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : আমি পবিত্র হই না। আমি কি সালাত আদায় করা ছেড়ে দেব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটা শিরা থেকে নির্গত রক্ত, হায়য নয়। অতএব যখন হায়য আরম্ভ হয় তখন সালাত ছেড়ে দিবে, আর যখন তার সমপরিমাণ সময় অতিবাহিত হবে, তখন তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে নেবে এবং সালাত আদায় করবে।

٣٦٧. اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بِنْتَ اَبِى حُبَيْشٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى لَاَطْهُرُ اَفَاَتْرُكُ الصَّلٰوةَ قَالَ لَا اِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ قَالَ خَالِدٌ وَفِيْمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى *

৩৬৭. আবুল আশ'আস (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা বিনত আবূ হুবায়শ (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি পাক হই না, আমি কি সালাত আদায় ছেড়ে দেব? তিনি বললেন : না, এটা শিরা হতে নির্গত রক্তবিশেষ।

খালিদ বলেন : আমি যা তার নিকট পাঠ করেছি, তাতে রয়েছে : তা হায়য নয়, যখন হায়য দেখা দেয় তখন তুমি সালাত ত্যাগ করবে; আর যখন তা শেষ হয়, তখন তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে নেবে এবং সালাত আদায় করবে।

بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

পরিচ্ছেদ : হলদে রং এবং মেটে রং

٣٦٨. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا *

৩৬৮. আমর ইব্ন যুরারা (র) - - - - মুহাম্মদ (ইবন সিরীন) (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেছেন : আমরা হলদে রং এবং মেটে রংয়ের রক্তকে হায়যের কোন বস্তু বলে মনে করতাম না।

بَابُ مَا يَنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيْلِ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ

পরিচ্ছেদ : হায়যগ্রস্ত নারীর সাথে যা করা বৈধ এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাখ্যা :

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ

"লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাব-কালে স্ত্রী-সঙ্গ বর্জন করবে।" (২ : ২২২)

٣٦٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ اِذَا حَاضَتِ الْمَرْاَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُوَاكِلُوهُنَّ وَلاَ يُشَارِبُوْهُنَّ وَلاَ يُجَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ فَسَأَلُوا النَّبِىَّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى الْاٰيَةَ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّوَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوْهُنَّ وَ يُجَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ وَ اَنْ يَّصْنَعُوْا بِهِنَّ كُلَّ شَىْءٍ مَا خَلاَ الْجِمَاعَ . فَقَالَتِ الْيَهُودُ مَا يَدَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا مِّنْ اَمْرِنَا اِلاَّ خَالَفَنَا فَقَامَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَاَخْبَرَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالاَ اَنُجَامِعُهُنَّ فِى الْمَحِيْضِ فَتَمَعَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَمَعُّرًا شَدِيدًا حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ قَدْ غَضِبَ فَقَامَا فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَدِيَّةَ لَبَنٍ فَبَعَثَ فِى اٰثَارِهِمَا فَرَدَّهُمَا فَسَقَاهُمَا فَعُرِفَ اَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا *

৩৬৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়াহূদী নারীদের যখন হায়য আসত তখন তারা তাদের সাথে একত্রে পানাহার করত না, তাদের সাথে ঘরে একত্রে অবস্থানও করত না। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে আল্লাহ্ তা'আলা وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى الْاٰيَةَ আয়াত নাযিল করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের আদেশ করলেন : তারা যেন তাদের সাথে একত্রে পানাহার করে এবং তাদের সাথে একই ঘরে বসবাস করে, আর যেন তাদের সাথে সহবাস ব্যতীত অন্য সব কিছু করে। এরপর ইয়াহূদীরা বলতে লাগল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কোন ব্যাপারেই বিরোধিতা না করে ছাড়বেন না। তখন উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) এবং আব্বাদ ইব্ন বিশ্র (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ সংবাদ দিয়ে বললেন, তাহলে আমরা কি স্ত্রীদের সাথে হায়যের সময় সহবাস করব ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। এমনকি আমরা ধারণা করলাম, তিনি তাদের প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন। তখন তারা উঠে চলে গেলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺএর নিকট হাদিয়ার দুধ আসল। তিনি উক্ত দু'জনের খোঁজে লোক পাঠালেন। সে উভয়কে ফিরিয়ে আনল। তিনি তাঁদের পান করালেন। তখন বুঝা গেল যে, তিনি তাঁদের উপর রাগান্বিত হননি।

ذِكْرُ مَايَجِبُ عَلٰى مَنْ اَتٰى حَلِيْلَتَهُ فِى حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْىِ اللّٰهِ تَعَالٰى

আল্লাহ্ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা জানা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে হায়য অবস্থায় সহবাস করে তবে তার উপর যে শাস্তি নির্ধারিত, তার বর্ণনা

٣٧٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ

عَنْ مِقْسَمٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَاتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ *

৩৭০. আমর ইবন্ আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি হায়য অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে, তার ব্যাপারে হুকুম এই যে, সে এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার সদকা করবে।

مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ فِي ثِيَابِ حَيْضَتِهَا

পরিচ্ছেদ : হায়যগ্রস্ত নারীর সাথে তার হায়য বস্ত্রে একত্রে শয্যা গ্রহণ

٣٧١ . اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ح وَاَنْبَأَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي ح وَاَنْبَأَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحٰرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَاَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَفِسْتِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيْلَةِ وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ *

৩৭১. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - যায়নাব বিনত আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। উম্মে সালামা (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে শায়িত ছিলাম। এমতাবস্থায় আমার হায়য দেখা দিলে আমি সরে পড়লাম এবং আমার হায়য বস্ত্র পরিধান করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি হায়যগ্রস্ত হয়েছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন আর আমি তাঁর সঙ্গে একই চাদরে শয়ন করলাম।

بَابٌ نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيْلَتِهٖ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

পরিচ্ছেদ : একই কাপড়ের নিচে ঋতুমতি স্ত্রীর সাথে পুরুষের শয্যা গ্রহণ

٣٧٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ قَالَ سَمِعْتُ خِلَاسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَبِيْتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَاَنَا طَامِثٌ حَائِضٌ فَاِنْ اَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ وَصَلّٰى فِيْهِ - ثُمَّ يَعُوْدُ فَاِنْ اَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ وَصَلّٰى فِيْهِ *

৩৭২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

একই চাদরে রাত্রি যাপন করতাম অথচ আমি ছিলাম ঋতুমতি। আমার কোন কিছু তাঁর শরীরে লাগলে তিনি শুধু ঐ স্থান ধুয়ে নিতেন, এর অধিক ধুতেন না। আর তাতেই তিনি সালাত আদায় করতেন।

مُبَاشَرَةُ الْحَائِضِ

ঋতুমতি স্ত্রীর শরীরে শরীর মিলানো

٣٧٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ اِحْدٰنَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا اَنْ تَشُدَّ اِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا *

৩৭৩. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কেউ ঋতুমতি হলে তাকে আদেশ করতেন যেন সে তার ইযার শক্ত করে বাঁধে। পরে তিনি তার শরীরের সাথে শরীর লাগাতেন।

٣٧٤. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا اِذَا حَاضَتْ اَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا *

৩৭৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের কেউ ঋতুমতি হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ইযার পরার নির্দেশ দিতেন। তারপর তিনি তার দেহের সাথে দেহ মিলাতেন।

ذِكْرُ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُهُ اِذَاحَاضَتْ اِحْدٰى نِسَائِهِ

যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন স্ত্রী ঋতুমতি হতেন তখন তিনি তার সাথে কি করতেন

٣٧٥. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ وَ هُوَ اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ سَعِيْدٍ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ مَعَ اُمِّى وَ خَالَتِى فَسَأَلَتَاهَا كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ اِذَا حَاضَتْ اِحْدَاكُنَّ قَالَتْ كَانَ يَأْمُرُنَا اِذَا حَاضَتِ اِحْدَانَا اَنْ تَتَّزِرَ بِاِزَارٍ وَّاسِعٍ ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا وَثَدْيَيْهَا *

৩৭৫. হান্নাদ ইব্‌ন সাররী (র) - - - - জুমায় ইব্‌ন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার আম্মা ও আমার খালার সাথে আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তাঁরা উভয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের কেউ ঋতুমতি হলে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, তখন তিনি আমাদের আদেশ করতেন আমরা যেন প্রশস্ত ইযার পরিধান করি। তারপর তিনি তার স্তনসহ বক্ষদেশ জড়িয়ে ধরতেন।

٣٧٦. اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَ اَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ وَ اللَّيْثُ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيْبٍ مَوْلٰى عُرْوَةَ عَنْ بُدَيَّةَ وَ كَانَ اللَّيْثُ يَقُوْلُ نَدبَةَ مَوْلاَةِ مَيْمُوْنَةَ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَاشِرُ الْمَرْاَةَ مِنْ نِسَائِهٖ وَهِيَ حَائِضٌ اِذَا كَانَ عَلَيْهَا اِزَارٌ يَبْلُغُ اَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي حَدِيْثِ اللَّيْثِ تَحْتَجِرُ بِهٖ *

৩৭৬. হারিস ইবন মিস্‌কীন (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদের কারো সাথে হায়য অবস্থায় শরীরের সাথে শরীর লাগাতেন, যখন তিনি (ঋতুমতি সহধর্মিণী) ইযার পরিহিত থাকতেন যা তাঁর উরু ও হাঁটুদ্বয়ের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছতো।

بَابُ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতির সঙ্গে একত্রে খাদ্যগ্রহণ ও তার উচ্ছিষ্ট হতে পান করা

٣٧٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جَمِيْلِ بْنِ طَرِيْفٍ اَنْبَاَنَا يَزِيْدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ اَبِيْهِ شُرَيْحٍ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ هَل تَاكُلُ الْمَرْاَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنِي فَاٰكُلُ مَعَهُ وَاَنَا عَارِكٌ كَانَ يَاْخُذُ الْعَرْقَ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيْهِ فَاَعْتَرِقُ مِنْهُ ثُمَّ اَضَعُهُ فَيَاْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ وَ يَدْعُوْ بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيْهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّشْرَبَ مِنْهُ فَاٰخُذُهُ فَاَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ اَضَعُهُ فَيَاْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَ يَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ *

৩৭৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - শুরায়হ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করেন, স্ত্রী কি তার স্বামীর সঙ্গে হায়য অবস্থায় খাদ্যগ্রহণ করতে পারে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ডাকতেন আর আমি তাঁর সঙ্গে একত্রে খাদ্যগ্রহণ করতাম, অথচ তখন আমি ঋতুমতি। তিনি একখানা গোশতযুক্ত হাড় নিতেন আর তা খাওয়ার ব্যাপারে আমাকে বাধ্য করতেন, আমি তা থেকে গোশত কামড়ে নিতাম, পরে তা রেখে দিতাম। তিনি তা হাতে নিয়ে নিজেও কামড়ে খেতেন আর আমি হাড়ের যেখানে আমার মুখ রাখতাম, তিনি সেখানেই তাঁর মুখ রাখতেন। আর তিনি পানীয় আনতে বলতেন এবং তিনি তা হতে নিজে পান করার পূর্বে আমাকে পান করার জন্য বাধ্য করতেন। তখন আমি ঐ পাত্র নিয়ে তা থেকে পান করতাম তারপর তা রেখে দিতাম। তিনি তা হাতে নিতেন এবং তা হতে পান করতেন। তিনি তাঁর মুখ পেয়ালার ঐ স্থানেই রাখতেন যেখানে আমি আমার মুখ রাখতাম।

٣٧٨. اَخْبَرَنِي اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اَشْرَبُ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِن فَضْلِ شَرَابِي وَاَنَا حَائِضٌ *

৩৭৮. আইয়্যুব ইব্‌ন মুহাম্মদ ওয়ায্‌যান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মুখ ঐ স্থানে রাখতেন যেস্থান থেকে আমি পান করতাম আর তিনি আমার পান করার পর উদ্বৃত্ত পানি পান করতেন অথচ তখন আমি ছিলাম ঋতুমতি।

اَلاِنْتِفَاعُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

ঋতুমতির ভুক্তাবশেষ ব্যবহার করা

٣٧٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنَاوِلُنِى الْاِنَاءَ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اُعْطِيْهِ فَيَتَحَرّٰى مَوْضِعَ فَمِى فَيَضَعُهُ عَلٰى فِيْهِ *

৩৭৯. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - শুরায়হ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে পানপাত্র দিতেন তখন আমি তা থেকে পান করতাম, অথচ তখন আমি ছিলাম ঋতুমতি। পরে আমি ঐ পাত্র তাঁকে প্রদান করতাম, তখন তিনি আমার মুখ রাখার স্থানটি তালাশ করে সেখানেই মুখ রাখতেন।

٣٨٠. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَ سُفْيَانُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَشْرَبُ مِنَ الْقَدَحِ وَاَنَا حَائِضٌ فَاُنَاوِلُهُ النَّبِىَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِىَّ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَ اَتَعَرَّقُ مِنَ الْعَرْقِ وَ اَنَا حَائِضٌ وَاُنَاوِلُهُ النَّبِىَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِىَّ *

৩৮০. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি পানপাত্র থেকে পান করতাম তখন আমি ছিলাম ঋতুমতি। তারপর আমি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট প্রদান করতাম, তিনি আমার মুখের স্থানে তাঁর মুখ রেখে পান করতেন এবং ঋতুমতি অবস্থায় আমি গোশ্‌তযুক্ত হাড় হতে গোশ্‌ত চিবাতাম আর তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাতে প্রদান করতাম। তিনি আমার মুখ রাখার স্থানে নিজের মুখ রাখতেন।

بَابُ الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَرَأْسُهُ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهٖ وَهِىَ حَائِضٌ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে পুরুষের কুরআন তিলওয়াত করা

٣٨١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اُمِّهٖ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَأْسُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجْرِ اِحْدَانَا وَهِىَ حَائِضٌ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ *

৩৮১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথা আমাদের কারো কোলে স্থাপিত থাকত অথচ সে ছিল তখন ঋতুমতি। আর এ অবস্থায় তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ سُقُوْطِ الصَّلٰوةِ عَنِ الْحَائِضِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি নারীদের সালাত আদায় থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্তি

٣٨٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ . عَنْ مُّعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ سَاَلَتِ امْرَاةٌ عَائِشَةَ اَتَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلٰوةَ فَقَالَتْ اَحَرُورِيَّةٌ اَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيْضُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ نَقْضِى وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ *

৩৮২. আমর ইব্‌ন যুরারা (র) - - - - মু'আযা আদাবিয়্যাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একজন মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল : ঋতুমতি নারী কি সালাত কাযা পড়বে। তিনি বললেন : তুমি কি খারিজী মহিলা ? আমরা তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপস্থিতিতে ঋতুমতি হতাম আর তখন আমরা সালাত আদায় করতাম না এবং আমাদের তা কাযা করতেও বলা হতো না।

بَابُ اِسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি নারীর খেদমত গ্রহণ

٣٨٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ قَالَ يَا عَائِشَةُ نَاوِلِيْنِى الثَّوْبَ فَقَالَتْ اِنِّى لاَ اُصَلِّى فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ فِى يَدِكِ فَتَنَاوَلَتْهُ *

৩৮৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - -আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে ছিলেন, হঠাৎ তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমাকে কাপড়খানা দাও। তখন আয়েশা (রা) বললেন, আমি সালাত আদায় করছি না। তিনি বললেন, হায়য তোমার হাতে নয়। তখন আয়েশা (রা) তাঁকে তা প্রদান করলেন।

٣٨٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَ اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاوِلِيْنِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ اِنِّى حَائِضٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِى يَدِكِ قَالَ اِسْحٰقُ اَنْبَأَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ *

৩৮৪. কুতায়বা (র) ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) - - - - কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত যে, আয়েশা

(র) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন : আমাকে মসজিদ হতে চাদরখানা এনে দাও। আমি বললাম, আমি তো ঋতুমতি, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হায়য তোমার হাতে নয়।

بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ

ঋতুমতি নারীর মসজিদে চাদর বিছানো

٣٨٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْبُوْذٍ عَنْ أُمِّهِ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِى حَجْرِ اِحْدَنَا فَيَتْلُوا الْقُرْاٰنَ وَهِىَ حَائِضٌ وَ تَقُوْمُ اِحْدَنَا بِخُمْرَتِهِ اِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِىَ حَائِضٌ *

৩৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - মানবূয (র) তাঁর মাতা থেকে বর্ণনা করেন যে, মায়মূনা (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কারো কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন অথচ সে ছিল তখন ঋতুমতি। আর আমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে হায়য অবস্থায় তাঁর চাদর বিছিয়ে আসত।

بَابُ تَرْجِيْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِى الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি স্ত্রী কর্তৃক মসজিদে ইতিকাফরত স্বামীর মাথা আঁচড়ানো

٣٨٦. اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ . عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ وَهِىَ فِى حُجْرَتِهَا *

৩৮৬. নাসর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি ঋতুমতি অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথায় চিরুণী করতেন আর তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইতিকাফে থাকতেন। সেখান থেকে তাঁর দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর তিনি [আয়েশা (রা)] থাকতেন হুজরায়।

غَسْلُ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

ঋতুমতি স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া

٣٨٧. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنِى سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْنِى اِلَىَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ *

৩৮৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইতিকাফ অবস্থায় আমার দিকে তাঁর মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর আমিও ঋতুমতি অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

٣٨٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ *

৩৮৮. কুতায়বা - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে আমার দিকে তাঁর মাথা বের করে দিতেন আর আমি ঋতুমতি অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

٣٨٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ *

৩৮৯. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ঋতুমতি অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাথায় চিরুণী করে দিতাম।

بَابُ شُهُوْدِ الْحُيَّضِ الْعِيْدَيْنِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِيْنَ

পরিচ্ছেদ : ঋতুমতি নারীদের ঈদে ও মুসলমানদের দু'আয় উপস্থিত হওয়া

٣٩٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ لَاتَذْكُرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ قَالَتْ بِاَبَا فَقُلْتُ اَسَمِعْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَذَا وَ كَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِاَبَا قَالَ لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَ الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ تَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى *

৩৯০. আমর ইব্ন যুরারা (র) - - - - হাফসা[১] (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মে আতিয়্যা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নাম উচ্চারণ করলেই বলতেন : 'আমার পিতা উৎসর্গিত হোক'। একদা আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমার পিতা উৎসর্গিত হোক। তিনি বলেছেন, বালেগা হওয়ার নিকটবর্তী বয়সের বালিকা, অন্তঃপুরবাসিনী ও ঋতুমতি মহিলাগণ নেককাজে এবং মুসলমানদের দোয়ার মজলিসে উপস্থিত হতে পারে, তবে ঋতুমতি মহিলাগণ সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকবে।

اَلْمَرْأَةِ تَحِيْضُ بَعْدَ الْاِفَاضَةِ

যে নারী তাওয়াফে ইফাদার পরে ঋতুমতি হয়

٣٩١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ اَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ صَفِيَّةَ

১. হাফসা বিনত সিরীন।

بِنْتَ حُيَىٍّ قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا اَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَاخْرُجْنَ *

৩৯১. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন : সফিয়া বিন্ত হুয়াই ঋতুবতী হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হয়তো সে আমাদের আটকে রাখবে, সে কি তোমাদের সঙ্গে কা'বা শরীফের তাওয়াফ করেনি? তিনি উত্তর দিলেন হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাহলে তোমরা বের হয়ে পড়।

مَاتَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

নিফাসওয়ালী মহিলা ইহ্রামের সময় কি করবে

٣٩٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِى حَدِيْثِ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِيْنَ نُفِسَتْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهُ ﷺ قَالَ لاَبِى بَكْرٍ مُرْهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَ يُهِلَّ *

৩৯২. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনত উমায়স নিফাসওয়ালী হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা)-কে বললেন : তাকে বল, সে যেন গোসল করে নেয় এবং ইহ্রাম বাঁধে।

بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

পরিচ্ছেদ : নিফাসওয়ালী মহিলার জানাযার সালাত

٣٩٣. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِى الْمُعَلِّمَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الصَّلٰوةِ فِى وَسْطِهَا *

৩৯৩. হুমায়দ ইব্ন মাস'আদা (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে উম্মে কা'বের জানাযার সালাত আদায় করেছি। তিনি নিফাস অবস্থায় ইনতেকাল করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে তাঁর লাশের মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন।

بَابُ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

পরিচ্ছেদ : ঋতুর রক্ত কাপড়ে লাগলে

٣٩٤. اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ

بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ وَكَانَتْ تَكُوْنُ فِى حَجْرِهَا اَنَّ امْرَأَةً سْتَفْتَتِ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ فَقَالَ حُتِّيْهِ وَاقْرُصِيْهِ وَانْضِحِيْهِ وَ صَلِّى فِيْهِ *

৩৯৪. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - আসমা বিন্ত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে ঋতুর রক্ত কাপড়ে লাগলে কি করতে হবে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : তা খুঁটবে পরে তা আঙ্গুল দ্বারা মলবে। তারপর পানি ঢেলে ধুয়ে নেবে এবং তাতেই সালাত আদায় করবে।

٣٩٥. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو الْمِقْدَامِ ثَابِتُ الْحَدَّادُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ اُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ اَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ قَالَ حُكِّيْهِ بِضَلَعٍ وَّاغْسِلِيْهِ بِمَاءٍ وَّ سِدْرٍ *

৩৯৫. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আদী ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি শুনেছি, উম্মে কায়স বিন্ত মিহসান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, ঋতুর রক্ত কাপড়ে লাগলে কি করবেন? তিনি বললেন : কাঠ দ্বারা ঘষে নেবে। তারপর পানি ও কুলপাতা দ্বারা ধুয়ে ফেলবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ

অধ্যায় : গোসল ও তায়াম্মুম

بَابُ ذِكْرِ نَهْيِ الْجُنُبِ عَنِ الْاِغْتِسَالِ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ

পরিচ্ছেদ : বদ্ধ পানিতে জুনুব ব্যক্তির গোসলের নিষেধাজ্ঞা

٣٩٦. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا السَّائِبِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ *

৩৯৬. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে জানাবাত অবস্থায় গোসল না করে।

٣٩٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَبُوْلَنَّ الرَّجُلُ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ اَوْ يَتَوَضَّاُ *

৩৯৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : কোন ব্যক্তি যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, যাতে সে পরে গোসল অথবা উযূ করবে।

٣٩٨. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْبَغْدَادِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّبَالَ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يُغْتَسَلَ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ *

৩৯৮. আহমদ ইব্‌ন সালেহ বাগদাদী (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে এবং তাতে জানাবাতের গোসল করতে।

٣٩٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُبَالَ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُغْتَسَلَ مِنْهُ *

৩৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে, তারপর তাতে গোসল করতে।

٤٠٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لاَيَبُوْلَنَّ اَحَدُكُم فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِى لاَيَجْرِىْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ سُفْيَانُ قَالُوْا لِهِشَامٍ يَعْنِى ابْنَ حَسَّانٍ اَنَّ اَيُّوْبَ اِنَّمَا يَنْتَهِى بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اِلٰى اَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ اِنَّ اَيُّوْبَ لَوِاسْتَطَاعَ اَنْ لاَّيَرْفَعَ حَدِيثًا لَمْ يَرْفَعْهُ *

৪০০. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের কেউ যেন প্রবাহিত হয় না এরূপ বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, যাতে সে পরে গোসল করবে।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى دُخُوْلِ الْحَمَّامِ

পরিচ্ছেদ : হাম্মামে প্রবেশের অনুমতি

٤٠١ . اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ اِلاَّ بِمِئْزَرٍ *

৪০১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তে এবং কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে, সে যেন ইযার পরিধান ব্যতীত হাম্মামে প্রবেশ না করে।

بَابُ الْاِغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

পরিচ্ছেদ : বরফ এবং মেঘের পানিতে গোসল করা

٤٠٢ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَاَةَ بْنَ زَاهِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى اَوْفٰى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِى مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِى بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ *

৪০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - মাজযাআ ইব্‌ন যাহির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি দু'আ করতেন নিম্নরূপ :

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِى مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا اَللّٰهُمَّ نَقِّنِى مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِى بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ *

"হে আল্লাহ্ ! আমাকে পাপ এবং ভুল-ত্রুটি হতে পবিত্র করুন, হে আল্লাহ্ ! আমাকে তা থেকে পাক-পবিত্র করুন যেরূপ সাদা বস্ত্র ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়। হে আল্লাহ্ ! আমাকে বরফ, মেঘমালার পানি এবং ঠাণ্ডা পানি দ্বারা পবিত্র করুন।"

بَابُ الْاِغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

পরিচ্ছেদ : ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করা

٤٠٣ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ رُقَبَةَ عَنْ مَجْزَأَةَ الْاَسْلَمِىِّ عَنِ ابْنِ اَبِى اَوْفٰى قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِى بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِد اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِى مِنَ الذُّنُوْبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ *

৪০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন :

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِى بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدَ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِى مِنَ الذُّنُوْبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ *

"হে আল্লাহ্ ! আমাকে বরফ, মেঘের পানি এবং ঠাণ্ডা পানি দ্বারা পবিত্র করুন। হে আল্লাহ্ ! আমাকে পাপ থেকে এরূপ পবিত্র করুন যেরূপ সাদা কাপড় ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়।"

بَابُ الْاِغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

পরিচ্ছেদ : নিদ্রার পূর্বে গোসল করা

٤٠٤ . اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ نَوْمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْجَنَابَةِ اَيَغْتَسِلُ قَبْلَ اَنْ يَّنَامَ اَوْ يَنَامُ قَبْلَ اَنْ يَّغْتَسِلَ ؟ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّاَ فَنَامَ *

৪০৪. শুআয়ব ইব্ন ইউসুফ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ কায়স (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, জানাবাত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিদ্রা কিরূপ ছিল ? তিনি কি নিদ্রার পূর্বে গোসল করতেন অথবা গোসল করার পূর্বে নিদ্রা যেতেন ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সবটাই করতেন, অনেক সময় তিনি গোসল করে নিদ্রা যেতেন আবার কোন কোন সময় উযূ করে নিদ্রা যেতেন।

بَابُ الْاِغْتِسَالِ اَوَّلَ اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ : রাতের প্রথমভাগে গোসল করা

٤٠٥ . اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُرْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا فَقُلْتُ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ اَوْ مِنْ اٰخِرِهٖ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ اَوَّلِهٖ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ اٰخِرِهٖ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِي الْاَمْرِ سَعَةً *

৪০৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব ইব্ন আরাবী (র) - - - - গুযায়ফ ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি রাতের প্রথমভাগে গোসল করতেন ? না শেষরাতে গোসল করতেন? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সবটাই করতেন। অনেক সময় তিনি রাতের প্রথমভাগে গোসল করতেন। আবার কখনও শেষরাতে গোসল করতেন। আমি বললাম, আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন।

بَابُ الْاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

পরিচ্ছেদ : গোসল করার সময় আড়াল করা

٤٠٦ . اَخْبَرَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَلِيْمٌ حَيِيٌّ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَاِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ *

৪০৬. ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র) - - - - ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দেখলেন, এক ব্যক্তি খোলা জায়গায়[১] গোসল করছে। তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন, আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করলেন। তারপর বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যশীল, লজ্জাশীল, (মানুষের পাপ) আড়ালকারী। তিনি লজ্জাশীলতাকে এবং পর্দা করাকে পছন্দ করেন। অতএব তোমাদের কেউ যখন গোসল করবে, সে যেন পর্দা করে।

---

১. পর্দা ব্যতীত।

٤٠٧ . اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ سِتِّيْرٌ فَاِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَىْءٍ *

৪০৭. আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক (র) - - - -ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা (মানুষের দোষ) আড়ালকারী। কেউ যখন গোসল করে, তখন সে যেন কোন কিছু দ্বারা পর্দা করে নেয়।

٤٠٨ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَّيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاءً قَالَتْ فَسَتَرْتُهُ فَذَكَرَتِ الْغُسْلَ قَالَتْ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا *

৪০৮. কুতায়বা (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য (গোসলের) পানি রাখলাম, তিনি বলেন : আমি তাঁকে আড়াল করলাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর) গোসলের অবস্থা বর্ণনা করার পর বললেন : আমি তাঁর জন্য একটি বস্ত্র আনলাম (গোসলের পানি মুছে ফেলার জন্য), তিনি তা গ্রহণ করলেন না।

٤٠٩ . اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ عَنْ مُوْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا اَيُّوْبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِى فِى ثَوْبِهِ قَالَ فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَا اَيُّوْبُ اَلَمْ اَكُنْ اَغْنَيْتُكَ قَالَ بَلٰى يَارَبِّ وَلٰكِن لَاغِنٰى بِى عَنْ بَرَكَاتِكَ *

৪০৯. আহমদ ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এক সময় হযরত আইয়্যুব আলাইহিস সালাম উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর উপর একটি স্বর্ণের পতঙ্গ পতিত হল, তিনি তা তাঁর কাপড়ে ভরতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : তখন তাঁর প্রভু তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইয়ূব ! আমি কি তোমাকে ধনবান করিনি? তিনি বললেন : হে আল্লাহ্ ! হ্যাঁ, আপনি আমাকে ধনবান করেছেন। কিন্তু আমি আপনার বরকত থেকে আমার বেনিয়াযী নেই।

بَابُ الدَّلِيْلُ عَلٰى اَن لَّا تَوْقِيْتَ فِى الْمَاءِ الَّذِىْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ

পরিচ্ছেদ : গোসলের পানির কোন পরিমাণ নির্ধারিত না থাকা

٤١٠ . اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ

سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الْاِنَاءِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَهُوَ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ ⁕

৪১০. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন দীনার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরক্[১] নামক পাত্রে গোসল করতেন। আর আমি এবং তিনি একই পাত্র থেকে গোসল করতাম।

بَابُ اِغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ

পরিচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রীর একই পাত্র থেকে গোসল করা প্রসঙ্গ

٤١١ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامٍ ح وَاَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ وَاَنَا مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا وَّقَالَ سُوَيْدٌ قَالَتْ كُنْتُ اَنَا ⁕

৪১১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর ও কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আমি একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমরা উভয়ে তা থেকে একত্রে পানি নিতাম।

٤١٢ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ مِّنَ الْجَنَابَةِ ⁕

৪১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে জানাবাতের গোসল করতাম।

٤١٣ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِي اُنَازِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْاِنَاءَ اَغْتَسِلُ اَنَا وَهُوَ مِنْهُ ⁕

৪১৩. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে পাত্রে গোসল করতাম এবং সে পাত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে যে কাড়াকাড়ি করতাম, তা আমার এখনো স্মরণ আছে।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ : এ ব্যাপারে অনুমতি

٤١٤ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ ح وَاَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ

১. এ একটি পাত্র বিশেষ।

قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ اُبَادِرُهُ وَيُبَادِرُنِى حَتّٰى يَقُوْلَ دَعِىْ لِىْ وَاَقُوْلُ اَنَا دَعْ لِىْ قَالَ سُوَيْدٌ يُبَادِرُنِىْ وَاُبَادِرُهُ فَاَقُوْلُ دَعْ لِىْ دَعْ لِىْ *

৪১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমি তাঁর আগে পানি নিতে চেষ্টা করতাম আর তিনি আমার আগে নিতে চাইতেন। এমনকি তিনি বলতেন : আমার জন্য রাখ, আর আমি বলতাম, আমার জন্য রাখুন।

সুওয়ায়দ-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে, তিনি আমার আগে নিতে চাইতেন আর আমি তাঁর আগে নিতে চাইতাম আর বলতাম : আমার জন্য রাখুন। আমার জন্য রাখুন।

بَابُ الْاِغْتِسَالِ فِى قَصْعَةٍ فِيْهَا اَثَرُ الْعَجِيْنِ

পরিচ্ছেদ : এমন পাত্রে গোসল করা যাতে আটার চিহ্ন বিদ্যমান

٤١٥ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى بْنِ اَعْيَنَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِى اُمُّ هَانِىءٍ اَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ قَدْ سَتَرَتْهُ بِثَوْبٍ دُوْنَهُ فِى قَصْعَةٍ فِيْهَا اَثَرُ الْعَجِيْنِ قَالَتْ فَصَلَّى الضُّحٰى فَمَا اَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى حِيْنَ قَضٰى غُسْلَهُ *

৪১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) - - - - আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মেহানী (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি গোসল করছিলেন। তাঁর জন্য বস্ত্র দ্বারা পর্দার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি এমন পাত্রে গোসল করছিলেন যাতে আটার চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। তিনি বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চাশ্‌তের সালাত আদায় করলেন। আমার স্মরণ নাই তিনি গোসলের পর কত রাকাআত সালাত আদায় করেছিলেন।

بَابُ تَرْكِ الْمَرْاَةِ نَقْضَ رَاْسِهَا عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ

পরিচ্ছেদ : গোসলের সময় মহিলাদের মাথার চুলের বাঁধন না খোলা

٤١٦ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِى اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ هٰذَا فَاِذَا تَوْرٌ مَّوْضُوْعٌ مِثْلُ الصَّاعِ اَوْدُوْنَهُ فَنَشْرَعُ فِيْهِ جَمِيْعًا فَاُفِيْضُ عَلٰى رَاْسِى بِيَدَىَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَمَا اَنْقُضُ لِىْ شَعْرًا *

৪১৬. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন : আমার স্মরণ আছে, আমি এই পাত্র হতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে একত্রে গোসল করতাম। দেখা গেল, তিনি যে পাত্রের প্রতি ইংগিত করলেন তা এমন একটি পাত্র যাতে এক সা' বা আরও কম পানি ধরে। তিনি বলেন : আমরা উভয়ে তা থেকে গোসল করতে আরম্ভ করতাম, আমি হাত দ্বারা মাথায় তিনবার পানি দিতাম এবং মাথার চুল খুলতাম না।

بَابُ اِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِىَ اَثَرُ الطِّيْبِ

পরিচ্ছেদ : সুগন্ধি ব্যবহার করে গোসল করলে এবং সুগন্ধির চিহ্ন অবশিষ্ট থাকলে

٤١٧ . حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ لاَنْ اُصْبِحَ مُطَلِيًا بِقَطِرَانٍ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اُصْبِحَ مُحْرِمًا اَنْضَخُ طِيْبًا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَشِرِ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَاَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ عَلٰى نِسَائِهِ ثُمَّ اَصْبَحَ مُحْرِمًا *

৪১৭. হান্নাদ ইব্‌ন সাররী (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনতাশির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, মুহরিম অবস্থায় সুগন্ধি ছড়িয়ে সকালে বের হওয়ার চেয়ে আমার নিকট আলকাতরা মেখে বের হওয়া অধিক পছন্দনীয়। আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর এ উক্তি শোনালে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গায়ে সুগন্ধি মেখেছিলাম। তারপর তিনি তাঁর সকল বিবির কাছে গমন করলেন এবং ইহরাম অবস্থায় ভোর করলেন।

بَابُ اِزَالَةِ الْجُنُبِ الْاَذٰى عَنْهُ قَبْلَ اِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

পরিচ্ছেদ : গায়ে পানি ঢালার পূর্বে শরীর থেকে জুনুব ব্যক্তির নাপাকী দূর করা

٤١٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ تَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا اَصَابَهُ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحّٰى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا قَالَتْ هٰذِهِ غِسْلَةٌ لِلْجَنَابَةِ *

৪১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করলেন কিন্তু তিনি পা দু'খানা ধুলেন না; বরং গুপ্তঅঙ্গে এবং গায়ে যে নাপাকী লেগেছিল তা ধুলেন। পরে তাঁর শরীরে পানি ঢাললেন। তারপর একটু সরে গেলেন এবং উভয় পা ধৌত করলেন। মায়মূনা (রা) বলেন : এরূপই ছিল তাঁর জানাবাতের গোসল।

بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بِالْأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

পরিচ্ছেদ : গুপ্ত অঙ্গ ধৌত করার পর হাত মাটিতে মুছে ফেলা

٤١٩ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْوَدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَءُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَمْسَحُهَا ثُمَّ يَغْسِلُهَا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوئَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلٰى رَأْسِهِ وَعَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ يَتَنَحّٰى فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ *

৪১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা বিন্‌ত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন গোসল করতেন তখন তিনি প্রথমে উভয় হাত ধৌত করতেন। তৎপর তিনি তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢেলে গুপ্তঅঙ্গ ধুতেন পরে মাটিতে হাত মেরে ঘষতেন। তারপর তা ধুয়ে ফেলতেন। তারপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন এবং তাঁর মাথায় পানি ঢালতেন। পরে সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন। তারপর গোসলের স্থান থেকে সরে উভয় পা ধুতেন।

بَابُ الْاِبْتِدَاءِ بِالْوُضُوْءِ فِى غُسْلِ الْجَنَابَةِ

পরিচ্ছেদ : জানবাতের গোসল উযূ দ্বারা আরম্ভ করা

٤٢٠ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ حَتّٰى اِذَا ظَنَّ اَنَّهُ قَدْ اَرْوٰى بَشَرَتَهُ اَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ *

৪২০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে হস্তদ্বয় ধুয়ে নিতেন, তারপর সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন এবং পরে গোসল করতেন। হাত দ্বারা মাথার চুল খেলাল করতেন। যখন তিনি মনে করতেন যে, মাথার চামড়া ভিঁজে গেছে, তখন সারা শরীরে তিনবার পানি ঢালতেন এবং সারা শরীর ধুয়ে নিতেন।

بَابُ التَّيَمُّنِ فِى الطُّهُوْرِ

পরিচ্ছেদ : পবিত্রতা অর্জনের কাজ ডানদিক থেকে আরম্ভ করা

٤٢١ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ

عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِى طُهُوْرِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَقَالَ بِوَاسِطٍ فِى شَأنِهِ كُلِّهِ *

৪২১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ পবিত্রতা অর্জনে, জুতা পরিধানে ও মাথায় চিরুণী করতে যথাসম্ভব ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। তিনি [মাসরূক (র)] ওয়াসিত নামক স্থানে বলেছেন : তাঁর সকল কাজ যথাসম্ভব ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

بَابُ تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِى الْوُضُوْءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

পরিচ্ছেদ : জানাবাতের উযূতে মাথা মসেহ্ না করা

٤٢٢ . اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَاتَّسَقَتِ الْاَحَادِيْثُ عَلٰى هٰذَا يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ عَلٰى يَدِهِ الْيُمْنٰى مَرَّتَيْنِ اَوْثَلَاثًا ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنٰى فِى الْاِنَاءِ فَيَصُبُّ بِهَا عَلٰى فَرْجِهِ وَيَدُهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَرْجِهِ فَيَغْسِلُ مَاهُنَالِكَ حَتّٰى يُنَقِّيَهُ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلَى التُّرَابِ اِنْ شَاءَ ثُمَّ يَصُبُّ عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى حَتّٰى يُنَقِّيَهَا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلٰثًا وَّيَسْتَنْشِقُ وَيُمَضْمِضُ وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا حَتّٰى اِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَاَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَهٰكَذَا كَانَ غُسْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا ذُكِرَ *

৪২২. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আয়েশা (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, বিভিন্ন হাদীসে একইরূপ বর্ণনা এসেছে যে, তিনি গোসল আরম্ভ করতে গিয়ে দু'বার অথবা তিনবার তাঁর ডান হাতে পানি ঢালতেন। তারপর ডান হাত পাত্রে ঢোকাতেন এবং তাঁর লজ্জাস্থানের উপর ডান হাতে পানি ঢালতেন। তখন তাঁর বাম হাত থাকত তাঁর লজ্জাস্থানের উপর, তিনি সেখানে যে ময়লা থাকত তা ধুয়ে পরিষ্কার করতেন এবং যখন ইচ্ছা করতেন তাঁর বাম হাত মাটিতে স্থাপন করতেন। তারপর বাম হাতের উপর পানি ঢেলে তা পরিষ্কার করতেন। পরে উভয় হাত তিনবার করে ধুয়ে নিতেন, নাক পরিষ্কার করতেন আর কুলি করতেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নিতেন। যখন মাথা মসেহ্ করার সময় আসত তখন তিনি মাথা মসেহ করতেন না; বরং তাতে পানি ঢালতেন। উপরে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে, তদ্রূপই ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গোসল।

بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অনুচ্ছেদ : জানাবাতের গোসলে সর্বশরীরে পানি পৌঁছানো

٤٢٣ . اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ رَأْسَهُ بِاَصَابِعِهِ حَتّٰى اِذَا خُيِّلَ اِلَيْهِ اَنَّهُ قَدِاسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ غَرَفَ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ *

৪২৩. আলী ইব্ন হুজ্র (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে তিনি উভয় হাত ধুয়ে নিতেন পরে তিনি সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন। তারপর অঙ্গুলি দ্বারা মাথার চুল খেলাল করতেন এবং যখন তিনি মনে করতেন যে, মাথার সকল স্থান ভিজে গেছে, তখন তিনি মাথায় তিন অঞ্জলি পানি দিতেন। তারপর তিনি সর্বশরীর ধৌত করতেন।

٤٢٤ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَابِشَىْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ فَاَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ الْاَيْسَرِ ثُمَّ اَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهِ *

৪২৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন তখন তিনি দুধ দোহনের পাত্রের ন্যায় কোন পাত্র আনাতেন এবং তা থেকে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে মাথার ডান পার্শ্ব থেকে আরম্ভ করতেন পরে বাম পার্শ্বে পানি ঢালতেন। তারপর দু'হাত দ্বারা পানি নিতেন এবং তা দ্বারা মাথায় পানি ঢালতেন।

بَابُ مَايَكْفِى الْجُنُبِ مِنْ اِفَاضَةِ الْمَاءِعَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ : জুনুব ব্যক্তির পক্ষে কতটুকু পানি মাথায় ঢালা যথেষ্ট

٤٢٥ . اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ ح وَاَنْبَاَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ ابْنَ صُرَدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاُفْرِغُ عَلٰى رَأْسِى ثَلٰثًا لَفْظُ سُوَيْدٍ *

৪২৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ ও সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - জুবায়র ইব্ন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর নিকট গোসলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হলে তিনি বলেন : আমি আমার মাথায় তিনবার পানি ঢালি।

٤٢٦ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ اَبِى جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ اَفْرَغَ عَلٰى رَأْسِهٖ ثَلٰثًا *

৪২৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন গোসল করতেন, তখন তিনি তাঁর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন।

بَابُ الْعَمَلِ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

অনুচ্ছেদ : হায়যের গোসলে করণীয়

٤٢٧ . اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهٖ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهُوْرِ قَالَ خُذِى فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اَتَوَضَّأُ بِهَا قَالَ تَوَضَّئِ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اَتَوَضَّأُ بِهَا قَالَتْ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَبَّحَ وَاَعْرَضَ عَنْهَا فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ لِمَا يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ فَاَخَذْتُهَا وَجَبَذْتُهَا اِلَىَّ فَاَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৪২৭. হুসায়ন ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি পবিত্রতা অর্জনের জন্য কিভাবে গোসল করব ? তিনি বললেন : একখানা মিশ্‌ক মিশ্রিত কাপড় ব্যবহার করবে, তারপর তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। ঐ মহিলা বলল, তা দ্বারা কিরূপে পবিত্রতা অর্জন করব? তিনি বললেন : তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। ঐ মহিলা আবার বলল, তা দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব ? হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুবহানাল্লাহ্ বললেন এবং উক্ত মহিলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন আয়েশা (রা) বুঝতে পারলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উদ্দেশ্য কি ছিল। তিনি বলেন : পরে আমি তাকে আমার দিকে টেনে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উদ্দেশ্য তাকে বুঝিয়ে বললাম।[১]

بَابُ الْغُسْلِ مَرَّةً وَّاحِدَةً

অনুচ্ছেদ : গোসলে সারা শরীর একবার ধোয়া

٤٢٨ . اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتِ اغْتَسَلَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ

১. কাপড়ের দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে হায়য থেকে পবিত্র হল কিনা তা জ্ঞাত হওয়া।

فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَدَلَكَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ اَوِالْحَائِطِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلٰى رَأْسِهِ وَسَائِرِجَسَدِهِ *

৪২৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাবাতের গোসলে তাঁর গুপ্তঅঙ্গ ধৌত করলেন এবং হাত মাটিতে ঘষলেন অথবা বলেছেন, দেয়ালে ঘষলেন। তারপর তিনি সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করলেন। পরে তাঁর মাথায় এবং সমস্ত শরীরে পানি ঢাললেন।

بَابُ اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الْاِحْرَامِ

অনুচ্ছেদ : ইহ্রামের সময় নিফাসওয়ালী মহিলার গোসল করা

٤٢٩ . اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى قَالَ اَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَحَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى اَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِى بَكْرٍ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَصْنَعُ فَقَالَ اَغْتَسِلِىْ ثُمَّ اسْتَثْفِرِىْ ثُمَّ اَهِلِّى *

৪২৯. আমর ইব্ন আলী, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিদায় হজ্জ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বর্ণনা করলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যিলকা'দা মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে বের হলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বের হলাম। এরূপর তিনি যুল-হুলায়ফায় আগমন করলে আস্মা বিনত উমায়স (রা) মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরকে প্রসব করলেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন আমি কি করব? তিনি বললেন : তুমি গোসল করবে এবং ন্যাকড়া পরিধান করবে, তারপরে ইহ্রাম বাঁধবে।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوْءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ : গোসলের পর উযূ না করা

٤٣٠ . اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ ح وَاَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ *

৪৩০. আহমদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন হাকীম (র) ও আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোসলের পর উযূ করতেন না।

بَابُ الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِى غُسْلٍ وَّاحِدٍ

অনুচ্ছেদ : এক গোসলে সকল স্ত্রীর নিকট গমন

٤٣١. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيْبًا *

৪৩১. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দেহে সুগন্ধি লাগাতাম। তারপর তিনি তাঁর সকল বিবির নিকট গমন করতেন এবং ভোরে মুহরিম অবস্থায় সুবাস ছড়াতে ছড়াতে বের হতেন।

بَابُ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيْدِ

অনুচ্ছেদ : মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা

٤٣٢. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَاَنَا سَيَّارٌ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِى نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَّ جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا فَاَيْنَمَا اَدْرَكَ الرَّجُلَ مِنْ اُمَّتِى الصَّلٰوةُ يُصَلِّى وَ اُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَ لَمْ يُعْطَ نَبِىٌّ قَبْلِى وَ بُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَّكَانَ النَّبِىُّ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً *

৪৩২. হাসান ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমাকে এমন পাঁচটি বস্তু দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। এক মাস পথ চলার দূরত্ব থেকে শত্রুর মাঝে ভীতি সঞ্চার করার ক্ষমতা প্রদান করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্রতা অবলম্বনের উপকরণ করা হয়েছে। অতএব আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির সামনে যেখানেই সালাতের সময় উপস্থিত হয়, সে সেখানে সালাত আদায় করতে পারে। আর আমাকে শাফাআত দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দান করা হয়নি, আর আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আমার পূর্বের প্রত্যেক নবী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন।

بَابُ التَّيَمُّمِ لِمَنْ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সালাতের পর পানি প্রাপ্ত হয় তার তায়াম্মুম

٤٣٣. اَخْبَرَنَا مُسْلِمُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ ابْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ تَيَمَّمَا وَ صَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا مَاءً فِى الْوَقْتِ فَتَوَضَّأَ اَحَدُهُمَا وَ عَادَ لِصَلٰوتِهِ مَا كَانَ فِى الْوَقْتِ وَ لَمْ يُعِدِ الْاٰخَرُ فَسَأَلاَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِى لَمْ يُعِدْ اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ اَجْزَأَتْكَ صَلٰوتُكَ وَ قَالَ لِلْاٰخَرِ اَمَّا اَنْتَ فَلَكَ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ *

৪৩৩. মুসলিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মুসলিম (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করল। পরবর্তীতে সালাতের সময় থাকতেই তারা পানি প্রাপ্ত হল। তাদের একজন উযূ করে তার সালাত ওয়াক্তের মধ্যেই আদায় করল। দ্বিতীয় ব্যক্তি পুনরায় আদায় করল না। তারা উভয়েই এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করল। যে ব্যক্তি সালাত পুনরায় আদায় করেনি, তিনি তাকে বললেন : তুমি বিধান মত কাজ করেছ। তোমার সালাত তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। অন্য ব্যক্তিকে বললেন : তোমার জন্য উভয় কাজের সওয়াব রয়েছে।

٤٣٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَيْرَةُ وَغَيْرُهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ *

৪৩৪. সুয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٣٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى اَنْبَأَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنَّ مُخَارِقًا اَخْبَرَهُمْ عَنْ طَارِقٍ اَنَّ رَجُلاً اَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَه فَقَالَ اَصَبْتَ فَاَجْنَبَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَتَيَمَّمَ وَ صَلّٰى فَقَالَ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِلْاٰخَرِ يَعْنِى اَصَبْتَ *

৪৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - তারিক (ইব্‌ন শিহাব) (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি জুনুব হওয়ায় সালাত আদায় করল না, সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে তাঁর নিকট তা ব্যক্ত করল। তিনি বললেন : তুমি ঠিকই করেছ। অন্য এক ব্যক্তি জুনুব হয়ে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করল। তাকেও তিনি ঐ কথাই বললেন যা অন্য ব্যক্তিকে বলেছিলেন অর্থাৎ তুমি ঠিকই করেছ।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْمَذْىِ

অনুচ্ছেদ : মযী নির্গত হলে উযূ করা

٤٣٦. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ تَذَاكَرَ عَلِيٌّ وَالْمِقْدَادُ وَ عَمَّارٌ فَقَالَ عَلِيٌّ اِنِّى امْرُؤٌ مَذَّاءٌ وَّ اِنِّى اَسْتَحْيِى اَنْ اَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّى فَيَسْأَلُهُ اَحَدُ كُمَا فَذَكَرَلِى اَنَّ اَحَدَ هُمَا وَنَسِيْتُهُ سَأَلَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ذٰلِكَ الْمَذِىُ اِذَا وَجَدَهُ اَحَدُكُم فَلْيَغْسِلْ ذٰلِكَ مِنْهُ وَلِيَتَوَضَّا وُضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ اَوْ كَوُضُوْءِ الصَّلٰوةِ الْاِخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ *

৪৩৬. আলী ইব্‌ন মায়মূন (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আলী, মিকদাদ এবং আম্মার (রা) আলাপ করছিলে।, আলী (রা) বললেন : আমি একজন এমন ব্যক্তি যার অত্যধিক মযী নির্গত হয়, কিন্তু এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করতে আমি লজ্জাবোধ করি। যেহেতু তাঁর কন্যা আমার সহধর্মিণী। অতএব তোমাদের একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন। কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তা ভুলে গিয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা মযী। যখন কারও তা নির্গত হয়, তখন সে তার ঐ স্থান ধুয়ে ফেলবে এবং সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করবে, অথবা তিনি বলেছেন : সালাতের উযূর ন্যায়।

٤٣٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَامَرْتُ رَجُلاً فَسَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ *

৪৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এমন এক ব্যক্তি যার প্রায়ই মযী নির্গত হত। আমি এক ব্যক্তিকে অনুরোধ করলে সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : এতে উযূ করতে হবে।

٤٣٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَذِىِّ مِنْ اَجْلِ فَاطِمَةَ فَامَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى بُكَيْرٍ *

৪৩৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফাতিমা (রা)-এর কারণে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করতাম। অতএব আমি মিকদাদ (রা)-কে অনুরোধ করলে তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন, তিনি বললেন : এতে উযূ করতে হবে।

٤٣٩ . اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَّعْنَاهَا اَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَرْسَلْتُ

الْمِقْدَادَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَذِيِّ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَخْرَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِيْهِ شَيْئًا *

৪৩৯. আহমদ ইব্ন ঈসা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী (রা) বলেছেন : আমি মিকদাদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট মযী সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য পাঠালাম। তিনি বললেন : সে উযূ করবে এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে।

٤٤٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ اَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الْمِقْدَادَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمَذِيَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ *

৪৪০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) মিকদাদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পাঠালেন যেন তিনি তাঁকে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন, যার মযী নির্গত হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে তার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে এবং উযূ করবে।

٤٤١. اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَمَرَهُ اَنْ يَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ اِذَا دَنَا مِنَ الْمَرْأَةِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذِيُّ فَاِنَّ عِنْدِيَ ابْنَتَهُ وَاَنَا اَسْتَحْيِي اَنْ اَسْأَلَهُ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَنْضِحْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ *

৪৪১. উতবা ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁকে (মিক্দাদকে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার অনুরোধ করেন যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর কাছে গেলে তার মযী নির্গত হয়। কেননা তাঁর কন্যা আমার বিবাহে থাকায় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করি। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : সে যেন তার লজ্জাস্থান ধৌত করে এবং সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করে।

بَابُ الْاَمْرِ بِالْوُضُوْءِ مِنَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ : নিদ্রার কারণে উযূর নির্দেশ

٤٤٢. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِّنَ اللَّيْلِ فَلاَ يُدْخِل يَدَهُ فِى الاِنَاءِ حَتّٰى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ اَوْثَلٰثًا فَاِنَّ اَحَدَكُم لاَيَدْرِى اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ *

৪৪২. ইমরান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন রাতে বিছানা ত্যাগ করে, তখন সে যেন দু'বার অথবা তিনবার হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত প্রবিষ্ট না করায়। কেননা তোমাদের কারো জানা নেই যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল।

٤٤٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ فَجَعَلَنِى عَنْ يَّمِيْنِهِ فَصَلّٰى ثُمَّ اضْطَجَعَ وَرَقَدَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَصَلّٰى وَلَم يَتَوَضَّأْ مُخْتَصَرٌ *

৪৪৩. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক রাতে সালাত আদায় করলাম। আমি তাঁর বামদিকে দাঁড়ালাম কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর ডানদিকে করে দিলেন। তারপর সালাত আদায় করে তিনি শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। পরে তাঁর কাছে মুয়ায্‌যিন আসলেন। তিনি উঠে সালাত আদায় করলেন কিন্তু তিনি উযূ করলেন না।[১]

٤٤٤. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ فِى صَلٰوتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَرْقُدْ *

৪৪৪. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ সালাতে তন্দ্রাভিভূত হয়, তখন সে যেন সালাত হতে বিরত থাকে এবং শুয়ে পড়ে।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَّسِّ الذَّكَرِ

অনুচ্ছেদ : পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার দরুন উযূ

٤٤٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ اَبِى بَكْرٍ قَالَ عَلِى اَثْرِهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَلَمْ اُتْقِنْهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ *

৪৪৫. কুতায়বা (র) - - - - বুসরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে নিজের গুপ্ত অঙ্গ স্পর্শ করে, সে যেন উযূ করে।

٤٤٦ . اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ ابْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنْ

---

১. এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল যে, নিদ্রার কারণে তাঁর উযূ ভঙ্গ হত না।

الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَفْضَى اَحَدُكُمْ بِيَدِهِ اِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ *

৪৪৬. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - বুসরা বিনত সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : যদি তোমাদের কেউ নিজ লজ্জাস্থানে হাত রাখে, তবে সে যেন উযূ করে নেয়।

٤٤٧ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّهُ قَالَ الْوُضُوْءُ مِنْ مَّسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ مَرْوَانُ اَخْبَرَتْنِيْهِ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ فَاَرْسَلَ عُرْوَةُ قَالَتْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ مِنْ مَّسِّ الذَّكَرِ *

৪৪৭. কুতায়বা (র) - - - - মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযূ করতে হবে। মারওয়ান বলেন, বুসরা বিনত সফওয়ান আমাকে এটা অবগত করেছেন। একথা শুনে উরওয়া (রা) তার নিকট লোক পাঠালে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি কি কাজে উযূ করতে হবে তার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলেও।

٤٤٨ . اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِى عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّى حَتّٰى يَتَوَضَّأَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِيْهِ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَاللّٰهُ سُبْحَانَ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ " *

৪৪৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - বুসরা বিনত সফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজ গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করে সে যেন উযূ করা ব্যতীত সালাত আদায় না করে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

অধ্যায় : সালাত

فَرْضِ الصَّلٰوةِ وَذِكْرَ اِخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ فِى اِسْنَادِ حَدِيْثِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاخْتِلاَفُ اَلْفَاظِهِمْ فِيْهِ

সালাতের ফরযসমূহ এবং আনাস ইব্ন মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারীদের সনদ সম্পর্কিত মতভেদ ও শব্দ প্রয়োগে তাঁদের বিভিন্নতা

٤٤٩ . اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ اِذْ اَقْبَلَ اَحَدُ الثَّلٰثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَاُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَلاٰنٍ حِكْمَةً وَّاِيْمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ اِلٰى مَرَاقِ الْبَطْنِ فَغَسَلَ الْقَلْبُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا ثُمَّ اُتِيْتُ بِدَابَّةٍ دُوْنَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ ثُمَّ انْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهٖ وَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَاَتَيْتُ عَلٰى اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنٍ وَّنَبِىٍّ ثُمَّ اَتَيْنَا اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَن مَّعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ فَمِثْلُ ذٰلِكَ فَاَتَيْتُ عَلٰى يَحْيٰى وَعِيْسٰى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا فَقَالاَ مَرْحَبًا بِكَ مِن اَخٍ وَّنَبِىٍّ ثُمَّ اَتَيْنَا اِلٰى السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ

فَمِثْلُ ذٰلِكَ فَاَتَيْتُ عَلٰى يُوْسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًابِكَ مِنْ اَخٍ وَّ نَبِىٍّ ثُمَّ اُتَيْنَا السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَمِثْلُ ذٰلِكَ فَاَتَيْتُ عَلٰى اِدْرِيْسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًابِكَ مِنْ اَخٍ وَّ نَبِىٍّ ثُمَّ اُتَيْنَا السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَمِثْلُ ذٰلِكَ فَاَتَيْتُ عَلٰى هَارُوْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًابِكَ مِنْ اَخٍ وَ نَبِىٍّ ثُمَّ اُتَيْنَا السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَمِثْلُ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَيْتُ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًابِكَ مِنْ اَخٍ وَّ نَبِىٍّ فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكٰى قِيْلَ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ يَا رَبِّ هٰذَا الْغُلَامُ الَّذِىْ بَعَثْتَهُ بَعْدِى يَدْخُلُ مِنْ اُمَّتِهِ الْجَنَّةَ اَكْثَرُ وَاَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ اُمَّتِى ثُمَّ اُتَيْنَا السَّمَاءِ السَّابِعَةَ فَمِثْلُ ذٰلِكَ فَاَتَيْتُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اِبْنٍ وَّ نَبِىٍّ ثُمَّ رُفِعَ لِىَ الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ هٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ يُصَلِّى فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ فَاِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُوْدُوْا فِيْهِ اُخِرَمَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ رُفِعَتْ لِىْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى فَاِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرٍ وَاِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ اٰذَانِ الْفِيَلَةِ وَ اِذَا فِى اَصْلِهَا اَرْبَعَةُ اَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَ نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَأَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ اَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِى الْجَنَّةِ وَاَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالْفُرَاتُ وَ النِّيْلُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَىَّ خَمْسُوْنَ صَلٰوةً فَاَتَيْتُ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَاصَنَعْتَ ؟ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَىَّ خَمْسُوْنَ صَلٰوةً قَالَ اِنِّى اَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ اِنِّى عَالَجْتُ بَنِى اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَاِنَّ اُمَّتَكَ لَنْ يُطِيْقُوْا ذٰلِكَ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكَ فَرَجَعْتُ اِلٰى رَبِّى فَسَأَلْتُهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنِّى فَجَعَلَهَا اَرْبَعِيْنَ ثُمَّ رَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ جَعَلَهَا اَرْبَعِيْنَ ! فَقَالَ لِىْ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْاُوْلٰى فَرَجَعْتُ اِلٰى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَهَا ثَلٰثِيْنَ فَاَتَيْتُ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِى مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْاُوْلٰى فَرَجَعْتُ اِلٰى رَبِّى فَجَعَلَهَا عِشْرِيْنَ ثُمَّ عَشْرَةً ثُمَّ خَمْسَةً فَاَتَيْتُ عَلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لِىْ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْاُوْلٰى فَقُلْتُ اِنِّى اَسْتَحِىْ مِنْ رَّبِّى عَزَّ وَجَلَّ اَنْ اَرْجِعَ اِلَيْهِ فَنُوْدِىَ اَنْ قَدْ اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِى وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِىْ وَ اَجْزِى بِالْحَسَنَةِ عَشْرَ اَمْثَالِهَا *

৪৪৯. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - মালিক ইব্ন সা'সা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমি কা'বার নিকট তন্দ্রাচ্ছন্নাবস্থায় ছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, তিনজনের একটি দলের মধ্যবর্তী ব্যক্তিটি

এগিয়ে আসল। আমার নিকট হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হলো। তারপর ঐ ব্যক্তি আমার সিনার অগ্রভাগ থেকে নাভি পর্যন্ত বিদীর্ণ করলো। তারপর যমযমের পানি দ্বারা 'কল্ব' ধৌত করলো। তারপর হিকমত ও ঈমান দ্বারা তা ভরে দেয়া হলো। পরে আমার নিকট আকারে খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড় এরূপ একটি জন্তু আনা হলো। আমি জিব্রাঈল (আ)-এর সঙ্গে চলতে থাকি। পরে আমরা দুনিয়ার (নিকটবর্তী) আকাশ পর্যন্ত পৌঁছি। তখন বলা হলো, কে? জিব্রাঈল (আ) বললেন, (আমি) জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার সঙ্গে কে? জিব্রাঈল (আ) বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হলো, তাঁকে আনার জন্য কি দূত প্রেরণ করা হয়েছে? তাঁকে স্বাগতম, তাঁর আগমন কতই না শুভ। এরপর আমি আদম (আ)-এর নিকট আসলাম, তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, স্বাগতম (হে) পুত্র ও নবী। তারপরে আমরা দ্বিতীয় আসমানে আসলাম। জিজ্ঞাসা করা হলো, কে? জিব্রাঈল (আ) বললেন, (আমি) জিব্রাঈল। বলা হলো, আপনার সঙ্গে কে? জিব্রাঈল (আ) বললেন. মুহাম্মদ ﷺ। পূর্ববৎ তাঁকে স্বাগতম জানানো হলো। এরপর আমি ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁদের উভয়কে সালাম করলাম। তাঁরা বললেন, স্বাগতম (হে) ভাই ও নবী। তারপর আমরা তৃতীয় আসমানে আসলাম। এখানেও জিজ্ঞাসা করা হলো, কে? তিনি বললেন, আমি জিব্রাঈল। বলা হলো, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। পূর্ববৎ তাঁকে স্বাগতম জানানো হলো। এখানে আমি ইউসুফ (আ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনিও বললেন, স্বাগতম (হে) ভাই ও নবী। এরপর আমরা চতুর্থ আসমানে আসলাম। এখানেও অনুরূপ প্রশ্নোত্তর ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। তারপর আমি ইদ্রীস (আ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, স্বাগতম (হে) ভাই ও নবী। এরপর আমরা পঞ্চম আসমানে আসলাম। এখানেও পূর্ববৎ প্রশ্নোত্তর হলো ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। পরে আমি হারুন (আ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, স্বাগতম (হে) ভাই ও নবী। এরপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে আসলাম। এখানেও প্রশ্ন উত্তর সম্বর্ধনার পর আমি মূসা (আ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, স্বাগতম (হে) ভাই ও নবী। আমি যখন তাঁকে অতিক্রম করে যাই, তখন তিনি কাঁদতে থাকেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হে আমার রব! এ যুবক, যাকে আপনি আমার পর নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, আমার উম্মত হতে যত সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাঁর উম্মত থেকে তার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাঁরা মর্যাদায় হবেন শ্রেষ্ঠতর। তারপর আমরা সপ্তম আসমানে আসলাম। এখানেও পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন-উত্তর ও সম্বর্ধনার পর আমি ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ (হে) পুত্র ও নবী। তারপর আমার সামনে বায়তুল মা'মূর তুলে ধরা হলো। আমি জিব্রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কোন্ স্থান? তিনি বললেন, এ বায়তুল মা'মূর। এখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশ্তা সালাত আদায় করেন। একদিনে যারা এখানে সালাত আদায় করেন, তারা এখানে কোনদিন প্রত্যাবর্তন করবেন না। এটাই তাদের শেষ (প্রবেশ)। তারপর আমার সামনে 'সিদরাতুল মুনতাহা' তুলে ধরা হলো। তার (সিদরাতুল মুনতাহার) গাছের ফল আকারে হাজর (নামক স্থান-এর) কলসীর ন্যায় এবং পাতাগুলো হাতির কানের মত এবং দেখলাম যে, তার মূল হতে চারটি নহর প্রবহমান। দু'টি অপ্রকাশ্য ও দু'টি প্রকাশ্য। আমি জিব্রাঈল (আ)-কে এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য নহর দু'টি জান্নাতে প্রবহমান। আর প্রকাশ্য নহর দু'টির একটি ফুরাত ও অন্যটি নীল। তারপর আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হলো। ফেরার পথে আমি মূসা (আ)-এর নিকট এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি করে আসলেন? বললাম, আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি মানুষের (প্রকৃতি) সম্পর্কে

আপনার চেয়ে অধিক অবগত। আমি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে কঠিনভাবে চেষ্টা করেছি। একথা নিশ্চিত যে, এগুলো আদায় করতে আপনার উম্মত সক্ষম হবে না। আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং এ নির্দেশ সহজ করে নিয়ে আসুন। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট পুনরায় গেলাম এবং এ বিধান সহজ করার আবেদন জানালাম। এতে তিনি চল্লিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আমি আবার মূসা (আ)-এর নিকট এলাম। তিনি বললেন, আপনি কি করে আসলেন ? আমি বললাম, চল্লিশ ওয়াক্ত করে দিয়েছেন। তিনি এবারও আমাকে পূর্বের ন্যায় বললেন। আমি আমার মহান প্রতিপালকের নিকট ফিরে গেলাম। তিনি এবার ত্রিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আমি আবার মূসা (আ)-এর নিকট এলাম এবং তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি আমাকে পূর্বের মত বললেন। আমি আবার প্রতিপালকের নিকট হাযির হলাম। তিনি বিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। এরপর দশ ওয়াক্ত এবং তারপর পাঁচ ওয়াক্ত করে দিলেন। এরপরে আমি মূসা (আ)-এর নিকট এলাম। তিনি পূর্বের মত একই কথা বললেন। আমি বললাম, আমি আবার আল্লাহ্‌র নিকট যেতে লজ্জাবোধ করছি। তারপর আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ঘোষণা দেয়া হলো, আমি আমার বিধান চূড়ান্ত করলাম এবং আমার বান্দাদের জন্য সহজ করে দিলাম। আর আমি একটি নেককাজের বিনিময়ে দশটি প্রতিদান দেব।

٤٥٠. اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ حَزْمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى اُمَّتِى خَمْسِيْنَ صَلٰوةً فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ حَتّٰى اَمُرَّ بِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلٰى اُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً قَالَ لِى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَرَاجِعْ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لاَتُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لاَتُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ هِىَ خَمْسٌ وَّهِىَ خَمْسُوْنَ لاَيُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ *

৪৫০. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) এবং ইব্ন হায্ম (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : আল্লাহ্ পাক আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেন। আমি ঐ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত নিয়ে মূসা (আ)-এর নিকট ফিরে আসলাম। তখন মূসা (আ) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার প্রতিপালক আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন ? তখন আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। মূসা (আ) আমাকে বললেন যে, আপনি আবার আপনার প্রতিপালকের নিকট হাযির হোন। কারণ আপনার উম্মত পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে সক্ষম হবে না। তারপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হলাম। আল্লাহ্ পাক পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে কিছু কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা (আ)-এর নিকট এসে তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আপনি আবার হাযির হোন। কেননা আপনার উম্মত তা আদায় করতে সক্ষম হবে না। পরে আমি আবার আমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হলাম। তখন আল্লাহ্ পাক বললেন, এটা (গণনার) পাঁচ কিন্তু (প্রতিদানে) এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান এটাই

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আমার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয় না। তারপর আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরে যাই। মূসা (আ) বললেন, আবার আপনার প্রতিপালকের নিকট হাযির হোন। তখন আমি বললাম, আমি আমার মহান প্রতিপালকের নিকট এ বিষয় নিয়ে আবার উপস্থিত হতে লজ্জাবোধ করছি।

٤٥١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ اَبِى مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُتِيْتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُوْنَ الْبَغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهٰى طَرْفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِى جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسِرْتُ فَقَالَ اُنْزِلْ فَصَلِّ فَفَعَلْتُ فَقَالَ اَتَدْرِىْ اَيْنَ صَلَّيْتَ ؟ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ وَاِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ ثُمَّ قَالَ اُنْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ اَتَدْرِى اَيْنَ صَلَّيْتَ ؟ صَلَّيْتَ بِطُوْرِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ اُنْزِلْ فَصَلِّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ اَتَدْرِى اَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمٍ حَيْثُ وُلِدَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجُمِعَ لِىَ الْاَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَدَّمَنِى جِبْرِيْلُ حَتّٰى اَمَمْتُهُمْ ثُمَّ صُعِدَ بِى اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاِذَا فِيْهَا اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صُعِدَ بِى اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاِذَا فِيْهَا ابْنَا الْخَالَةِ عِيْسٰى وَيَحْيٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ثُمَّ صُعِدَ بِى اِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاِذَا فِيْهَا يُوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صُعِدَ بِى اِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاِذَا فِيْهَا هَارُوْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صُعِدَ بِى اِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاِذَا فِيْهَا اِدْرِيْسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صُعِدَ بِى اِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاِذَا فِيْهَا مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صُعِدَ بِى اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاِذَا فِيْهَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صُعِدَ بِى فَوْقَ سَبْعِ سَمٰوٰتٍ فَاَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى فَغَشِيَتْنِى ضَبَابَةٌ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فَقِيْلَ لِى اِنِّى يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً فَقُمْ بِهَا اَنْتَ وَ اُمَّتُكَ فَرَجَعْتُ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِى عَنْ شَىْءٍ ثُمَّ اَتَيْتُ عَلٰى مُوْسٰى فَقَالَ كَمْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً قَالَ فَاِنَّكَ لَاتَسْتَطِيْعُ اَنْ تَقُوْمَ بِهَا اَنْتَ وَلَا اُمَّتُكَ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَرَجَعْتُ اِلٰى رَبِّى فَخَفَّفَ عَنِّى عَشْرًا ثُمَّ اَتَيْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَاَمَرَنِى بِالرُّجُوْعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّى عَشْرًا ثُمَّ رُدَّتْ اِلٰى خَمْسِ صَلَوَاتٍ قَالَ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَاِنَّهُ فَرَضَ عَلٰى بَنِى اِسْرَائِيْلَ صَلٰوتَيْنِ فَمَا قَامُوْا بِهِمَا فَرَجَعْتُ اِلٰى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ فَسَأَلْتُهُ التَّخْفِيْفَ

فَقَالَ اِنِّى يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً فَخَمْسٌ بِخَمْسِيْنَ فَقُمْ بِهَا اَنْتَ وَاُمَّتُكَ فَعَرَفْتُ اَنَّهَا مِنَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى صِرًى فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ اِرْجِعْ فَعَرَفْتُ اَنَّهَا مِنَ اللّٰهِ صِرًى اَىُّ حَتْمٌ فَلَمْ اَرْجِعْ*

৪৫১. আমর ইব্‌ন হিশাম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আমার সামনে এমন একটি জন্তু আনা হলো যা আকারে গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট এবং যার কদম পড়ত দৃষ্টির শেষ সীমায়। আমি তার উপর আরোহণ করলাম। জিব্রাঈল (আ) আমার সঙ্গে ছিলেন। আমরা সফর করলাম (মদীনা পর্যন্ত)। জিব্রাঈল (আ) বললেন, আপনি নেমে সালাত আদায় করুন। আমি সালাত আদায় করলাম। জিব্রাঈল (আ) বললেন, আপনি কোথায় সালাত আদায় করেছেন তা কি জানেন? আপনি সালাত আদায় করেছেন তায়বায়। এ শহরেই আপনি হিজরত করবেন। আবার জিব্রাঈল (আ) বললেন, আপনি অবতরণ করে সালাত আদায় করুন। আমি তখন নেমে সালাত আদায় করলাম। জিব্রাঈল (আ) বললেন, আপনি কি জানেন কোন্ জায়গায় সালাত আদায় করেছেন? আপনি 'তূরে সায়না' নামক স্থানে সালাত আদায় করেছেন। যেখানে আল্লাহ্ পাক মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন। তারপর আবার এক স্থানে গিয়ে জিব্রাঈল (আ) বললেন, অবতরণ করে সালাত আদায় করুন। আমি তা-ই করলাম। জিব্রাঈল (আ) বললেন, আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় সালাত আদায় করেছেন? আপনি 'বায়ত লাহ্‌ম' নামক স্থানে সালাত আদায় করেছেন। যেখানে হযরত ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারপর আমি 'বায়তুল মাকদিস'-এ প্রবেশ করলাম এবং সমস্ত নবীকে আমার নিকট একত্র করা হলো এবং জিব্রাঈল (আ) আমাকে সম্মুখে এগিয়ে দিলেন আমি সকলের ইমামতি করলাম।

তারপর আমাকে নিয়ে প্রথম আসমানে উঠলেন। সেখানে আদম (আ)-এর সাক্ষাত লাভ করলাম। পরে আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উঠলেন। সেখানে পরপর দু'খালাত ভাই ঈসা (আ) ও ইয়াহইয়া (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হলো। তারপর আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে উঠলেন, সেখানে ইউসুফ (আ)-এর সাথে দেখা হলো। এরপর আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানে উঠলেন এবং সেখানে হারুন (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হলো। তারপর আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে উঠলেন সেখানে ইদ্রিস (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হলো। তারপর আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে উঠলেন। সেখানে মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হলো। তারপর আমাকে সপ্তম আসামনে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হলো। এরপর আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানের উপরে উঠলেন। তখন আমরা সিদরাতুল মুনতাহায় উপনীত হলাম। সেখানে একখণ্ড ধুঁয়াশা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল—আমি সিজদায় পড়ে গেলাম। তখন আমাকে বলা হলো—যেদিন আমি এ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছি, সেদিন আপনার উপর ও আপনার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছি। সুতরাং আপনি এবং আপনার উম্মত এই সালাত কায়েম করুন। তখন আমি ইবরাহীম (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করলাম। তিনি আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। পরে মূসা (আ)-এর নিকট আসলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার এবং আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ্ কি ফরয করেছেন? আমি বললাম পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তখন মূসা (আ) বললেন, নিশ্চয়ই আপনি এবং আপনার উম্মত পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত যথাযথ আদায় করতে সক্ষম হবেন না। আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং কমানোর জন্য আরয করুন। আমি প্রতিপালকের নিকট ফিরে গেলাম। তিনি আমার থেকে দশ ওয়াক্ত কমিয়ে

দিলেন। তারপর আবার মূসা (আ)-এর নিকট আসলাম। তিনি আমাকে পুনরায় ফিরে যেতে বললেন। আমি ফিরে গেলাম। তখন তিনি আরো দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। তারপর মূসা (আ)-এর নিকট আসার পর তিনি আমাকে পুনরায় ফিরে যেতে বললেন, আমি আবার ফিরে গেলাম। তিনি দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। তারপর সর্বশেষ সালাতকে পাঁচ ওয়াক্তে পরিণত করা হলো। মূসা (আ) বললেন, আপনি পুনরায় প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং সালাত আরও কমানোর আবেদন করুন। কেননা আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের উপর শুধু দুই ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছিলেন। তারা এই দুই ওয়াক্তও আদায় করেনি। তখন আমি আবার আল্লাহ্‌র নিকট ফিরে গিয়ে সালাত কমিয়ে দেয়ার জন্য আরয করলাম। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি যেদিন এই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছি, সেদিন আপনার এবং আপনার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছি। আর এই পাঁচ ওয়াক্ত পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান বলে গণ্য হবে। আপনি ও আপনার উম্মত এটা আদায় করুন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে অবশ্য পালনীয়। এরপর আমি মূসা (আ)-এর নিকট ফিরে আসলাম। এবারও তিনি আমাকে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম যে, পাঁচ ওয়াক্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তাই আমি আর ফিরে গেলাম না।

٤٥٢ . اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا اُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ انْتُهِىَ بِهِ اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَهِىَ فِى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ وَاِلَيْهَا يَنْتَهِىْ مَا عُرِجَ بِهِ مِنْ تَحْتِهَا وَاِلَيْهَا يَنْتَهِىْ مَا اُهْبِطَ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا حَتّٰى يُقْبَضَ مِنْهَا قَالَ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى قَالَ فَرَاشٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَاُعْطِىَ ثَلٰثًا الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَيُغْفَرُ لِمَنْ مَّاتَ مِنْ اُمَّتِهِ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ *

৪৫২. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যখন মি'রাজের রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছিল, তখন তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সিদরাতুল মুনতাহা ষষ্ঠ আকাশে অবস্থিত।[১] তার নীচ থেকে যে সব জিনিস (নেক আমল, আত্মা ইত্যাদি) ঊর্ধে উঠানো হয় এবং তার উপর হতে আল্লাহ্‌র যে সব নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, সবকিছুই এখানে পৌঁছে থেমে যায়। তারপর এখান থেকেই তা গ্রহণ করা হয়।
আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى

(যখন বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করল, যা আচ্ছাদিত করার)। (৫৩ : ১৬)

আবদুল্লাহ বলেন, তা হল সোনার প্রজাপতি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তিনটি পুরস্কার দেয়া হয়েছে। (১) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, (২) সূরা বাকারার শেষ কয়েকটি আয়াত এবং (৩) তাঁর উম্মতের যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে, তার মাগফিরাত।

---

১. সিদ্‌রা বলতে যে বৃক্ষ বুঝানো হয়েছে তার মূল ষষ্ঠ আসমানে এবং শীর্ষভাগ সপ্তম আসমানে। এই নিরিখে আলোচ্য হাদীসটি এবং হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

بَابُ أَيْنَ فُرِضَتِ الصَّلٰوةِ

পরিচ্ছেদ : সালাত কোথায় ফরয হয়েছে

٤٥٣ . اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ الْبُنَانِىَّ حَدَّثَهُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ الصَّلَوَاتِ فُرِضَتْ بِمَكَّةَ وَاَنَّ مَلَكَيْنِ اَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبَابِهِ اِلٰى زَمْزَمَ فَشَقَّابَطْنَهُ وَاَخْرَجَا حَشْوَهُ فِى طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فَغَسَلَاهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ كَبَسَا جَوْفَهُ حِكْمَةً وَّعِلْمًا *

৪৫৩. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে,সালাত মক্কায় ফরয হয়েছে। দু'জন ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসেন। ফেরেশতাদ্বয় তাঁকে নিয়ে যমযমের নিকট যান। তারা তাঁর পেট বিদীর্ণ করেন এবং তাঁর ভেতরের বস্তু বের করে স্বর্ণের পাত্রে রাখেন ও যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করেন। তারপর তাঁর মধ্যে ইলম ও হিকমত পূর্ণ করে দেন।

بَابُ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ

পরিচ্ছেদ : সালাত কিভাবে ফরয হয়েছে

٤٥٤ . اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ فَاُقِرَّتِ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَاُتِمَّتْ صَلٰوةُ الْحَضَرِ *

৪৫৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : প্রথমত সালাত দুই রাক'আত করে ফরয হয়েছিল। পরে সফরের সালাত পূর্ববৎ রাখা হয় এবং আবাসে সালাত পূর্ণ করা হয়।

٤٥٥ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّىُّ قَالَ اَنْبَأَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ عَمْرٍو يَعْنِى الْاَوْزَاعِىَّ اَنَّهُ سَأَلَ الزُّهَيْرِىَّ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلٰوةَ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ اَوَّلَ مَافَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اُتِمَّتْ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَّاُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيْضَةِ الْاُوْلٰى *

৪৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন হাশিম বা'লাবাক্কী (র) - - - - আবূ আমর অর্থাৎ আওযাঈ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যুহ্রী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পূর্বেকার সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, উরওয়াহ (র) আমাকে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমত তাঁর রাসূলের উপর দুই-দুই রাকআত সালাত ফরয করেন। পরে আবাসে সালাত চার রাকআত পূর্ণ করা হয় এবং সফরে পূর্বের বিধান অনুযায়ী দুই রাকআতই বহাল রাখা হয়।

٤٥٦ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَاُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِى صَلٰوةِ الْحَضَرِ *

৪৫৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সালাত দুই দুই রাকআত করে ফরয করা হয়। কিন্তু সফর অবস্থায় সালাত পূর্ববৎ থাকে এবং আবাস অবস্থায় তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

٤٥٧ . اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَعَبْدُ الرَّحمنِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ عَلٰى لِسَانِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَّفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً *

৪৫৭. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর আবাসে চার রাকআত ও সফর অবস্থায় দুই রাকআত এবং ভয়কালীন অবস্থায় (ইমামের সঙ্গে) এক রাকআত করে সালাত ফরয করা হয়েছে।

٤٥٨ . اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللّٰهِ الشُّعَيْثِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ اُسَيْدٍ اَنَّهُ قَالَ لاِبْنِ عُمَرَ كَيْفَ تَقْصُرُ الصَّلٰوةَ وَاِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ **لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ** فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا ابْنَ اَخِى اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَانَا وَنَحْنُ ضُلاَّلٌ فَعَلَّمَنَا فَكَانَ فِيْمَا عَلَّمَنَا اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَمَرَنَا اَن نُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ فِى السَّفَرِ * "قَالَ الشُّعَيْثِىُّ وَكَانَ الزُّهْرِىُّ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ" *

৪৫৮. ইউসুফ ইব্‌ন সা'ঈদ (র) - - - - উমাইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন উসায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কসরের সালাত কেমন করে আদায় করেন? আল্লাহ্ তো বলেন, "তোমরা যদি (কাফিরদের) ভয়ের আশংকা কর তাহলে সালাত কসর করলে গুনাহ হবে না।" ইব্‌ন উমর (রা) বললেন : ভাতিজা ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আবির্ভাব আমাদের মধ্যে এমন অবস্থায় হয়েছে যে, তখন আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম। তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দান করেছেন। তাঁর শিক্ষার মধ্যে এও ছিল যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে সফরে সালাত দুই রাকআত করে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। শু'আইসী বলেছেন, ইমাম যুহরী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করতেন।

بَابُ كَمْ فُرِضَتْ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

পরিচ্ছেদ : দিন-রাতে কত ওয়াক্ত (সালাত) ফরয

٤٥٩ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِى سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ

جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّاسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهٖ وَلاَنَفْهَمُ مَايَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا فَاِذَا هُوَ يَسْاَلُ عَنِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوٰتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَل عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ لاَ اِلاَّ اَن تَطَوَّعَ وَذَكَرَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكٰوةَ قَالَ هَل عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلاَ اَنْقُصُ مِنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ *

৪৫৯. কুতায়বা (র) - - - - তাল্‌হা ইবন্‌ উবায়দুল্লাহ্‌ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নজদ এলাকার অধিবাসী একটি লোক রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর নিকট আসল। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। তার গুন গুন আওয়াজ শুনছিলাম কিন্তু সে কি বলছিল তা আমরা বুঝতে পারছিলাম না। সে আরো নিকটবর্তী হলো এবং লক্ষ্য করা গেল যে, ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তাকে বললেন, রাত-দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত তোমার জন্য ফরয। সে জিজ্ঞাসা করল, এগুলো ব্যতীত আমার উপর আরো (অতিরিক্ত করণীয়) কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে নফল পড়তে পার। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন, আর রমযানের এক মাসের সিয়াম। সে জিজ্ঞাসা করলো, এ ছাড়া আমার উপর আরো (সাওম) আছে কি ? তিনি বললেন, না, তবে নফল (সাওম) পালন করতে পার। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তাকে যাকাতের কথা বললেন। সে জিজ্ঞাসা করল, তা ছাড়া আমার উপর আরো কোন (দানের হুকুম) আছে কি ? তিনি বললেন, না, তবে নফল (দান) করতে পার। তারপরে সে ব্যক্তি এই কথা বলতে বলতে চলে গেল : "আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি এই (হুকুম)-গুলোর উপর অতিরিক্ত কিছু করব না এবং এগুলো থেকে কমও করব না।" রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বললেন : সে সফল হয়ে গেল যদি তার কথায় সত্যবাদী হয়।

٤٦٠ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ افْتَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى عِبَادِهٖ مِنَ الصَّلٰوةِ قَالَ افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهٖ صَلَوَاتٍ خَمْسًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ قَبْلَهُنَّ اَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْئًا ؟ قَالَ افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهٖ صَلَوَاتٍ خَمْسٍ فَحَلَفَ الرَّجُلُ لاَيَزِيْدُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَّلاَيَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ *

৪৬০. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর কত ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন ? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! এগুলোর আগে ও পরে আরো কিছু (করণীয়) আছে কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারপর সে ব্যক্তি শপথ করে বলল যে, সে এগুলোর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু

করবে না এবং কমও করবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : সে যদি সত্যবাদী হয় তাহলে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

পরিচ্ছেদ : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উপর বায়আত গ্রহণ

٤٦١ . اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ اَبِى مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَبِيْبُ الْاَمِيْنَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِىُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّدَهَا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَدَّمْنَا اَيْدِيَنَا فَبَايَعْنَاهُ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْبَايَعْنَاكَ فَعَلاَ مَا ؟ قَالَ عَلٰى اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَاَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً اَن لاَّ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا *

৪৬১. আমর ইবন্ মানসূর (র) - - - - আওফ ইবন মালিক আশজাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট ছিলাম। তিনি বললেন : তোমরা কি আল্লাহ্র রাসূলের নিকট বায়আত গ্রহণ করবে না ? এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন। আমরা হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করলাম। তারপর আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো পূর্বেই আপনার নিকট বায়'আত হয়েছি, তবে এ বায়আত কোন্ বিষয়ের উপর ? তিনি বললেন : এ বায়আত হল এ কথার উপর যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে। তারপর আস্তে করে মৃদু স্বরে বললেন : মানুষের নিকট কিছু চাইবে না।

بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

পরিচ্ছেদ : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হিফাযত করা

٤٦٢ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ بَنِى كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِىُّ سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُكَنَّى اَبَا مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ الْوِتْرُ وَاجِبٌ قَالَ الْمُخْدَجِىُّ فَرُحْتُ اِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ اِلَى الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى قَالَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ اَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَم يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اِسْتِخْفَافًا

بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَّمْ يَاتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَآءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَآءَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ *

৪৬২. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন মুহায়রিয (র) থেকে বর্ণিত যে, মুখদাজী নামক বনূ কিনানার জনৈক ব্যক্তি আবূ মুহাম্মদ নামক এক ব্যক্তিকে সিরিয়ায় বলতে শুনেছেন যে, বিতরের সালাত ওয়াজিব।[১] মুখদাজী বলেন, আমি একথা শুনে উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা)-এর নিকট গেলাম। আমি যখন তাঁর নিকট পৌছি তখন তিনি মসজিদে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে আবূ মুহাম্মদের বক্তব্য শুনালাম। উবাদা (রা) বললেন : আবূ মুহাম্মদ ভুল বলেছেন।[২] আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে এবং এগুলোর মধ্যে কোন সালাত হালকা জ্ঞানে ছেড়ে দেবে না, তার জন্য আল্লাহ্‌র ওয়াদা হলো— তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে না, তার জন্য আল্লাহ্‌র কোন ওয়াদা নেই। ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে জান্নাতেও প্রবেশ করাতে পারেন।

فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ফযীলত

٤٦٣ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ قَالَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهَرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ قَالُوا لاَ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ قَالَ فَكَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا *

৪৬৩. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো গৃহদ্বারে যদি নহর (প্রবাহিত) থাকে এবং সে যদি তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে কি তার শরীরে কোন প্রকার ময়লা থাকতে পারে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, না, তার শরীরের কোন ময়লা থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্তও এরূপ। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দ্বারা আল্লাহ্ গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।

بَابُ الْحُكْمِ فِى تَارِكِ الصَّلٰوةِ
পরিচ্ছেদ : সালাত তরককারী সম্পর্কে বিধান

٤٦٤ . اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَنْبَاَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ

---

১. অর্থাৎ অন্যান্য ফরযের ন্যায় ফরয।

২. আসলে দুই কথার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা আবূ মুহাম্মদ বিত্‌রকে ফরয নয়, বরং ওয়াজিব বলেছেন, যা ফরয অপেক্ষা নিম্নস্তরের, আর 'উবাদা (রা) ফরয হওয়াকে রদ করেছেন। অনেক সময় ওয়াজিব দ্বারা ফরযও বুঝানো হয়। সে কারণেই এ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি।

اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَهْدَ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلٰوةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ *

৪৬৪. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ; আমাদের এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্যকারী আমল হলো সালাত। যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল।

٤٦٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ اِلاَّ تَرْكُ الصَّلٰوةِ *

৪৬৫. আহমদ ইব্‌ন হারব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সালাত ছেড়ে দেওয়া ব্যতীত বান্দা ও কুফরের মাঝে কোন অন্তরায়ই নেই।

بَابُ الْمُحَاسَبَةِ عَلَى الصَّلٰوةِ

পরিচ্ছেদ : সালাতের হিসাব-নিকাশ

٤٦٦. اَخْبَرَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ هُوَ ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْخَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيْصَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْلِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَجَلَسْتُ اِلٰى اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فَقُلْتُ اِنِّى دَعَوْتُ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ اَنْ يُّيَسِّرَلِى جَلِيسًا صَالِحًا فَحَدِّثْنِى بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِن رَّسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّ اللّٰهَ اَن يَّنفَعَنِى بِهٖ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلٰوتِهٖ فَاِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. قَالَ هَمَّامٌ لاَ اَدْرِىْ هٰذَا مِنْ كَلاَمِ قَتَادَةَ اَوْ مِنَ الرِّوَايَةِ . فَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهٖ شَىْءٌ قَالَ اُنْظُرُوْا هَل لِّعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهٖ مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهٖ عَلٰى نَحْوِ ذٰلِكَ خَالَفَهُ اَبُوا الْعَوَّامِ "اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ يَعْنِى ابْنَ بَيَانِ بْنِ زِيَادِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ كَتَبَ عَلِىُّ ابْنُ الْمَدِيْنِىِّ عَنْهُ " *

৪৬৬. আবূ দাঊদ (র) - - - - হুরায়স ইব্‌ন কাবীসা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি মদীনা এসে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করি, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে একজন সৎ সঙ্গী দান করুন। তারপর আমি এসে আবূ হুরায়রা (রা)-এর মজলিসে বসলাম এবং তাঁকে বললাম যে, আমি মহান আল্লাহ্‌র নিকট একজন সৎ সঙ্গী পাওয়ার জন্য দোয়া করেছি। অতএব আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে শোনা এমন একটি হাদীস

আমাকে বর্ণনা করুন যদ্দ্বারা আল্লাহ্ আমাকে উপকৃত করবেন। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাঁর বান্দা থেকে সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। সালাত যথাযথভাবে আদায় হয়ে থাকলে সে সফল হবে ও মুক্তি পাবে। সালাত যথাযথ আদায় না হয়ে থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হবে। হাম্মাম বলেন, 'আমি জানি না- এটা কাতাদার কথা না বর্ণনা। যদি ফরয সালাত কিছু কম হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্ (ফেরেশতাদের) বলবেন, আমার বান্দার কোন নফল সালাত আছে কি না? থাকলে তা দ্বারা ফরয পূর্ণ করে দেওয়া হবে। এরপর অন্যান্য আমলের ব্যাপারেও একই অবস্থা হবে।

٤٦٧. اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِى رَافِعٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلٰوتُهُ فَاِنْ وُجِدَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً وَّ اِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئٌ قَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُوْنَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمِّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيْضَتِهٖ مِّنْ تَطَوُّعِهٖ ثُمَّ سَائِرُ الْاَعْمَالِ تَجْرِىْ عَلٰى حَسَبِ ذٰلِكَ *

৪৬৭. আবুল আওয়াম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষের আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে। যদি সালাত পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়, তবে তা পরিপূর্ণ লেখা হবে। যদি কিছু কম পাওয়া যায়, তাহলে আল্লাহ্ বলবেন, তার নফল সালাত কিছু আছে কি না? (যদি থাকে) এগুলোর দ্বারা ফরয সালাতের ক্ষতিপূরণ করে দেওয়া হবে। তারপর অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রেও এরূপ করা হবে।

٤٦٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلٰوتُهُ فَاِنْ كَانَ اَكْمَلَهَا وَ اِلاَّ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اُنْظُرُوا لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعٍ فَاِنْ وُجِدَ لَهُ التَّطَوُّعُ قَالَ اَكْمِلُوْا بِهَا الْفَرِيْضَةَ *

৪৬৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন বান্দার থেকে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। সালাত পুরোপুরি আদায় করে থাকলে তো ভাল কথা, অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, দেখ, আমার বান্দার কোন নফল সালাত আছে কি না? নফল সালাত থাকলে বলবেন, এই নফল সালাত দ্বারা ফরয সালাত পূর্ণ করে দাও।

بَابُ ثَوَابِ مَنْ اَقَامَ الصَّلٰوةَ

পরিচ্ছেদ : সালাত আদায়কারীর সওয়াব

٤٦٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى صَفْوَانَ الثَّقَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَ اَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبدِ اللّٰهِ اَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى اَيُّوبَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِك بِهٖ شَيْئًا وَّ تُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَ تُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصِلَ الرَّحِمَ ذَرْهَا كَاَنَّهُ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ *

৪৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আবূ আইয়্যুব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবে না। সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। (জবাব দেয়ার পর) প্রশ্নকারীকে বললেন, উটের লাগাম ছেড়ে দাও। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন উটের উপর সওয়ার হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন।

بَابُ عَدَدِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فِى الْحَضَرِ

পরিচ্ছেদ : আবাসে যোহরের সালাতের রাকআত সংখ্যা

٤٧٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَابْرَاهِيْمَ بْنَ مَيْسَرَةَ سَمِعَا اَنَسًا رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَّبِذِى الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ *

৪৭০. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মদীনায় যোহরের সালাত চার রাকআত আদায় করেছি এবং যুল-হুলায়ফায় আসরের সালাত (সফরের কারণে) দুই রাকআত আদায় করেছি।

بَابُ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فِى السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ : সফর অবস্থায় যোহরের সালাত

٤٧١ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى اِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّاَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ *

৪৭১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দ্বিপ্রহরে 'বাতহা' নামক স্থানে আসেন। তারপর উযূ করেন এবং যোহর ও আসরের

সালাত দুই রাকআত করে আদায় করেন। এ সময়ে তাঁর সামনে একটি লাঠি ছিল। (অর্থাৎ লাঠিটি সুতরা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন)।

بَابُ فَضْلِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ

পরিচ্ছেদ : আসরের সালাতের ফযীলত ও মাহাত্ম্য

٤٧٢ . اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَابْنُ اَبِى خَالِدٍ وَالْبَخْتَرِىُّ بْنُ اَبِى الْبَخْتَرِىِّ كُلُّهُم سَمِعُوْهُ مِنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلّٰى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا *

৪৭২. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - উমারা ইব্ন রুওয়াইবা সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বের (ফজরের) সালাত এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের (আসরের) সালাত আদায় করবে, সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ

পরিচ্ছেদ : আসরের সালাত নিয়মিত যত্ন সহকারে আদায় করা

٤٧٣ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ الْقَعقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِى يُوْنُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَمَرَتْنِى عَائِشَةُ اَنْ اَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا فَقَالَتْ اِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الاٰيَةَ فَاٰذِنِّى حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى فَلَمَّا بَلَغْتُهَا اٰذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَىَّ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ثُمَّ قَالَتْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৪৭৩. কুতায়বা (র) - - - - নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর আযাদকৃত দাস আবূ ইউনুস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) আমাকে এক কপি কুরআনুল করীম লিখার জন্য নির্দেশ দেন এবং বলেন, যখন আয়াত : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ[১] পর্যন্ত পৌঁছবে তখন আমাকে খবর দিও। তারপর আমি ঐ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে তাঁকে জানালাম। তিনি আমার দ্বারা লিখালেন :

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ .

অর্থ : তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাত ও আসর সালাতের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে।

তারপর বললেন : "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে এরূপ শুনেছি।"

٤٧٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى قَتَادَةُ عَنْ اَبِى حَسَّانَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ شَغَلُوْنَا عَنْ صَلٰوةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ *

৪৭৪. মুহাম্মদ ইবন্ আবদুল আ'লা (র) - - - - আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (খন্দকের রণক্ষেত্রে) কাফিররা সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমাদেরকে সালাতুল উসতা থেকে বিরত রেখেছিল।

بَابُ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةَ الْعَصْرِ

পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আসরের সালাত তরক করে

٤٧٥ . اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو الْمَلِيْحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِى يَوْمٍ ذِى غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِالصَّلٰوةِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ *

৪৭৫. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবুল মালিহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা বুরায়দা (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন : অবিলম্বে সালাত আদায় করে নাও, কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আসরের সালাত তরক করলো, তার সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে গেল।

بَابُ عَدَدِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فِى الْحَضَرِ

পরিচ্ছেদ : আবাসে আসরের সালাতের রাকআত সংখ্যা

٤٧٦ . اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَأَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ زَاذَانَ عَنِ الْوَلِيْدِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ النَّاجِى عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَدْرَ ثَلاَثِيْنَ اٰيَةً قَدْرَ سُوْرَةِ السَّجْدَةِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وَفِى الْاُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلٰى قَدْرِ الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ *

৪৭৬. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যোহর ও আসরের সালাতে কতক্ষণ কিয়াম করতেন (দাঁড়িয়ে থাকতেন) আমরা অনুমান করতাম। একবার আমরা যোহরের সালাতে তাঁর কিয়ামের অনুমান করলাম যে, তিনি প্রথম দুই রাক'আতে সূরায়ে সাজদার ত্রিশ আয়াত পরিমাণ এবং পরবর্তী দুই রাক'আতে এর অর্ধেক পরিমাণ পড়ার পরিমাণ কিয়াম করলেন। আসরের সালাতে কিয়ামের অনুমান করলাম যে, প্রথম দুই রাক'আতে যোহরের শেষ দুই রাক'আতের সময় পরিমাণ এবং শেষ দুই রাক'আতে এর অর্ধেক পরিমাণ সময় কিয়াম করলেন।

٤٧٧ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ اَبِى عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْوَلِيْدِ اَبِى بِشْرٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ فِى الظُّهْرِ فَيَقْرَأُ قَدْرَ ثَلٰثِيْنَ اٰيَةً فِى كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ يَقُوْمُ فِى الْعَصْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشَرَةَ اٰيَةً *

৪৭৭. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যোহরের সালাতে দাঁড়াতেন এবং প্রত্যেক রাক'আতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন এবং আসরের প্রথম দুই রাক'আতে পনের আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন।

بَابُ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فِى السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ : সফর অবস্থায় আসরের সালাত

٤٧٨ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ *

৪৭৮. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাতে যোহরের সালাত চার রাক'আত এবং যুল-হুলায়ফায় (সফর অবস্থায়) আসরের সালাত দুই রাক'আত আদায় করেন।

٤٧٩ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ اَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ اَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ قَالَ عِرَاكٌ وَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ - خَالَفَهُ يَزِيْدُ بْنُ اَبِى حَبِيْبٍ *

৪৭৯. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - নাওফাল ইব্‌ন মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, যে ব্যক্তির আসরের সালাত 'ফওত' হলো, তার পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন ছিনতাই হয়ে

গেল। এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইরাক ইব্‌ন মালিক বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তির আসরের সালাত কাযা হলো, তার পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন লুট হয়ে গেল।

٤٨٠. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ نَوْفَلَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِنَ الصَّلٰوةِ صَلٰوةٌ مَّنْ فَاتَتْهُ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هِىَ صَلٰوةُ الْعَصْرِ - خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ *

৪৮০. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ যুগবা (র) - - - - নাওফাল ইব্‌ন মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, সালাতের মধ্যে এমন সালাত রয়েছে যদি কারো থেকে তা ফওত হয়, তাহলে তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন লুট হয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে (এ সম্পর্কে) বলতে শুনেছি, তা হচ্ছে আসরের সালাত।

٤٨١. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمِّى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ صَلاَةٌ مَّنْ فَاتَتْهُ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِىَ صَلٰوةُ الْعَصْرِ *

৪৮১. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ (র) - - - - ইরাক ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নাওফাল ইব্‌ন মুআবিয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি : সালাতের মধ্যে এমন সালাত রয়েছে যে ব্যক্তি থেকে তা ছুটে গেল, তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন ছিনতাই হয়ে গেল। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তা হচ্ছে আসরের সালাত।

بَابُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ

পরিচ্ছেদ : মাগরিবের সালাত

٤٨٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ رَاَيْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ اَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلٰثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى يَعْنِى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ بِهِمْ مِثْلَ ذٰلِكَ فِى ذٰلِكَ الْمَكَانِ وَذَكَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ فِى ذٰلِكَ الْمَكَانِ *

৪৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - সালামা ইব্‌ন কুহায়ল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি (মুযদালিফায়) মাগরিবের তিন রাক'আত এবং ইশার দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁদেরসহ এই স্থানে এরূপ করেছেন এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -ও এই স্থানে এরূপই করেছিলেন।

بَابُ فَضْلِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ

পরিচ্ছেদ : ইশার সালাতের ফযীলত

٤٨٣ . اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْعِشَاءِ حَتّٰى نَادَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ يُصَلِّي هٰذِهِ الصَّلٰوةَ غَيْرُكُمْ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ اَحَدٌ يُصَلِّي غَيْرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ *

৪৮৩. নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার ইশার সালাত আদায় করতে বিলম্ব করলেন। ফলে উমর (রা) তাঁকে আহবান করে বল্‌লেন যে, মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হয়ে তাঁকে বললেন, তোমাদের ব্যতীত আর কেউ এ সালাত আদায় করে না। তখন মদীনাবাসী ব্যতীত আর অন্য কেউ এ সালাত আদায় করতো না।[১]

بَابُ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فِى السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ : সফরে ইশার সালাত

٤٨٤ . اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَكَمُ قَالَ صَلّٰى بِنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلٰثًا بِاِقَامَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذٰلِكَ وَذَكَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ ذٰلِكَ *

৪৮৪. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - হাকাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মুযদালিফায় মাগরিবের তিন রাক'আত এবং ইশার দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। এরপর বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) এরূপ করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-ও এরূপ করেছেন।

٤٨٥ . اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُبْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ابْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ رَاَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ صَلّٰى بِجَمْعٍ فَاَقَامَ فَصَلّٰى

---

১. এভাবে ইশার সালাত জামাতের সাথে মদীনা ব্যতীত অন্য কোথাও আদায় করা হতো না। মক্কায় যে সব মুসলমান বসবাস করতেন তাদের গোপনে সালাত আদায় করতে হতো। (ফাতহুল বারী)

الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ فِى هٰذَا الْمَكَانِ *

৪৮৫. আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-কে মুযদালিফায় মাগরিবের তিন রাক'আত এবং ইশার দুই রাক'আত সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এখানে এরূপ করতে দেখেছি।

بَابُ فَضْلِ صَلٰوةِ الْجَمَاعَةِ

পরিচ্ছেদ : জামাআতে সালাত আদায় করার ফযীলত

٤٨٦ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِى صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ *

৪৮৬. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : রাত ও দিনে ফেরেশতাগণ পালাক্রমে তোমাদের নিকট আগমন করে এবং ফজর ও আসরের সময় তারা একত্রিত হয়। তারপর যে সকল ফেরেশতা রাতে তোমাদের নিকট ছিল, তারা উপরে উঠে যায়, আল্লাহ্ তাদের জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি সর্বজ্ঞ, আমার বান্দাদের তোমরা কোন্ অবস্থায় রেখে এসেছো ? উত্তরে ফেরেশতাগণ বলে থাকে, আমরা যখন চলে আসি তখন আপনার বান্দারা (ফজরের) সালাত আদায় করছিল। আমরা যখন তাদের নিকট গিয়েছিলাম তখন তারা (আসরের) সালাত আদায় করছিল।

٤٨٧ . اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَفْضُلُ صَلٰوةُ الْجَمْعِ عَلٰى صَلٰوةِ اَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءًا وَّيَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِى صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا *

৪৮৭. কাসীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : একা সালাত আদায় করার চেয়ে জামাআতে সালাত আদায় করা পঁচিশ গুণ বেশি শ্রেষ্ঠ। রাত ও দিনে (আগমনকারী) ফেরেশতার দল ফজরের সালাতের সময় একত্রিত হয়। সুতরাং এতদ্বিষয়ে তোমরা এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পার : وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا [১]

---

১. এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত ; ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে। ১৭ : ৭৮

٤٨٨ . اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَلِجُ النَّارَ اَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ *

৪৮৮. আমর ইব্‌ন আলী ও ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উমারা ইব্‌ন রুওয়ায়বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে ফজরের সালাত এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে (আসরের) সালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

بَابُ فَرْضِ الْقِبْلَةِ

পরিচ্ছেদ : কিবলামুখী হওয়া ফরয

٤٨٩ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا شَكَّ سُفْيَانُ وَ صُرِفَ اِلَى الْقِبْلَةِ *

৪৮৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - বা'রা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ষোল মাস বা সতর মাস (বর্ণনাকারী সুফিয়ানের সন্দেহ) বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখী হয়ে সালাত আদায় করি। পরে তাঁকে (নবী ﷺ -কে) কা'বার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

٤٩٠ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ زَكَرِيَّا ابْنِ اَبِي زَائِدَةَ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ اِنَّهُ وُجِّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَمَرَّ رَجُلٌ قَدْ كَانَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَوْمٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ وُجِّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَانْحَرَفُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ *

৪৯০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) - - - - বা'রা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আগমনের পর ষোল মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখী হয়ে সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি কা'বা অভিমুখী হয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ প্রাপ্ত হন। কিবলা পরিবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায়কারী এক ব্যক্তি (সালাতের পর) আনসারদের এক জামাআতের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। (তাঁরা তখন সালাতরত অবস্থায় ছিলেন) তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা অভিমুখী হয়ে সালাত আদায় করতে আদিষ্ট হয়েছেন— একথা শুনে তাঁরা কা'বা অভিমুখী হয়ে সালাত আদায় করেন।[১]

---

১. বায়তুল মুকাদ্দাস মদীনার উত্তরদিকে এবং কা'বা দক্ষিণদিকে অবস্থিত। অতএব মুসল্লীগণ উত্তরদিক থেকে দক্ষিণ-দিকে ফিরে যান।

بَابُ الْحَالِ الَّتِى يَجُوْزُ فِيْهَا اِسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

পরিচ্ছেদ : কোন্ অবস্থায় কিবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে সালাত আদায় করা যায়

٤٩١ . اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةَ وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ اَىِّ وَجْهٍ تَتَوَجَّهُ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ اَنَّهُ لاَيُصَلِّى عَلَيْهَا الْمَكْتُوْبَةَ *

৪৯১. ঈসা ইব্ন হাম্মাদ যুগবা, আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কা'বা অভিমুখী হয়ে সালাত আদায় করার হুকুম আসার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটের পিঠের উপর (নফল) সালাত আদায় করতেন তাতে উট যে দিকেই মুখ করে থাকুক এবং বিতরের সালাত উটের উপরই আদায় করে নিতেন। তবে ফরয সালাত এভাবে আদায় করতেন না।

٤٩٢ . اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى عَلٰى دَابَّتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِّنْ مَّكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَفِيْهِ اُنْزِلَتْ **فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ** *

৪৯২. আমর ইব্ন আলী ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে যাওয়ার সময় নিজ বাহনের উপর (নফল) সালাত আদায় করতেন। এ সম্পর্কে : فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১]

٤٩٣ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى عَلٰى رَاحِلَتِهِ فِى السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ مَالِكٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ *

৪৯৩. কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে সওয়ারীর উপর সালাত আদায় করতেন সওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাকুক না কেন। মালিক (র) বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার (র) বলেছেন : ইব্ন উমর (রা)-ও অনুরূপ করতেন।

১. এবং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকেই আল্লাহ্র দিক। (২ : ১১৫)

بَابُ اِسْتِبَانَةِ الْخَطَأُ بَعْدَ الْاِجْتِهَادِ

পরিচ্ছেদ : কিবলার ব্যাপারে ভুল প্রকাশিত হলে কি করতে হবে

٤٩٤ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِى صَلٰوةِ الصُّبْحِ جَاءَهُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَّسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُهُم اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا اِلَى الْكَعْبَةِ *

৪৯৪. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার কুবার মসজিদে লোকেরা ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় সেখানে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বললেন যে, রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর (আল্লাহ্র কালাম) অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই আপনারাও কা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করুন। তাঁরা বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখী ছিলেন, একথা শুনে তাঁরা (সালাত অবস্থাতেই) কা'বার দিকে ঘুরে গেলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمَوَاقِيْتِ

অধ্যায় : সালাতের ওয়াক্তসমূহ

٤٩٥ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ اَمَا اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ نَزَلَ فَصَلّٰى اَمَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ اِعْلَمْ مَا تَقُوْلُ يَاعُرْوَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَمَّنِىْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِاَصَابِعِهٖ خَمْسَ صَلَوَاتٍ *

৪৯৫. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) (একদিন) আসরের সালাত একটু বিলম্বে আদায় করলে উরওয়া তাঁকে বললেন যে, আপনি কি অবহিত নন যে, জিব্রাঈল (আ) অবতীর্ণ হন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে সালাত আদায় করেন। উমর (র) বললেন, হে 'উরওয়া! তুমি কি বলছো তা ভালভাবে চিন্তা করে বল। উরওয়া বললেন, আমি বাশীর ইব্‌ন আবূ মাসঊদ (র)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন : আমি আবূ মাসঊদকে বলতে শুনেছি : তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, জিব্রাঈল (আ) অবতীর্ণ হয়ে আমার সালাতের ইমামতি করেন। আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করি, পুনরায় তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করি। পুনরায় তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করি। পুনরায় তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করি। পুনরায় তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করি। তিনি তার হাতের আঙ্গুলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত গণনা করেন।

اَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ

যোহরের প্রথম সময়

٤٩٦ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ

سَلاَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يَسْأَلُ اَبَابَرْزَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ كَمَا اَسْمَعُكَ السَّاعَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ اَبِى يَسْأَلُ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ لاَ يُبَالِى بَعْضَ تَأْخِيْرِهَا يَعْنِى الْعِشَاءَ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ وَلاَيُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيْثَ بَعْدَهَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيْتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ قَالَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ اِلٰى اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ لاَ اَدْرِى اَىَّ حِيْنٍ ذَكَرَ ثُمَّ لَقِيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَسَأَلْتُهُ قَالَ وَكَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ اِلٰى وَجْهِ جَلِيْسِهِ الَّذِى يَعْرِفُهُ فَيَعْرِفُهُ قَالَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيْهَا بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ *

৪৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - সাইয়ার ইব্‌ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতাকে আবূ বার্‌যা (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। (সনদের একজন রাবী) শু'বা (রা) সাইয়ার ইব্‌ন সালামাকে বললেন, আপনি নিজে তা শুনেছেন কি ? (সাইয়ার) বলেন : হ্যাঁ, যেমন আপনাকে শোনাচ্ছি। তিনি-(সাইয়ার) বলেন : আমার পিতাকে আমি আবূ বারযা (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। আবূ বারযা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত কখনো অর্ধরাতে আদায় করতেন এবং তিঁনি সালাতের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া ও সালাতের পর কথা বলা পছন্দ করতেন না। শু'বা (র) বলেন : আমি আবার সাইয়ার ইব্‌ন সালামার সঙ্গে সাক্ষাত করি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যোহরের সালাত আদায় করতেন যখন সূর্য ঢলে পড়তো, আসরের সালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, কোন লোক মদীনার দূর প্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারত এবং সূর্যের আলো তখনও উজ্জ্বল থাকত। মাগরিবের সালাত কোন্ সময় আদায় করতেন বলে তিনি উল্লেখ করেছিলেন তা আমার জানা নেই। আবার আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, লোক ফিরে যেত এবং তার পাশের উপবিষ্ট কোন পরিচিত লোকের দিকে তাকালে তাকে চিনতে পারত। রাবী বলেন : তিনি উক্ত সালাতে ষাট থেকে এক'শ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

٤٩٧ . اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى اَنَسٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى بِهِمْ صَلٰوةَ الظُّهْرِ *

৪৯৭. কাসীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আনাস (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা সূর্য ঢলে পড়লে বের হন এবং তাঁদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করেন।

٤٩٨ . اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكَوْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا قِيْلَ لاَبِى اِسْحَاقَ فِى تَعْجِيْلِهَا قَالَ نَعَمْ *

৪৯৮. ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ---- খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উত্তপ্ত বালুর অভিযোগ করলাম। তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করলেন না। আবূ ইসহাক (রা)-কে বলা হলো, সাথীরা কি সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করার অভিযোগ করেছিলেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

بَابُ تَعْجِيْلِ الظُّهْرِ فِى السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ : সফরের সময় যোহরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করা

٤٩٩ . اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى حَمْزَةُ الْعَائِذِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتّٰى يُصَلِّىَ الظُّهْرَ فَقَالَ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَتْ بِنِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَاِنْ كَانَتْ بِنِصْفِ النَّهَارِ *

৪৯৯. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- হামযাতুল আয়িযী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ যখন কোন মনযিলে যোহরের পূর্বে অবতরণ করতেন তখন যোহরের সালাত আদায় না করে সেই স্থান ত্যাগ করতেন না। এক ব্যক্তি বলল, অর্ধদিন ঠিক দুপুর হলেও? তিনি বললেন, ঠিক দুপুর বেলায় হলেও।[১]

تَعْجِيْلِ الظُّهْرِ فِى الْبَرْدِ

ঠাণ্ডার সময়ে যোহরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করা

٥٠٠ . اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلٰى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِيْنَارٍ اَبُوْ خَلْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ *

৫০০. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- খালিদ ইব্‌ন দীনার আবূ খালদাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস ইবন্ মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গরমের সময় (যোহরের সালাত) বিলম্বে এবং ঠাণ্ডার সময় তাড়াতাড়ি আদায় করতেন।

اَلْاِبْرَادِ بِالظُّهْرِ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ

গরম প্রচণ্ড হলে যোহরের সালাত গরম কমলে আদায় করা

٥٠١ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِى

---

১. দুপুর অর্থ হচ্ছে দুপুরের কাছাকাছি সময়, অর্থাৎ তিনি দুপুরের সময় আদায় করলেও সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে সালাত আদায় করে স্থল ত্যাগ করতেন।

سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ *

৫০১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : গরম প্রচণ্ড হলে সালাত বিলম্ব করে আদায় কর। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের ভাপ।[১]

٥٠٢. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى ح وَاَنْبَاَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ ح وَاَنْبَاَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَوْسٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِى مُوْسٰى يَرْفَعُهُ قَالَ اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ الَّذِى تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ *

৫০২. ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকূব (র) ও আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা যোহরের সালাত বিলম্ব করে আদায় কর। কারণ তোমরা যে গরম অনুভব কর তা জাহান্নামের ভাপ।

اٰخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ

যোহরের সালাতের শেষ সময়

٥٠٣. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ اَنْبَاَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ فَصَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ رَاَى الظِّلَّ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ ذَهَبَ شَفَقُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدَ فَصَلَّى بِهِ الصُّبْحَ حِيْنَ اَسْفَرَ قَلِيْلاً ثُمَّ صَلَّى بِهِ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلاً ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَّاحِدٍ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ الصَّلٰوةُ مَابَيْنَ صَلٰوتِكَ اَمْسِ وَصَلٰوتِكَ الْيَوْمَ *

৫০৩. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

১. 'গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের ভাপ' অর্থাৎ মৌসুমী তাপের আধিক্য জাহান্নামের গর্মিরই নমুনা।

বলেছেন : ইনি জিব্রাঈল (আ), যিনি তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছেন। তিনি ঊষা উদিত হলে ফজরের সালাত আদায় করেন। যোহরের সালাত আদায় করেন সূর্য ঢলে পড়লে, তারপর আসরের সালাত আদায় করেন যখন ছায়া তাঁর সমান দেখেন। তারপর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন যখন সূর্য অস্তমিত হলো, আর সওম পালনকারীর জন্য ইফতার করা হালাল হলো। তারপর ইশার সালাত আদায় করেন সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর যে শফক দেখা[১] যায়, তা অদৃশ্য হওয়ার পর। জিব্রাঈল (আ) আবার পরদিন আসেন এবং নবী ﷺ-কে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন যখন কিছুটা ফর্সা হলো। পরে তাঁকে নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করেন যখন ছায়া তাঁর সমান হলো। তারপর আসরের সালাত আদায় করেন যখন ছায়া তাঁর দ্বিগুণ হলো। পরে মাগরিবের সালাত একই সময়ে পূর্ব দিনের ন্যায় আদায় করেন। যখন সূর্য অস্তমিত হলো এবং সাওম পালনকারীর জন্য ইফতার করা হালাল হলো। এরপর রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে ইশার সালাত আদায় করেন। পরে তিনি বলেন : আপনার আজকের সালাত এবং গত কালকের সালাতের মধ্যবর্তী সময়ই হল সালাতের সময়।

٥٠٤ . اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْرَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِى مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ الاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ قَدْرُ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ فِى الصَّيْفِ ثَلٰثَةَ اَقْدَامٍ اِلٰى خَمْسَةِ اَقْدَامٍ وَّفِى الشِّتَاءِ خَمْسَةَ اَقْدَامٍ اِلٰى سَبْعَةِ اَقْدَامٍ *

৫০৪. আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আযরামী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গ্রীষ্মকালে যোহরের সালাত আদায় করতেন যখন কোন ব্যক্তির ছায়া তিন হতে পাঁচ কদমের মধ্যে হতো এবং শীতকালে ছায়া যখন পাঁচ হতে সাত কদমের মধ্যে হতো।

اَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ

আসরের প্রথম ওয়াক্ত

٥٠٥ . اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ ابْنُ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مَّوَاقِيْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ صَلِّ مَعِى فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ فَيْءُ كُلِّ شَيْءٍ مِّثْلَهُ وَالْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ فَيْءُ الْاِنْسَانِ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ فَيْءُ الْاِنْسَانِ مِثْلَيْهِ وَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ كَانَ قُبَيْلَ غَيْبُوْبَةِ الشَّفَقِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ ثُمَّ قَالَ فِى الْعِشَاءِ اُرٰى اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ *

১. ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমদ, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে- অস্তাচলে যে লালিমা দৃষ্ট হয় তাই 'শফক'। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে– লালিমা অস্ত যাওয়ার পর যে সাদা বর্ণ দেখা যায়, তাই শফক। এটা অদৃশ্য হলে ইশার সালাতের সময় আরম্ভ হয়।

৫০৫. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সালাতের নির্ধারিত সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : আমার সঙ্গে সালাত আদায় কর। তারপর তিনি যোহরের সালাত আদায় করেন যখন সূর্য অনেকখানি ঢলে যায়। আসরের সালাত আদায় করেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হয়ে গেল, মাগরিবের সালাত আদায় করেন যখন সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেল এবং ইশার সালাত আদায় করেন যখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর শফক অদৃশ্য হয়ে গেল। রাবী বলেন : (পরদিন) যোহরের সালাত আদায় করেন যখন মানুষের ছায়া তার সমান হলো, আসরের সালাত আদায় করেন যখন মানুষের ছায়া দ্বিগুণ হলো। মাগরিবের সালাত আদায় করলেন শফক অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস বলেন : তারপর বর্ণনাকারী ইশার সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, তা রাতের এক-তৃতীয়াংশের দিকে আদায় করেছেন বলে আমার মনে হয়।

تَعْجِيْلِ الْعَصْرِ

আসরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করা

٥٠٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى صَلٰوةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ فِى حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَىْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا *

৫০৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (এমন সময়) আসরের সালাত আদায় করলেন যে, সূর্য রশ্মি তখনও তাঁর ঘরে ছিল এবং সূর্য রশ্মি তখনো গৃহের আঙিনা থেকে উপরে উঠেনি।

٥٠٧ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلٰى قُبَاءٍ فَقَالَ اَحَدُهُمَا فَيَأْتِيْهِمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَقَالَ الْاٰخَرُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ *

৫০৭. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, কোন গমনকারী 'কুবা'[১] পর্যন্ত যেত। (বর্ণনাকারী) যুহরী অথবা ইসহাকের মধ্যে একজন বলেন : গমনকারী এসে 'কুবা' বাসীদেরকে (আসরের) সালাত আদায় করতে দেখতে পেত। অন্যজন বলেন : সূর্য তখনও উপরে (উজ্জ্বল) থাকত।

٥٠٨ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ وَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِىْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ *

৫০৮. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, সূর্য তখনও অনেক উপরে উজ্জ্বল থাকত। কোন গমনকারী আওয়ালী'[২] তে পৌছলেও সূর্য তখনও উপরে থাকত।

১. মদীনা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত।
২. আওয়ালী অর্থ মদীনার পার্শ্ববর্তী উঁচু মহল্লা, কোন কোন আওয়ালী চার মাইল দূরে অবস্থিত।

٥٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ اَبِى الْاَبْيَضِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بِنَا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُحَلِّقَةٌ *

৫০৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে আসরের সালাত আদায় করতেন যখন সূর্য ঊর্ধাকাশে করোজ্জ্বল থাকত।

٥١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ اَبَا اُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يَقُوْلُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ قُلْتُ يَا عَمِّ مَا هٰذِهِ الصَّلٰوةُ الَّتِى صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرَ وَهٰذِهِ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِى كُنَّا نُصَلِّى *

৫১০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - আবূ বকর ইব্ন উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবূ উমামা ইব্ন সাহ্ল (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আমরা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর সঙ্গে যোহরের সালাত আদায় করে বের হলাম। তারপর আমরা আনাস (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে আসরের সালাত আদায় করতে দেখতে পেলাম। আমি বললাম, হে পিতৃব্য! এ কোন সালাত, যা আপনি আদায় করলেন ? তিনি বললেন, আসরের সালাত এবং এটাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত যা আমরা (তাঁর সাথে) আদায় করতাম।

٥١١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلْقَمَةَ الْمَدَنِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِى سَلَمَةَ قَالَ صَلَّيْنَا فِى زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ثُمَّ انْصَرَفْنَا اِلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَنَا اَصَلَّيْتُمْ قُلْنَا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ اِنِّى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ فَقَالُوْا لَهُ عَجَّلْتَ فَقَالَ اِنَّمَا اُصَلِّى كَمَا رَاَيْتُ اَصْحَابِى يُصَلُّوْنَ *

৫১১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ সালামা (র) বলেন : আমরা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর যমানায় একদা (যোহরের) সালাত আদায় করে আনাস (রা)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে সালাত আদায় করা অবস্থায় পেলাম। সালাত সমাপ্ত করার পর তিনি আমাদের বললেন যে, তোমরা কি সালাত আদায় করেছ ? আমরা বললাম, যোহরের সালাত আদায় করেছি। তিনি বললেন, আমি তো আসরের সালাত আদায় করেছি। লোকেরা বলল, আপনি তাড়াতাড়ি আদায় করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, আমি ঐভাবেই সালাত আদায় করি যেভাবে আমার সাথীদেরকে আদায় করতে দেখেছি।

بَابٌ اَلتَّشْدِيْدُ فِى تَأْخِيْرِ الْعَصْرِ

পরিচ্ছেদ : আসরের সালাত বিলম্বে আদায় করার ব্যাপারে সতর্কবাণী

٥١٢. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ اِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِجِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا

اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِى دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ اَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ قُلْنَا لاَ اِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ قَالَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ جَلَسَ يَرْقُبُ صَلٰوةَ الْعَصْرِ حَتّٰى اِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً *

৫১২. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আ'লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি যোহরের সালাত আদায় করার পর আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর বসরায় অবস্থিত বাসস্থানে গেলেন। তাঁর বাড়ি মসজিদের পার্শ্বেই ছিল। আ'লা (র) বলেন, যখন আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি আসরের সালাত আদায় করেছ ? আমরা বললাম, না। আমরা তো এইমাত্র যোহরের সালাত আদায় করলাম। তিনি বললেন, এখন আসরের সালাত আদায় কর। আ'লা বলেন : আমরা তৎক্ষণাৎ সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এটা মুনাফিকের সালাত যে, বসে সালাতের অপেক্ষারত থাকে, তারপর সূর্য যখন শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে[১] (সূর্যাস্তের সময় নিকটবর্তী হয়ে যায়) তখন (তাড়াহুড়া করে মোরগের মত) চারটি ঠোকর মারে এবং তাতে আল্লাহ্ পাকের স্মরণ সামান্যই করে।

٥١٣ . اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِىْ تَفُوْتُهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ *

৫১৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সালিমের পিতার সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যার আসরের সালাত ফওত হল, তার যেন পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হয়ে গেল।

آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ

আসরের শেষ সময়

٥١٤ . اَخْبَرَنَا يُوْسُفُ بْنُ وَاضِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ يَعْنِى ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بُرْدٍ (هُوَابْنُ سِنَانٍ) عَنْ عَطَاءِ ابْنِ اَبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ جِبْرِيْلَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ يُعَلِّمُهُ مَوَاقِيْتَ الصَّلٰوةِ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَاَتَاهُ حِيْنَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فَتَقَدَّمَ

১. "শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে"- সূর্য পূজারীরা সূর্যের উদয় ও অস্তের সময় এর পূজা করে। আর শয়তান তাদের পূজা গ্রহণের জন্য সূর্যের সামনে এসে দাঁড়ায়। এটাই উক্ত বাক্যের ভাবার্থ।

جِبْرِيْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ اَتَاهُ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَتَاهُ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتَاهُ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيْلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ اَتَاهُ الْيَوْمَ الثَّانِى حِيْنَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْاَمْسِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَتَاهُ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصَيْهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْاَمْسِ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ اَتَاهُ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْاَمْسِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَنِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا ثُمَّ نِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا فَاَتَاهُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْاَمْسِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتَاهُ حِيْنَ امْتَدَّ الْفَجْرُ وَاَصْبَحَ وَالنُّجُوْمُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالْاَمْسِ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ قَالَ مَابَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلٰوتَيْنِ وَقْتٌ *

৫১৪. ইউসুফ ইব্‌ন ওয়াদিহ্ (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। জিব্রাঈল (আ) নবী ﷺ-কে সালাতের ওয়াক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য আসলেন। তারপর জিব্রাঈল (আ) সামনে দাঁড়ালেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পেছনে এবং অন্যান্য লোকেরা দাঁড়ালেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে। এরপর যোহরের সালাত আদায় করলেন যখন সূর্য ঢলে পড়লো, আবার যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার বরাবর হল, তখন জিব্রাঈল (আ) আগমন করলেন এবং পূর্বের মত তিনি আগে দাঁড়ালেন, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পেছনে এবং অন্যান্য লোকগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে (সারিবদ্ধ হয়ে) দাঁড়িয়ে গেলেন। (এভাবে) আসরের সালাত আদায় করলেন। পুনরায় সূর্যাস্তের পর জিব্রাঈল (আ) আসলেন এবং সামনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পেছনে এবং অন্যান্য লোকগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে দাঁড়িয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। আবার সূর্যাস্তের পর যখন শফক অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন জিব্রাঈল (আ) আসলেন এবং সামনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পেছনে দাঁড়ালেন এবং লোকগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। এভাবে 'ইশার সালাত আদায় করলেন। পুনরায় প্রভাত হওয়ার পর জিব্রাঈল (আ) আসলেন এবং সামনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পেছনে ও অন্যান্য লোকগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেছনে দাঁড়িয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তারপর দ্বিতীয় দিন আসলেন যখন লোকের ছায়া তার সমান হলো। তখন গতদিন যেরূপ করা হয়েছিল সেরূপ করা হল— যোহরের সালাত আদায় করলেন। পরে আবার তিনি আসলেন যখন লোকের ছায়া তার দ্বিগুণ হল, তখন গত দিনের ন্যায় আসরের সালাত আদায় করলেন। আবার আসলেন যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল, তখন গত দিনের ন্যায় মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। পরে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে জাগলাম, পুনরায় ঘুমিয়ে ঘুম থেকে জাগলাম। এরপর তিনি এসে পূর্বের ন্যায় 'ইশার সালাত আদায় করলেন। পুনরায় আসলেন যখন প্রভাত হল এবং (আকাশে) তারকাগুলি দৃশ্যমান ছিল। তখনও পূর্বের ন্যায় ফজরের সালাত আদায়

করলেন। তারপর বললেন : উভয় দিনের সালাতের মধ্যবর্তী সময় সালাতের জন্য নির্ধারিত।[১]

مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ

যে ব্যক্তি আসরের দুই রাক'আত পেল

٥١٥ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ اَوْ رَكْعَةً مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ *

৫১৫. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের দুই রাক'আত পেল, অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের এক রাক'আত পেল, সে সালাত পেল।[২]

٥١٦ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ اَوْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَقَدْ اَدْرَكَ *

৫১৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের এক রাক'আত পেল, অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাক'আত পেল, সে সালাত পেল।

٥١٧ . اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَدْرَكَ اَحَدُكُمْ اَوَّلَ سَجْدَةٍ مِّنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلٰوتَهُ وَاِذَا اَدْرَكَ اَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلٰوتَهُ *

---

১. জিব্রাঈল (আ) আল্লাহ্র নির্দেশে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সঙ্গীদের সালাতের ইমামতি করেছিলেন, কাজেই এ সময়ের জন্য তাঁর উপরে সালাত ফরয হয়েছিল। তাঁর পেছনে নবী (সা) ও অন্যান্য লোকদের মুকতাদী হয়ে সালাত আদায় করা ফরয আদায়কারী ইমামের পেছনে ফরয আদায়কারী মুকতাদীর সালাত আদায় হিসাবে গণ্য। এ হাদীসকে নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারী মুকতাদির ইকতিদা করা বৈধ বলে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

২. এ হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, কোন ব্যক্তি এক রাক'আত সালাতের সময় থাকতে মুসলমান হল এরূপ অবস্থায় তার উপর সে ওয়াক্তের সালাত ফরয হলো। অর্থাৎ সে ওয়াক্তের সালাত কাযা করতে হবে। কোন ব্যক্তি এক রাক'আত অবশিষ্ট থাকতে শরীক হলে তবে সে জামাআতের ফযীলত পাবে। এর এই অর্থ নয় যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করবে। কেননা এই সময় সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৫১৭. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের প্রথম সিজদা পায়, সে যেন তার বাকী সালাত সম্পূর্ণ করে। এবং যখন কেউ সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের প্রথম সিজদা পায়, সে যেন তার বাকী সালাত সম্পূর্ণ করে।

٥١٨ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ وَعَنْ الْاَعْرَجِ يُحَدِّثُوْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ *

৫১৮. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের এক রাক'আত পেল, সে ফজরের সালাত পেল এবং যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের এক রাক'আত পেল, সে আসরের সালাত পেল।

٥١٩. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُعَاذٍ اَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ فَقُلْتُ اَلَا تُصَلِّى فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا صَلٰوةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ لَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ *

৫১৯. আবূ দাঊদ (র) - - - - মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (একদা) মু'আয ইব্ন আফরা (রা)-এর সঙ্গে তওয়াফ করলেন; (তওয়াফের পর) তিনি সালাত আদায় করলেন না। আমি বললাম, আপনি সালাত আদায় করলেন না ? উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন সালাত নেই এবং ফজরের সালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন সালাত নেই।

اَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত

٥٢٠ . اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَقِمْ مَعَنَا هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ وَاَمَرَ بِلَالًا فَاَقَامَ عِنْدَ الْفَجْرِ فَصَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ حِيْنَ رَاَى الشَّمْسَ بَيْضَاءَ فَاَقَامَ الْعَصْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ حِيْنَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَمَرَهُ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَمَرَهُ

مِنَ الْغَدِ فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ ثُمَّ اَبْرَدَ بِالظُّهْرِ وَاَنْعَمَ اَنْ يُبْرِدَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ وَاَخَّرَ عَنْ ذٰلِكَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَفَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ وَقْتُ صَلٰوتِكُم مَّابَيْنَ رَاَيْتُمْ *

৫২০. আমর ইব্ন হিশাম (র) - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে সালাতের ওয়াক্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি আমাদের সঙ্গে দুই দিন অবস্থান কর। তারপর তিনি বিলাল (রা)-কে আদেশ করলেন, তিনি ফজরের ইকামত বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করলেন। পুনরায় যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তাঁকে (ইকামতের জন্য) আদেশ করলেন, তারপর যোহরের সালাত আদায় করলেন। এরপরে যখন সূর্য শুভ্র করোজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, তখন পুনরায় তাঁকে ইকামতের আদেশ করলেন এবং আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল, তখন তাঁকে ইকামতের আদেশ করলেন এবং মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর যখন শফক অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন তাঁকে ইকামতের আদেশ করলেন এবং ইশার সালাত আদায় করলেন (অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করলেন)। পরদিন পুনরায় বিলাল (রা)-কে আদেশ করলেন, এরপর ফজরের সালাত আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে আদায় করলেন। পুনরায় যোহরের সালাত বেশ বিলম্ব করে আদায় করলেন। তারপর আসরের সালাত আলোবোজ্জ্বল সময় থেকে বিলম্ব করে আদায় করলেন। তারপর শফক অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পূর্বেই মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর এক-তৃতীয়াংশ রাত্র অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাঁকে ইশার ইকামত বলার আদেশ করলেন এবং ইশার সালাত আদায় করলেন। এরপর বললেন : সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী কোথায় ? তোমরা যা দেখলে, তার মধ্যখানেই তোমাদের সালাতের সময়।

تَعْجِيْلُ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করা

٥٢١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَسَّانَ بْنَ بِلاَلٍ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ اَسْلَمَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُمْ كَانُو يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِىِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُوْنَ اِلٰى اَهَالِيْهِمْ اِلٰى اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ يَرْمُوْنَ وَيُبْصِرُوْنَ مَوَاقِعَ سِهَامِهِمْ *

৫২১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবূ বিশর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হাস্সান ইব্ন বিলাল (রা)-কে নবী ﷺ -এর সহচরদের মধ্য থেকে আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। তারপর মদীনার প্রান্তরে নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যেতেন। এমতাবস্থায় তারা তীর নিক্ষেপ করতেন এবং তার পতনের স্থান দেখতে পেতেন। (অর্থাৎ রাত্র অন্ধকার হওয়ার পূর্বেই মাগরিবের সালাত আদায় করতেন)।

تَاخِيْرُ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের সালাত বিলম্বে আদায় করা

٥٢٢ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنِ ابْنِ جُبَيْرَةَ عَنْ اَبِى تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِىِّ عَنْ اَبِى بَصْرَةَ الْغِفَارِىِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ عُرِضَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوْهَا وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلٰوةَ بَعْدَهَا حَتّٰى يَطْلَعَ الْمَشَاهِدُ وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ *

৫২২. কুতায়বা (র) ---- আবূ বাস্‌রা গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'মুখাম্মাস' নামক স্থানে আমাদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। (এবং) বললেন : এই সালাত তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের নিকট পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এর মর্যাদা রক্ষা করেনি। যে ব্যক্তি উক্ত সালাত যথাযথ আদায় করবে, সে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। তার (আসর) পর শাহিদ উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আর কোন সালাত নেই। শাহিদ (অর্থ) তারকারাজি।

اٰخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের শেষ ওয়াক্ত

٥٢٣ . اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوٗدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَزْدِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ شُعْبَةُ كَانَ قَتَادَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ اَحْيَانًا وَاَحْيَانًا لَاَّ يَرْفَعُهُ قَالَ وَقْتُ صَلٰوةِ الظُّهْرِ مَالَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَالَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَالَمْ يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ وَوَقْتُ الصُّبْحِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ *

৫২৩. আমর ইব্‌ন আলী (র) ---- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। শু'বা (র) বলেন : কাতাদা (রা) এই হাদীস কখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেন, কখনও এরূপ বর্ণনা করেন না। তিনি ['আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)] বলেন : যোহরের শেষ সময় যতক্ষণ পর্যন্ত আসর উপস্থিত না হয়, আর আসরের সময় যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য হলুদ বর্ণ না হয় এবং মাগরিবের শেষ সময় যতক্ষণ পর্যন্ত শফক অদৃশ্য না হয়। ইশার শেষ সময় অর্ধ রাত্রের পূর্ব পর্যন্ত এবং ফজরের শেষ সময় সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।

٥٢٤ . اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْدَاوٗدَ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ اِمْلَاءً عَلَىَّ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ سَائِلٌ يَّسْأَلُهُ عَنْ مَّوَاقِيْتِ الصَّلٰوةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَاَمَرَ بِلَالًا فَاَقَامَ بِالْفَجْرِ حِيْنَ انْشَقَّ ثُمَّ اَمَرَهُ

فَاَقَامَ بِالظُّهْرِ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ اَعْلَمُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ بِالْعِشَاءِ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حِيْنَ انْصَرَفَ وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلٰى قَرِيْبٍ مِّنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْاَمْسِ ثُمَّ اَخَّرَ الْعَصْرَ حَتّٰى انْصَرَفَ وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى كَانَ عِنْدَ سُقُوْطِ الشَّفَقِ ثُمَّ اَخَّرَ الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ اَلْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ *

৫২৪. আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি কোন উত্তর না দিয়ে বিলাল (রা)-কে সালাতের প্রস্তুতির জন্য আদেশ করলেন। প্রভাতের সময় বিলাল (রা) ফজরের ইকামত বললেন। যখন সূর্য ঢলে পড়লো তখন তিনি বিলালকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি যোহরের ইকামত বললেন।[১] কেউ বলতো (এই মাত্র) দ্বিপ্রহর হল না কি ? অথচ তিনি অবগত ছিলেন। পুনরায় আদেশ করলেন, অতঃপর সূর্য ঊর্ধাকাশে থাকতেই আসরের ইকামত বললেন। পুনরায় আদেশ করলেন এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পরই মাগরিবের ইকামত বললেন। এরপর শফক অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর ইশার সালাতের ইকামত বললেন। পরদিন ফজরের সালাত এত বিলম্বে আদায় করলেন যে, সালাত শেষে প্রত্যাবর্তনের সময় কেউ (সন্দেহ করে) বললো, সূর্যোদয় হয়ে গেছে।[২] পরে যোহরের সালাতকে এত বিলম্বে আদায় করলেন যে, গতকালের আসরের সময়ের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। আসরের সালাতকে এত বিলম্বে আদায় করলেন যে, প্রত্যাবর্তনের সময় (সন্দিহান হয়ে) কেউ বললো, সূর্য রক্তিম বর্ণ হয়ে গেছে। পুনরায় মাগরিবের সালাতকে এত বিলম্বে করে আদায় করলেন যে, শফক অদৃশ্য হওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। তিনি ইশার সালাতকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করলেন। পুনরায় বললেন, এই দুই দিনের দুই ধরনের ওয়াক্তের মধ্যখানেই সালাতের ওয়াক্ত।

٥٢٥ . اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْحُسَيْنُ بْنُ بَشِيْرِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ عَلٰى جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ فَقُلْنَالَهُ اَخْبِرنَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَاكَ زَمَنُ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ الْفَيْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ الْفَيْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَظِلِّ الرَّجُلِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمسُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ

১. যোহরের সালাত সূর্য ঢলে পড়ামাত্র এত শীঘ্র আদায় করতেন যে, কেউ সূর্য দেখে মনে করতো যে, এখন ঠিক দ্বিপ্রহর। অথচ নবী (সা) অবগত ছিলেন যে, সূর্য ঢলে গিয়েছে এবং সালাতের প্রথম ওয়াক্ত হয়েছে।

২. অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন ফজরের সালাত এত বিলম্বে আদায় করলেন যে, সূর্যোদয় হয়েছে বলে কারো কারো সন্দেহ হয়েছিল।

طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْغَدِ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ الظِّلُّ طُوْلَ الرَّجُلِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ قَدْرَمَا يَسِيْرُ الرَّاكِبُ سَيْرَ الْعَنَقِ اِلٰى ذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ شَكَّ زَيْدٌ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ *

৫২৫. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - বশীর ইব্ন সাল্লাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের আমলে আমি এবং মুহাম্মদ ইবন আলী (রা) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে অবগত করুন। তিনি [জাবির (রা)] বললেন, যখন সূর্য ঢলে পড়লো এবং ছায়া জুতার ফিতার সমান হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে যোহরের সালাত আদায় করলেন। পুনরায় যখন ছায়া জুতার ফিতা পরিমাণ ও মানুষের ছায়ার সমপরিমাণ হল, তখন আসরের সালাত আদায় করলেন। সূর্য অস্তমিত হলে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। শফক অদৃশ্য হলে ইশার সালাত আদায় করলেন। প্রভাত হলে (প্রথম ওয়াক্তে) ফজরের সালাত আদায় করলেন। পরদিন লোকের ছায়া তার সমান হলে যোহরের সালাত আদায় করলেন। মানুষের ছায়া যখন তার দ্বিগুণ হলো এবং সূর্যাস্তের পূর্বে এতটুকু সময় বাকী রইল যে, একজন দ্রুতগামী আরোহী (মদীনা থেকে) যুল-হুলায়ফা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, তখন তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। রাত এক-তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধাংশ শেষ হওয়ার পূর্বে (বর্ণনাকারী যায়দ সন্দেহ করলেন) ইশার সালাত আদায় করলেন। তারপর ফজরের সালাত আদায় করলেন যখন ফর্সা হয়ে গেল।

كَرَاهِيَةُ النَّوْمِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের সালাতের পর ঘুমানো মাকরূহ

٥٢٦ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنِى سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اَبِى بَرْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ اَبِى كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ ؟ قَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيْرَ الَّتِى تَدْعُوْنَهَا الْاُوْلٰى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَكَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ حِيْنَ يَرْجِعُ اَحَدُنَا اِلٰى رَحْلِهِ فِى اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِى الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِى تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ *

৫২৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - সাইয়ার ইব্ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতার সঙ্গে আবূ বারযাহ (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমার পিতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিভাবে ফরয সালাত আদায় করতেন, এ সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, সূর্য ঢলে পড়লে যোহরের সালাত

আদায় করতেন যাকে তোমরা প্রথম সালাত[১] বল। তিনি এমন সময় আসরের সালাত আদায় করতেন যে, সালাত আদায় করে কেউ মদীনার এক প্রান্তে নিজ অবস্থানে আসতে পারত এবং তখনও সূর্য করোজ্জ্বল থাকত। বর্ণনাকারী সাইয়ার (রা) বলেন : মাগরিব সম্বন্ধে কি বলেছিলেন তা আমি ভুলে গিয়েছি। ইশার সালাত যাকে তোমরা 'আতামা' বল, বিলম্বে আদায় করাকে তিনি পছন্দ করতেন। 'ইশার পূর্বে ঘুমানো ও ইশার পর কথা বলাকে মকরূহ জানতেন।[২] আর ফজরের সালাত আদায় করে এমন সময় ফিরতেন যে, তখন যে কেউ তার পার্শ্ববর্তী লোককে চিনতে পারত। আর এ সালাতে ষাট আয়াত থেকে একশত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ

ইশার প্রথম ওয়াক্ত

٥٢٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ اَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِيْنَ مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ مَكَثَ حَتّٰى اِذَا كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ قُمْ يَامُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ مَكَثَ حَتّٰى اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ جَاءَهُ فَقَالَ قُمْ يَامُحَمَّدُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً ثُمَّ مَكَثَ حَتّٰى اِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ جَاءَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ جَاءَهُ حِيْنَ سَطَعَ الْفَجْرُ فِي الصُّبْحِ فَقَالَ قُمْ يَامُحَمَّدُ فَصَلِّ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِيْنَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ فَقَالَ قُمْ يَامُحَمَّدُ فَصَلِّ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ فَقَالَ قُمْ يَامُحَمَّدُ فَصَلِّ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعِشَاءِ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاَوَّلُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلصُّبْحِ حِيْنَ اَسْفَرَجِدًّا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الصُّبْحَ فَقَالَ مَابَيْنَ هٰذَيْنِ وَقْتٌ كُلُّهُ *

৫২৭. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সূর্য ঢলে পড়ার পর জিব্রাঈল (আ) নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন : হে মুহাম্মাদ ﷺ! আপনি দাঁড়ান, সূর্য মাথার উপর থেকে ঢলে পড়লে যোহরের সালাত আদায় করুন। তারপর অপেক্ষা করলেন। যখন মানুষের ছায়া তার

১. নবী (সা)-কে নিয়ে জিব্রাঈল (আ) সর্বপ্রথম যোহরের সালাত আদায় করেছিলেন। এ কারণে সাহাবীগণ এই সালাতকে প্রথম সালাত বলে অভিহিত করতেন।

২. এই হাদীস অনুযায়ী প্রায় সকল ফিকহবিদ ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া ও পরে কথা বলাকে মাকরূহ বলেন। তবে ক্লান্তি দূর করার জন্য এ সালাতের পূর্বে সামান্য বিশ্রাম করা বা পরে কোন সৎ অথবা জরুরী কথা বলা এর অর্ন্তভুক্ত নয়।

সমান হলো, তখন আসরের জন্য তাঁর নিকট এসে বললেন : হে মুহাম্মাদ ﷺ! উঠুন এবং আসরের সালাত আদায় করুন। আবার অপেক্ষা করলেন। যখন সূর্য অস্তমিত হল তখন এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ ﷺ! উঠুন এবং মাগরিবের সালাত আদায় করুন। নবী ﷺ দাঁড়ালেন এবং সূর্য ডোবার সাথে সাথেই মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। পুনরায় অপেক্ষা করলেন এবং আকাশের শফক অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি এসে বললেন : উঠুন এবং ইশার সালাত আদায় করুন। তিনি দাঁড়িয়ে ইশার সালাত আদায় করলেন। যখন স্পষ্টরূপে প্রভাত হল, আবার এসে বললেন : হে মুহাম্মাদ ﷺ! উঠুন এবং ফজরের সালাত আদায় করুন। তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন। পরদিন ছায়া মানুষের বরাবর হলে আবার এসে বললেন : হে মুহাম্মাদ ﷺ ! আপনি উঠুন এবং সালাত আদায় করুন। তিনি যোহরের সালাত আদায় করলেন। কোন মানুষের ছায়া যখন দ্বিগুণ হলো জিব্রাঈল (আ) আবার আসলেন এবং বললেন : হে মুহাম্মাদ ﷺ ! উঠুন এবং সালাত আদায় করুন। তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। সূর্যাস্তের পর পূর্ব দিনের ন্যায় মাগরিবের জন্য আবার আসলেন এবং বললেন, উঠে সালাত আদায় করুন। তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ চলে গেলে ইশার জন্য আবার এসে বললেন : উঠুন এবং সালাত আদায় করুন। তিনি ইশা আদায় করলেন। প্রভাত স্পষ্ট হওয়ার পর ফজরের সালাতের জন্য আবার আসলেন এবং বললেন, উঠুন, সালাত আদায় করুন এবং তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন। অত:পর বললেন, এই দুই দিনের সময়ের মধ্যবর্তী সময়ই সালাতের সময়।

تَعْجِيْلُ الْعِشَاءِ

ইশার সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করা

٥٢٨ . اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ اَحْيَانًا كَانَ اِذَا رَاٰهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوْا عَجَّلَ وَاِذَا رَاٰهُمْ قَدْ اَبْطَؤُا اَخَّرَ *

৫২৮ আমর ইব্‌ন আলী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যোহরের সালাত সময়ের শুরুতে আদায় করতেন। আসরের সালাত সূর্য উজ্জ্বল থাকতেই আদায় করে নিতেন। সূর্যাস্তের পরেই মাগরিবের সালাত আদায় করতেন।ইশার সালাত কখনও লোক একত্র হলে তাড়াতাড়ি আদায় করতেন আবার কখনও লোক জমায়েত দেরীতে হলে বিলম্বে আদায় করতেন।

اَلشَّفَقُ

শফক[১]

٥٢٩ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ حَبِيْبِ

১. অধিকাংশ ইমাম এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত অনুসারে সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে যে লালিমা দেখা যায়, তাকে 'শফক' বলে। ইমাম আবূ হানীফার প্রসিদ্ধ মত অনুসারে লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর যে শুভ্রতা দেখা যায়– যার পর আঁধারি আসে, তাকে 'শফক' বলে।

ابْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِمِيْقَاتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ عِشَاءِ الْاٰخِرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ *

৫২৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইশার সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তৃতীয়ার চাঁদ অস্ত যাওয়ার সময় ইশার সালাত আদায় করতেন।

٥٣٠ . اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ اَبِى بِشْرٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ *

৫৩০. উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহ্‌র কসম, আমি লোকদের মধ্যে ইশার সালাতের ওয়াক্ত সম্বন্ধে অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তৃতীয়ার চাঁদ অস্ত যাওয়ার সময় ইশার সালাত আদায় করতেন।

مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ

ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করা মুস্তাহাব

٥٣١ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبِى عَلٰى اَبِى بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ فَقَالَ لَهُ اَبِى اَخْبِرْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيْرَ الَّتِى تَدْعُوْنَهَا الْاُوْلٰى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَكَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ اَحَدُنَا اِلٰى رَحْلِهِ فِى اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِى الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ تُؤَخَّرَ صَلٰوةُ الْعِشَاءِ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ *

৫৩১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - সাইয়ার ইব্‌ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং আমার পিতা আবূ বারযাহ আসলামী (রা)-এর নিকটে উপস্থিত হলাম। আমার পিতা জিজ্ঞাসা করলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরয সালাত কিভাবে আদায় করতেন ? তিনি বললেন : সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লে যোহরের সালাত আদায় করতেন, যাকে তোমরা (সালাতে) উলা বল এবং আসরের সালাত এমন সময় আদায়

করতেন যে, আমাদের কেউ মদীনার দূর প্রান্তে নিজ অবস্থানে চলে যেতে পারত, তখনও সূর্য দীপ্তিমান থাকত। [বর্ণনাকারী সাইয়ার (রা)] বলেন : মাগরিব সম্বন্ধে কি বলেছিলেন আমার স্মরণ নেই। ইশার সালাত যাকে তোমরা 'আতামা' বল, বিলম্বে আদায় করা তিনি পছন্দ করতেন। ইশার পূর্বে ঘুমানো ও পরে কথা বলাকে তিনি অপছন্দ করতেন। আর ফজরের সালাত আদায় করে এমন সময় ফিরতেন যখন কোন ব্যক্তি তার পার্শ্ববর্তী লোককে চিনতে পারতো। তিনি ফজরের সালাতে ষাট থেকে একশত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

٥٣٢ . اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ اَىُّ حِيْنَ اَحَبُّ اِلَيْكَ اَنْ اُصَلِّىَ الْعَتَمَةَ اِمَامًا اَوْخِلْوًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَتَمَةِ حَتّٰى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوْا وَرَقَدُوْا وَاسْتَيْقَظُوْا فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ الصَّلٰوةَ الصَّلٰوةَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَاَنِّى اَنْظُرُ اِلَيْهِ الْاٰنَ يَقْطُرُ رَاْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلٰى شِقِّ رَاْسِهِ قَالَ وَاَشَارَ فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَهُ عَلٰى رَاْسِهِ فَاَوْمَاَ اِلَىَّ كَمَا اَشَارَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَلِىْ عَطَاءٌ بَيْنَ اَصَابِعِهِ بِشَىْءٍ مِّنْ تَبْدِيْدٍ ثُمَّ وَضَعَهَا فَانْتَهٰى اَطْرَافَ اَصَابِعِهِ اِلٰى مُقَدَّمِ الرَّاْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يَمُرُّبِهَا كَذٰلِكَ عَلَى الرَّاْسِ حَتّٰى مَسَّتْ اِبْهَامَاهُ طَرَفَ الْاُذُنِ مِمَّا يَلِى الْوَجْهَ ثُمَّ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ الْجَبِيْنِ لاَيَقْصُرُ وَلاَ يَبْطِشُ شَيْئًا اِلاَّ كَذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِى لاَمَرْتُهُم اَنْ لاَ يُصَلُّوْهَا اِلاَّ هٰكَذَا *

৫৩২. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান ও ইউসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কাছে আমার ইশার সালাতের জন্য কোন সময়টি বেশি পসন্দ— তা ইমামরূপে আদায় করি বা একাকী ? তিনি বললেন : আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত এত বিলম্বে আদায় করলেন যে, লোকজন ঘুমিয়ে পড়লো, আবার জাগ্রত হলো, আবার ঘুমিয়ে পড়লো, আবার জাগ্রত হলো। এমতাবস্থায় উমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন : সালাত, সালাত। আতা (র) বলেন : ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন এমতাবস্থায় যে, আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি তাঁর মাথা থেকে গোসলের পানি ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ছিল এবং তাঁর মাথার একপাশে হাত রাখা ছিল। আতা বলেন : ইব্‌ন আব্বাস ইংগিতে দেখালেন। আমি আতা (র)-কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম : নবী ﷺ কিভাবে মাথায় হাত রাখলেন ? তিনি আমাকে ইংগিতে দেখালেন যেভাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইংগিতে দেখিয়েছিলেন। আতা (র) হাতের আঙ্গুলগুলো কিছু ফাঁক ফাঁক করে মাথার উপর এমনভাবে রাখলেন যে, আঙ্গুলগুলোর পার্শ্বদেশ মাথার অগ্রভাগে পৌছল। তারপর আঙ্গুলগুলো একত্র করে মাথার উপর এমনভাবে ঘর্ষণ করলেন যে, উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি চেহারা সংলগ্ন কানের অংশ স্পর্শ করলো। তারপর কানের পার্শ্ব ও ললাট এমনভাবে (মসেহ) করলেন যেন কোন কাজ দ্রুত ও ধীরগতিতে করেননি, বরং তা স্বাভাবিকভাবে করেছেন। তারপর বললেন : আমার উম্মতের উপর যদি কঠিন না হতো, তবে আমি তাদের আদেশ করতাম, ইশার সালাত যেন এভাবে বিলম্ব করে আদায় করে।

٥٢٣ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتّٰى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَنَادٰى الصَّلٰوةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمَاءُ يَقْطُرُ مِنْ رَأْسِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّهُ الْوَقْتُ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِى *

৫৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর মাক্কী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক রাত্রে নবী ﷺ ইশার সালাতে বিলম্ব করলেন। রাতের এক অংশ চলে গেলে উমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন— ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাত। মহিলা ও ছেলেমেয়েরা সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি এমতাবস্থায় বের হলেন যে, পবিত্র মাথা থেকে পানির ফোঁটা পড়ছিল এবং তিনি বলছিলেন, যদি আমি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম তাহলে এটাই (ইশার মুস্তাহাব) ওয়াক্ত ছিল।

٥٢٤ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ *

৫৩৪. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করতেন।

٥٢٥ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِى لاَمَرْتُهُمْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ *

৫৩৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে আমি ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করার এবং প্রত্যেক সালাতের (উযূর) সময় মিসওয়াক করার জন্য আদেশ করতাম।

اٰخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ

ইশার শেষ সময়

٥٢٦ . اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَبْلَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَاَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعَتَمَةِ فَنَادَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ مَا يُنْتَظِرُهَا غَيْرُكُمْ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّى يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِالْمَدِيْنَةِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوْهَا فِى مَا بَيْنَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حِمْيَرَ *

৫৩৬. আমর ইব্ন উসমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাতে অনেক বিলম্ব করে ফেললেন। তখন উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সম্বোধন করে বললেন : স্ত্রীলোক ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সালাতের জন্য) বের হলেন এবং বললেন : তোমাদের ব্যতীত আর কেউই এ সালাতের জন্য অপেক্ষা করে না। তখন মদীনা ব্যতীত কোথাও এভাবে জামায়াতে সালাত আদায় করা হতো না। তারপর বললেন, তোমরা ইশার সালাত আকাশের শফক অদৃশ্য হওয়ার পর রাত্রের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আদায় করবে।

٥٣٧. اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَاَخْبَرَنِى يُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْمُغِيْرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمِ ابْنَةِ اَبِى بَكْرٍ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ اَعْتَمَ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتّٰى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتّٰى نَامَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى وَقَالَ اِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِى *

৫৩৭. ইবরাহীম ইব্ন হাসান ও ইউসুফ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ এক রাতে ইশার সালাত এত দেরী করে আদায় করলেন যে, রাতের অনেক অংশ চলে গেছে, আর মসজিদে মুসল্লীগণ ঘুমিয়ে পড়েছে। এরপর তিনি বের হয়ে সালাত আদায় করলেন এবং বললেন : যদি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তবে এটাই তার মুস্তাহাব ওয়াক্ত ছিল।

٥٣٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةَ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ اِنَّكُمْ تَنْتَظِرُوْنَ صَلٰوةً مَّا يَنْتَظِرُهَا اَهْلُ دِيْنٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلاَ اَنْ يَّثْقُلَ عَلٰى اُمَّتِى لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ ثُمَّ صَلّٰى *

৫৩৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক রাতে আমরা ইশার সালাতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অপেক্ষা করছিলাম। তারপর রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা আরও বেশি অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি আমাদের নিকট বের হয়ে আসলেন এবং বললেন : তোমরা এমন একটি সালাতের

অপেক্ষা করছো যে, তোমাদের ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অনুসারীরা তার অপেক্ষা করে না। তিনি আরও বললেন : আমার উম্মতের পক্ষে কঠিন না হলে এমন সময়েই আমি তাদের নিয়ে (ইশার সালাত) আদায় করতাম। তারপর মুয়াযযিনকে আদেশ করলেন, তিনি ইকামত বললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করলেন।

٥٣٩ . اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ اِلَيْنَا حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَصَلّٰى بِهِمْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوْا وَاَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوْا فِى صَلٰوةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلٰوةَ وَلَوْلاَ ضُعْفُ الضَّعِيْفِ وَسُقْمُ السَّقِيْمِ لاَمَرْتُ بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ اَنْ تُؤْخَّرَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ *

৫৩৯. ইমরান ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আবার বের হয়ে ইশার সালাত আদায় করলেন এবং বললেন : অন্যান্য লোক সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের জন্য অপেক্ষা করছ, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সালাতের মধ্যে আছ (বলে গণ্য হবে)। আর মুসল্লিদের মধ্যে যদি দুর্বল ও পীড়িত লোক না থাকত, তবে আমি এ সালাত অর্ধ রজনী পর্যন্ত দেরী করে আদায় করার আদেশ করতাম।

٥٤٠ . اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ ح وَاَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ هَلِ اتَّخَذَ النَّبِىُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ نَعَمْ اَخَّرَ لَيْلَةً صَلٰوةَ الْعِشَاءِ الاٰخِرَةِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِّنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَلَمَّا اَنْ صَلّٰى اَقْبَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِى صَلٰوةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوْهَا قَالَ اَنَسٌ كَاَنِّى اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ خَاتَمِهٖ وَفِى حَدِيْثِ عَلِىٍّ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ *

৫৪০. আলী ইব্‌ন হুজর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - হুমায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, নবী ﷺ কি আংটি ব্যবহার করতেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত প্রায় অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করলেন এবং সালাতের পর নবী ﷺ আমাদের অভিমুখী হয়ে বললেন : তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের অপেক্ষা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সালাতের মধ্যেই আছ (বলে গণ্য হবে)। আনাস (রা) বলেন : আমি ঐ সময় তাঁর (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর) আংটির উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করছিলাম। এতে আলী ইব্‌ন হুজর-এর হাদীসে 'প্রায় অর্ধ রাত্রির' স্থলে 'অর্ধরাত পর্যন্ত' উল্লেখ রয়েছে।

اَلرُّخْصَةُ فِى اَنْ يُقَالَ لِلْعِشَاءِ الْعَتَمَةُ

ইশাকে আতামাহ্[১] বলার অনুমতি

٥٤١ . اَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لاَ اسْتَبَقُوا عَلَيْهِ وَلَوْ عَلِمُوا مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَ تَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا *

৫৪১. উতবা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : লোকেরা যদি আযান দেয়া ও সালাতে প্রথম কাতারে দাঁড়াবার ফযীলত জানত, আর এ ফযীলত অর্জন করার জন্য লটারী[২] ব্যতীত অন্য কোন (বিকল্প) ব্যবস্থা না পেত, তাহলে অবশ্যই তারা লটারীর সাহায্য নিত। আর যদি তারা জানত যে, প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করার কত বেশি ফযীলত তাহলে তারা ওয়াক্তের প্রথমভাগেই সালাতে আসার ব্যাপারে একে অপরের অগ্রগামী হতো। আর তারা যদি জানত যে, 'আতামা ও ফজরের সালাতে কত বেশি ফযীলত, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সালাতে উপস্থিত হতো।

اَلْكَرَاهِيَةُ فِى ذٰلِكَ

ইশাকে আতামাহ্ বলা মাকরূহ

٥٤٢ . اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ الْحُضَرِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى لَبِيْدٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

---

১. আরবের বেদুঈনরা মাগরিবের সালাতকে ইশা এবং ইশার সালাতকে আতামাহ্ বলত। আতামাহ্ -এর অর্থ অন্ধকার; লালিমা অন্তর্হিত হওয়ার পর যে ঘন অন্ধকার নেমে আসে, তাকে আতামাহ্ বলে। বেদুঈনরা এ সময়ে উটের দুধ-দোহন করত। ইশার সালাতও এ সময় পড়তে হয়। এ কারণে তারা একে আতামাহ্‌র সালাত বলতে আরম্ভ করে। নবী করীম (সা) তাদের অনুকরণে ইশাকে আতামাহ্ বলা পছন্দ করেননি।

২. হানাফী মাযহাবমতে যেসব হকের কারণ শরীয়ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট ও জানা আছে, সে সব হকের মীমাংসা লটারী-যোগে করা নাজায়েয এবং তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণত শরীকানাধীন বস্তুর মীমাংসা লটারীযোগে করা এবং লটারীতে যার নাম বের হয় তাকে সম্পূর্ণ বস্তুটি দিয়ে দেওয়া অথবা কোন শিশুর পিতৃত্বে মতবিরোধ দেখা দিলে লটারীযোগে একজনকে পিতা মনে করে নেওয়া। পক্ষান্তরে যে সব হকের কারণ জনগণের রায়ের উপর ন্যস্ত, সেসব হকের মীমাংসা লটারীর মাধ্যমে করা জায়েয, যথা কোন্ শরীককে কোন্ অংশ দেওয়া হবে সে ব্যাপারে লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা করা। এক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে একজনকে পূর্বের অংশ ও অন্যজনকে পশ্চিমের অংশ দেওয়া জায়েয। এর কারণ এই যে, লটারী ছাড়াই উভয়পক্ষ একমত হয়ে যদি এভাবে অংশ নিত অথবা বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে এভাবে নিত, তবুও তা জায়েয হতো। (তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, ইফাবা খ. '২, পৃ ৫১)।

ﷺ لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اسْمِ صَلٰوتِكُمْ هٰذِهِ فَاِنَّهُمْ يُعْتِمُوْنَ عَلَى الْاِبِلِ وَاِنَّهَا الْعِشَاءُ *

৫৪২. আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বেদুঈনগণ যেন এই সালাতের নামের ব্যাপারে তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। কেননা তারা উট দোহনের কারণে 'আতামা বা অন্ধকারে উপনীত হয় (তাই একে 'আতামা বলে)। প্রকৃতপক্ষে এটি ইশা।

٥٤٣ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى لَبِيْدٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلٰوتِكُمْ اَلاَ اِنَّهَا الْعِشَاءُ *

৫৪৩. সুয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - -ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বরে (বসে) বলতে শুনেছি যে, বেদুঈনগণ যেন সালাতের নামের ব্যাপারে তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার না করে। জেনে রেখো, এটি ইশা।

اَوَّلُ وَقْتِ الصُّبْحِ

ফজরের প্রথম ওয়াক্ত

٥٤٤ . اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ *

৫৪৪. ইবরাহীম ইব্‌ন হারূন (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) হতে বর্ণিত। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করতেন, যখন ফজর তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠত।

٥٤٥ . اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا مِنَ الْغَدِ اَمَرَ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ اَنْ تُقَامَ الصَّلٰوةُ فَصَلّٰى بِنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اَسْفَرَ ثُمَّ اَمَرَ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلّٰى بِنَا ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ مَابَيْنَ هٰذَيْنِ وَقْتٌ *

৫৪৫. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে ফজরের সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। পরবর্তী দিন প্রভাত হওয়ার পরই তিনি ফজরের প্রথম ওয়াক্তে ইকামত দেয়ার জন্য আদেশ করলেন এবং আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। পরদিন উষা ফর্সা হওয়ার পর সালাতের ইকামত বলার জন্য আদেশ করলেন। সালাতের ইকামত বলা হলো এবং তিনি আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন : সালাতের সময় সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? এ দুই ওয়াক্তের মধ্যখানেই সালাতের সময়।

اَلتَّغْلِيْسُ فِى الْحَضَرِ

আবাসে অন্ধকারে ফজরের সালাত আদায় করা

٥٤٦ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَايُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ *

৫৪৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন যে, মহিলাগণ চাদর আবৃত অবস্থায় বাড়ি ফিরে যেতেন অথচ অন্ধকারের কারণে তাদের চেনা যেত না।

٥٤٧ . اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ فَيَرْجِعْنَ فَمَا يَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْغَلَسِ *

৫৪৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে চাদর পরিহিত অবস্থায় ফজরের সালাত আদায় করে বাড়ি ফিরতেন আর অন্ধকারের কারণে তাঁদের কেউ চিনতে পারত না।

اَلتَّغْلِيْسُ فِى السَّفَرِ

সফরে ফজরের সালাত অন্ধকারে আদায় করা

٥٤٨ . اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ بِغَلَسٍ وَّهُوَ قَرِيْبٌ مِّنْهُمْ فَاَغَارَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ مَرَّتَيْنِ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ *

৫৪৮. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বার যুদ্ধের দিন অন্ধকারে ফজরের সালাত আদায় করলেন আর তখন তিনি খায়বারবাসীদের নিকটবর্তী ছিলেন। ফজরের পর তাদের উপর আক্রমণ করলেন এবং বললেন : আল্লাহু আকবর, খায়বার ধ্বংস হোক, এটি দু'বার বললেন : আরও বললেন : "যখন আমরা কোন সম্প্রদায়ের আঙ্গিনায় (আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে) অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত কতই না মন্দ হয় !"

اَلْاِسْفَارِ

ফর্সা হওয়ার পর ফজরের সালাত আদায় করা

٥٤٩ . اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ *

৫৪৯. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সা'ঈদ (র) - - - - রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমরা ফজরের সালাত ফর্সা হলে পড়বে।

٥٥٠ . اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رِجَالٍ مِّنْ قَوْمِهِ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَسْفَرْتُمْ بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ بِالْاَجْرِ *

৫৫০. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - মাহমূদ ইব্‌ন লবীদ (র)-এর মাধ্যমে তাঁর আনসার সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ফজরের সালাত যতই ফর্সা হওয়ার পর আদায় করবে, ততই তোমাদের অধিক সওয়াবের কারণ হবে।[১]

بَابٌ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ

পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ফজরের এক রাক'আত পেল

٥٥١ . اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَ اللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ . عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ

১. হাদীসে ফজরের সালাত অন্ধকারে এবং ফর্সা হওয়ার পর আদায় করা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। ইমাম তাহাবী (র) এ ধরনের হাদীসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করেন যে, অন্ধকারে ফজরের সালাত শুরু করবে এবং শেষ করবে ভোর ফর্সা হলে। ইমাম বায়হাকী (র) হযরত মুআয (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁকে ফজরের সালাত শীতকালে সকালে এবং গ্রীষ্মকালে বিলম্বে পড়তে বলেছিলেন। এ হাদীসের অনুসরণ করা হলে সমস্ত হাদীসের একটা মীমাংসা হয়ে যায়।

اَدْرَكَ سَجْدَةً مِّنَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا وَمَنْ اَدْرَكَ سَجْدَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا *

৫৫১. ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সালাতের এক রাক'আত পেল, সে ফজরের সালাত পেল এবং যে সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের এক রাক'আত পেল, সে আসরের সালাত পেল।

٥٥٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْفَجْرِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا *

৫৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাক'আত পেল, সে ফজরের সালাত পেল এবং যে সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক'আত পেল, সে আসরের সালাত পেল।

اٰخِرُ وَقْتِ الصُّبْحِ

ফজরের শেষ ওয়াক্ত

٥٥٣. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ صَدَقَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ يُصَلِّى الْعَصْرَ بَيْنَ صَلٰوتَيْكُمْ هَاتَيْنِ وَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعِشَاءَ اِذَا غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ قَالَ عَلٰى اَثَرِهِ وَ يُصَلِّى الصُّبْحَ اِلٰى اَنْ يَّنْفَسِحَ الْبَصَرُ *

৫৫৩. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সূর্য ঢলে পড়তো তখন যোহরের সালাত আদায় করতেন এবং আসরের সালাত আদায় করতেন তোমাদের যোহর ও আসর উভয় সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে (অর্থাৎ আসরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় করতেন)। সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। আর 'ইশার সালাত সূর্যাস্তের পর আকাশের শফক অদৃশ্য হলে আদায় করতেন। এরপর তিনি আবার বললেন : আর যখন দৃষ্টি বিস্তৃত হতো (অর্থাৎ ফর্সা হওয়ার কারণে দূর পর্যন্ত দেখা যেত) তখন ফজরের সালাত আদায় করতেন।

مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلٰوةِ

যে ব্যক্তি সালাতের এক রাক'আত পেল

٥٥٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةً فَقَد اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ *

৫৫৪. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সালাতের এক রাক'আত পেল, সে সালাত পেল।

٥٥٥ . اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ اَدْرَكَهَا *

৫৫৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি সালাতের এক রাক'আত পেল, সে সালাত পেল।

٥٥٦ . اَخْبَرَنِى يَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَعْيَنَ عَنْ اَبِى عَمْرٍو الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةً فَقَد اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ *

৫৫৬. মূসা ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাক'আত পেল, সে ঐ সালাত পেল (অর্থাৎ সে জামাআতের সওয়াব পেল)।

٥٥٧. اَخْبَرَنِى شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَهَا *

৫৫৭. শুআয়ব ইব্ন শুআয়ব ইব্ন ইসহাক (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাক'আত পেল, সে ঐ সালাত পেল।

٥٥٨ . اَخبَرَنِى مُوْسٰى بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَن اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْجُمُعَةِ اَوْغَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُهُ *

৫৫৮. মূসা ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - সালিম (র)-এর পিতা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আ বা অন্য কোন সালাতের এক রাক'আত পেল, তার সালাত পূর্ণ হয়ে গেল (অর্থাৎ সে জামাআতের সওয়াব পেল)।

٥٥٩ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ التِّرْمِذِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلٰوةٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ اَدْرَكَهَا اِلاَّ اَنَّهُ يَقْضِى مَافَاتَهُ *

৫৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল তিরমিযী (র) - - - - সালিম (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাক'আত পেল, সে ঐ সালাত পেল; তবে (উক্ত সালাতের) যতটুকু ছুটে গেছে ততটুকু আদায় করবে।

اَلسَّاعَاتِ الَّتِى نُهِىَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِيْهَا

সালাতের নিষিদ্ধ ওয়াক্তসমূহ

٥٦٠ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَاِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَاِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَاِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَاِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا فَاِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا وَنَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِى تِلْكَ السَّاعَاتِ *

৫৬০. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ্ সুনাবিহী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে উদিত হয়। যখন সূর্য উপরে উঠে, তখন শয়তান তা থেকে দূরে সরে যায়। আবার যখন সূর্য মাথার উপর আসে, তখন শয়তান এসে মিলিত হয়। আবার ঢলে পড়লে পৃথক হয়ে যায়। আবার যখন সূর্য অস্তগমনের নিকটবর্তী হয়, তখন শয়তান মিলিত হয় এবং যখন সূর্য অস্তমিত হয়, তখন শয়তান সরে যায়। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ তিন সময় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦١ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِى يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِىَّ يَقُوْلُ ثَلٰثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهِنَّ اَوْنَقْبُرَفِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ *

৫৬১. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তিনটি

সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সালাত আদায় করতে ও মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করতে নিষেধ করেছেন : (১) যখন সূর্য আলোকিত হয়ে উদয় হয়, যাবৎ না ঊর্ধ্বাকাশে উঠে; (২) যখন দ্বিপ্রহর হয়, যাবৎ না সূর্য হেলে পড়ে আর (৩) যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়, যাবৎ না সম্পূর্ণ অস্ত যায়।

اَلنَّهْىُ عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ

ফজরের সালাতের পর অন্য কোন সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ

٥٦٢ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‌.

৫৬২. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আসরের পর সূর্যাস্ত না যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٣ . اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنْبَاَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ وَكَانَ مِنْ اَحَبِّهِمْ اِلَىَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ *

৫৬৩. আহমদ ইব্‌ন মানী (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর একাধিক সাহাবীর নিকট শুনেছি, তাঁদের মধ্যে উমর (রা) অন্যতম। তিনি আমার অধিক প্রিয় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের পর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الصَّلٰوةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ

পরিচ্ছেদ : সূর্যোদয়ের সময় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ

٥٦٤ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايَتَحَرّٰى اَحَدُكُمْ فَيُصَلِّىْ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا *

৫৬৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের ইচ্ছা না করে ।

٥٦٥. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنْبَأَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُصَلّٰى مَعَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ اَوْغُرُوْبِهَا *

৫৬৫. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যোদয়ের এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[১]

اَلنَّهْىُ عَنِ الصَّلٰوةِ نِصْفَ النَّهَارِ

দ্বিপ্রহরে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ

٥٦٦. اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ حَبِيْبٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ ثَلٰثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّىَ اَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ *

৫৬৬. হুমায়দ ইব্‌ন মাস'আদা (র) - - - - উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনটি সময়ে আমাদেরকে সালাত আদায় ও মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে নিষেধ করতেন : (১) যখন সূর্য উদয় আরম্ভ হয়, তখন থেকে সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত; (২) ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়, পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে না পড়া পর্যন্ত এবং (৩) যখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হয়, তখন থেকে সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত।

اَلنَّهْىُ عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

আসরের পর সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ

٥٦٧ . اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى الطُّلُوْعِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى الْغُرُوْبِ *

৫৬৭. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের পর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্যাস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٨ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

১. কোন কারণবশত কেউ যদি আসরের সালাত যথাসময়ে আদায় করতে অপারগ হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য ঐ দিনের আসরের সালাত (কাযা না করে) সূর্যাস্তের সময়ও আদায় করা জায়েয।

عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَصَلٰوةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَبْزُغَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلٰوةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ *

৫৬৮. আবদুল হামীদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, ফজরের পর সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত কোন সালাত নেই।[১]

٥٦٩. اَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِنَحْوِهِ *

৫৬৯. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٥٧٠. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ *

৫৭০. আহমদ ইব্ন হারব (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ আসরের পর সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

٥٧١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمَخْزُمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَوْهَمَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَتَحَرَّوْا بِصَلٰوتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ *

৫৭১. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক মাখযূমী (র) - - - - তাঊস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) বলেছেন : উমর (রা)-এর ভুল হয়ে গেছে [উমর (রা) হাদীসের কিছু অংশ ভুলবশত ছেড়ে দিয়েছেন এবং তিনি আসরের দু'রাক'আত পড়তে নিষেধ করছেন]। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করে বলেছেন : তোমরা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের ইচ্ছা করবে না। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদিত হয়।

٥٧٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِي اَبِي قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَاَخِّرُوا الصَّلٰوةَ حَتّٰى تُشْرِقَ فَاِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَاَخِّرُوا الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَغْرُبَ *

---

[১] ঐ সময় কাযা সালাত আদায় করা জায়েয। এ হাদীসে নফল সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৫৭২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যখন সূর্যের উপরিভাগ উদিত হয়, তখন পূর্ণ আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে না এবং যখন সূর্যের এক পার্শ্ব অস্তমিত হয়, তখন পূর্ণ অস্ত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে।

٥٧٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اٰدَمُ ابْنُ اَبِى اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُو يَحْيٰى سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيْبٍ وَاَبُو طَلْحَةَ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ قَالُوْا سَمِعْنَا اَبَا اُمَامَةَ الْبَاهِلِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ اَقْرَبُ مِنَ الْاُخْرٰى اَوْهَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُبْتَغٰى ذِكْرُهَا قَالَ نَعَمْ اِنَّ اَقْرَبَ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِى تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَحْضُوْرَةٌ مَّشْهُوْدَةٌ اِلٰى طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ وَّهِىَ سَاعَةُ صَلٰوةِ الْكُفَّارِ فَدَعِ الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَرْتَفِعَ قِيْدَ رُمْحٍ وَّيَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ الصَّلٰوةُ مَحْضُوْرَةٌ مَّشْهُوْدَةٌ حَتّٰى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ فَاِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسْجَرُ فَدَعِ الصَّلٰوةَ حَتّٰى يَفِىْءَ الْفَىْءُ ثُمَّ الصَّلٰوةُ مَحْضُوْرَةٌ مَّشْهُوْدَةٌ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ فَاِنَّهَا تَغِيْبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَهِىَ صَلٰوةُ الْكُفَّارِ *

৫৭৩. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আমর ইব্‌ন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এমন কোন সময় আছে কি, যে সময় অন্য সময়ের তুলনায় আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যলাভের বেশি উপযোগী ? অথবা এমন কোন মুহূর্ত আছে কি, সেই সময়ের যিক্‌র কাম্য ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাতের শেষার্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার অতি নিকটবর্তী হন। সক্ষম হলে তুমিও সে মুহূর্তে আল্লাহ্‌র যিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ ঐ মুহূর্তের সালাতে ফেরেশতাগণ শামিল থাকেন এবং প্রত্যক্ষ করেন, আর এ অবস্থা সূর্যোদয় পর্যন্ত থাকে। সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদিত হয়, আর তা কাফিরদের ইবাদতের সময়। কাজেই ঐ সময় সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে, যতক্ষণ না এক বল্লম বরাবর সূর্য উপরে ওঠে এবং তার উদয়কালীন আলোকরশ্মি দূরীভূত হয়। আবার যোহরের সালাতে ফেরেশতাগণ শামিল হন এবং প্রত্যক্ষ করেন। দ্বিপ্রহরের সূর্য বর্শার মত সোজা না হওয়া পর্যন্ত। কেননা তা এমন একটি সময় যে সময়ে জাহান্নামের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং আরো প্রজ্জ্বলিত করা হয়। তখন ছায়া ঝুঁকে না পড়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে না। আবার আসরের সালাতে ফেরেশতাগণ শামিল হন এবং প্রত্যক্ষ করেন যাবৎ না সূর্য অস্ত যায়। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে অস্ত যায় আর তা কাফিরদের ইবাদতের সময়।

اَلرُّخْصَةُ فِى الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

আসরের পর সালাতের অনুমতি

٥٧٤ . اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ وَهْبِ ابْنِ الْاَجْدَعِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً مُرْتَفِعَةً *

৫৭৪. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পর সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তবে হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য ঊর্ধাকাশে শুভ্র ও উজ্জ্বল থাকে (ততক্ষণ কাযা সালাত আদায় করা যায়)।

٥٧٥ . اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِى قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِى قَطُّ *

৫৭৫. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার কাছে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পর দুই রাক'আত সালাত কখনও ত্যাগ করেন নি।[1]

٥٧٦ . اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مَا دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلاَّ صَلاَّهُمَا *

৫৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পর যখনই আমার কাছে আসতেন, দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

٥٧٧ . اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوْقًا وَالْاَسْوَدَ قَالاَ نَشْهَدُ عَلٰى عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ عِنْدِى بَعْدَ الْعَصْرِ صَلاَّهُمَا *

৫৭৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মাসরূক ও আসওয়াদ-কে বলতে শুনেছি : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আয়েশা (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পর যখন আমার নিকট আসতেন, দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

---

১. যেহেতু অন্য হাদীসে আসরের পর সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে, তাই এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার কোন কারণবশত যোহরের পর দু'রাকআত সালাত আদায় করতে পারেন নি। তিনি আসরের পর সে দু'রাক'আত আদায় করেন। পরে তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী সে দু'রাক'আত নিয়মিত আদায় করতে থাকেন। এটা তাঁর জন্য খাস ছিল। এ মর্মে আবূ দাউদ শরীফে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে আসরের পর সালাত আদায় করতেন কিন্তু অন্যদেরকে এ সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করতেন। তিনি বিরতিহীন সিয়াম পালন করতেন কিন্তু অন্যদেরকে এরূপ সিয়াম পালন করতে নিষেধ করতেন।

٥٧٨ . اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلاَتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي بَيْتِي سِرًّا وَّلاَ عَلاَنِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ *

৫৭৮. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার গৃহাভ্যন্তরে এবং গৃহের বাইরে কখনও দু' সালাত ত্যাগ করেন নি। (১) ফজরের পূর্বে দু' রাক'আত এবং (২) আসরের পর দু'রাক'আত।

٥٧٩ . اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ اِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ اِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا اَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ اِذَا صَلَّى صَلٰوةً اَثْبَتَهَا *

৫৭৯. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পরে যে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তিনি সে বিষয়ে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তদুত্তরে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দু'রাক'আত আসরের পূর্বেই আদায় করতেন। একদা তিনি সে দু'রাক'আত সালাত আসরের পূর্বে আদায় করতে পারলেন না অতি ব্যস্ততা বা ভুলে যাওয়ার কারণে, তাই তিনি আসরের পর দু'রাক'আত আদায় করলেন (তারপর থেকে তিনি দু'রাক'আত সালাত আসরের পর আদায় করতেন)। কারণ তিনি কোন সালাত একবার আদায় করলে তা নিয়মিত আদায় করতেন।

٥٨٠ . اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ مَرَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَّهَا ذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ هُمَا رَكْعَتَانِ كُنْتُ اُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِلْتُ عَنْهُمَا حَتّٰى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ *

৫৮০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একদা তাঁর ঘরে আসরের পর দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : এ দু'রাক'আত সালাত আমি যোহরের পর আদায় করতাম কিন্তু আমি আসরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত কর্মব্যস্ততার দরুণ সে দু'রাক'আত আদায় করতে পারিনি।

٥٨١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ شُغِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ *

৫৮১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্মব্যস্ততার দরুণ আসরের পূর্বে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতে পারলেন না। ফলে তা আসরের পর আদায় করলেন।

اَلرُّخْصَةُ فِى الصَّلٰوةِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ

সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায় করার অনুমতি

٥٨٢ . اَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ لاَحِقًا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَقَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّيْهِمَا فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ مَاهَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَاضْطَرَّ الْحَدِيْثَ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَشُغِلَ عَنْهُمَا فَرَكَعَهُمَا حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ اَرَهُ يُصَلِّيْهِمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ *

৫৮২. উসমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইমরান ইব্‌ন হুদায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সূর্যাস্তের পূর্বে দু'রাক'আত আদায় করা সম্বন্ধে আমি লাহিক্ (ইব্‌ন হুমায়দ সাদুসী) (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) তা আদায় করতেন। তখন মুয়াবিয়া (রা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর নিকট পত্র পাঠালেন যে, সূর্যাস্তের পূর্বে এ দু'রাক'আত কিসের সালাত ? ইব্‌ন যুবায়র (রা) উম্মে সালামা (রা)-এর শরণাপন্ন হলেন। উম্মে সালামা (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এ দু'রাক'আত আসরের পূর্বে আদায় করতেন। একদিন কর্মব্যস্ততার দরুন আদায় করতে পারলেন না বলে সূর্যাস্তের সময় তা আদায় করলেন। আমি এর আগে বা পরে কখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তা আদায় করতে দেখিনি।

اَلرُّخْصَةُ فِى الصَّلٰوةِ قَبْلَ الْمَغْرِبَ

মাগরিবের পূর্বে সালাতের অনুমতি

٥٨٣ . اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ اَنَّ اَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِىُّ قَامَ لِيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبَ فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اُنْظُرْ اِلٰى هٰذَا اَىُّ صَلٰوةٍ يُصَلِّى فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَرَاٰهُ فَقَالَ هٰذِهِ صَلٰوةٌ كُنَّا نُصَلِّيْهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৫৮৩. আলী ইব্‌ন উসমান (র) - - - - ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব (র) থেকে বর্ণিত যে, আবুল খায়র তাঁর কাছে

বর্ণনা করেছেন যে, আবূ তামীম জায়শানী (রা) একদা মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত নফল সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন, তখন আমি উকবা ইব্‌ন আমির (রা)-কে বললাম : দেখুন ! ইনি কিসের সালাত আদায় করছেন ? তিনি ফিরে তাঁকে দেখলেন এবং বললেন : আমরা এ সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে আদায় করতাম।

اَلصَّلٰوةُ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ

ফজরের প্রকাশের পর সালাত

٥٨٤ . اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَيُصَلِّى اِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ *

৫৮৪. আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাকাম (র) ---- হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজর উদ্ভাসিত হওয়ার পর সংক্ষেপে (ফরযের পূর্বে) মাত্র দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

اِبَاحَةُ الصَّلٰوةِ اِلٰى اَنْ يُّصَلِّىْ الصُّبْحَ

ফজরের পূর্ব পর্যন্ত নফল সালাতের অনুমতি

٥٨٥ . اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ سُلَيْمَانَ وَاَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَيُّوْبُ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَسَنٌ اَخْبَرَنِى شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ طَلْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِى عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَسْلَمَ مَعَكَ قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ قُلْتُ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ اَقْرَبُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ اُخْرٰى قَالَ نَعَمْ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ فَصَلِّ مَا بَدَالَكَ حَتّٰى تُصَلِّىَ الصُّبْحَ ثُمَّ انْتَهِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَا دَامَتْ وَقَالَ اَيُّوْبُ فَمَا دَامَتْ كَاَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتّٰى تَنْتَشِرَ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَالَكَ حَتّٰى يَقُوْمَ الْعَمُوْدُ عَلٰى ظِلِّهِ ثُمَّ انْتَهِ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ فَاِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ ثُمَّ صَلِّ مَابَدَالَكَ حَتّٰى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ ثُمَّ انْتَهِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَاِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىِ شَيْطَانٍ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىِ شَيْطَانٍ *

৫৮৫. হাসান ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন সুলায়মান আইয়্যুব ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ---- আমর ইব্‌ন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার উপর কে ঈমান এনেছিলেন ? উত্তরে বললেন, একজন আযাদ পুরুষ আর একজন ক্রীতদাস [আবূ বকর ও বিলাল (রা)]। জিজ্ঞাসা করলাম : এমন কোন সময় আছে কি যাতে অন্য সময়ের তুলনায় আল্লাহ্ পাকের অধিক নৈকট্য

লাভ করা যায় ? উত্তরে বললেন : হ্যাঁ। রাত্রের শেষার্ধে, ফজর পড়ার পূর্ব পর্যন্ত যা মনে চায়, পড়। তারপর সূর্যোদয় হওয়া এবং লালিমা কেটে রৌদ্র প্রখর না হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকবে। (রাবী) আইয়্যূব বলেন : যতক্ষণ সূর্যকে ঢালের মত মনে হয় এবং সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে না পড়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত থাকবে। তারপর খুঁটি তার মূল ছায়ার উপর অবস্থান না করা পর্যন্ত (দ্বি-প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত) যা মনে চায়, আদায় কর। তারপর সূর্য না হেলা পর্যন্ত বিরত থাক। কেননা দ্বি-প্রহরে জাহান্নামের অগ্নি অধিক প্রজ্জ্বলিত করা হয়। তারপর আসরের পূর্ব পর্যন্ত যা মনে চায়, আদায় কর। আবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাক। কেননা সূর্যের অস্ত এবং উদয় উভয়ই শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে হয়।

اِبَاحَةُ الصَّلٰوةِ فِى السَّاعَاتِ كُلِّهَا بِمَكَّةَ

মক্কা নগরীতে সকল সময় সালাতের অনুমতি

٥٨٦ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بَابَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَابَنِى عَبْدِ مَنَافٍ لاَتَمْنَعُوا اَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَآءَ مِنَ الَّيْلِ اَوْ نَهَارٍ *

৫৮৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : হে আবদে মানাফের বংশধরগণ ! এ ঘরের (বায়তুল্লাহ) তাওয়াফ এবং এতে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে রাত বা দিনের যে কোন মুহূর্তে কেউ এতে প্রবেশ করতে চাইলে তাকে তোমরা বাধা দেবে না।

اَلْوَقْتُ الَّذِىْ يَجْمَعُ فِيْهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

যে সময় মুসাফির যোহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করবে

٥٨٧ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرْتَحَلَ قَبْلَ اَن تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلٰى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَن يَّرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ *

৫৮৭. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দ্বি-প্রহরের পূর্বে সফরে রওয়ানা হলে আসর পর্যন্ত যোহরের সালাতকে বিলম্বিত করতেন। তারপর অবতরণ করে উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন। দ্বি-প্রহরের পর রওয়ানা হলে যোহরের সালাত আদায় করে আরোহণ করতেন।

٥٨٨ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ اَنَّ

مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ تَبُوْكَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَاَخَّرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ *

৫৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা ও হারিস ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আবূ তুফায়ল আমির ইব্ন ওয়াসিলা (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয ইব্ন জাবাল (রা) তাঁকে বলেছেন যে, তাবূকের যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যোহর এবং আসরের সালাত একত্রে আদায় করলেন। আবার মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলেন। একদিন যোহরের সালাতকে বিলম্বিত করে বের হলেন। তারপর যোহর ও আসর একত্রে আদায় করলেন। তারপর ভিতরে প্রবেশ করলেন। তারপর বের হলেন এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলেন।

بَيَانِ ذٰلِكَ

এর বিবরণ

٥٨٩ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْغٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ قَارَوَنْدَا قَالَ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ صَلٰوةِ اَبِيْهِ فِى السَّفَرِ وَسَأَلْنَاهُ هَلْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ شَىْءٍ مِّنْ صَلٰوتِهِ فِى سَفَرِهِ فَذَكَرَ اَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ اَبِى عُبَيْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ فَكَتَبَتْ اِلَيْهِ وَهُوَ فِى زَرَّاعَةٍ لَّهُ اَنِّى فِى اٰخِرِ يَوْمٍ مِّنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا وَاَوَّلِ يَوْمٍ مِّنَ الْاٰخِرَةِ فَرَكِبَ فَاَسْرَعَ السَّيْرَ اِلَيْهَا حَتّٰى اِذَا حَانَتْ صَلٰوةُ الظُّهْرِ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلٰوةَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ حَتّٰى اِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ نَزَلَ فَقَالَ اَقِمْ فَاِذَا سَلَّمْتُ فَاَقِمْ فَصَلّٰى ثُمَّ رَكِبَ حَتّٰى اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ كَفِعْلِكَ فِى صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ سَارَ حَتّٰى اِذَا اشْتَبَكَتِ النُّجُوْمُ نَزَلَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُؤَذِّنِ اَقِمْ فَاِذَا سَلَّمْتُ فَاَقِمْ فَصَلّٰى ثُمَّ انْصَرَفَ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْاَمْرُ الَّذِى يَخَافُ فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ *

৫৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বাযীগ (র) - - - - কাছীর ইব্ন ক্বারাওয়ান্দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (র)-কে তাঁর পিতার সফরের সালাত সম্বন্ধে জানতে চাইলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি সফরে দু' ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করতেন কি ? তখন সালিম (র) এই ঘটনা উল্লেখ করলেন যে, সফিয়্যা বিনত আবূ উবায়দ (রা) তাঁর (আবদুল্লাহর) সহধর্মিণী ছিলেন। সফিয়্যা অসুস্থ হয়ে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট পত্র লিখলেন । তখন আবদুল্লাহ (রা) তাঁর দূরবর্তী যমীনে কৃষিকাজ করছিলেন। পত্রে লিখলেন যে, আমি মনে করি আমার পার্থিব জীবনের শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম দিনে উপনীত হয়েছি।

সংবাদ পাওয়ামাত্রই তিনি অশ্বারোহণ করে দ্রুতগতিতে আসতে লাগলেন। যখন যোহরের সালাতের সময় হলো, মুয়ায্যিন বলল, হে আবূ আবদুর রহমান ! সালাত। তিনি ভ্রুক্ষেপ না করে চলতে লাগলেন। যখন দুই সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে উপনীত হলো, (অর্থাৎ যোহরের শেষ ওয়াক্ত আসরের প্রথম ওয়াক্ত) তখন অবতরণ করলেন এবং বললেন, ইকামত দাও। যখন আমি সালাত সমাপ্ত করি তখন আবার ইকামত দিবে। তারপর সালাত আদায় করে আরোহণ করলেন। আবার যখন সূর্যাস্ত গেল, মুয়ায্যিন তাঁকে বললেন, সালাত। তিনি বললেন, ঐরূপ আমল কর যেরূপ যোহর ও আসরের সালাতে করেছিলে। আবার পথ চললেন। তারপর যখন সমুজ্জ্বল তারকা আকাশে উদ্ভাসিত হলো, তখন অবতরণ করে মুয়ায্যিনকে বললেন, ইকামত বল। যখন সালাত সমাপ্ত করি, তখন আবার ইকামত বলবে। এবার সালাত আদায় করে তাদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারও সামনে এমন কোন জটিল কাজ দেখা দিবে যা ফওত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকবে, তখন এভাবে দু' ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করে নেবে।[১]

اَلْوَقْتُ الَّذِى يَجْمَعُ فِيْهِ الْمُقِيْمُ

যে ওয়াক্তে মুকীম দুই সালাত একত্রে আদায় করতে পারে

٥٩٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَسَبْعًا جَمِيْعًا اَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ *

৫৯০. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মদীনায় নবী ﷺ-এর সঙ্গে আট রাকআত একত্রে এবং সাত রাকআত একত্রে এভাবে আদায় করেছি যে, তিনি যোহরকে শেষ ওয়াক্তে ও আসরকে প্রথম ওয়াক্তে, আবার মাগরিবকে শেষ ওয়াক্তে ও ইশাকে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করলেন।

٥٩١. اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ ابْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ وَهُوَ ابْنُ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ صَلَّى بِالْبَصْرَةِ الْاُوْلٰى وَالْعَصْرَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَىْءٌ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَىْءٌ فَعَلَ ذٰلِكَ مِنْ شُغْلٍ وَزَعَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الْاُوْلٰى وَالْعَصْرَ ثَمَانَ سَجَدَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَىْءٌ *

৫৯১. আবূ আসিম খাশীশ ইব্ন আসরাম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বসরায় যোহর এবং আসর একত্রে আদায় করেন। তাতে কোন সময়ের ব্যবধান ছিল না আর মাগরিব ও ইশাও একত্রে আদায় করলেন, তাতেও কোন ব্যবধান ছিল না। কর্মব্যস্ততার কারণেই তিনি এরূপ করেছিলেন। আর ইব্ন আব্বাস

১. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সফরে, রোগ কিংবা বৃষ্টির কারণে দুই সালাতকে একত্রে আদায় করা দুরস্ত নয়। তবে হজ্জের মওসুমে আরাফাতে যোহর ও আসরের সালাত এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাতকে একত্রে আদায় করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

(রা) বলেন যে, তিনি মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে যোহর ও আসর একত্রে আট রাকআত আদায় করেছেন। দুই সালাতের মধ্যে সময়ের কোন ব্যবধান ছিল না।

اَلْوَقْتُ الَّذِى يَجْمَعُ فِيْهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

যে ওয়াক্তে মুসাফির মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতে পারে

٥٩٢ . اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِى نُجَيْحٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ اِلَى الْحِمٰى فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ هِبْتُ اَنْ اَقُوْلَ لَهُ الصَّلٰوةَ فَسَارَ حَتّٰى ذَهَبَ بَيَاضُ الْاُفُقِ وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلٰثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ عَلٰى اِثْرِهَا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ *

৫৯২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হিমা[1] পর্যন্ত ইব্‌ন উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। যখন সূর্য ডুবে গেল, আমি তাঁকে সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে সাহস পেলাম না। তিনি চলতে চলতে যখন আকাশ দিগন্তে শুভ্র রেখা অদৃশ্য হওয়ার নিকটবর্তী হল এবং রাতের প্রথমাংশের অন্ধকার অর্থাৎ শফক অদৃশ্য হওয়ার উপক্রম হলো, তখন অবতরণ করে মাগরিবের তিন রাকআত এবং তার সাথে আরও দু'রাক'আত আদায় করলেন। তারপর বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি এভাবেই আদায় করতে দেখেছি।

٥٩٣ . اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ اَبِى حَمْزَةَ ح وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى سَالِمٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَجِلَهُ السَّيْرُ فِى السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ *

৫৯৩. আমর ইব্‌ন উসমান ও আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - সালিমের পিতা আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি যে, যখন কোন সফরে তাঁর ত্বরা থাকত তখন মাগরিবের সালাত এভাবে বিলম্বে আদায় করতেন যে, মাগরিব ও ইশাকে একত্রিত করে ফেলতেন।

٥٩٤. اَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ اِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ بِسَرِفَ *

৫৯৪. মুয়াম্মাল ইব্‌ন ইহাব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সূর্য অস্তমিত হলো এবং

---
১. সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত ভূমিকে 'হিমা' বলা হয় ; মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থান।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন মক্কাতেই ছিলেন। তারপর 'সারিফ' নামক স্থানে তিনি (মাগরিব ও ইশা) দুই সালাত একত্রে আদায় করলেন।

٥٩٥ . اَخْبَرَنِى عَمْرُوْ بْنُ سَوَّادُ بْنُ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ اِلٰى وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ *

৫৯৫. আমর ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন আসওয়াদ (র) - - - - আনাস (রা) সূত্রে থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সফরে থাকতেন, তখন যোহরের সালাত আসর পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। তারপর উভয়কে একত্রে আদায় করতেন এবং মাগরিবকে বিলম্ব করে মাগরিব ও ইশাকে একত্রে আদায় করতেন।

٥٩٦ . اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِى سَفَرٍ يُّرِيْدُ اَرضًا لَّهُ فَاَتَاهُ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ اَبِى عُبَيْدٍ لِمَابِهَا فَانْظُرْ اَنْ تُدْرِكَهَا فَخَرَجَ مُسْرِعًا وَّمَعَهُ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يُسَايِرُهُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ يُصَلِّ الصَّلٰوةَ وَكَانَ عَهْدِىْ بِهٖ وَهُوَ يُحَافِظُ عَلَى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا اَبْطَاَ قُلْتُ الصَّلٰوةُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَالْتَفَتَ اِلَىَّ وَمَضٰى حَتّٰى اِذَا كَانَ فِى اٰخِرُ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَقَامَ الْعِشَاءَ وَقَدْ تَوَارَى الشَّفَقُ فَصَلّٰى بِنَا ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ صَنَعَ هٰكَذَا *

৫৯৬. মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - নাফি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরের কিছু জমি ছিল। সেখানে কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম ও সেখানে পৌছার পরে হঠাৎ একদিন এক সংবাদদাতা বললো যে, আপনার স্ত্রী সফিয়্যা বিনত আবূ উবায়দ (রা) মুমূর্ষু অবস্থায়, দেখতে চাইলে যেতে পারেন। তারপর তিনি দ্রুতবেগে চললেন। এক কুরায়শী ব্যক্তি সফরসংগী ছিলেন। সূর্য অস্তমিত হলেও কিন্তু মাগরিবের সালাত আদায় করলেন না। আমি তাঁকে যতদিন ধরে জানি, যথাসময়ে সালাত আদায়ে যত্নবান থাকতেন। এরপরও যখন দেরী করছেন, তখন আমি বললাম : সালাত, আল্লাহপাক আপনাকে রহম করুন। তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং চলতে লাগলেন। এ অবস্থায় যখন পশ্চিম আকাশের লালিমা প্রায় অদৃশ্য হলো, তখন মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর ইশার ইকামত বলে আমাদের সহ ইশার সালাত আদায় করলেন। তারপর আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন : যখন সফরে কোন ত্বরা থাকত, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন।

٥٩٧ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ عَنْ نَّافِعٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ ابْنَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ

فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ سَارَ بِنَا حَتّٰى اَمْسَيْنَا فَظَنَنَّا اَنَّهُ نَسِىَ الصَّلٰوةَ فَقُلْنَا لَهُ الصَّلٰوةَ فَسَكَتَ وَسَارَ حَتّٰى كَادَ الشَّفَقُ اَنْ يَّغِيْبَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلّٰى وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ هٰكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ *

৫৯৭. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - নাফি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা ইব্‌ন উমর (রা)-এর সঙ্গে মক্কা হতে আসছিলাম। যখন ঐ রাত হলো (তাঁর স্ত্রীর মুমূর্ষুতার সংবাদ পাওয়ার রাত) তিনি আমাদের নিয়ে দ্রুত চললেন। যখন সন্ধ্যা হলো, আমরা ধারণা করলাম, তিনি সালাতের কথা ভুলে গেছেন, এজন্য আমরা তাঁকে সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি চুপ রইলেন এবং আরও অগ্রসর হলেন। তারপর আকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়ার উপক্রম হলে অবতরণ করে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। আবার যখন শফক অদৃশ্য হয়ে গেল তখন তিনি ইশার সালাত আদায় করলেন। তারপর আমাদের লক্ষ্য করে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে যখন সফরে তাঁর কোন ত্বরা থাকত, তখন আমরা এরূপ করতাম।

٦٩٨ . اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ قَارَوَنْدَا قَالَ سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الصَّلٰوةِ فِى السَّفَرِ فَقُلْنَا اَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَجْمَعُ بَيْنَ شَىْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ لاَ اِلاَّ بِجَمْعٍ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ كَانَتْ عِنْدَهُ صَفِيَّةُ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ اَنِّى فِى اٰخِرِ يَوْمٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَاَوَّلِ يَوْمٍ مِّنَ الْاٰخِرَةِ فَرَكِبَ وَاَنَا مَعَهُ فَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى حَانَتِ الصَّلٰوةُ فَقَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلٰوةَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَسَارَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ نَزَلَ فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ اَقِمْ فَاِذَا سَلَّمْتُ مِنَ الظُّهْرِ فَاَقِمْ مَكَانَكَ فَاَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ اَقَامَ مَكَانَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ فَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلٰوةَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ كَفِعْلِكَ الْاَوَّلِ فَسَارَ حَتّٰى اِذَا اشْتَبَكَتِ النُّجُوْمُ نَزَلَ فَقَالَ اَقِمْ فَاِذَا سَلَّمْتُ فَاَقِمْ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا ثُمَّ اَقَامَ مَكَانَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ سَلَّمَ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمْ اَمْرٌ يَّخْشٰى فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ *

৫৯৮. আবদা ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) - - - - কাছীর ইব্‌ন কারাওয়ান্দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা সফরের সালাত সম্বন্ধে সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনার পিতা আবদুল্লাহ (রা) সফরে একাধিক সালাত একত্রে আদায় করেছেন কি ? উত্তরে বললেন : না, মুযদালাফা ব্যতীত আর কোথাও একত্রে আদায় করেননি। পুনরায় সতর্ক হয়ে ঘটনার উল্লেখ করে বললেন : সফিয়্যা (রা) আবদুল্লাহ (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। সফিয়্যা (রা) তাঁর নিকট খবর পাঠালেন যে, আমি পার্থিব জীবনের শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম

দিনে উপনীত হয়েছি। সংবাদ পাওয়ামাত্রই তিনি আরোহণ করলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি অত্যন্ত দ্রুতবেগে চললেন। পরে যখন সালাতের সময় হলো, মুয়ায্যিন বললেন, হে আবদুর রহমান! সালাত। তিনি চলতে লাগলেন। তারপর দুই সালাতের মাঝামাঝি সময়ে উপনীত হলেন, তখন অবতরণ করে মুয়ায্যিনকে বললেন : ইকামত বল। যখন যোহরের সালাত সমাপ্ত করি তখন আবার সেখানে দাঁড়িয়েই ইকামত বলবে। ইকামত বলা হলে যোহরের দু'রাক'আত আদায় করলেন। আবার সেখানেই ইকামত দিলে আসরের দু'রাক'আত আদায় করে আরোহণ করলেন এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দ্রুত চললেন। আবার মুয়ায্যিন বললেন, হে আবদুর রহমান! সালাত। তিনি বললেন : পূর্বের মতই কাজ কর, এই বলে চলতে লাগলেন। তারপর যখন আকাশে তারকারাশি ছেয়ে গেল, তখন অবতরণ করেন এবং ইকামতের আদেশ দিলেন। বললেন : যখন সালাম ফিরাব, আবার ইকামত বলবে। তারপর মাগরিবের তিন রাক'আত আদায় করলেন। তারপর সেখানেই ইকামত বলে ইশার সালাত আদায় করলেন। তারপর একদিকে সালাম ফিরিয়ে বললেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারও সামনে এমন কোন কাজ দেখা দেয়, যা ফওত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, এভাবেই সালাত আদায় করে নেবে।

اَلْحَالُ الَّتِى يَجْمَعُ فِيْهَا بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ

যে অবস্থায় দু' সালাত একত্রে আদায় করা যায়

٥٩٩ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ *

৫৯৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যখন কোথাও সফরে দ্রুত চলতে হতো, তখন মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করে নিতেন।

٦٠٠ . اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ اَوْ حَزَبَهُ اَمْرٌ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ *

৬০০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যখন কোথাও সফরে দ্রুত চলতে হতো, অথবা তাঁর সামনে কোন জটিল কাজ উপস্থিত হতো, তখন তিনি মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করে নিতেন।

٦٠١ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ قَالَ اَخْبَرَنِى سَالِمٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ *

৬০১. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - সালিম (র)-এর পিতা আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

আমি নবী ﷺ -কে দেখেছি, যখন তাঁকে সফরে দ্রুত চলতে হতো, তখন তিনি মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন ।

اَلْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ

আবাসে দুই সালাত একত্রে আদায় করা

٦٠٢ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا مِّنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَّلاَ سَفَرٍ *

৬০২. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যোহর ও আসর একত্রে আদায় করেছেন এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন। তখন সফররত অবস্থায়ও ছিলেন না এবং তাঁর মধ্যে কোন ভয়-ভীতিও ছিল না।[১]

٦٠٣ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِى رِزْمَةَ وَاسْمُهُ غَزْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِالْمَدِيْنَةِ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَّلاَ مَطَرٍ قِيْلَ لَهُ لِمَ قَالَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ عَلٰى اُمَّتِهِ حَرَجٌ *

৬০৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন রিযমা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মদীনায় যোহর ও আসর একত্রে আদায় করতেন এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। তখন কোন ভয়ও ছিল না বা বৃষ্টিও ছিল না। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি কেন এরূপ করতেন ? [ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন] তাঁর উম্মতের যেন অসুবিধা না হয়।

٦٠٤ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِى الشَّعْشَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَّسَبْعًا جَمِيْعًا *

৬০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে একত্রে আট রাক'আত আদায় করেছি এবং সাত রাক'আতও।[২]

---

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) যোহরের সালাত শেষ সময়ে এবং আসরের সালাত তার প্রথম সময়ে আদায় করেছিলেন। এমনিভাবে মাগরিবের শেষ সময়ে ও ইশার প্রথম ওয়াক্তে আদায় করেছিলেন। যাতে সফরের সময়ে, ব্যাধিগ্রস্থাবস্থায় এবং অতি ব্যস্ততার সময়ে তাঁর উম্মতগণ এভাবে সালাত আদায় করতে পারে। এটা দৃশ্যত দুই সালাতকে একত্রে আদায় করা বুঝালেও মূলত পৃথক দুই ওয়াক্তেই দুই সালাত আদায় করা হয়েছিল।

২. আট রাকআত বলতে যোহর ও আসর এবং সাত রাক'আত বলতে মাগরিব ও ইশাকে বুঝানো হয়েছে।

اَلْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

আরাফাতে যোহর ও আসর একত্রে আদায় করা

٦٠٥ . اَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ سَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَنَزَلَ بِهَا حَتّٰى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ حَتّٰى اِذَا انْتَهٰى اِلٰى بَطْنِ الْوَادِىْ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ اَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا *

৬০৫. ইবরাহীম ইব্ন হারুন (র) - - - - জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফর করে যখন আরাফাতে আসলেন এবং 'নামিরা' নামক স্থানে তাঁর জন্য একটি নির্দিষ্ট তাঁবু খাটানো হয়েছে দেখতে পেলেন, তখন তিনি সেখানে অবতরণ করলেন। যখন সূর্য ঢলে পড়লো তখন তাঁর নির্দেশে 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রির পিঠে হাওদা লাগানো হলো। তারপর যখন 'বাতনুল ওয়াদী'-তে পৌছলেন, সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তারপর বিলাল (রা) আযান ও ইকামত বললেন। তিনি যোহরের সালাত আদায় করলেন, পুনরায় ইকামত বলার পর আসর আদায় করলেন এবং এই দুই সালাতের মধ্যে আর কোন সালাত আদায় করেন নি।

اَلْجَمْعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করা

٦٠٦ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيَّ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيْعًا *

৬০৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ আইয়্যুব আনসারী (রা) তাঁকে জানান যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে তিনি 'বিদায় হজ্জে' মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন।

٦٠٧ . اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ اَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا اَتٰى جَمْعًا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى هٰذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هٰذَا *

৬০৭. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইব্‌ন উমর (রা) যখন আরাফাত হতে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা করেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। মুযদালিফায় এসে তিনি মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলেন। সালাত সমাপ্ত করে বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই স্থানে এরূপই করেছেন।

٦٠٨ . اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ *

৬০৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মুযদালিফাতে মাগরিব ও ইশা (একত্রে) আদায় করেছেন।

٦٠٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَارَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ اِلاَّ بِجَمْعٍ وَّصَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ وَقْتِهَا *

৬০৯. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মুযদালিফা ব্যতীত আর কোথাও দুই সালাত একত্রে আদায় করতে দেখিনি। [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফাতে এবং সফরে, এমনকি মদীনাতেও যে দুই সালাত একত্রে আদায় করেছিলেন, সে সম্বন্ধে আবদুল্লাহ (রা) তখনও অবগত ছিলেন না] এবং ঐ দিন ফজরের সালাত স্বাভাবিক সময়ের পূর্বেই আদায় করেছিলেন।

كَيْفَ الْجَمْعُ

দুই সালাত একত্রে আদায় করার পদ্ধতি

٦١٠ . اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِى حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَةَ فَلَمَّا اَتَى الشِّعْبَ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ اَهْرَاقَ الْمَاءَ قَالَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ اِدَاوَةٍ فَتَوَضَّاَ وُضُوْءًا خَفِيْفًا فَقُلْتُ لَهُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ الصَّلٰوةُ اَمَامَكَ فَلَمَّا اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَزَعُوا رِحَالَهُمْ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ *

৬১০. হুসায়ন ইব্‌ন হুয়ারস (র) - - - - উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁকে আরাফাত হতে উষ্ট্রীর পিঠে তাঁর পেছনে বসিয়ে ছিলেন। শি'বে পৌঁছে তিনি অবতরণ করলেন। তারপর পেশাব করলেন। আমি পাত্র হতে তাঁর উযূর জন্য পানি ঢাললাম। তিনি হালকাভাবে উযূ করলেন। আমি তাঁকে বললাম, সালাত। তিনি বললেন : সালাত সম্মুখে। মুযদালিফায় পৌঁছার পর তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর উষ্ট্রীর পিঠের হাওদা নামানো হলো। এরপর ইশার সালাত আদায় করলেন।

فَضْلُ الصَّلٰوةِ لِمَوَاقِيْتِهَا

যথাসময়ে সালাত আদায় করার ফযীলত

٦١١ . اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ الْعَيْزَارِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِىَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هٰذِهِ الدَّارِ وَاَشَارَ اِلٰى دَارِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ الصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৬১১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ আমলটি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ? তিনি বললেন : যথাসময়ে সালাত আদায় করা, মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

٦١٢ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِىُّ سَمِعَهُ مِنْ اَبِى عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اِقَامُ الصَّلٰوةِ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৬১২. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম : কোন্ আমলটি আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় ? তিনি বললেন : যথাসময়ে সালাত আদায় করা, মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

٦١٣ . اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ وَعَمْرُو بْنُ يَزِيْدَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ فِى مَسْجِدِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَجَعَلُوا يَنْتَظِرُوْنَهُ فَقَالَ اِنِّى كُنْتُ اُوْتِرُ قَالَ وَسُئِلَ عَبْدُ اللّٰهِ هَلْ بَعْدَ الْاَذَانِ وِتْرٌ قَالَ نَعَمْ وَ بَعْدَ الْاِقَامَةِ وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى وَاللَّفْظُ لِيَحْيٰى *

৬১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাকীম ও আমর ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনতাশির (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদা আমর ইব্‌ন শুরাহবীল (রা)-এর মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় ইকামত বলা হলো। মুসল্লীগণ তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরে তিনি বললেন : আমি বিতরের সালাত আদায় করছিলাম (এ জন্যই বিলম্ব হয়েছে)। রাবী বলেন : তখন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করা

হলো যে, আযানের পর কি বিতর আদায় করা যায় ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, শুধু আযান কেন ইকামতের পরও[১] এ ব্যাপারে তিনি নবী ﷺ থেকে হাদীসও বর্ণনা করলেন যে, একদা নবী ﷺ ফজরের সালাতের সময় নিদ্রিত ছিলেন। এমতাবস্থায় সূর্য উদিত হলো। তারপর ঘুম থেকে উঠে সালাত আদায় করলেন।[২]

فِيْمَنْ نَسِىَ صَلٰوةً

যে ব্যক্তি সালাত ভুলে যায়

٦١٤ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ صلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا *

৬১৪. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সালাত ভুলে যায়, তারপর যখন স্মরণ হয় তখন যেন সে তা আদায় করে নেয়।

فِيْمَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ

যে ব্যক্তি সালাত আদায় না করে নিদ্রা যায়

٦١٥ . اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْاَحْوَلُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلٰوةِ اَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ كَفَّارَتُهَا اَنْ يُصَلِّيْهَا اِذَا ذَكَرَهَا *

৬১৫. হুমায়দ ইব্‌ন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সে সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে বা সালাত ভুলে যায়। তিনি বললেন : এর কাফ্‌ফারা হলো যখনই স্মরণ আসবে তখনই তা আদায় করে নেবে।[৩]

٦١٦ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرُوا النَّبِىَّ ﷺ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ فَاِذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ صَلٰوةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا *

৬১৬. কুতায়বা (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিদ্রাবস্থায়

১. এই সময়ে বিতর কাযা আদায় করা যায়।
২. এটা ৭ম হিজরীতে খায়বার যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় লাইলাতুত-তারীসের ঘটনা ছিল। প্রায় শেষরাত্রে পথিমধ্যে অবতরণ করে বিলাল (রা)-কে পাহারাদার নিযুক্ত করে সকলেই ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর বিলাল (রা)-ও ঘুমিয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় সূর্যোদয় হয়ে গেল। সকলে জাগ্রত হওয়ার পর এ জায়গা ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে সালাত কাযা করলেন।
৩. সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে সালাত কাযা করে নেবে।

স্বলাতের সময় তাদের ঘুমে থাকার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন : ঘুমে থাকার মধ্যে অবহেলা নেই। অবহেলা হয় জাগ্রত অবস্থায় (যথাসময়ে সালাত আদায় না করলে)।[১] সুতরাং যদি তোমাদের কেউ সালাত ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে পড়ে, তবে যখনই স্মরণ হয় তখনই পড়ে নেবে।

٦١٧ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِيْمَنْ لَّمْ يُصَلِّ الصَّلٰوةَ حَتّٰى يَجِئَ وَقْتُ الصَّلٰوةِ الْاَخْرٰى حِيْنَ يَنْتَبِهُ لَهَا

৬১৭. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : ঘুমের মধ্যে দোষ নেই। নিশ্চয়ই দোষ ঐ ব্যক্তির বেলায় যে সালাত আদায় করল না, এমতাবস্থায় অন্য সালাতের ওয়াক্ত উপস্থিত হলো। তারপর সে সালাত সম্পর্কে সচেতন হলো।

اِعَادَةُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلٰوةِ لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ

সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়লে পরদিন সেই সময় কাযা করা

٦١٨ . اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا نَامُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلْيُصَلِّهَا اَحَدُكُمْ مِّنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا *

৬১৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। (লাইলাতুত্-তারীসে) যখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) (ক্লান্তিজনিত কারণে) সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়লেন (আর) এমতাবস্থায় সূর্য উদিত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আগামীকাল এই সালাত যথাসময়ে আদায় করতে সচেষ্ট হবে।

٦١٩ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ابْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَسِيْتَ الصَّلٰوةَ فَصَلِّ اِذَا ذَكَرْتَ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِى قَالَ عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا بِهِ يَعْلٰى مُخْتَصَرًا *

৬১৯. আবদুল আ'লা - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন

১. এ হাদীসের অর্থ এ নয় যে, সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকলে কোন অপরাধ হবে না। বরং এর অর্থ এই যে, বিশেষ কারণ ও ওযরবশত নিদ্রাবস্থায় কোন সময় সালাত চলে গেলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। কিন্তু কেউ যদি একে অভ্যাসে পরিণত করে, তবে এটা অবশ্যই অপরাধ বলে গণ্য হবে। কেননা হাদীসে যথাসময়ে সালাত আদায় করার ফযীলত এবং এ বিষয়ে অবহেলার পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে।

সালাত ভুলে যাবে, স্মরণ হওয়ামাত্র আদায় করে নেবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন : (اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِى) এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর (২০ : ১৪)। আবদুল আ'লা বলেন : এ হাদীসকে ইয়া'লা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন।

٦٢٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَمْرٍو قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنْبَأَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِى

৬২০. আমর ইব্‌ন সাওয়াদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন সালাত ভুলে যায়, সে যখনই স্মরণ হয় তখনই তা আদায় করে নেবে।[১] কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِى "এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।" (২০ : ১৪)

٦٢١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِى قُلْتُ لِلزُّهْرِىِّ هٰكَذَا قَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ *

৬২১. সুয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সালাত ভুলে যায়, সে যেন যখনই স্মরণ হয় তা আদায় করে নেয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর। মা'মার (র) বলেন : আমি যুহরীকে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এভাবেই আদায় করেছিলেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

بَابُ كَيْفَ يَقْضِى الْفَائِتَ مِنَ الصَّلٰوةِ

পরিচ্ছেদ : কিভাবে কাযা সালাত আদায় করতে হবে

٦٢٢. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِى مَرْيَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى سَفَرٍ فَاَسْرَيْنَا لَيْلَةً فَلَمَّا كَانَ فِى وَجْهِ الصُّبْحِ نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَامَ وَنَامَ النَّاسُ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ اِلاَّ بِالشَّمْسِ قَدْ طَلَعَتْ عَلَيْنَا فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤَذِّنَ فَاَذَّنَ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ حَدَّثَنَا مَاهُوَ كَائِنٌ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ *

৬২২. হান্নাদ ইব্‌ন সাররী (র) - - - - আবূ মারয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্

ﷺ-এর সঙ্গে সারা রাত্র সফর করলাম। পরে রাতের শেষাংশে ফজরের নিকটবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক স্থানে অবতরণ করলেন এবং কিছুক্ষণ পরই ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গীগণও ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্যের আলোকরশ্মি স্পর্শ না করা পর্যন্ত কেউই জাগ্রত হলেন না। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয়ায্যিনকে আযান দিতে আদেশ করলেন। মুয়ায্যিন আযান দিলে, তিনি দুই রাকআত ফজরের সুন্নত আদায় করলেন। আবার ইকামত বললে তিনি সাহাবীদের নিয়ে ফরয আদায় করলেন। তারপর আমাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বড় বড় ঘটনাবলীর কথা বর্ণনা করলেন।

٦٢٣ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَحُبِسْنَا عَنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَىَّ فَقُلْتُ فِى نَفْسِى نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلاَلاً فَاَقَامَ فَصَلّٰى بِنَا الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلّٰى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلّٰى بِنَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلّٰى بِنَا الْعِشَاءَ ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَاعَلَى الْاَرْضِ عِصَابَةٌ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُكُمْ *

৬২৩. সুওয়ায়দ ইব্ন নাস্র (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা এই চার ওয়াক্তের সালাত আদায় করা হতে আমরা বাধাপ্রাপ্ত হলাম।[১] এটা আমার নিকট কষ্টদায়ক হলো। মনে মনে ভাবলাম, আমরা তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে থেকে আল্লাহর পথে জিহাদ করছি (এরপরও কি আমাদের এরূপ দুর্ভাগ্য ?) তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিলাল (রা)-কে ইকামত দিতে আদেশ করলেন। ইকামত বললে আমাদের নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করলেন। আবার ইকামত বললে আসরের সালাত আদায় করলেন। আবার ইকামত বললে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। পুনরায় ইকামত বললে ইশার সালাত আদায় করলেন। তারপর আমাদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন : ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের ছাড়া এমন কোন জামাআত নেই যারা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে।

٦٢٤ . اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ عَرَّسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَاْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَاْسِ رَاحِلَتِهِ فَاِنَّ هٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ قَالَ فَفَعَلْنَا فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ صَلّٰى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ

৬২৪. ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্

১. এটা ৫ম হিজরীতে গাযওয়ায়ে খন্দকের ঘটনা। কাফিরদের সাথে অনবরত যুদ্ধ চলার দরুন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁর সাহাবীগণ চার ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারেননি । – অনুবাদক

ﷺ-এর সঙ্গে সারারাত সফর করার পর শেষরাতে অবতরণ করি এবং ঘুমিয়ে পড়ি। সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কারো নিদ্রাভঙ্গ হলো না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বললেন : প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাহনের লাগাম ধরে এ স্থান ত্যাগ কর। কেননা এ স্থানে শয়তান আমাদের কাছে হাযির হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : আমরা এরূপই করলাম। তারপর কিছুদূর গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি আনিয়ে উযূ করলেন। এরপর দুই রাকআত ফজরের সুন্নত আদায় করলেন। তারপর ইকামত হলে ফজরের ফরয আদায় করলেন।

٦٢٥ . اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ اَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى سَفَرٍ لَهُ مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ لاَنَرْقُدَ عَنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَالَ بِلاَلٌ اَنَا فَاسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ فَضُرِبَ عَلٰى اٰذَانِهِم حَتّٰى اَيْقَظَهُمْ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوْا فَقَالَ تَوَضَّاؤُا ثُمَّ اَذَّنَ بِلاَلٌ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَصَلُّوْا رَكعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلُّوْا اَلْفَجْرَ *

৬২৫. আবূ আসিম খুশায়শ ইব্ন আসরাম (র) - - - - জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। একদা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : কে আমাদের আজ রাতে পাহারা দেবে ? যাতে ফজরের সালাতের সময় ঘুমিয়ে না থাকি। বিলাল (রা) বললেন, আমি এই বলে তিনি সূর্যের উদয়-অস্ত অভিমুখী হয়ে রইলেন। কিন্তু তাদেরকে নিদ্রাগ্রস্ত করে দেওয়া হল। পরিশেষে সূর্যের কিরণ তাদের জাগ্রত করল। তখন সকলে সরে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা উযূ কর। পরে বিলাল (রা) আযান দিলেন। তিনি দু' রাকআত সুন্নত আদায় করলেন এবং অন্যরাও দু' রাকআত সুন্নত আদায় করলেন। তারপর সকলে দু' রাকআত ফজরের ফরয আদায় করলেন।

٦٢٦ . اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَدْلَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ عَرَّسَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظُوا حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ اَوْ بَعْضُهَا فَلَمْ يُصَلِّ حَتّٰى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى وَهِىَ صَلٰوةُ الْوُسْطٰى *

৬২৬. আবূ আসিম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাত্রে সফর করলেন এবং শেষরাতে একস্থানে অবতরণ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় সূর্যোদয় হলো অথবা সূর্যের কিয়দাংশ উদিত হলো। তারপর পূর্ণরূপে সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করলেন না। তারপর সালাত আদায় করলেন। এই 'সালাত' ছিল উস্তা বা মধ্যবর্তী সালাত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاَذَانِ

অধ্যায় : আযান

بَدْءُ الْاَذَانِ

আযানের সূচনা

٦٢٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلٰوةَ وَلَيْسَ يُنَادِى بِهَا اَحَدٌ فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِى ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَوَلاَ تَبْعَثُوْنَ رَجُلاً يُنَادِى بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَابِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلٰوةِ *

৬২৭. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ও ইবরাহীম ইব্ন হাসান (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুসলিমগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তারা একত্র হয়ে সালাতের সময় নির্ধারণ করে নিতেন, কিন্তু কেউ সালাতের জন্য আহবান করতেন না। তাই একদিন তাঁরা এ ব্যাপারে আলোচনায় বসলেন। কেউ কেউ বললেন : নাসারাদের ঘন্টার মত ঘন্টা ব্যবহার করুন। আর কেউ কেউ বললেন : বরং ইয়াহূদীদের শিংগার মত শিংগা ব্যবহার করা হোক। উমর (রা) বললেন : আপনারা কি একজন লোক পাঠাতে পারেন না, যে সালাতের আহ্বান জানাবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে বিলাল, উঠ এবং সালাতের আহবান জানাও।

تَثْنِيَةُ الْاَذَانِ

আযানের বাক্যগুলো দু'বার বলা

٦٢٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِلاَلاً اَنْ يُشْفِعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ *

৬২৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিলাল (রা)-কে আযান (এর বাক্যগুলো) দু'বার করে বলার এবং ইকামত (-এর বাক্যগুলো) একবার করে বলার নির্দেশ দেন।

٦٢٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِى الْمُثَنّٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً اِلاَّ اَنَّكَ تَقُوْلُ قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ *

৬২৯. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে আযান (-এর বাক্যগুলো) দু' দু'বার এবং ইকামত (-এর বাক্যগুলো) একবার করে ছিল। তবে তুমি.. قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (দু'বার) বলবে।[১]

خَفْضُ الصَّوْتِ فِى التَّرْجِيْعِ فِى الْاَذَانِ

আযানের তরজী'তে[২] আওয়াজ নিচু করা

٦٣٠. اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ وَهُوَا بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ

---

১. আল্লামা শওকানী (র) বলেন : আযান ও ইকামতের বাক্যগুলো কতবার বলবে এ ব্যাপারে আলিমদের কয়েকটি মত রয়েছে : ইমাম শাফিঈ ও আহমদ (র) বলেন, ইকামতের শুরুতে ও শেষে আল্লাহু আকবর দুই-দুইবার আর قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ (কাদ্ কামাতিস্ সালাতু) দু'বার, বাকী সব একবার বলবে এভাবে ইকামতে সর্বমোট বাক্য সংখ্যা ১১টি। ইমাম মালিক (র)-এর মতে কাদ্ কামাতিস্ সালাতুও একবার করে বলবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বাক্য সংখ্যার দিক দিয়ে ইকামত আযানের অনুরূপ। তবে পার্থক্য এই যে, ইকামতের সময় কাদ্ কামাতিস্ সালাতু দু'বার বলতে হয়। আবূ মাহযূরা (রা)-কে রসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপই শিক্ষা দিয়েছিলেন। বিলাল (রা)-কে ইকামতে বাক্যগুলো এক-একবার বলার নির্দেশের কথা যে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, তা আবূ মাহযূরা (রা)-এর হাদীস দ্বারা রহিত বা মানসূখ বলে গণ্য করা হয়েছে। কারণ আবূ মাহযূরা (রা)-কে মক্কা বিজয়ের পর আযান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বিদায় হজ্জে মিনাতে বিলাল (রা) কর্তৃক ইকামতের বাক্যগুলো দু' দু'বার বলার কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। –অনুবাদক

তরজী' হচ্ছে, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" ও "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্" তথা শাহাদতের উভয় বাক্যকে একবার নীচু স্বরে উচ্চারণ করা আর দ্বিতীয়বার উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এটা সুন্নত নয়। সম্ভবত আবূ মাহযূরা (রা)-কে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই নবী (সা) তাঁকে এরূপ পুনরায় বলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। (তারজী -এর এ সংজ্ঞা অধিকাংশ হাদীসের আলোকে দেয়া হলো)। –অনুবাদক

اَبِى مَحْذُوْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَجَدِّى عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ اَبِى مَحْذُوْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَقْعَدَهُ وَاَلْقٰى عَلَيْهِ الْاَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا قَالَ اِبْرَاهِيْمُ هُوَ مِثْلُ اَذَانِنَا هٰذَا قُلْتُ لَهُ اَعِدْ عَلَىَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ بِصَوْتٍ دُوْنَ ذٰلِكَ الصَّوْتِ يُسْمِعُ مَنْ حَوْلَهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ *

৬৩০. বিশ্‌র ইব্‌ন মুআয (র) - - - - আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁকে (সামনে) বসালেন এবং তাঁকে এক-একটি শব্দ করে আযান শিখিয়ে দেন। ইবরাহীম বলেন : তা আমাদের এ আযানের ন্যায়। আমি তাঁকে বললাম : (আযানের শব্দগুলো) আমার নিকট পুনরাবৃত্তি করুন।

তিনি তখন বললেন : اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ – দু'বার, اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ দু'বার, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ দু'বার, حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ দু'বার, حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ দু'বার, তারপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

كَمِ الْاَذَانُ مِنْ كَلِمَةٍ

আযানের বাক্য সংখ্যা কত

٦٣١ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَكْحُوْلٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ اَبِى مَحْذُوْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً ثُمَّ عَدَّهَا اَبُوْ مَحْذُوْرَةَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَّسَبْعَ عَشْرَةَ *

৬৩১. সুয়ায়দ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে আযানের উনিশটি এবং ইকামতের সতেরটি বাক্য শিখিয়েছেন। এরপর আবূ মাহযূরা (রা) উনিশটি ও সতেরটি বাক্য গণনা করলেন।

كَيْفَ الْاَذَانُ

আযান দেয়ার নিয়ম

٦٣٢ . اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ عَامِرٍ الْاَحْوَلِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ اَبِى مَحْذُوْرَةَ قَالَ عَلَّمَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

الْاَذَانَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَن لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ يَعُوْدُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ *

৬৩২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আযান শিক্ষা দেন এবং বলেন :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ .

তারপর আবার বলেন :

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ *

٦٣٣. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوْسُفُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَيْرِيْزٍ اَخْبَرَهُ وَكَانَ يَتِيْمًا فِىْ حِجْرِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ حَتّٰى جَهَّزَهُ اِلَى الشَّامِ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اِنِّىْ خَارِجٌ اِلَى الشَّامِ وَاَخْشٰى اَنْ اُسْاَلَ عَنْ تَاْذِيْنِكَ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ اَبَا مَحْذُوْرَةَ قَالَ لَهُ خَرَجْتُ فِىْ نَفَرٍ فَكُنَّا بِبَعْضِ طَرِيْقِ حُنَيْنٍ مَقْفَلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالصَّلٰوةِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ عَنْهُ مُتَنَكِّبُوْنَ فَظَلِلْنَا نَحْكِيْهِ وَنَهْزَاُ بِهِ فَسَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّوْتَ فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا حَتّٰى وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّكُمُ الَّذِىْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ فَاَشَارَ الْقَوْمُ اِلَىَّ وَصَدَقُوْا فَاَرْسَلَهُمْ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِىْ فَقَالَ قُمْ فَاَذِّنْ بِالصَّلٰوةِ فَقُمْتُ فَاَلْقٰى عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّاْذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ قَالَ قُلِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَامْدُدْ صَوْتَكَ ثُمَّ قَالَ قُلْ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ دَعَانِي حِيْنَ قَضَيْتُ التَّأْذِيْنَ فَاَعْطَانِي صُرَّةً فِيْهَا شَيْءٌ مِّنْ فِضَّةٍ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِيْنِ بِمَكَّةَ فَقَالَ قَدْ اَمَرْتُكَ بِهٖ فَقَدِمْتُ عَلٰى عَتَّابِ بْنِ اَسِيْدٍ عَامِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ فَأَذَّنْتُ مَعَهُ بِالصَّلٰوةِ عَنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৬৩৩. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) ও ইউসুফ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাইরীয (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেন, "তিনি ইয়াতীম ছিলেন এবং আবূ মাহযূরার নিকট লালিত হন এবং তিনি তাঁকে সিরিয়ায় এক সফরে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলেন : আমি আবূ মাহযূরা (রা)-কে বললাম : আমি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছি। ভয় পাচ্ছি আপনার আযান দেয়া সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। রাবী আবদুর আযীয বলেন : ইব্‌ন মুহাইরীয আমাকে বলেন যে, আবূ মাহযূরা তখন তাঁকে বলেছেন : আমি একটি দলের সাথে বের হলাম। আমরা হুনায়নের কোন একটি পথে গিয়ে উপনীত হলাম, যা ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হুনায়ন অভিযান হতে ফেরার সময়। রাস্তায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হল। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুয়াযযিন তাঁর অদূরে সালাতের আযান দিলেন। আমরা আযানের ধ্বনি শুনলাম, তখন আমরা ইসলাম থেকে বিমুখ ছিলাম। তাই আমরা আযানের অনুকরণ ও তা নিয়ে ঠাট্টা করছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে আওয়াজ শুনলেন এবং আমাদের ডেকে পাঠালেন। অবশেষে আমরা (ধৃত হয়ে) তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যার ধ্বনি শুনেছিলাম সে কে ? লোকেরা আমার দিকে ইশারা করল এবং তারা প্রত্যায়ন করল। তারপর তিনি সকলকে ছেড়ে দিলেন এবং আমাকে আটকিয়ে রাখলেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন : দাঁড়াও সালাতের আযান দাও। আমি দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বয়ং আমাকে আযান দেয়া শিক্ষা দিলেন, তিনি বললেন : বল !

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ *

তারপর বললেন : পুনরায় দীর্ঘ স্বরে বল। তারপর তিনি বলেন :

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ *

আমি আযান দেয়া শেষ করলে তিনি আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে একটি থলে দান করলেন। যাতে ছিল কিছু রৌপ্য। তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে মক্কায় আযান দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। উত্তরে তিনি বলেন : হ্যাঁ, তোমাকে মক্কায় আযান দেয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত করলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত মক্কার আমীর আত্তাব ইবন আসীদ (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে আযান দিতে থাকি।

اَلْاَذَانُ فِى السَّفَرِ

সফরের আযান

٦٣٤ . اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السَّائِبِ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبِى وَاُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى مَحْذُوْرَةَ عَنْ اَبِى مَحْذُوْرَةَ قَالَ لَمَّا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشْرَةٍ مِّنْ اَهْلِ مَكَّةَ نَطْلُبُهُمْ فَسَمِعْنَاهُمْ يُؤَذِّنُوْنَ بِالصَّلٰوةِ فَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِءُ بِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ سَمِعْتُ فِى هٰؤُلاَءِ تَأْذِيْنَ اِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا فَاَذَّنَّا رَجُلٌ رَجُلٌ وَّ كُنْتُ اٰخِرَهُمْ فَقَالَ حِيْنَ اَذَّنْتُ تَعَالَ فَاَجْلَسَنِى بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ عَلٰى نَاصِيَتِى وَبَرَّكَ عَلَىَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَاَذِّنْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قُلْتُ كَيْفَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَعَلَّمَنِى كَمَا تُؤَذِّنُوْنَ الْاٰنَ بِهَا اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ، اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ فِى الْاَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ قَالَ وَعَلَّمَنِى الْاِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ *

"قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى عُثْمَانُ هٰذَا الْخَبَرَ كُلَّهُ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ اُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى مَحْذُوْرَةَ اَنَّهُمَا سَمِعَا ذٰلِكَ مِنْ اَبِى مَحْذُوْرَةَ " *

৬৩৪. ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হুনায়ন থেকে বের হলেন, আমি মক্কাবাসী দশ ব্যক্তির অন্যতম হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর দলের খোঁজে বের হলাম। আমরা তাঁদেরকে সালাতের আযান দিতে শুনলাম। আমরা বিদ্রূপ সহকারে তাঁদের আযানের অনুকরণ করতে লাগলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "আমি তাদের মধ্যে মধুর কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট এমন একজনের আওয়াজ শুনেছি।" তখন তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন। তারপর আমরা সকলেই এক-একজন করে আযান দিলাম। সর্বশেষে ছিলাম আমি। আমি আযান দেয়ার পর বললেন, আস, তারপর আমাকে তাঁর সামনে বসালেন এবং আমার কপালে হাত বুলিয়ে তিনবার বরকতের দোয়া করলেন। তারপর বললেন, যাও, মসজিদে হারামে আযান দাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কিভাবে দেব ? তখন তিনি আমাদের আযান শিক্ষা দিলেন যেরূপ তোমরা এখন আযান দিচ্ছ :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، اَشْهَدُ اَن لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ *

তিনি ফজরের আযানে ....

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ - দু'বার বলা শিক্ষা দেন।

তিনি আমাকে ইকামত শিক্ষা দেন : দু'বার করে....

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَد قَامَتِ الصَّلٰوةُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ *

ইব্‌ন জুরায়জ বলেন : উসমান (র) এ পুরো হাদীসটি তাঁর পিতা এবং উম্মু আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ মাহযূরা (রা) থেকে। আর তাঁরা উভয়ে আবূ মাহযূরা (রা) থেকে শুনেছেন।

اَذَانُ الْمُنْفَرِدِيْنَ فِى السَّفَرِ

সফর অবস্থায় একা একা সালাত আদায়কারীর আযান

٦٣٥ . اَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ

مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي وَقَالَ مَرَّةً اُخْرٰى اَنَا وَصَاحِبٌ لِّي فَقَالَ اِذَا سَافَرْتُمَا فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا *

৬৩৫. হাজিব ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - মালিক ইব্‌ন হুওয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার আমি এবং আমার চাচাত ভাই (কখনো বলেছেন আমি এবং আমার সাথী) নবী ﷺ -এর নিকট আসলাম। তিনি বললেন : তোমরা দু'জন যখন সফরে যাবে, আযান দিবে এবং ইকামত দিবে, তারপর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।

اِجْتِزَاءُ الْمَرْءِ بِأَذَانِ غَيْرِهِ فِي الْحَضَرِ

আবাসে অন্য লোকের আযান যথেষ্ট হওয়া

٦٣٦ . اَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَظَنَّ اَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا اِلٰى اَهْلِنَا فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَاهُ مِنْ اَهْلِنَا فَاَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوْا اِلٰى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوا عِنْدَهُمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ *

৬৩৬. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়্যুব (র) - - - - মালিক ইব্‌ন হুওয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা (কয়েকজন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন আমরা সবাই ছিলাম যুবক ও কাছাকাছি বয়সের। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে বিশ দিন অবস্থান করি। তিনি অত্যন্ত দয়াশীল ও বিনম্র চিত্তের ছিলেন। তাঁর ধারণা হয়ে থাকবে যে, আমরা বাড়িতে যেতে আগ্রহী। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন : বাড়িতে কাদের রেখে এসেছ ? আমরা তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের বাড়িতে চলে যাও এবং তোমাদের পরিজনদের মধ্যে থাক। তাদের (দীন) শিক্ষা দাও এবং তাদের (সৎকাজের) আদেশ দাও। যখন সালাতের সময় উপস্থিত হয় তখন যেন তোমাদের কোন একজন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে সালাতের ইমামতি করে।

٦٣٧ . اَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي اَبُوْ قِلَابَةَ هُوَ حَيٌّ اَفَلَا تَلْقَاهُ قَالَ اَيُّوْبُ فَلَقِيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمَّا كَانَ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِاِسْلَامِهِمْ فَذَهَبَ اَبِي بِاِسْلَامِ اَهْلِ حِوَائِنَا فَلَمَّا قَدِمَ اسْتَقْبَلْنَاهُ فَقَالَ جِئْتُكُمْ وَاللّٰهِ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوا صَلٰوةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا وَصَلٰوةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْثَرُكُمْ قُرْاٰنًا *

৬৩৭. ইবরাহীম ইব্‌ন ইয়াকূব (র) - - - - আইয়্যূব (র) আবূ কিলাবা (রা) থেকে, তিনি আমর ইব্‌ন সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। (আইয়্যূব বলেন) আবূ কিলাবা (র) আমাকে বলেছেন যে, আমর ইব্‌ন সালামা (র) এখনও জীবিত আছেন, আপনি এখনো তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন না কেন ? আইয়্যূব বলেন : আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের পর প্রত্যেক গোত্রই দ্রুত ইসলাম কবূল করতে আরম্ভ করে। আমাদের গোত্রের সকলের পক্ষ থেকে আমার পিতা ইসলাম কবূল করার জন্য যান। তার প্রত্যাবর্তনের সময় আমরা তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করি। তখন তিনি বলেন : আল্লাহর শপথ ! আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বললেন : অমুক সালাত অমুক সময়ে আদায় করবে এবং যখন সালাতের সময় উপস্থিত হবে, তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যার কুরআন বেশি জানা আছে, সে ইমামতি করবে।

اَلْمُؤَذِّنَانِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

এক মসজিদের জন্য দু'জন মুয়ায্‌যিন

٦٣٨ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ *

৬৩৮. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বিলাল (রা) রাত থাকতে আযান দেয় সুতরাং ইব্‌ন উম্মে মাকতূমের আযান না শোনা পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পার।

٦٣٩ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى تَسْمَعُوْا تَاْذِيْنَ بْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ *

৬৩৯. কুতায়বা (র) - - - - সালেম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : বিলাল (রা) রাত থাকতে আযান দেয়। সুতরাং ইব্‌ন উম্মে মাকতূমের আযান না শোনা পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পার।

هَلْ يُؤَذِّنَانِ جَمِيْعًا اَوْفُرَادٰى

দুই মুয়ায্‌যিন একই সময়ে আযান দিবে, না পৃথক পৃথক আযান দিবে

٦٤٠ . اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَذَّنَ بِلاَلٌ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَتْ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اِلاَّ اَنْ يَّنْزِلَ هٰذَا وَيَصْعَدَ هٰذَا *

৬৪০. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন বিলাল (রা) আযান দেয়, তখন থেকে ইব্‌ন উম্মে মাকতূমের আযান পর্যন্ত তোমরা পানাহার

করবে। আয়েশা (রা) বলেন : দুই আযানের মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান হত না। একজন আযান দিয়ে নেমে আসত, অন্যজন আযান দিতে উঠত।

٦٤١. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ اَنْبَأَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ اُنَيْسَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَذَّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوْا وَاِذَا اَذَّنَ بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوْا *

৬৪১. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - উনায়সা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) আযান দেয়, তখন তোমরা পানাহার কর এবং যখন বিলাল (রা) আযান দেয়, তখন আর পানাহার করবে না।

اَلْاَذَانُ فِى غَيْرِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ

সালাতের ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেওয়া

٦٤٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوْقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ اَنْ يَقُوْلَ هٰكَذَا يَعْنِى فِى الصُّبْحِ *

৬৪২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - -আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বিলাল রাতে তোমাদের ঘুমন্ত লোকদের জাগানোর জন্য এবং সালাতরত লোকদের ফিরিয়ে আনার জন্য আযান দেন। তিনি ইশারায় বোঝালেন যে, সুবহে কাযিবের প্রকাশে ফজর হয় না।

وَقْتُ اَذَانِ الصُّبْحِ

ফজরের আযানের সময়

٦٤٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصُّبْحِ فَاَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اَخَّرَ الْفَجْرَ حَتّٰى اَسْفَرَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ قَالَ هٰذَا وَقْتُ الصَّلٰوةِ *

৬৪৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ফজরের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিলাল (রা)-কে আযান দিতে আদেশ করলেন। বিলাল (রা) প্রভাত হওয়ার (সুবেহে সাদিকের প্রারম্ভে) সাথে সাথে আযান দিলেন। পরবর্তী দিন ভোর ফর্সা হওয়া পর্যন্ত তিনি ফজরের সালাতে বিলম্ব করলেন। এরপর বিলাল (রা)-কে ইকামত বলার নির্দেশ দিলেন। বিলাল (রা) ইকামত দিলেন এবং তিনি সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন : এটাই ফজরের সালাতের সময়।

كَيْفَ يَصْنَعُ الْمُؤَذِّنُ فِى اَذَانِهِ
আযান দেওয়ার সময় মুয়ায্যিন কি করবে

٦٤٤. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَخَرَجَ بِلاَلٌ فَاَذَّنَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِى اَذَانِهِ هٰكَذَا يَنْحَرِفُ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً *

৬৪৪. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন বিলাল (রা) বের হলেন এবং আযান দিলেন। তিনি আযান দেয়ার সময় ডানদিকে এবং বামদিকে এভাবে মুখ ফিরালেন।[১]

رَفْعِ الصَّوْتِ بِالاَذَانِ
উচ্চস্বরে আযান দেয়া

٦٤٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَّالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى صَعْصَعَةَ الْاَنْصَارِىِّ الْمَازِنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىَّ قَالَ لَهُ اِنِّى اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَاِذَا كُنْتُ فِى غَنَمِكَ اَوبَادِيَتِكَ فَاَذَّنْتَ بِالصَّلٰوةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ فَاِنَّهُ لاَيَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَّلاَ اِنْسٌ وَلاَ شَىْءٌ اِلاَّ شَهِدَلَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৬৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ সা'সাআ আনসারী আল-মাযিনী (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁকে বলেছেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) তাঁকে বলেছেন : আমি তোমাকে দেখি তুমি বকরী চরাতে এবং ময়দানে থাকতে ভালবাসো, যখন তুমি তোমার বকরীর পালের নিকট ময়দানে থাক এবং সালাতের জন্য আযান দাও, তখন উচ্চস্বরে আযান দিবে। কেননা মুয়ায্যিনের আওয়াজ যে পর্যন্ত পৌছবে, কিয়ামতের দিন ঐ স্থানের সকল জিন্ন, মানুষ এবং প্রতিটি বস্তু তার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবে। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : আমি এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে শুনেছি।

٦٤٦. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ اَبِى يَحْيٰى عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعَهُ مِنْ فَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُلَهُ بِمَدَىٰ صَوْتِهِ وَ يَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَّيَابِسٍ *

---

১. حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার সময় ডানদিকে এবং حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ বলার সময় বামদিকে মুখ ফিরাতেন।

৬৪৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, মুয়ায্‌যিনের আওয়াজের দূরত্ব পরিমাণ তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং প্রত্যেক শুষ্ক ও আর্দ্র জিনিস (অর্থাৎ জীবন্ত ও মৃত প্রত্যেক জিনিস) তার (ঈমানের) পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

٦٤٧ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ الْكُوْفِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُلَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَّطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ اَجْرِمَنْ صَلّٰى مَعَهُ *

৬৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (রা) - - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রথম কাতারে সালাত আদায়কারীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন এবং মুয়ায্‌যিনকে তার আওয়াজের দূরত্ব পরিমাণ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং যে সব শুষ্ক ও আর্দ্র জিনিস তার শব্দ শোনে, তারা তাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা দেয় এবং তাকে তার সাথে সালাত আদায়কারীদের সমপরিমাণ পুরস্কার দেওয়া হয়।

اَلتَّثْوِيْبُ فِى اَذَانِ الْفَجْرِ

ফজরের আযানে 'আস-সালাতু খাইরুম মিনান্নাউম' বর্ধিত করা

٦٤٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى جَعْفَرٍ عَنْ اَبِى سَلْمَانَ عَنْ اَبِى مَحْذُوْرَةَ قَالَ كُنْتُ اُؤَذِّنُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكُنْتُ اَقُوْلُ فِى اَذَانِ الْفَجْرِ الاَوَّلِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌمِّنَ النَّوْمِ ، الصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ *

৬৪৮. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুয়ায্‌যিন ছিলাম। আমি ফজরের প্রথম আযানে[১] حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ এর পরে বলতাম : اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ - اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ -

٦٤٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا الاِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَلَيْسَ بِاَبِى جَعْفَرِ الْفَرَّاءِ " *

৬৪৯. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - ইয়াহইয়া ও আবদুর রহমান (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সুফিয়ান এই

১. প্রথম আযান দ্বারা আযান উদ্দেশ্য ; ইকামতকে দ্বিতীয় আযান বলে। --অনুবাদক

সনদে অনুরূপ হাদীসে বর্ণনা করেছেন। আবূ আবদুর রহমান (র) বলেন : এ সনদে উল্লিখিত আবূ জাফর আবূ জাফর ফাররা নন।

أٰخِرِ الْاَذَانِ

আযানের শেষ বাক্য

٦٥٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ بِلَالٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اٰخِرُ الْاَذَانِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ *

৬৫০. মুহাম্মদ ইবন মা'দান ইব্‌ন ঈসা (র) - - - - বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আযানের শেষ বাক্যগুলো এরূপ বলতেন : اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

٦٥١. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ كَانَ اٰخِرُ اَذَانِ بِلَالٍ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ *

৬৫১. সুওয়ায়দ (র) - - - - আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বিলাল (রা)-এর আযানের শেষ বাক্যগুলো ছিল : اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

٦٥٢. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ مِثْلَ ذٰلِكَ " *

৬৫২. সুওয়ায়দ (র) - - - - আসওয়াদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। [অর্থাৎ বিলাল (রা)-এর আযানের শেষ বাক্য ছিল : لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ]।

٦٥٣. اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى مَحْذُوْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اٰخِرَ الْاَذَانِ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ *

৬৫৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বিলাল (রা)-এর আযানের শেষ বাক্য : لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

اَلْاَذَانُ فِى التَّخَلُّفِ مِنْ شُهُوْدِ الْجَمَاعَةِ فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ

বৃষ্টির রাতে জামাআতে উপস্থিত না হয়ে অন্যত্র সালাত আদায় করলে আযান দেয়া

٦٥٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ

اَوْس يَقُوْلُ اَنْبَأَنَا رَجُلٌ مِّنْ ثَقِيْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ مُنَادِيَ النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِي فِي لَيْلَةٍ مَّطِيْرَةٍ فِي السَّفَرِ يَقُوْلُ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ *

৬৫৪. কুতায়বা (র) - - - - আমর ইব্‌ন আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার নিকট সাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সফর অবস্থায় বর্ষার এক রাতে নবী ﷺ-এর ঘোষককে বলতে শুনেছেন :

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ - صَلُّوْا فِي رِحَالِكُمْ -

..."সকলেই আপন আপন স্থানে সালাত আদায় করে নিন।"

٦٥٥ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَّرِيْحٍ فَقَالَ اَلاَ صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُوْلُ اَلاَ صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ *

৬৫৫. কুতায়বা (রা) - - - - নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) এক রাতে সালাতের জন্য আযান দেন। সে রাত্রে খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল ও প্রচণ্ড বাতাস বইছিল। তিনি আযানে বলেন : اَلاَ صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ "সকলেই আপন আপন স্থানে সালাত আদায় করে নিন।" কেননা ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির রাতে নবী ﷺ মুয়াযযিনকে এই কথা ঘোষণা করতে নির্দেশ দিতেন যে, সকলেই আপন আপন স্থানে সালাত আদায় করে নিন।

اَلاَذَانُ لِمَنْ يَّجْمَعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ فِي وَقْتِ الْاُوْلٰى مِنْهُمَا

যে ব্যক্তি দুই সালাত একত্রে আদায় করবে, তার আযান প্রথম সালাতের সময়

٦٥٦. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ اَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَنَزَلَ بِهَا حَتّٰى اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ حَتّٰى اِذَا انْتَهٰى اِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ اَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا *

৬৫৬. ইবরাহীম ইব্‌ন হারূন (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চলতে থাকলেন এবং আরাফায় পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, নামীরা নামক স্থানে তাঁর জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। তিনি সেখানে অবতরণ করলেন। যখন সূর্য ঢলে পড়ল, কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর পিঠে

হাওদা স্থাপন করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি বাত্‌ন-ই ওয়াদিতে পৌঁছার পর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তারপর বিলাল (রা) আযান দিলেন এবং ইকামত বললেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যোহরের সালাত আদায় করলেন। পুনরায় বিলাল (রা) ইকামত বললে তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। আর এ দুই সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে কোন সালাত আদায় করলেন না।

اَلْاَذَانُ لِمَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ بَعْدَ ذِهَابِ وَقْتِ الْاُوْلٰى مِنْهُمَا

যে ব্যক্তি দুই ওয়াক্ত সালাত একত্রে প্রথম সালাতের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পড়বে, তার আযান

٦٥٧. اَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيْمُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَصَلّٰى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاَذَانٍ وَاِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا *

৬৫৭. ইবরাহীম ইব্‌ন হারূন (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চলতে চলতে মুযদালিফায় পৌঁছলেন। সেখানে এক আযান ও দুই ইকামতের সাথে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করলেন। এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোন সালাত আদায় করেন নি।

٦٥٨. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَهُ بِجَمْعٍ فَاَذَّنَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلّٰى بِنَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ قَالَ الصَّلٰوةُ فَصَلّٰى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ الصَّلٰوةُ قَالَ هٰكَذَا صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى هٰذَا الْمَكَانِ *

৬৫৮. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সঙ্গে মুযদালিফায় ছিলাম। যখন আযান ও ইকামত দেয়া হয়, তখন তিনি আমাদের নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি বলেন : (আবার) সালাত আদায় কর এবং তিনি আমাদের নিয়ে ইশার দুই রাক'আত সালাত আদায় করেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কোন্ সালাত ? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে এস্থানে এরূপেই সালাত আদায় করেছি।

اَلْاِقَامَةُ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ

যে ব্যক্তি দুই ওয়াক্ত সালাত একত্রে পড়বে তার ইকামত

٦٥٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ (رض) اَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِجَمْعٍ

بِاِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ *

৬৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুযদালিফায় এক ইকামতের সাথে মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেন এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনিও এরূপ করেছেন এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ-ও এরূপ করেছেন।

٦٦٠. اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ اَبِى خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِجَمْعٍ بِاِقَامَةٍ وَّاحِدَةٍ *

৬৬০. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুযদালিফায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে এক ইকামতে দুই সালাত আদায় করেছেন।

٦٦١ . اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِاِقَامَةٍ وَلَمْ يَتَطَوَّعْ قَبْلَ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا وَلاَ بَعْدُ *

৬৬১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ মুযদালিফায় দু' সালাত একত্রে আদায় করেছেন এবং দু' সালাতই তিনি এক ইকামতসহ আদায় করেন এবং দু' সালাতের কোন সালাতেরই পূর্বে বা পরে কোন নফল সালাত আদায় করেন নি।

اَلْاَذَانُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلٰوَاتِ

কাযা সালাতের আযান

٦٦٢ . اَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَاابْنُ اَبِى ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ شَغَلَنَا الْمُشْرِكُوْنَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ فِى الْقِتَالِ مَانَزَلَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلاَلاً فَاَقَامَ صَلٰوةَ الظُّهْرِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا ثُمَّ اَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا ثُمَّ اَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاَّهَا فِى وَقْتِهَا *

৬৬২. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা আমাদেরকে যোহরের সালাত থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত বিরত রেখেছিল। এটা যুদ্ধের সময় সালাতুল খওফ সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। তারপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন : وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ "যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" (৩৩ : ২৫)

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা)-কে ইকামত দেওয়ার আদেশ করেন। তিনি যোহরের সালাতের ইকামত দেন। নবী ﷺ সালাতের আসল ওয়াক্তে আদায় করার ন্যায় যোহরের কাযা সালাত আদায় করেন। পরে আসরের জন্য ইকামত বলা হয়। নবী ﷺ তখন সালাতের আসল ওয়াক্তে আদায় করার ন্যায় আসরের কাযা সালাত আদায় করেন। তারপর মাগরিবের আযান দেয়া হয় এবং তা নির্ধারিত সময়ে আদায় করার ন্যায় আদায় করেন।

اَلْاِجْتِزَاءِ لِذٰلِكَ كُلِّهِ بِاَذَانٍ وَّاحِدٍ وَالْاِقَامَةِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا

নির্ধারিত সময়ের ও কাযা সালাতের জন্য একই আযান যথেষ্ট, তবে প্রত্যেক সালাতের জন্য পৃথক ইকামত বলা

٦٦٣. اَخْبَرَنَا هَنَّادٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُوا النَّبِىَّ ﷺ عَنْ اَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ *

৬৬৩. হান্নাদ (র) - - - - আবূ উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেছেন যে, খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা নবী ﷺ-কে চার ওয়াক্ত সালাত হতে বিরত রেখেছিল। পরে তিনি বিলাল (রা)-কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন, বিলাল (রা) আযান দেন, পরে ইকামত দেন। নবী ﷺ যোহরের সালাত আদায় করেন। পুনরায় ইকামত দেন এবং আসরের সালাত আদায় করেন। পুনরায় ইকামত বলা হয় ও মাগরিবের সালাত আদায় করেন। আবার ইকামত বলা হয় এবং তিনি ইশার সালাত আদায় করেন।

اَلْاِكْتِفَاءُ بِالْاِقَامَةِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ

প্রত্যেক সালাতের জন্য ইকামত যথেষ্ট হওয়া

٦٦٤. اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّىَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا فِى غَزْوَةٍ فَحَبَسَنَا الْمُشْرِكُوْنَ عَنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَلَمَّا انْصَرَفَ

الْمُشْرِكُوْنَ اَمْرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنَادِيًا فَاَقَامَ لِصَلٰوةِ الظُّهْرِ فَصَلَّيْنَا وَاَقَامَ لِصَلٰوةِ الْعَصْرِ فَصَلَّيْنَا وَاَقَامَ لِصَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَصَلَّيْنَا وَاَقَامَ لِصَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَصَلَّيْنَا ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا عَلَى الْاَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُكُمْ *

৬৬৪. কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়া (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা একটি যুদ্ধে লিপ্ত ছিলাম, মুশরিকরা আমাদেরকে যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করতে সুযোগ দেয়নি। যখন তারা চলে গেল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুয়ায্‌যিনকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর যোহরের সালাতের জন্য ইকামত বলা হলে আমরা সালাত আদায় করলাম। আবার আসরের সালাতের জন্য ইকামত বলা হলে আমরা সালাত আদায় করলাম। পরে মাগরিবের জন্য ইকামত বলা হলে আমরা সালাত আদায় করলাম। পুনরায় ইশার সালাতের ইকামত বলা হয় এবং আমরা সালাত আদায় করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : এখন যমীনের উপর তোমরা ব্যতীত এমন আর কোন দল নেই যারা আল্লাহ তা'আলার যিকির করছে।

اَلْاِقَامَةُ لِمَنْ نَسِىَ رَكْعَةً مِّنْ صَلٰوةٍ

সালাতের কোন রাক'আত ভুলে গেলে ইকামত বলা

٦٦٥ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ اَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خُدَيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةٌ فَاَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَسِيْتَ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةً فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاَمَرَ بِلَالًا فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَصَلّٰى لِلنَّاسِ رَكْعَةً فَاَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ النَّاسَ فَقَالُوْا لِى اَتَعْرِفُ الرَّجُلَ قُلْتُ لَا اِلَّا اَنْ اَرَاهُ فَمَرَّبِى فَقُلْتُ هٰذَا هُوَ قَالُوْا هٰذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ *

৬৬৫. কুতায়বা (র) - - - - মু'আবিয়া ইব্‌ন খুদায়জ (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করেন এবং সালাম ফিরান। কিন্তু এক রাক'আত সালাত তাঁর বাকী রয়ে গিয়েছিল (অর্থাৎ এক রাকআত বাকী থাকতেই ভুলে সালাম ফিরান)। এক ব্যক্তি তা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং বললেন, আপনি এক রাক'আত সালাত ভুলে গিয়েছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করেন এবং বিলাল (রা)-কে ইকামত দিতে বলেন। বিলাল (রা) ইকামত বললেন। তিনি লোকদের নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করেন। আমি যখন এ ঘটনা লোকদের নিকট বর্ণনা করি, তখন তারা আমাকে বলল, আপনি কি লোকটিকে চেনেন? আমি বললাম, না, তাঁকে আমি চিনি না। তবে তাঁকে দেখলে চিনতে পারব। সে ব্যক্তি আমার সামনে আসল, আমি বললাম, ইনিই সেই লোক। লোকেরা বলল, ইনি হলেন তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা)।

أَذَانُ الرَّاعِيْ

রাখালের আযান দেয়া

٦٦٦ . اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى سَفَرٍ فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُؤَذِّنُ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذَا الرَّاعِىُ غَنَمٍ اَوْ عَازِبٌ عَنْ اَهْلِهِ فَنَظَرُوْا فَاِذَا هُوَ رَاعِىَ غَنَمٍ *

৬৬৬. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রুবায়্যি'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে একবার সফরে ছিলেন এবং এক ব্যক্তির আযানের শব্দ শুনতে পেলেন। নিয়মানুযায়ী তিনি উত্তরে মুয়ায্‌যিনের অনুরূপ বাক্য বললেন। তারপর বলেন যে, এ ব্যক্তি কোন রাখাল বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হবে। তারপর তাঁরা লক্ষ্য করে দেখলেন যে, সে একজন রাখাল।

اَلْاَذَانُ لِمَنْ يُصَلِّى وَحْدَهُ

একা সালাত আদায়কারীর আযান

٦٦٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا عُشَّانَةَ الْمُعَافِرِىَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِىْ غَنَمٍ فِى رَأْسِ شَظِيَّةَ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلٰوةِ وَيُصَلِّى فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِى هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلٰوةَ يَخَافُ مِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ *

৬৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমার রব সে ব্যক্তির উপর খুশি হন, যে পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গে বকরী চরায় এবং সালাতের জন্য আযান দেয় ও সালাত আদায় করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : 'তোমরা আমার এ বান্দাকে দেখ, সে আযান দিচ্ছে এবং সালাত কায়েম করছে ও আমাকে ভয় করছে। আমি আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালাম।'

اَلْاِقَامَةُ لِمَنْ يُصَلِّى وَحْدَهُ

একা সালাত আদায়কারীর ইকামত

٦٦٨. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَلِىِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ

بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ فِى صَفِّ الصَّلٰوةِ الْحَدِيْثَ *

৬৬৮. আলী ইব্ন হুজ্‌র (র) - - - - রিফা'আ ইব্ন রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের কাতারে বসা ছিলেন এমন সময় .... আল-হাদীস।

كَيْفَ الْاِقَامَةُ

ইকামত কিভাবে দিবে

٦٦٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جَعْفَرٍ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ عَنْ اَبِى الْمُثَنّٰى مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ الْجَامِعِ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْاَذَانِ فَقَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً اِلاَّ اَنَّكَ اِذَا قُلْتَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ فَاِذَاسَمِعْنَا قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ تَوَضَّانَا ثُمَّ خَرَجْنَا اِلَى الصَّلٰوةِ *

৬৬৯. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - জামে মসজিদের মুয়ায্যিন আবুল মুসান্না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে আযান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে আযানের শব্দগুলো দু'-দু'বার এবং ইকামতের শব্দগুলো এক-একবার বলা হতো। কিন্তু তুমি যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলবে (তখন দু'বার বলবে)। কারণ নবী করীম ﷺ-এর মুয়ায্যিন দু'বার বলতেন। আমরা যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলার আওয়াজ শুনতাম, তখন উযূ করতাম এবং সালাতের জন্য বের হতাম।

اِقَامَةُ كُلِّ وَاحِدٍ لِّنَفْسِهٖ

প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের জন্য ইকামত বলা

٦٧٠. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلِصَاحِبٍ لِىْ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَاَذِّنَا ثُمَّ اَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُ كُمَا *

৬৭০. আলী ইব্ন হুজ্‌র (র) - - - - মালিক ইব্ন হুয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এবং আমার এক সাথীকে বললেন : যখন সালাতের সময় হবে তখন তোমাদের মধ্যে একজন আযান দেবে (অন্যজন আযানের জবাব দেবে)। পরে একজন ইকামত দেবে এবং যে তোমাদের মধ্যে বড় সে ইমামতি করবে।

فَضْلُ التَّأذِيْنِ

আযান দেওয়ার ফযীলত

٦٧١ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لاَ يَسْمَعَ التَّاذِيْنَ فَاِذَا قُضِىَ النِّدَاءُ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الْمَرْءُ اِنْ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى *

৬৭১. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান সশব্দে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালায় যাতে আযানের আওয়াজ না শোনে। আযান শেষ হলে সে আবার আসে। তারপর সালাতের জন্য ইকামত আরম্ভ হলে সে আবার পালায়। ইকামত বলা শেষ হলে পুনরায় উপস্থিত হয়ে মুসল্লীদের মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং যে সকল বিষয় তার স্মরণ ছিল না সে সকল বিষয়ে সে বলতে থাকে, 'অমুক বিষয় স্মরণ কর, অমুক বিষয় স্মরণ কর'। অবশেষে সে ব্যক্তি এরূপ হয়ে যায় যে, সে বলতে পারে না কত রাক'আত সালাত আদায় করেছে।

اَلْاِسْتِهَامُ عَلَى التَّأْذِيْنِ

আযানের জন্য লটারী

٦٧٢ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَّسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ عَلِمُوْا مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا *

৬৭২. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মানুষ যদি জানত, আযান দেয়া এবং সালাতের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে কি ফযীলত রয়েছে, তবে তা পাবার জন্য লটারী ছাড়া উপায় না থাকলে তারা তার জন্য লটারী করত। আর তারা যদি জানত যে, দ্বি-প্রহরের (যোহর ও জুম'আ) সালাতের প্রথম সময়ে গমনে কি রয়েছে, তবে তার দিকে দ্রুতগতিতে ধাবিত হত। আর তারা যদি জানত ইশা ও ফজরের সালাতে কি রয়েছে, তাহলে উভয় সালাতের জন্য অবশ্যই হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হত।

اِتِّخَاذُ الْمُؤَذِّنِ الَّذِىْ لاَيَاْخُذُ عَلٰى اَذَانِهِ اَجْرًا

এমন ব্যক্তিকে মুয়াযযিন বানানো, যে আযানের পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না

٦٧٣ . اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

سَعِيْدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ اَبِى الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اجْعَلْنِى اِمَامَ قَوْمِى فَقَالَ اَنْتَ اِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِاَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَّ يَاخُذُ عَلٰى اَذَانِهٖ اَجْرًا *

৬৭৩. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - উসমান ইব্ন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবেদন করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আমাকে আমার কওমের ইমাম বানিয়ে দিন। তিনি বললেন, (ঠিক আছে যাও) তুমি তাদের ইমাম। তবে তাদের দুর্বল লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে (সালাত দীর্ঘ করায় তাদের যেন কষ্ট না হয়) এবং যে ব্যক্তি আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না, তাকে মুয়ায্‌যিন নিযুক্ত করবে।

اَلْقَوْلُ مِثْلَ مَايَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ

মুয়ায্‌যিন আযানে যে শব্দ উচ্চারণ করে, শ্রোতারও সে শব্দ উচ্চারণ করা

٦٧٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَايَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ *

৬৭৪. কুতায়বা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যখন তোমরা আযানের শব্দ শুনবে, তখন (উত্তরে) মুয়ায্‌যিন যা বলবে তার অনুরূপ বলবে।

ثَوَابُ ذٰلِكَ

আযানের জবাব দেয়ার সওয়াব

٦٧٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْاَشَجِّ حَدَّثَهُ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ خَالِدِ الزُّرَقِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّضْرَ بْنَ سُفْيَانَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ بِلاَلٌ يُنَادِىْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ مِثْلَ هٰذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ *

৬৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় বিলাল (রা) আযান দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি আযান শেষ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এর অনুরূপ বলবে (আযানের জবাব দিবে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

اَلْقَوْلُ مِثْلَ مَايَتَشَهَّدُ الْمُؤَذِّنُ

মুয়ায্যিনের অনুরূপ শাহাদাতের বাক্য বলা

٦٧٦ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى الْاَنْصَارِىِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ اَبِى اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ فَكَبَّرَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَتَشَهَّدَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَتَشَهَّدَ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِى هٰكَذَا مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৬৭৬. সুওয়াঈদ ইব্‌ন নাস্‌র (র) - - - - মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় মুয়ায্যিন আযান দিলেন। মুয়ায্যিন দু'বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বললেন, তিনিও দু'বার বললেন। মুয়ায্যিন اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বললেন, তিনিও দু'বার বললেন। মুয়ায্যিন اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ বললেন, তিনিও দু'বার বললেন। তারপর তিনি বললেন, মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে আমাকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٧٧ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مُجَمِّعٍ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ فَقَالَ مِثْلَ مَاقَالَ *

৬৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন কুদামা (র) - - - - আবূ উমামা ইব্‌ন সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মু'আবিয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মুয়ায্যিনের আযান শুনতেন, তখন তাঁকে মুয়ায্যিনের অনুরূপ বলতে শুনেছি।

اَلْقَوْلُ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ

মুয়ায্যিন যখন حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ বলবেন, শ্রবণকারী কি বলবে

٦٧٨ . اَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى اَنَّ عِيْسَى بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ اِنِّىْ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ اِذْ اَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَتّٰى اِذَا قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَلَمَّا قَالَ حَىَّ عَلَى

الْفَلاَحِ قَالَ لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَقَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِثْلَ ذٰلِكَ *

৬৭৮. মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা ও ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান (র) - - - - আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট ছিলাম। যখন তাঁর মুয়ায্‌যিন আযান দিলেন তখন মু'আবিয়া সে বাক্যগুলো বললেন, যেগুলো মুয়ায্‌যিন বলছিলেন। মুয়ায্‌যিন যখন বললেন : حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ তখন তিনি বললেন : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ মুয়ায্‌যিন যখন حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ বললেন, তিনি বললেন لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ তারপর মুয়ায্‌যিন যে বাক্য বললেন, তিনিও সে বাক্য বললেন। তারপর বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি।

اَلصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْاَذَانِ

আযানের পর নবী ﷺ -এর উপর দরূদ পড়া

٦٧٩ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ اَنَّ كَعْبَ بْنَ عَلْقَمَةَ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ جُبَيْرٍ مَوْلٰى نَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِىِّ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَايَقُوْلُ وَصَلُّوا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى اِلاَّ لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ اَرْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ *

৬৭৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা যখন মুয়ায্‌যিনকে আযান দিতে শোন, তখন মুয়ায্‌যিন যা বলে তোমরাও তা বলবে এবং আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ দশবার তার উপর রহমত প্রেরণ করেন। তারপর আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্য ওসীলা সওয়াল করবে, কেননা ওসীলা জান্নাতের একটি মনযিল। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে একজন ব্যতীত আর কেউ এর যোগ্য হবে না। আশা করি আমি হব সেই ব্যক্তি। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলা চাইবে, সে আমার সুপারিশের অধিকারী হবে।

اَلدُّعَاءُ عِنْدَ الْاَذَانِ

আযানের দোয়া

٦٨٠ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى

وَقَّاصٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ *

৬৮০. কুতায়বা (র) - - - -সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি মুয়ায্‌যিনকে اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলতে শোনে এবং তখন বলে :

وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً -

"আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই এবং তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহকে রব, ইসলামকে আমার দীন, মুহাম্মদ ﷺ -কে রাসূল মেনে নিয়েছি-" তার সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

٦٨١ . اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِى وَعَدْتَّهُ اِلاَّ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ *

৬৮১. আমর ইব্‌ন মানসূর (র)- - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দোয়া পড়বে :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ -

"হে আল্লাহ ! এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও অনুষ্ঠিতব্য সালাতের মালিক। মুহাম্মদ ﷺ -কে ওসীলা (জান্নাতের সর্বোত্তম মর্যাদা) এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করুন। তাঁকে আপনার ওয়াদাকৃত মাকামে মাহমূদে (শাফাআতের মাকামে) পৌঁছে দিন"[১] সে অবশ্যই কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত পাবে।

اَلصَّلٰوةُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত

٦٨٢ . اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ

১. বায়হাকীর বর্ণনায় : اِنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ "নিশ্চয়ই আপনি ভঙ্গ করেন না অঙ্গীকার" উল্লিখিত হয়েছে।

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ لِّمَنْ شَاءَ *

৬৮২. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে। প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে। প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তার জন্য।

٦٨٣. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ اِذَا اَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيَ يُصَلُّوْنَ حَتّٰى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذٰلِكَ يُصَلُّوْنَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ شَيْءٌ *

৬৮৩. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুয়ায্‌যিন আযান শেষ করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন কোন সাহাবী মসজিদের খুঁটির নিকট যেতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (হুজরা হতে) বের না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন। মাগরিবের পূর্বেও তাঁরা (নফল) সালাত আদায় করতেন। তবে মাগরিবের আযান ও ইকামতের মধ্যে বেশি বিলম্ব করা হত না।

اَلتَّشْدِيْدُ فِى الْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْاَذَانِ

আযানের পর মসজিদ হতে বাইরে না যাওয়ার হুকুম

٦٨٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ وَ مَرَّ رَجُلٌ فِى الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ حَتّٰى قَطَعَهُ فَقَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ *

৬৮৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আশআস ইব্‌ন আবূ শা'সা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি আযানের পর মসজিদ থেকে বের হল এবং সেখান থেকে চলে গেল। আবূ হুরায়রা (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং বললেন : এই ব্যক্তি আবুল কাসেম অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অবাধ্যতা করল।

٦٨٥. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ اَبِى عُمَيْسٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو صَخْرَةَ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا نُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ *

৬৮৫. আহমদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন হাকীম (র) - - - - আবূ শা'সা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সালাতের জন্য আযান দেয়ার পর এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন : এই ব্যক্তি আবুল কাসেম অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অবাধ্য হল।

اِيْذَانُ الْمُؤَذِّنِيْنَ الْاَئِمَّةَ بِالصَّلٰوةِ

সালাত আরম্ভ হওয়ার সময় মুয়ায্যিন কর্তৃক ইমামকে অবহিত করা

٦٨٦. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ وَيُوْنُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَايَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَاتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ بِالْاِقَامَةِ فَيَخْرُجُ مَعَهُ - وَبَعْضُهُمْ يَزِيْدُ عَلٰى بَعْضٍ فِى الْحَدِيْثِ *

৬৮৬. আহমদ ইব্‌ন আমর ইবনুস সারাহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ ইশার সালাতের পর থেকে ফজরের সালাত পর্যন্ত সময়ে এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। প্রত্যেক দুই রাক'আতের পর সালাম ফিরাতেন। বিতরের এক রাক'আত পড়তেন[১] এবং এত দীর্ঘ সিজদা করতেন যে, সে সময়ে তোমাদের একজন কুরআনের পঞ্চাশটি আয়াত পড়তে পারে। তারপর মাথা উঠাতেন। মুয়ায্যিন আযান দেওয়া শেষ করলে তিনি ফজরের সালাতের সময় জ্ঞাত হয়ে দুই রাক'আত সংক্ষিপ্ত সালাত আদায় করতেন এবং ডান পার্শ্বে শুয়ে পড়তেন। মুয়ায্যিন ইকামতের বিষয়ে তাঁর নিকট আসত। তিনি তার সঙ্গে বের হতেন।

٦٨٧ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِى هِلَالٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ اَنَّ كُرَيْبًا مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَوَصَفَ اَنَّهُ صَلّٰى اِحْدٰى عَشْرَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ ثُمَّ نَامَ حَتّٰى اسْتَثْقَلَ فَرَاَيْتُهُ يَنْفُخُ وَاَتَاهُ بِلَالٌ فَقَالَ الصَّلٰوةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَصَلّٰى بِالنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ *

---

১. অর্থাৎ দু' রাক'আতের সাথে এক রাক'আত যুক্ত করে বিতর সালাতকে তিন রাক'আত আদায় করতেন এবং তিন রাক'আত শেষে সালাম ফিরাতেন। বিতর সালাত সম্পর্কে এ কিতাবের 'কিয়ামুল লায়ল' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। —অনুবাদক

৬৮৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - - কুরায়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে কিভাবে সালাত আদায় করতেন সে বিষয়ে প্রশ্ন করি। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে বিত্‌রসহ্ এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর ঘুমাতেন। একদা তাঁর নিদ্রা গভীর হলো এবং তাঁর নাকের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এমন সময় বিলাল (রা) তাঁর নিকট আসলেন এবং বললেন : (আস্‌সালাতু ইয়া রাসূলাল্লাহ!) ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সালাত। তিনি উঠলেন এবং দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। (তবে) তিনি উযূ করেন নি।[১]

اِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ خُرُوْجِ الْاِمَامِ

ইমাম বের হওয়ার সময় মুয়ায্‌যিন কর্তৃক ইকামত বলা

٦٨٨ . اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ خَرَجْتُ *

৬৮৮. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়স (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সালাতের ইকামত হলে আমাকে বের হতে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না।

১. যেহেতু নিদ্রাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তর জাগ্রত থাকত, সেহেতু নিদ্রায় তাঁর উযূ ভঙ্গ হত না। উম্মতের কারো জন্য এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। –অনুবাদক

بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمَسَاجِدِ

অধ্যায় : মসজিদ

اَلْفَضْلُ فِى بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

٦٨٩. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْبَسَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا يُذْكَرُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيْهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ *

৬৮৯. আমর ইব্‌ন উসমান (র) - - - - আমর ইব্‌ন আনবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, যাতে আল্লাহকে স্মরণ করা হবে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য একখানা ঘর নির্মাণ করবেন।

اَلْمُبَاهَاةُ فِى الْمَسَاجِدِ

মসজিদের ব্যাপারে গর্ব করা

٦٩٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَّتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ *

৬৯০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মসজিদের ব্যাপারে লোকের পরস্পরে গর্ব করা কিয়ামতের আলামতের অন্তর্ভুক্ত।

ذِكْرُ اَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ اَوَّلاً

প্রথম মসজিদের আলোচনা

٦٩١. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كُنْتُ اَقْرَأُ عَلٰى اَبِى الْقُرْاٰنَ فِى السِّكَّةِ فَاِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ فَقُلْتُ يَا اَبَتِ اَتَسْجُدُ فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ اِنِّى سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ اَوَّلاً قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى قُلْتُ وَكَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ اَرْبَعُوْنَ عَامًا وَالْاَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُمَا اَدْرَكْتَ الصَّلٰوةَ فَصَلِّ *

৬৯১. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - -ইবরাহীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাস্তায় বসে আমার পিতার নিকট কুরআন পাঠ করতাম, যখন আমি সিজদার আয়াত পাঠ করলাম তিনি সিজদা করলেন, তখন আমি বললাম আব্বা! আপনি রাস্তায় সিজদা করছেন ! তিনি বললেন, আমি আবূ যর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোন্ মসজিদটি প্রথম নির্মিত হয় ? তিনি বলেছিলেন, মসজিদুল হারাম। আমি বললাম, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন, মসজিদুল আকসা। আমি বললাম, এতদুভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত ? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। আর যমীন তোমার জন্য মসজিদ (সিজদার স্থান)। অতএব যেখানেই সালাতের সময় হবে, সালাত আদায় করবে।

فَضْلُ الصَّلٰوةِ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

মসজিদে হারামে সালাতের ফযীলত

٦٩٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ مَنْ صَلّٰى فِى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الصَّلٰوةُ فِيْهِ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ *

৬৯২. কুতায়বা (র) - - - - ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মা'বাদ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা) বলেছেন : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মসজিদে সালাত আদায় করবে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তাতে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত আদায় করার চেয়েও উত্তম।

اَلصَّلٰوةُ فِى الْكَعْبَةِ

কা'বায় সালাত আদায় করা

٦٩٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَّ بِلَالٌ وَّ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَاَغْلَقُوْا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ اَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيْتُ بِلَالاً فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ *

৬৯৩. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, উসামা ইব্ন যায়দ (রা), বিলাল (রা) এবং উসমান ইব্ন তালহা (রা) কা'বায় প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা খুললেন, তখন প্রথম আমিই প্রবেশ করলাম। বিলাল (রা)-এর সাথে সাক্ষাত হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি তার ভেতরে সালাত আদায় করেছেন ? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তিনি ইয়ামানী দুই স্তম্ভের মধ্যস্থলে সালাত আদায় করেছেন।

فَضْلِ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى وَالصَّلٰوةُ فِيْهِ

মসজিদুল আকসার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করার ফযীলত

٦٩٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَمَّا بَنٰى بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ خِلَالاً ثَلٰثَةً سَأَلَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَاُوْتِيَهُ وَسَأَلَ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُلْكًا لاَّ يَنْبَغِي لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ فَاُوْتِيَهُ وَ سَأَلَ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ اَنْ لاَّ يَأْتِيَهُ اَحَدٌ لاَ يَنْهَزُهُ اِلاَّ الصَّلٰوةُ فِيْهِ اَنْ يُّخْرِجَهُ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ *

৬৯৪. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ) যখন বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করলেন, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে তিনটি বস্তু চাইলেন : তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলেন এমন ফয়সালা যা তাঁর ফয়সালার মত হয়। তা তাঁকে প্রদান করা হল। আর তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট চাইলেন এমন রাজ্য, যার অধিকারী তারপর আর কেউ হবে না। তাও তাঁকে দেয়া হল। আর যখন তিনি মসজিদ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করলেন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলেন, যে ব্যক্তি তাতে সালাতের জন্য আগমন করবে, তাকে যেন পাপ থেকে ঐদিনের মত মুক্ত করে দেন যেদিন সে তার মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।

فَضْلُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ وَالصَّلٰوةُ فِيْهِ

মসজিদে নববী ও এর অভ্যন্তরে সালাত আদায় করার ফযীলত

٦٩٥. اَخْبَرَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِي

سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ مَوْلَى الْجُهَنِيِّيْنَ وَ كَانَا مِنْ اَصْحَابِ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلٰوةٌ فِى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَ مَسْجِدُهُ اٰخِرُ الْمَسَاجِدِ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَمْ نَشُكَّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ عَنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَنَعَنَا اَنْ نَسْتَثْبِتَ اَبَا هُرَيْرَةَ فِى ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ حَتّٰى اِذَا تُوُفِّىَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ذَكَرْنَا ذٰلِكَ وَتَلاَوَمْنَا اَنْ لاَّ نَكُوْنَ كَلَّمْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ فِى ذٰلِكَ حَتّٰى يُسْنِدَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ جَالَسْنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ قَارِظٍ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ الْحَدِيْثَ وَ الَّذِى فَرَّطْنَا فِيْهِ مِنْ نَّصِّ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَشْهَدُ اَنِّى سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّى اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَ اِنَّهُ اٰخِرُ الْمَسَاجِدِ *

৬৯৫. কাছীর ইব্‌ন উবায়দ (র) - - - - আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান এবং জুহানীদের মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম আবূ আবদুল্লাহ আগার (র) থেকে বর্ণিত, যাঁরা আবূ হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গী ছিলেন, তাঁরা আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন : মসজিদে নববীর এক সালাত মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের এক হাজার সালাত থেকে উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বশেষ নবী, আর তাঁর মসজিদ সর্বশেষ মসজিদ। আবূ সালামা এবং আবূ আবদুল্লাহ বলেন : আমাদের সন্দেহ ছিল না যে, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাদীস থেকে এটা বর্ণনা করতেন। কাজেই আবূ হুরায়রা (রা) এই হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন কিনা সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা থেকে আমরা বিরত রইলাম। যখন আবূ হুরায়রা (রা) ইন্তিকাল করলেন, আমরা তা আলোচনা করলাম এবং এ ব্যাপারে আবূ হুরায়রা (রা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা না করার জন্য একে অপরকে তিরস্কার করতে লাগলাম। তিনি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যদি শুনেই থাকতেন তবে তাঁর থেকে বর্ণনা করলেন না কেন ? আমরা এই অবস্থায় ছিলাম এমন সময় আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন কারিয আমাদের নিকট এসে বসলেন। তখন আমরা এই হাদীসের ব্যাপারে আলোচনা করলাম এবং আমরা যে আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসের বর্ণনায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে অবহেলা করেছি, তাও বললাম। আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইবরাহীম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি সর্বশেষ নবী আর এ মসজিদ সর্বশেষ মসজিদ।[১]

٦٩٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ بَيْتِى وَ مِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ *

৬৯৬. কুতায়বা (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার ঘর এবং আমার মিম্বরের মধ্যস্থিত স্থান বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান।

১. 'সর্বশেষ মসজিদ' এ কথার তাৎপর্য এই যে, মসজিদে নববী (স) দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ তিন মসজিদের সর্বশেষ মসজিদ কিংবা এটি নবীগণের মসজিদসমূহের মধ্যে সর্বশেষ মসজিদ। -অনুবাদক

٦٩٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِيْ هٰذَا رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ *

৬৯৭. কুতায়বা (র) ---- উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : আমার এই মিম্বরের খুঁটিসমূহ জান্নাতের উপরই স্থাপিত।

ذِكْرُ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى

তাকওয়ার উপর স্থাপিত মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা

٦٩٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ اَبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تَمَارٰى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِيْ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ فَقَالَ رَجُلٌ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ وَقَالَ الْاٰخَرُ هُوَ مَسْجِدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ مَسْجِدِيْ هٰذَا *

৬৯৮. কুতায়বা (র) ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) দুই ব্যক্তি প্রথম 'তাকওয়ার উপর স্থাপিত মসজিদ' সম্বন্ধে বিতর্ক করছিল। এক ব্যক্তি বলল, তা হল মসজিদে কুবা, অন্যজন বলল, তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মসজিদ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তা হল আমার এই মসজিদ।

فَضْلُ مَسْجِدِ قُبَا وَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ

মসজিদে কুবা ও তাতে সালাত আদায় করার ফযীলত

٦٩٩. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَّمَاشِيًا *

৬৯৯. কুতায়বা (র) ---- ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুবাতে গমন করতেন সওয়ার হয়ে এবং পদব্রজে।

٧٠٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكِرْمَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ اَبِي قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ حَتّٰى يَاْتِيَ هٰذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلّٰى فِيْهِ كَانَ لَهُ عِدْلَ عُمْرَةٍ *

৭০০. কুতায়বা (র) ---- সাহল ইব্ন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি বের হয়ে এই মসজিদে কুবায় আগমন করবে এবং তাতে সালাত আদায় করবে, এটা তার জন্য এক উমরার সমতুল্য হবে।

مَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَيْهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ

যে মসজিদের জন্য সওয়ারী প্রস্তুত করা যায়

٧٠١. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ الاَّ عَلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هٰذَا وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰى *

৭০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের দিকে ভ্রমণ করা যাবে না। মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আকসা।[১]

اِتِّخَاذُ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ

গির্জাকে মসজিদ বানানো

٧٠٢. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ مُلاَزِمٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ طَلْقِ بْنِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا وَفْدًا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَ صَلَّيْنَا مَعَهُ وَاَخْبَرْنَاهُ اَنَّ بِاَرْضِنَا بِيْعَةً لَنَا فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُوْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ فِى اِدَاوَةٍ وَّاَمَرَنَا فَقَالَ اخْرُجُوْا فَاِذَا اَتَيْتُمْ اَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوْا بِيْعَتَكُمْ وَانْضَحُوْا مَكَانَهَا بِهٰذَا الْمَاءِ وَ اتَّخِذُوْهَا مَسْجِدًا قُلْنَا اِنَّ الْبَلَدَ بَعِيْدٌ وَ الْحَرَّ شَدِيْدٌ وَالْمَاءُ يَنْشَفُ فَقَالَ مُدُّوْهُ مِنَ الْمَاءِ فَاِنَّهُ لاَ يَزِيْدُهُ اِلاَّ طِيْبًا فَخَرَجْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَكَسَرْنَا بِيْعَتَنَا ثُمَّ نَضَحْنَا مَكَانَهَا وَاتَّخَذْنَاهَا مَسْجِدًا فَنَادَيْنَا فِيْهِ بِالْاَذَانِ قَالَ وَالرَّاهِبُ رَجُلٌ مِّنْ طَيِّءٍ فَلَمَّا سَمِعَ الْاَذَانَ قَالَ دَعْوَةُ حَقٍّ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ تَلْعَةً مِّنْ تِلاَعِنَا فَلَمْ نَرَهُ بَعْدُ *

৭০২. হান্নাদ ইব্‌ন সাররী (র) - - - - তালক্ ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা প্রতিনিধি হিসাবে নবী ﷺ -এর নিকট আগমনের উদ্দেশ্যে বের হলাম। পরে তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করলাম এবং তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম। তারপর আমরা তাঁকে অবহিত করলাম যে, দেশে আমাদের একটা গির্জা রয়েছে। আমরা তাঁকে উযূর উদ্বৃত্ত পানি দিতে অনুরোধ জানালাম। তিনি কিছু পানি আনিয়ে উযূ এবং কুল্লি করলেন, তারপর একটি পাত্রে তা ঢেলে দিলেন। আর আমাদের তা নিতে নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তোমরা

---

১. এই তিন মসজিদের মর্যাদা বুঝানোর উদ্দেশ্যেই এরূপ বলা হয়েছে, অপর কোন স্থানে যাওয়া থেকে নিষেধ করার জন্য নয়। তবে এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে কেউ কেউ বলেছেন যে, কোন ওলী-দরবেশের মাযার বা অপর কোন বিশেষ স্থান যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়া এই নিষেধের অন্তর্গত। –অনুবাদক

যাও। যখন তোমরা তোমাদের দেশে পৌঁছবে, তখন তোমাদের ঐ গির্জাটি ভেঙ্গে ফেলবে আর সেখানে এ পানি ঢেলে দেবে। তারপর সেটাকে মসজিদ বানাবে। আমরা বললাম, আমাদের দেশ অনেক দূরে, গরমও অত্যধিক, পানি শুকিয়ে যাবে। তিনি বললেন, এর সাথে আরও পানি মিশ্রিত করে নেবে। তাতে ঐ পানির সুঘ্রাণ আরও বাড়বে। আমরা সেখান থেকে বের হয়ে আমাদের দেশে পৌঁছলাম এবং আমাদের গির্জাটি ভেঙ্গে ফেললাম। তারপর তার স্থানে পানি ঢেলে দিলাম আর ওটাকে মসজিদরূপে ব্যবহার করলাম। আমরা তাতে আযান দিলাম। রাবী বলেন : পাদ্রী ছিল তার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি। সে আযান ধ্বনি শুনে বলল, এ তো সত্যের প্রতি আহবান। তারপর সে ঢালু স্থানের দিকে চলে গেল। তাকে আমরা আর দেখিনি।

نَبْشِ الْقُبُوْرِ وَاتِّخَاذِ اَرْضِهَا مَسْجِدًا

কবরের স্থান সমান করে মসজিদ বানানো

٧٠٣. اَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ فِى عَرْضِ الْمَدِيْنَةِ فِى حَىٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَاَقَامَ فِيْهِمْ اَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى مَلَاءٍ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ فَجَاءُوْا مُتَقَلِّدِىْ سُيُوْفِهِمْ كَاَنِّى اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ رَدِيْفُهُ وَ مَلَاءٌ مِّنْ بَنِى النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتّٰى اَلْقٰى بِفِنَاءِ اَبِى اَيُّوْبَ وَ كَانَ يُصَلِّى حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ فَيُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ اُمِرَ بِالْمَسْجِدِ فَاَرْسَلَ اِلٰى مَلَاءٍ مِّنْ بَنِى النَّجَّارِ فَجَاءُوْا فَقَالَ يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِى بِحَائِطِكُمْ هٰذَا قَالُوْا وَ اللّٰهِ مَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اَنَسٌ وَّكَانَتْ فِيْهِ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَ كَانَتْ فِيْهِ خَرِبٌ وَّ كَانَ فِيْهِ نَخْلٌ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ وَ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَتْ وَ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَ جَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ وَ جَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ :

اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَ الْمُهَاجِرَةَ ـ

৭০৩. ইমরান ইব্ন মূসা (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন তিনি মদীনার এক প্রান্তে বনূ আমর ইব্ন আওফ নামক এক গোত্রে অবতরণ করলেন। তিনি সেখানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। তারপর তিনি বনূ নাজ্জারের নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে লোক পাঠালেন। তারা তাদের তলোয়ার লটকিয়ে আগমন করলেন, আমি যেন এখনও দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সওয়ারীর উপর আর আবূ বকর (রা) তাঁর পেছনে উপবিষ্ট। আর বনূ নাজ্জারের নেতৃস্থানীয়

লোকেরা তাঁর চতুস্পার্শ্বে চলতে চলতে তিনি আবূ আইয়্যূব (রা)-এর ঘরের সামনে অবতরণ করলেন। তিনি সালাতের সময় যেখানেই থাকতেন, সেখানেই সালাত আদায় করতেন। তিনি বকরীর পালের স্থানেও সালাত আদায় করতেন। তারপর তাঁকে মসজিদ তৈরি করার আদেশ দেয়া হলে তিনি নাজ্জার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে লোক পাঠালেন। তারা আগমন করলে তিনি বললেন, হে বনূ নাজ্জারের লোক সকল ! তোমরা তোমাদের এ স্থানটি আমার নিকট বিক্রয় কর। তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আমরা এর মূল্য গ্রহণ করব না। এর মূল্য আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট চাইব। আনাস (রা) বলেন : সেখানে মুশরিকদের কবর, ভগ্ন গৃহ এবং খেজুর গাছ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আদেশ করলে ঐ সকল কবর সমতল করে দেয়া হল আর খেজুর গাছ কেটে ফেলা হল এবং বিধ্বস্ত ঘরগুলো ভেঙ্গে সমান করে দেয়া হলো। সাহাবীগণ কিবলার দিকে সারিবদ্ধ করে খেজুর গাছ রাখলেন এবং পাথর দ্বারা তার গোড়া ভরাট করলেন। তারপর শিলাখণ্ডগুলো সরাচ্ছিলেন আর ছড়া গাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁরা বলছিলেন :

اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُ الاٰخِرَةِ فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَ الْمُهَاجِرَةَ

"হে আল্লাহ্ ! আখিরাতের মঙ্গলই প্রকৃত মঙ্গল, আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সাহায্য করুন।"

اَلنَّهْىُ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُوْرِ مَسَاجِدَ

কবরকে মসজিদরূপে ব্যবহার করার নিষেধাজ্ঞা

٧٠٤. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَ يُوْنُسَ قَالاَ قَالَ الزُّهْرِىُّ اَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالاَ لَمَّا نُزِلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَطَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلٰى وَجْهِهِ فَاِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ قَالَ وَ هُوَ كَذٰلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَ النَّصَارٰى اتَّخَذُوا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ *

৭০৪. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হয়েছিল, তখন তিনি তাঁর চেহারায় উপর চাদর ফেলেছিলেন আর যখন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল, তখন তিনি তাঁর চেহারা হতে তা সরিয়ে ফেলেছিলেন, আর ঐ অবস্থায় তিনি বলছিলেন, ইয়াহূদী এবং খ্রিস্টানদের ওপর আল্লাহর লা'নত, তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।

٧٠٥. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِى عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَتَاهَا بِالْحَبْشَةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُولٰئِكَ اِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَّصَوَّرُوْا تِيْكَ الصُّوَرَ اُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ *

৭০৫. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা এবং উম্মে সালামা (রা) একটি গির্জার উল্লেখ করেছিলেন, যা তারা হাবশায় দেখেছেন, যাতে অনেক ছবি ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাদের মধ্যে যখন কোন নেককার লোক মৃত্যুবরণ করত, তখন তারা তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করত এবং ঐ সকল লোকের ছবি তৈরি করে রাখত। কিয়ামতে তারা আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম সৃষ্টি বলে পরিগণিত হবে।

اَلْفَضْلُ فِى اِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ

মসজিদে আগমনের ফযীলত

٧٠٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِىُّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ حِيْنَ يَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ اِلٰى مَسْجِدِهِ فَرِجْلٌ تُكْتَبُ حَسَنَةً وَرِجْلٌ تَمْحُوْ سَيِّئَةً *

৭০৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে মসজিদের দিকে বের হয়, তখন তার এক পদক্ষেপে একটি নেকী লেখা হয় আর এক পদক্ষেপে একটি গুনাহ মুছে যায়।

اَلنَّهْىُ عَنْ مَّنْعِ النِّسَاءِ مِنْ اِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ

মহিলাদের মসজিদে আসতে বারণ করার নিষেধাজ্ঞা

٧٠٧. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَاْذَنَتِ امْرَاَةُ اَحَدِكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا *

৭০৭. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সালিম (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারও স্ত্রী যদি মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তবে সে যেন তাকে নিষেধ না করে।[১]

مَنْ يُّمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ

মসজিদে যেতে যাকে নিষেধ করা হবে

٧٠٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ

১. আলোচ্য হাদীসের আলোকে সাধারণভাবে মহিলাদের মসজিদে গমনাগমনের অনুমতি প্রমাণিত হয়। আবার কোন কোন হাদীসের মাধ্যমে সুগন্ধি ও অলংকার বর্জন করে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু হযরত 'আয়েশা (রা) তাঁর কালে মহিলাদের মসজিদে গমনে আপত্তি তুলেছিলেন। বর্তমানকালের ইসলামী আইনবেত্তাগণ যুগের দিকে লক্ষ্য রেখে মহিলাদের মসজিদে যাওয়াকে অপছন্দ করেছেন।

جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ قَالَ اَوَّلَ يَوْمٍ الثُّوْمِ ثُمَّ قَالَ الثُّوْمِ وَ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلاَ يَقْرَبْنَا فِى مَسَاجِدِنَا فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تَتَاَذّٰى مِمَّا يَتَاَذّٰى مِنْهُ الْاِنْسُ *

৭০৮. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - -,- জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এ গাছ থেকে খায়, প্রথম দিন তিনি বলেছেন, রসুন; তারপর তিনি বলেছেন, রসুন, পিঁয়াজ এবং কুররাছ।[১] সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটে না আসে। কেননা ফেরেশতাগণ কষ্টানুভব করেন যদ্দারা মানুষ কষ্ট অনুভব করে থাকে।[২]

مَنْ يُّخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ

মসজিদ থেকে যাকে বের করে দেয়া হবে

٧٠٩. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ اِنَّكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ تَاْكُلُوْنَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ مَا اُرَاهُمَا اِلاَّ خَبِيْثَتَيْنِ هٰذَا الْبَصَلُ وَالثُّوْمُ وَلَقَدْ رَاَيْتُ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَجَدَ رِيْحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ اَمَرَ بِهٖ فَاُخْرِجَ اِلَى الْبَقِيْعِ فَمَنْ اَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا *

৭০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - মা'দান ইব্‌ন আবূ তালহা (র) থেকে বর্ণিত। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা দু'প্রকার সবজি খেয়ে থাক। আমি এতদুভয়কে নিকৃষ্ট মনে করি। তা হলো পিঁয়াজ এবং রসুন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি, যখন তিনি কারও নিকট থেকে এর গন্ধ পেতেন, তখন তাকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। এরপর তাকে বাকী'-এর দিকে বের করে দেয়া হতো। অতএব যে ব্যক্তি তা খায়, সে যেন তা পাকিয়ে গন্ধমুক্ত করে ফেলে।

ضَرْبُ الْخِبَاءِ فِى الْمَسْجِدِ

মসজিদে পর্দা লটকানো

٧١٠. اَخْبَرَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِى الْمَكَانِ الَّذِىْ يُرِيْدُ

১. স্বাদে ও গন্ধে পিঁয়াজের মত এক প্রকার সবজি, কিন্তু পিঁয়াজ গোলাকৃতি আর কুররাছ লম্বা।

২. কাঁচা পিঁয়াজ ও রসুন দুর্গন্ধময়। অতএব এ ধরনের গন্ধযুক্ত বস্তু যথা, মুখের দুর্গন্ধ, ঘামের গন্ধ, তামাকের গন্ধ ইত্যাদি গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করাও এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

اَنْ يَّعْتَكِفَ فِيْهِ فَاَرَادَ اَن يَّعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَاَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ وَاَمَرَتْ حَفْصَةُ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَأَهَا اَمَرَتْ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ آلْبِرَّ تُرِدْنَ فَلَم يَّعْتَكِفْ فِى رَمَضَانَ وَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِّنْ شَوَّالٍ *

৭১০. আবূ দাঊদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ইতিকাফ করার ইচ্ছা করতেন, তখন ফজরের সালাত আদায় করার পর যে স্থানে ইতিকাফের ইচ্ছা করতেন, সেখানে প্রবেশ করতেন। তিনি রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাফের ইচ্ছা করলেন আর তাঁবু স্থাপনের আদেশ দিলেন এবং তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হলো। আর হাফসা (রা) আদেশ করলে তাঁর জন্যও তাঁবু খাটানো হলো, যয়নব (রা) তাঁর তাঁবু দেখলেন। তিনিও আদেশ করলেন, তাঁর জন্যও পৃথক তাঁবু খাটানো হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা দেখতে পেয়ে বললেন, তোমরা কি নেকীর প্রত্যাশা করছো ? তিনি সে রমযান মাসে ইতিকাফ করলেন না এবং শাওয়াল মাসে দশদিন ইতিকাফ করলেন।

٧١١. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ اُصِيْبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمْيَةً رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ رَمَاهُ فِى الْاَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ *

৭১১. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ (রা) খন্দকের যুদ্ধে আহত হলেন। এক কুরায়শ ব্যক্তি তাঁর বাহুতে তীর নিক্ষেপ করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে তাঁর জন্য একটি তাঁবু খাটালেন, যাতে তিনি নিকট থেকে তাঁর দেখাশুনা করতে পারেন।

اِدْخَالُ الصِّبْيَانِ الْمَسَاجِدِ

মসজিদে শিশুদের নিয়ে প্রবেশ করা

٧١٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدُ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْمِلُ اُمَامَةَ بِنْتَ اَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ وَاُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ عَلٰى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا اِذَا رَكَعَ وَيُعِيْدُهَا اِذَا قَامَ حَتّٰى قَضٰى صَلٰوتَهُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ *

৭১২. কুতায়বা (র) - - - - আমর ইব্‌ন সুলায়ম যুরাকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ কাতাদা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা মসজিদে উপবিষ্ট ছিলাম, হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবুল আস ইব্‌ন রবীর কন্যা উমামাকে কোলে নিয়ে আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর মা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা যয়নব (রা)। তিনি

ছিলেন ছোট বালিকা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বহন করেই বেড়াতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করলেন তাঁকে কাঁধে রেখেই। তিনি রুকূ' করার সময় তাঁকে রেখে দিতেন। দাঁড়ালে আবার কাঁধে তুলে নিতেন। এমনিভাবে তিনি তাঁর সালাত শেষ করলেন।

رَبْطُ الْاَسِيْرِ بِسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

কয়েদীকে মসজিদের খুঁটির সাথে বাঁধা

٧١٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِى حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ سَيِّدُ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرُبِطَ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ (مختصر) *

৭১৩. কুতায়বা (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদল সৈন্য নাজদের দিকে পাঠালেন। তারা ইয়ামামাবাসীদের সর্দার সুমামা ইব্‌ন উসাল নামক বনূ হানীফার জনৈক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসলেন। এরপর তাকে মসজিদের এক খুঁটির সাথে বাঁধা হলো। (সংক্ষিপ্ত)

اِدْخَالُ الْبَعِيْرِ الْمَسْجِدَ

মসজিদে উট প্রবেশ করানো

٧١٤. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ *

৭১৪. সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিদায় হজ্জে উটে সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করলেন এবং লাঠি দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করে চুমা দিলেন।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِى الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ

মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় ও জুমু'আর সালাতের পূর্বে বৃত্তাকারে বসার নিষেধাজ্ঞা

٧١٥. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ وَعَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ *

৭১৫. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র)- - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিন সালাতের পূর্বে বৃত্তাকারে বসতে এবং মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

اَلنَّهْىُ عَنْ تَنَاشُدِ الْاَشْعَارِ فِى الْمَسْجِدِ

মসজিদে কবিতা পাঠের নিষেধাজ্ঞা

٧١٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ تَنَاشُدِ الْاَشْعَارِ فِى الْمَسْجِدِ *

৭১৬. কুতায়বা (র) - - - -আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে কবিতা পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

اَلرُّخْصَةُ فِى اِنْشَادِ الشِّعْرِ الْحَسَنِ فِى الْمَسْجِدِ

মসজিদে উত্তম কবিতা পাঠের অনুমতি

٧١٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ ابْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِى الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ اِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ اَنْشَدْتُ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلٰى اَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ اَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَجِبْ عَنِّى اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ *

৭১৭. কুতায়বা (র) - - - - সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা উমর (রা) হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁকে মসজিদে কবিতা পাঠ করতে দেখলেন। তিনি তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তিনি বললেন : আমি তো মসজিদে ঐ সময় কবিতা পাঠ করেছি, যখন তাতে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) উপস্থিত ছিলেন। তারপর তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শোনেন নি [হে হাস্‌সান !] ? আমার পক্ষ থেকে উত্তর দাও। হে আল্লাহ! তাকে রূহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করুন ? তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, হ্যাঁ।

اَلنَّهْىُ عَنْ اِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِى الْمَسْجِدِ

মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা

٧١٨. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ اَبِى اُنَيْسَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا وَجَدْتَ *

৭১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ওহাব (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি মসজিদে এসে হারানো বস্তুর ঘোষণা দিতে লাগল। তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তুমি যেন না পাও।

اِظْهَارُ السِّلاَحِ فِى الْمَسْجِدِ

মসজিদে হাতিয়ার বের করা

٧١٩. اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِىُّ الْبَصْرِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو اَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُوْلُ مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْ بِنِصَالِهَا قَالَ نَعَمْ *

৭১৯. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমর (রা)-কে বললাম, আপনি কি জাবিরকে বলতে শুনেছেন যে, এক ব্যক্তি কতকগুলো তীর নিয়ে মসজিদে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : এর ধারাল দিক হাতে ধর ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

تَشْبِيْكُ الْاَصَابِعِ فِى الْمَسْجِدِ

মসজিদে তাশবীক করা

٧٢٠. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ لَنَا اَصَلّٰى هٰؤُلاَءِ ؟ قُلْنَا لاَ قَالَ قُوْمُوْا فَصَلُّوْا فَذَهَبْنَا لِنَقُوْمَ خَلْفَهُ فَجَعَلَ اَحَدَنَا عَنْ يَّمِيْنِهِ وَالْاٰخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلّٰى بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ فَجَعَلَ اِذَا رَكَعَ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ *

৭২০. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং আলকামা (রা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাদের বললেন, এরা কি সালাত আদায় করেছে ? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, উঠ, সালাত আদায় কর। আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়াতে মনস্থ করলাম। তিনি আমাদের একজনকে তাঁর ডানদিকে এবং অন্যজনকে তাঁর বামদিকে দাঁড় করালেন। তিনি আযান ও ইকামত ব্যতিরেকে সালাত আদায় করলেন। পরে যখন রুকূতে গেলেন, তখন তাঁর অঙ্গুলির মধ্যে তশবীক[১] করলেন এবং তা দুই হাঁটুর মধ্যস্থলে রাখলেন এবং বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

---

১. তাশবীক অর্থ ---আঙ্গুলসমূহকে পরস্পর ঢুকিয়ে জালের মত করা। এরূপ পদ্ধতি রহিত হয়ে গেছে। যেমন সালাতে ইমাম ব্যতীত দুইজন লোক থাকলে তাদেরকে ডানে বামে দাঁড় করানোর হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

٧٢١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ *

৭২১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - সুলায়মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবরাহীমকে আলকামা (র) এবং আসওয়াদ (র) সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বলতে শুনেছি, এরপর তিনি পূর্ববৎ উল্লেখ করলেন।

اَلاِسْتِلْقَاءُ فِى الْمَسْجِدِ

মসজিদে শয়ন করা

٧٢٢. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَاضِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى *

৭২২. কুতায়বা (র) - - - - আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (র)-এর চাচা থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মসজিদে এক পা অন্য পায়ের উপর রাখা অবস্থায় (শুয়ে থাকতে) দেখেছেন।

اَلنَّوْمُ فِى الْمَسْجِدِ

মসজিদে নিদ্রা যাওয়া

٧٢٣. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ عَزَبٌ لاَ اَهْلَ لَهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى مَسْجِدِ النَّبِىِّ ﷺ *

৭২৩. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যামানায় শয়ন করতেন আর তখন তিনি ছিলেন অবিবাহিত যুবক, তাঁর স্ত্রী ছিল না।

اَلْبُصَاقُ فِى الْمَسْجِدِ

মসজিদে থুথু ফেলা

٧٢٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبُصَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا *

৭২৪. কুতায়বা (র) - - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মসজিদে থুথু ফেলা পাপ এবং এর কাফ্‌ফারা হলো তা পুঁতে ফেলা।

اَلنَّهْىُ عَنْ اَنْ يَّتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

মসজিদের কিবলার দিকে কফ ফেলার নিষেধাজ্ঞা

٧٢٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى بُصَاقًا فِى جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِهِ اِذَا صَلّٰى *

৭২৫. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের কিবলার দেয়ালে থুথু দেখে তা উঠিয়ে ফেললেন, তারপর লোকদের দিকে মুখ করে বললেন : যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে, তখন সে যেন তার সম্মুখ দিকে থুথু না ফেলে। কেননা যখন সে সালাত আদায় করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার সামনে থাকেন।

ذِكْرُ نَهْىِ النَّبِىِّ ﷺ اَنْ يَّبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ اَوْعَنْ يَّمِيْنِهِ وَهُوَ فِى صَلَاتِهِ

সালাতে সামনে অথবা ডানদিকে থুথু ফেলার ব্যাপারে নবী ﷺ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা

٧٢٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ وَنَهٰى اَنْ يَّبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ اَوْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَقَالَ يَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ اَوْتَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى *

৭২৬. কুতায়বা (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের কিবলার দিকে থুথু দেখতে পেয়ে তা পাথরের টুকরা দ্বারা ঘষে উঠিয়ে ফেললেন এবং তিনি নিষেধ করলেন যেন কোন ব্যক্তি তার সামনে অথবা ডানদিকে থুথু না ফেলে এবং বললেন : সে বামদিকে অথবা বাম পায়ের নিচে থুথু ফেলবে।

اَلرُّخْصَةُ لِلْمُصَلِّى اَنْ يَّبْصُقَ خَلْفَهُ اَوْتِلْقَاءَ شِمَالِهِ

মুসল্লীর জন্য পেছনে অথবা বামদিকে থুথু ফেলার অনুমতি

٧٢٧. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُوْرٌ عَنْ رِّبْعِىٍّ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُحَارِبِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كُنْتَ تُصَلِّى فَلاَ تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلاَ عَنْ يَّمِيْنِكَ وَابْصُقْ خَلْفَكَ اَوْتِلْقَاءِ شِمَالِكَ اِنْ كَانَ فَارِغًا وَاِلاَّ فَهٰكَذَا وَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ وَدَلَكَهُ *

৭২৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - তারিক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি সালাত আদায় করতে থাকবে, তখন তোমার সামনে অথবা তোমার ডানদিকে থুথু ফেলবে না, তোমার পেছনে অথবা বামদিকে ফেলতে পার যদি সালাতের বাইরে থাক, তা না হলে এরূপ, এই বলে তিনি পায়ের নিচে থুথু ফেললেন এবং তা মলে ফেললেন।

بِاَىِّ الرِّجْلَيْنِ يَدْلُكُ بُصَاقَهُ

কোন্ পায়ে থুথু মলে বিনাশ করবে

٧٢٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ الْجَرِيْرِيِّ عَنْ اَبِى الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَنَخَّعَ فَدَلَكَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرٰى *

৭২৮. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আবুল আ'লা ইব্‌ন শিখখীর-এর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি দেখলাম যে, তিনি নাক ঝাড়লেন এবং তা তাঁর বাম পা দ্বারা মলে ফেললেন।

تَخْلِيْقُ الْمَسْجِدِ

মসজিদকে সুগন্ধিময় করা

٧٢٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَغَضِبَ حَتّٰى اَحْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَامَتِ امْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا وَ جَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوْقًا ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحْسَنَ هٰذَا *

৭২৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের কিবলার দিকে নাকের ময়লা দেখে এত রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর চেহারা মুবারক রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তখন এক আনসারী মহিলা দাঁড়িয়ে তা মুছে ফেলে তদস্থলে খলুক নামক সুগন্ধি লাগিয়ে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এটা কতইনা উত্তম কাজ।

اَلْقَوْلُ عِنْدَ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ الْخُرُوْجِ مِنْهُ

মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় যা বলতে হয়

٧٣٠. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْغَيْلَانِىُّ بَصْرِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدٍ وَّ اَبَا اُسَيْدٍ يَّقُوْلَانِ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِى اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ *

৭৩০. সুলায়মান ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ গায়লানী বাসরী (র) - - - - আবদুল মালিক ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবূ হুমায়দ এবং আবূ উসায়দকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন বলে : اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِى اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ[১] আর যখন বের হয় তখন যেন বলে : اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ[২]

اَلْاَمْرُ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْجُلُوْسِ فِيْهِ

বসার পূর্বে সালাতের নির্দেশ

٧٣١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ *

৭৩১. কুতায়বা (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে।

اَلرُّخْصَةُ فِى الْجُلُوْسِ فِيْهِ وَالْخُرُوْجِ مِنْهُ بِغَيْرِ صَلٰوةٍ

সালাত ব্যতীত মসজিদে বসা ও বের হওয়ার অনুমতি

٧٣٢. اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُّحَدِّثُ حَدِيْثَهُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ تَبُوْكَ قَالَ وَصَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَادِمًا وَ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُوْنَ فَطَفِقُوْا يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْهِ وَ يَحْلِفُوْنَ لَهُ وَ كَانُوْا بِضْعًا وَّ ثَمَانِيْنَ رَجُلاً فَقَبِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلاَنِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتّٰى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِى مَا

১. অনুবাদ : হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন।
২. হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি।

خَلَّفَكَ اَلَمْ تَكُنِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى وَ اللّٰهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا لَرَاَيْتُ اَنِّى سَاَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ وَلَقَدْ اُعْطِيْتُ جَدَلاً وَّ لٰكِنْ وَّ اللّٰهِ فَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيْثَ كَذِبٍ لِتَرْضٰى بِهٖ عَنِّى لَيُوْشِكُ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُسْخِطُكَ عَلَىَّ وَ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيْثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَىَّ فِيْهِ اِنِّى لَاَرْجُوْا فِيْهِ عَفْوَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ مَا كُنْتُ قَطُّ اَقْوٰى وَلاَ اَيْسَرَ مِنِّى حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتّٰى يَقْضِىَ اللّٰهُ فِيْكَ فَقُمْتُ فَمَضَيْتُ * (مختصر)

৭৩২. সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি কা'ব ইব্ন মালিককে তবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে তার যোগদান থেকে বিরত থাকার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভোরে তবুক থেকে আগমন করলেন। তিনি যখন কোন সফর থেকে ফিরে আসতেন প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর লোকদের সাথে বসতেন। এইবার যখন তিনি এরূপ করলেন, তখন যারা জিহাদে যোগদান থেকে বিরত ছিল, তারা এসে তাঁর নিকট যোগদান না করার অজুহাত পেশ করতে আরম্ভ করল এবং তাঁর নিকট কসম করতে লাগল। তারা সংখ্যায় আশিজনের অধিক ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের বাহ্যিক কারণগুলো মেনে নিলেন এবং তাদের বায়আত নিলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা চাইলেন। আর তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার আল্লাহর নিকট সোপর্দ করলেন। এমন সময় আমি সেখানে আসলাম। আমি যখন সালাম করলাম তিনি ক্রোধের হাসি হাসলেন। তারপর বললেন : আস। আমি এসে তাঁর সম্মুখে বসে পড়লাম। তিনি বললেন : তোমাকে কিসে ফিরিয়ে রাখল, তুমি কি সওয়ারী সংগ্রহ করেছিলে না ? আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহর কসম! যদি আমি আপনি ছাড়া অন্য কোন দুনিয়াদারের সামনে উপবিষ্ট থাকতাম তা হলে আমার মনে হয় আমি তার ক্রোধ হতে বের হয়ে যেতে পারতাম, আমাকে বাক চাতুর্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি, আজ যদি আমি আপনার নিকট মিথ্যা কথা বলি, তাহলে তাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন কিন্তু অচিরেই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমার উপর ক্রোধান্বিত করে দেবেন। আর যদি সত্য কথা বলি, তা হলে আপনি হয়ত আমার উপর ক্রোধান্বিত হবেন। তবে আমি আল্লাহর ক্ষমা কামনা করি। আল্লাহর কসম! আমি যখন আপনার সাথে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত ছিলাম, তখনকার চাইতে কোন সময় অধিক শক্তিশালী অথবা অধিক সম্পদশালী ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এ ব্যক্তি সত্য কথা বলেছে। উঠ, অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কোন ফয়সালা করেন। তখন আমি উঠে গেলাম। (সংক্ষিপ্ত)

صَلٰوةُ الَّذِى يَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ

মসজিদের নিকট দিয়ে গমনকারীর সালাত

٧٣٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِى هِلاَلٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مَرْوَانُ بْنُ عُثْمَانَ اَنَّ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ

اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى قَالَ كُنَّا نَغْدُوْا اِلَى السُّوْقِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ فَنُصَلِّى فِيْهِ *

৭৩৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকাম (র) - - - -আবূ সাঈদ ইব্‌নুল মুআল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় আমরা ভোরে বাজারের দিকে যেতাম। তখন আমরা মসজিদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় সালাত আদায় করতাম।

اَلتَّرْغِيْبُ فِى الْجُلُوْسِ فِى الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ

সালাতের অপেক্ষায় মসজিদে বসার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান

٧٣٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُصَلِّى عَلٰى اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ *

৭৩৪. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে যতক্ষণ মুসাল্লায় বসে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য নিম্নরূপ দোয়া করতে থাকেন : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ (হে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিন, হে আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করুন), যাবৎ না তার উযূ ভঙ্গ হয়।

٧٣٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ اَنَّ يَحْيَى بْنَ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلاً السَّاعِدِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ فَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ *

৭৩৫. কুতায়বা (র) - - - - আইয়াশ ইব্‌ন উকবা (র) থেকে বর্ণিত। ইয়াহইয়া ইব্‌ন মাইমূন তাঁকে বলেছেন যে, তিনি সাহল আস-সাঈদী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মসজিদে সালাতের অপেক্ষায় থাকে, সে যেন সালাতের মধ্যে থাকে।

ذِكْرُ نَهْىِ النَّبِىِّ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِى اَعْطَانِ الْاِبِلِ

উটের বসার স্থানে সালাত আদায়ে নবী ﷺ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা

٧٣٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ فِى اَعْطَانِ الْاِبِلِ *

৭৩৬. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উটের বসার স্থানে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

اَلرُّخْصَةُ فِى ذٰلِكَ

এ ব্যাপারে অনুমতি

٧٣٧. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا اَيْنَمَا اَدْرَكَ رَجُلٌ مِّنْ اُمَّتِى الصَّلٰوةَ صَلّٰى *

৭৩৭. হাসান ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন সুলায়মান (র) - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমার জন্য সমগ্র যমীনকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করে দেয়া হয়েছে। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি যেখানেই সালাত পায়, সেখানেই সালাত আদায় করবে।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْحَصِيْرِ

মাদুরের ওপর সালাত

٧٣٨. اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْاُمَوِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّاتِيَهَا فَيُصَلِّىَ فِى بَيْتِهَا فَتَتَّخِذَهُ مُصَلًّى فَاَتَاهَا فَعَمِدَتْ اِلَى حَصِيْرٍ فَنَضَحَتْهُ بِمَاءٍ فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَصَلُّوْا مَعَهُ *

৭৩৮. সা'ঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ উমাবী (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলায়ম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট নিবেদন করলেন, তিনি যেন তাঁর নিকট আগমন করে তাঁর ঘরে সালাত আদায় করেন। তাহলে তিনি ঐস্থানকে সালাতের স্থান নির্ধারণ করে নেবেন। তিনি তাঁর ঘরে আসলেন, তখন তিনি একটি চাটাইর ব্যবস্থা করলেন এবং পানি দ্বারা তা মুছে ফেললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার উপর সালাত আদায় করলেন এবং অন্য লোকেরাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করলেন।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْخُمْرَةِ

শুধু সিজদা করা যায় এমন ক্ষুদ্র চাটাইয়ের ওপর সালাত

٧٣٩. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِى الشَّيْبَانِى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ *

৭৩৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - - - মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুমরার[১]-এর ওপর সালাত আদায় করতেন।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْمِنْبَرِ

মিম্বরের উপর সালাত আদায় করা

٧٤٠. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ رِجَالاً اَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِى الْمِنْبَرِ مِمَّ عُوْدُهُ فَسَأَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَعْرِفُ مِمَّ هُوَ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ اَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَاَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى فُلَانَةَ امْرَاَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ اَنْ مُرِىْ غُلَامَكِ النَّجَّارَ اَنْ يَّعْمَلَ لِى اَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ اِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَاَمَرَتْ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَبِهَا فَوُضِعَتْ هٰهُنَا ثُمَّ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَقِىَ فَصَلّٰى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرٰى فَسَجَدَ فِى اَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُّوْابِى وَلِتَعَلَّمُوْا صَلٰوتِى *

৭৪০. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হাযিম ইব্‌ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। কয়েকজন লোক সাহল ইব্‌ন সা'দ সাঈদী (রা)-এর নিকট আসলেন, তাঁরা মিম্বরের ব্যাপারে সন্দেহ করতে লাগলেন যে, তার কাঠ কোথা থেকে আনা হয়েছে। তারা তাঁকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি জানি তা কোথা থেকে আনা হয়েছে। প্রথম যেদিন তা স্থাপন করা হয় এবং প্রথম যেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাতে উপবেশন করেছিলেন, সেদিন আমি তা দেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন যে, তোমার কাঠমিস্ত্রি গোলামকে আদেশ কর, সে যেন আমার জন্য একটা কাঠের মিম্বর তৈরি করে দেয়, আমি লোকের সাথে কথা বলার সময় তাতে বসব। ঐ রমণী তাকে আদেশ করলে সে অরণ্যের ঝাউ বৃক্ষের কাঠ দ্বারা তা বানালো এবং মহিলার কাছে তা নিয়ে আসল। সে মহিলা তা রাসূলুল্লাহ্ -এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। এরপর তাঁর নির্দেশে তা এখানে রাখা হলো। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাতে আরোহণ করে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি এর উপর থেকেই তাকবীর বললেন ও রুকূ করলেন। তারপর তিনি পেছনে সরে মিম্বরের মূলে সিজদা করলেন। তিনি পুনরায় মিম্বরে আরোহণ করলেন। তারপর তিনি সালাত শেষ করে লোকের দিকে মুখ করে বললেন : হে লোক সকল! আমি এরূপ করলাম যাতে তোমরা আমার ইকতিদা করতে পার এবং আমার সালাত সম্পর্কে তোমরা জানতে পার।

---

১. খুমরা – খেজুর পাতার তৈরি ছোট চাটাইবিশেষ, যার উপর সালাত আদায়কালে শুধু সিজদা করা যায়।

اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْحِمَارِ

গাধার ওপর সালাত

٧٤١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى عَلٰى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ اِلٰى خَيْبَرَ *

৭৪১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে গাধার ওপর সালাত আদায় করতে দেখেছি। তখন তিনি খায়বার অভিমুখী ছিলেন।

٧٤٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى عَلٰى حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ اِلٰى خَيْبَرَ وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ *

৭৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে গাধার ওপর সালাত আদায় করতে দেখেছেন। তখন তিনি খায়বার অভিমুখী ছিলেন আর কিবলা ছিল তাঁর পেছনে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْقِبْلَةِ

অধ্যায় : কিব্লা

بَابُ اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

পরিচ্ছেদ : কিবলার দিকে মুখ করা

٧٤٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْنُسَ الْاَزْرَقُ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِى زَائِدَةَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَصَلّٰى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ اِنَّ وُجِّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَمَرَّ رَجُلٌ قَدْ كَانَ صَلّٰى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَلٰى قَوْمٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ وُجِّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَانْحَرَفُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ *

৭৪৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) - - - - বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমনের পর ষোল মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন। তারপর তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হলো। এরপর এক ব্যক্তি, যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছিলেন, আনসার সম্প্রদায়ের একদল লোকের নিকট গিয়ে বললেন যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে কা'বা অভিমুখী করা হয়েছে। ফলে তাঁরা কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

بَابُ الْحَالِ الَّتِى يَجُوْزُ عَلَيْهَا اِسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

পরিচ্ছেদ : যে অবস্থায় কিবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করা বৈধ

٧٤٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ فِى السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ قَالَ مَالِكٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ *

৭৪৪. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে তাঁর সওয়ারীর উপর সওয়ারী যেদিকেই মুখ করত সেদিকেই মুখ করে সালাত আদায় করতেন। মালিক (র) বলেন : আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার বলেছেন, ইব্‌ন উমরও এরূপই করতেন।

٧٤٥. اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ اَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهُ بِهٖ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يُصَلِّىْ عَلَيْهَا الْمَكْتُوْبَةَ *

৭৪৫. ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সওয়ারী তাঁকে নিয়ে যেদিকে মুখ করতো সেদিকে ফিরেই তিনি সালাত আদায় করতেন। তারপর বিতর আদায় করতেন কিন্তু তিনি এর ওপর ফরয সালাত আদায় করতেন না।

بَابٌ اسْتِبَانَةُ الْخَطَاَ بَعْدَ الاِجْتِهَادِ

পরিচ্ছেদ : ইজতিহাদের পর ভুলের প্রকাশ

٧٤٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ جَاءَ هُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَّسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ *

৭৪৬. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোক কুবায় ফজরের সালাতে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর এই রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তাতে তাঁকে কিবলার দিকে মুখ করার আদেশ করা হয়েছে। অতএব আপনারা কিবলার দিকে মুখ করুন। তখন তাদের চেহারা ছিল সিরিয়ার দিকে, পরে তারা কা'বার দিকে ঘুরে গেলেন।

سُتْرَةُ الْمُصَلِّى

মুসল্লীর সুতরা ব্যবহার করা

٧٤٧. اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِى الاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّىْ فَقَالَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ *

৭৪৭. আব্বাস ইব্‌ন মুহাম্মদ দূরী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সালাত আদায়কারীর সুতরা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : তা হাওদার পেছনের হেলান-কাঠের ন্যায়।[১]

٧٤٨. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنْبَاَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ ثُمَّ يُصَلِّى اِلَيْهَا *

৭৪৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তিনি বর্শার ফলা পুঁতে তার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন।

اَلاَمْرُ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

সুতরার নিকটবর্তী হওয়ার আদেশ

٧٤٩. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِى حَثْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلٰوتَهُ *

৭৪৯. আলী ইব্‌ন হুজর ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - সাহল ইব্‌ন আবূ হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ সুতরার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে, তখন সে যেন তার নিকটবর্তী হয়। তাহলে শয়তান তার সালাত ভঙ্গ করতে পারবে না।

مِقْدَارُ ذٰلِكَ

এর পরিমাণ

٧٥٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِىُّ فَاَغْلَقَهَا عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَسَاَلْتُ بِلاَلاً حِيْنَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَّسَارِهِ وَعَمُوْدَيْنِ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَثَلاَثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوًا مِّنْ ثَلاَثَةِ اَذْرُعٍ

---

১. খোলা জায়গায় সালাত আদায় করার সময় মুসল্লীর সামনে কিছু সুতরা (আড়াল) থাকা উচিত। সুতরা অন্তত এক হাত লম্বা ও আঙ্গুল পরিমিত মোটা হলেই চলে। জামাআতের সালাতে ইমামের সুতরা মুসল্লীদের জন্য যথেষ্ট।

৭৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসামা ইব্‌ন যায়দ, বিলাল ও উসমান ইব্‌ন তালহা হাজাবী কা'বায় প্রবেশ করলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর বলেন : বিলাল যখন বের হলেন তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে কি করলেন ? তিনি বললেন, তিনি একটি খুঁটি তাঁর বামদিকে, দু'টি খুঁটি তাঁর ডানদিকে রাখলেন আর তিনটি খুঁটি তাঁর পেছনে রাখলেন। আর বায়তুল্লাহ তৎকালে ছয়টি খুঁটির উপর ছিল, তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন। তিনি তাঁর এবং দেয়ালের মধ্যস্থলে প্রায় তিন হাত ব্যবধান রাখলেন।

ذِكْرُمَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ وَمَا لاَيَقْطَعُ اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّى سُتْرَةٌ

সালাত আদায়কারীর সামনে সুতরা না থাকলে, যাতে সালাত নষ্ট হয় আর যাতে নষ্ট হয় না

٧٥١. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ اَنْبَأَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ قَائِمًا يُصَلِّى فَاِنَّهُ يَسْتُرُهُ اِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ اٰخِرَةِ الرَّحْلِ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ اٰخِرَةِ الرَّحْلِ فَاِنَّهُ يَقْطَعُ صَلٰوتَهُ الْمَرْاَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْاَسْوَدُ قُلْتُ مَابَالُ الْاَسْوَدِ مِنَ الْاَصْفَرِ مِنَ الْاَحْمَرِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِى فَقَالَ الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ شَيْطَانٌ *

৭৫১. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়ায়, তখন সে নিজেকে আড়াল করে নেবে যদি তার সামনে হাওদার হেলান কাঠের মত কিছু থাকে। যদি তার সামনে হাওদার হেলান কাঠের মত কিছু না থাকে, তাহলে তার সালাত নষ্ট করবে নারী, গাধা এবং কাল কুকুর। আমি বললাম, লাল ও হলদে কুকুরের তুলনায় কালো কুকুরের অবস্থা কি ? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে প্রশ্ন করেছিলাম, যেমন তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছ। তখন তিনি বললেন : কাল কুকুর শয়তান।[১]

٧٥٢. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ مَّايَقْطَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ الْمَرْاَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ قَالَ يَحْيٰى رَفَعَهُ شُعْبَةُ *

৭৫২. আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ বস্তু সালাত নষ্ট করে ? তিনি বললেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলতেন : ঋতুমতী নারী, কুকুর। ইয়াহ্‌ইয়া বলেন : শু'বা একে মরফূ' করেছেন (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্যন্ত সনদের ধারা পৌঁছিয়েছেন)।

---

১. স্ত্রীলোক দৃষ্টি আকর্ষণকারিণী, গাধার স্বর কর্কশ এবং কুকুর ভীতির কারণ। এজন্য বলা হয়েছে যে, এগুলো সালাত বিনষ্টকারী। সালাত বিনষ্ট দ্বারা সালাতের একাগ্রতা নষ্ট হওয়া বুঝানো হয়েছে।

٧٥٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جِئْتُ اَنَا وَالْفَضْلُ عَلٰى اَتَانٍ لَّنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَمَرَرْنَا عَلٰى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا وَتَرَكْنَا هَا تَرْتَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا *

৭৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এবং ফযল আমাদের এক গর্দভীর উপর সওয়ার হয়ে আসলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরাফায় লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তারপর তিনি কিছু বললেন, যার অর্থ হচ্ছে, আমরা কোন এক কাতারের মধ্যে ঢুকে পড়লাম এবং তা থেকে নামলাম এবং ওটাকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কিছুই বললেন না।

٧٥٤. اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرِو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ زَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَّنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَّحِمَارَةٌ تَرْعٰى فَصَلَّى النَّبِيُّ الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُزْجَرَا وَلَمْ يُؤَخَّرَا *

৭৫৪. আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ (র) - - - - ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এক বাগানে আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন, সেখানে আমাদের ছোট কুকুর ছিল আর গর্দভী ঘাস খাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে আসরের সালাত আদায় করলেন। তখন যে দু'টি তাঁর সামনে ছিল, না এ দু'টিকে ধমক দেওয়া হয়েছিল, না পেছনে সরানো হয়েছিল।

٧٥٥. اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنَّ الْحَكَمَ اَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ يُحَدِّثُ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ اَنَّهُ مَرَّ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هُوَ وَغُلَامٌ مِّنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلٰى حِمَارٍ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى فَنَزَلُوْا وَدَخَلُوا مَعَهُ فَصَلُّوْا وَلَمْ يَنْصَرِفْ فَجَاءَت جَارِيَتَانِ تَسْعَيَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ فَفَرَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ *

৭৫৫. আবুল আশ'আস (র) - - - - সুহায়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি এবং বনূ হাশিমের এক বালক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে দিয়ে গাধার উপর সওয়ার হয়ে গেলেন। তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। তখন তারা অবতরণ করে তাঁর সাথে সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত সমাপ্ত না করতেই বনূ আবদুল মুত্তালিবের দু'টি বালিকা দৌড়ে আসল। তারা এসে তাঁর হাঁটুদ্বয় ধরল। তিনি তাদের উভয়কে পৃথক করে দিলেন। তখনও তিনি সালাত শেষ করেন নি।

٧٥٦. اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ كُنْتُ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى فَاِذَا اَرَدْتُ اَنْ اَقُوْمَ كَرِهْتُ اَنْ اَقُوْمَ فَاَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ اَنْسَلَلْتُ اَنْسِلاَلاً *

৭৫৬. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসউদ (র) - - -.- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে ছিলাম আর তিনি সালাত আদায় করছিলেন। আমি যখন উঠে যেতে চাইলাম, তখন আমি দাঁড়িয়ে তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাওয়াটাকে খারাপ মনে করে আস্তে আস্তে (চাদরের নিচ থেকে) বের হয়ে গেলাম।

اَلتَّشْدِيْدُ فِى الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ

মুসল্লী ও তার সুতরার মাঝখান দিয়ে যাওয়া সম্পর্কে কঠোর বাণী

٧٥٧. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ اَرْسَلَهُ اِلَى اَبِى جُهَيْمٍ يَسْاَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى فَقَالَ اَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوْيَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ *

৭৫৭. কুতায়বা (র) - - - - বুসর ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইব্‌ন খালিদ তাঁকে আবূ জুহায়মের নিকট মুসল্লীর সামনে দিয়ে গমনকারী সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তিনি কি বলতে শুনেছেন তা জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালেন। তখন আবূ জুহায়ম (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। মুসল্লীর সামনে দিয়ে গমনকারী যদি জানত তার কি (ক্ষতি ও পাপ) হবে, তাহলে মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমন করার চাইতে চল্লিশ (বছর) দাঁড়িয়ে থাকা সে উত্তম মনে করতো।

٧٥٨. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلاَ يَدَعْ اَحَدًا اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِنْ اَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ *

৭৫৮. কুতায়বা (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করতে থাকে তাহলে সে যেন কাউকে তার সামনে দিয়ে যেতে না দেয়, যদি সে না মানে, তাহলে সে যেন শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দেয়।

اَلرُّخْصَةُ فِى ذٰلِكَ

এর অনুমতি

٧٥٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ

عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ بِحِذَائِهِ فِى حَاشِيَةِ الْمَقَامِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ اَحَدٌ *

৭৫৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - কাছীর (র)-এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখলাম তিনি সাতবার কা'বার তাওয়াফ করলেন। তারপর মাকামে ইবরাহীমের নিকট বায়তুল্লাহর বরাবর দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তখন তাঁর ও তাওয়াফকারীদের মধ্যে কেউ ছিল না।

اَلرُّخْصَةُ فِى الصَّلٰوةِ خَلْفَ النَّائِمِ

নিদ্রিত ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় করার অনুমতি

٧٦٠. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَاَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلٰى فِرَاشِهِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُوْتِرَ اَيْقَظَنِى فَاَوْتَرْتُ *

৭৬০. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করতেন, তখন আমি তাঁর ও কিবলার মধ্যস্থলে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকতাম। যখন তিনি বিতরের সালাত আদায় করতে ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে জাগিয়ে দিতেন এবং আমি বিতরের সালাত আদায় করতাম।

اَلنَّهْىُ عَنِ الصَّلٰوةِ اِلَى الْقَبْرِ

কবরের দিকে সালাত আদায় করার নিষেধাজ্ঞা

٧٦١. اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ وَاثِلَةَ ابْنِ الْاَسْقَعِ عَنْ اَبِى مَرْثَدٍ الْغَنَوِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُصَلُّوْا اِلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا *

৭৬১. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) - - - - আবূ মারসাদ গানাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে না এবং তার উপর উপবেশন করবে না।

اَلصَّلٰوةُ اِلٰى ثَوْبٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ

ছবিওয়ালা কাপড়ের দিকে সালাত আদায় করা

٧٦٢. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى الصَّنْعَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِى بَيْتِى ثَوْبٌ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَجَعَلْتُهُ اِلٰى سَهْوَةٍ فِى الْبَيْتِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَاعَائِشَةُ اَخِّرِيْهِ عَنِّى فَنَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ *

৭৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা সান'আনী (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার ঘরে একখানা কাপড় ছিল যাতে ছবি ছিল। আমি তা ঘরের তাকের দিকে রাখলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিকে সালাত আদায় করতেন। তারপর তিনি বলেছিলেন : হে আয়েশা ! ওটা আমার সম্মুখ থেকে সরাও। আমি সরিয়ে ফেললাম এবং তা দ্বারা বালিশ বানালাম।

اَلْمُصَلِّى يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاِمَامِ سُتْرَةٌ

মুসল্লী এবং ইমামের মধ্যে আড়াল

٧٦٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَصِيْرَةٌ يَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّى فِيْهَا فَفَطَنَ لَهُ النَّاسُ فَصَلُّوْا بِصَلٰوتِهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمُ الْحَصِيْرَةُ فَقَالَ اكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَاتُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لَايَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَاِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَدْوَمُهُ وَاِنْ قَلَّ ثُمَّ تَرَكَ مُصَلَّاهُ ذٰلِكَ فَمَا عَادَلَهُ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ اِذَا عَمِلَ عَمَلًا اَثْبَتَهُ *

৭৬৩. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একখানা মাদুর ছিল। তিনি দিনের বেলা তা বিছাতেন এবং রাতের বেলায় তা দ্বারা কুঠুরির মতো বানাতেন এবং তার ভেতর সালাত আদায় করতেন। লোক তা জানতে পেরে তাঁর সঙ্গে সালাতে শরীক হতেন, তখন তাঁর মধ্যে এবং তাদের মধ্যে থাকত ঐ মাদুর। তিনি বললেন, যতক্ষণ সামর্থ্য হয়, খুশিমনে আমল করতে থাক। তোমরা যতক্ষণ ক্লান্ত না হও ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাও তোমাদের থেকে অনুগ্রহের ধারা বন্ধ করেন না। আর আল্লাহর নিকট ঐ আমলই সবচেয়ে অধিক পছন্দনীয় যা স্থায়ীভাবে করা হয়। যদিও তা স্বল্প হয়। তারপর তিনি তাঁর এই সালাতের স্থান ত্যাগ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তুলে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আর সেখানে ফিরে আসেন নি। তিনি যখন কোন কাজ আরম্ভ করতেন, তা সব সময় আদায় করতেন।

اَلصَّلٰوةُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

এক বস্ত্রে সালাত

٧٦٤. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى

هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ اَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ *

৭৬৪. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক প্রশ্নকারী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এক বস্ত্রে সালাত আদায় করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'খানা কাপড় রয়েছে ?[১]

٧٦٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ اَنَّهُ رَاَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِى بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ *

৭৬৫. কুতায়বা (র) - - - - উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এক বস্ত্রে তার দু'দিক তাঁর দুই কাঁধের উপর রেখে উম্মে সালামার ঘরে সালাত আদায় করতে দেখেছেন।

اَلصَّلٰوةُ فِى قَمِيْصٍ وَاحِدٍ

এক জামায় সালাত আদায় করা

٧٦٦. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ عَنْ مُّوْسَى بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى لَاَكُوْنُ فِى الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَىَّ اِلاَّ الْقَمِيْصُ اَفَاُصَلِّى فِيْهِ قَالَ وَازْرُرْهُ عَلَيْكَ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ *

৭৬৬. কুতায়বা (র) - - - - সালামা ইব্‌ন আক্‌ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি শিকার করতে যাই তখন জামা ছাড়া আমার গায়ে আর কিছু থাকে না। আমি কি তাতেই সালাত আদায় করব ? তিনি বললেন : তার গেরেবান বন্ধ করে নেবে কাঁটা দ্বারা হলেও।[২]

اَلصَّلٰوةُ فِى الْاِزَارِ

ইযার পরিধান করে সালাত আদায় করা

٧٦٧. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَاقِدِيْنَ اُزْرَهُمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ فَقِيْلَ لِلنِّسَاءِ لَاتَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتّٰى يَسْتَوِىَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا *

১. এতে বুঝা যায় যে, দু' কাপড়ে অর্থাৎ তহবন্দ ও চাদর কিংবা তহবন্দ ও জামায় সালাত আদায় করা উত্তম হলেও এক কাপড়েও তা জায়েয।

২. গেরেবান জামার গলার বা বুকের দিকে উন্মুক্ত অংশ। গেরেবান বন্ধ করার উদ্দেশ্য এই যে, এতে ভেতরের দিকে সতর দেখা যাবে না।

৭৬৭. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে শিশুদের মত ইযারে গিরা দিয়ে সালাত আদায় করতেন। মহিলাদের বলা হতো, পুরুষেরা সোজা হয়ে বসার পূর্বে তোমরা তোমাদের মাথা সিজদা থেকে ওঠাবে না

٧٦٨. اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنْبَأَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا رَجَعَ قَوْمِيْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا اِنَّهُ قَالَ لِيَؤُمَّكُمْ اَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْاٰنِ قَالَ فَدَعَوْنِي فَعَلَّمُوْنِي الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَكُنْتُ اُصَلِّي بِهِمْ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ مَفْتُوْقَةٌ فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاَبِي اَلَا تُغَطِّي عَنَّا اسْتَ ابْنِكَ *

৭৬৮. শু'আয়ব ইব্‌ন ইউসুফ (র) - - - - আমর ইব্‌ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন আমার সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন করল, তখন তারা বলল যে, তিনি বলেছেন : তোমাদের ইমামতি করবে সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে কুরআন বেশি পড়তে পারে। তিনি আরো বলেন : তখন তারা আমাকে ডাকল এবং আমাকে রুকূ-সিজদা শিখিয়ে দিল। তারপর আমি তাদের নিয়ে সালাত আদায় করতাম। তখন আমার গায়ে থাকত একখানা কাটা চাদর। তারা আমার পিতাকে বলতো, আপনি কি আমাদের থেকে আপনার ছেলের নিতম্ব ঢাকবেন না ?

صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ

কোন পুরুষের এমন কাপড়ে সালাত আদায় করা যার কিছু অংশ রয়েছে তার স্ত্রীর উপর

٧٦٩. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْبَأَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَاَنَا اِلَى جَنْبِهِ وَاَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ بَعْضُهُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৭৬৯. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে সালাত আদায় করতেন তখন আমি তাঁর পাশে ঋতুমতি অবস্থায় থাকতাম। তখন আমার গায়ে একখানা চাদর থাকত যার কিয়দংশ থাকত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গায়ে।

صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

রুষের এমন এক বস্ত্রে সালাত আদায় করা যার কোন অংশ স্কন্ধের উপর না থাকে

٧٧٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ *

৭৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) ---- আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন এমন এক কাপড়ে সালাত আদায় না করে যার কিছু অংশ তার স্কন্ধে না থাকে।

اَلصَّلٰوةُ فِى الْحَرِيْرِ

রেশমী বস্ত্রে সালাত

٧٧١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اُهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ يَنْبَغِى هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ *

৭৭১. কুতায়বা ও ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ যুগবা (র) ---- উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে একটি রেশমী কাবা (قبا) হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। তিনি তা পরিধান করে সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাত আদায় করে অতি তাড়াতাড়ি অপছন্দকারীর ন্যায় তা খুলে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন : এটা মুত্তাকীদের জন্য উপযুক্ত নয়।[১]

اَلرُّخْصَةُ فِى الصَّلٰوةِ فِى خَمِيْصَةٍ لَهَا اَعْلاَمٌ

নকশা করা কাপড়ে সালাত

٧٧٢. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى فِى خَمِيْصَةٍ لَهَا اَعْلاَمٌ ثُمَّ قَالَ شَغَلَتْنِى اَعْلاَمُ هٰذِهِ اذْهَبُوْا بِهَا اِلَى اَبِى جَهْمٍ وَاْتُوْنِى بِاَنْبِجَانِيِّهِ *

৭৭২. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নকশা করা কাপড়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন : এর নকশা আমাকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে। এটা আবূ জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং আমার জন্য নকশাবিহীন মোটা চাদর আন।

اَلصَّلٰوةُ فِى الثِّيَابِ الْحُمْرِ

লাল কাপড়ে সালাত

٧٧٣. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ فَرَكَزَ عَنَزَةً فَصَلَّى اِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَّرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْمَرْاَةُ وَالْحِمَارُ *

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) রেশমী বস্ত্র পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে পরিধান করেছিলেন। অথবা কাপড়টি রেশম ও অন্য বস্তুর সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়েছিল।

৭৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লাল ডোরাযুক্ত জুব্বা পরিধান করে বের হলেন এবং একটি তীর পুঁতে তার দিকে সালাত আদায় করলেন যার অপরদিক দিয়ে কুকুর, নারী এবং গাধা চলাচল করছিল।

اَلصَّلٰوةُ فِى الشِّعَارِ

চাদরে সালাত

٧٧٤. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ قَالَ سَمِعْتُ خِلاَسَ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كُنْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبُو الْقَاسِمِ فِى الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَاَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَاِنْ اَصَابَهُ مِنِّى شَىْءٌ غَسَلَ مَا اَصَابَهُ لَمْ يَعْدُهُ اِلٰى غَيْرِهِ وَصَلّٰى فِيْهِ ثُمَّ يَعُوْدُ مَعِى فَاِنْ اَصَابَهُ مِنِّى شَىْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ لَمْ يَعْدُهُ اِلٰى غَيْرِهِ *

৭৭৪. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - খিলাস ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি এবং আবুল কাসেম (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) একই চাদরে থাকতাম আর তখন আমি অধিক হায়েযগ্রস্তা ছিলাম, যদি আমা হতে কিছু তাঁর গায়ে লাগত তাহলে তিনি তা ধুয়ে ফেলতেন, এর অতিরিক্ত ধুতেন না এবং তাতেই সালাত আদায় করতেন। তারপর আবার আমার সাথে অবস্থান করতেন। যদি আমা হতে কিছু তাঁর শরীরে লাগত, তিনি তা-ই ধুতেন, তাছাড়া আর কোন অংশ ধুতেন না।

اَلصَّلٰوةُ فِى الْخُفَّيْنِ

চামড়ার মোজা পরিধান করে সালাত আদায় করা

٧٧٥. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ رَاَيْتُ جَرِيْرًا بَالَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى فَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هٰذَا *

৭৭৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র) - - - - হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জারীর (রা)-কে দেখলাম যে, তিনি পেশাব করলেন, তারপর পানি আনিয়ে উযূ করলেন এবং মোজার উপর মসেহ করলেন, পরে উঠে সালাত আদায় করলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।

اَلصَّلٰوةُ فِى النَّعْلَيْنِ

জুতা পরিধান করে সালাত আদায় করা

٧٧٦. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَغَسَّانَ بْنِ مُضَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ

وَاسْمُهُ سَعِيْدُ بْنِ يَزِيْدَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فِى النَّعْلَيْنِ قَالَ نَعَمْ *

৭৭৬ আমর ইব্‌ন আলী (র) - - - - আবূ সালামা সাঈদ ইব্‌ন ইয়াযীদ বাসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুতা পরিধান করে সালাত আদায় করতেন কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

اَيْنَ يَضَعُ الْاِمَامُ نَعْلَيْهِ اِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ

ইমামতি করার সময় ইমাম জুতা কোথায় রাখবেন

٧٧٧. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ *

৭৭৭.উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ ও শুআয়ব ইব্‌ন ইউসুফ (র) - - - আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সায়িব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন সালাত আদায় করলেন : তিনি তাঁর জুতা তাঁর বামদিকে রাখলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاِمَامَةِ

অধ্যায় : ইমামত

ذِكْرُ الْاِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ : اِمَامَةُ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ

ইমামত ও জামাআত : আলিম এবং মর্যাদাবানদের ইমামতি

٧٧٨. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتِ الْاَنْصَارُ مِنَّا اَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ اَمِيْرٌ فَاَتَاهُمْ عُمَرُ فَقَالَ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَمَرَ اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَاَيُّكُمْ تَطِيْبُ نَفْسُهُ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَبَا بَكْرٍ قَالُوْا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ نَتَقَدَّمَ اَبَا بَكْرٍ *

৭৭৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও হান্নাদ ইব্ন সাররী (র) - - - - আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ইন্তিকাল করলেন, আনসার সম্প্রদায় বললেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবে আর তোমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবে। তাঁদের নিকট উমর (রা) এসে বললেন : তোমরা কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা)-কে আদেশ করেছিলেন, লোকের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করতে ? অতএব তোমাদের মধ্যে কার মন খুশি হবে আবূ বকরের অগ্রগামী হতে ? তাঁরা বললেন, নাউযু বিল্লাহ ! আমরা আবূ বকরের অগ্রবর্তী হতে চাই না।

اَلصَّلٰوةُ مَعَ اَئِمَّةِ الْجَوْرِ

অত্যাচারী শাসকদের সাথে সালাত আদায় করা

٧٧٩. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ اَخَّرَ زِيَادٌ الصَّلٰوةَ فَاَتَانِي ابْنُ صَامِتٍ فَاَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ

صُنْعَ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلٰى شَفَتَيْهِ وَضَرَبَ فَخِذِى قَالَ انِّى سَأَلْتُ اَبَا ذَرٍّ كَمَاسَأَلْتَنِى فَضَرَبَ فَخِذِىْ كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَ قَالَ انِّى سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِى فَضَرَبَ فَخِذِى كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ صَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلاَ تَقُلْ انِّى صَلَّيْتُ فَلاَ اُصَلِّى.*

৭৭৯. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়্যুব (র) - - - - আবুল আলিয়া বাররা[১] (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যিয়াদ বিলম্বে সালাত আদায় করল। তারপর ইব্‌ন সামিত (রা) আমার নিকট আসলে আমি তাঁর জন্য একখানা কুরসী পেতে দিলাম। তিনি তার উপর উপবেশন করলেন। আমি তাঁর নিকট যিয়াদের কাণ্ড বর্ণনা করলাম, তিনি তাঁর ওষ্ঠদ্বয় কামড়ে ধরলেন এবং আমার উরুদেশ চেপে ধরলেন এবং বললেন : আমি আবূ যর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যেমন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে। তিনিও আমার উরুদেশে হাত মেরেছিলেন যেমন আমি হাত মেরেছি তোমার উরুর উপর এবং বলেছিলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যেমন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে। তারপর তিনি আমার উরুতে হাত মারলেন, যেমন আমি তোমার উরুতে হাত মেরেছি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন : সালাত যথাসময়ে আদায় করবে। যদি তাদের সাথে সালাত পাও, তবে আদায় করে নিবে কিন্তু একথা বলো না যে, আমি সালাত আদায় করে ফেলেছি, এখন আর আদায় করবো না।

٧٨٠. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُوْنَ اَقْوَامًا يُصَلُّوْنَ الصَّلٰوةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتُمُوْهُمْ فَصَلُّو الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا وَصَلُّوْا مَعَهُمْ وَجْعَلُوهَا سُبْحَةً *

৭৮০. উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : হয়ত তোমরা এমন লোকের সাক্ষাত পাবে যারা অসময়ে সালাত আদায় করবে। যদি তোমরা তাদের পাও, তাহলে সময়মত সালাত আদায় করবে এবং তাদের সাথে সালাত আদায় করবে এবং তা নফল ধরে নেবে।

مَنْ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ

কে ইমাম হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি

٧٨١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ اَنْبَأَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ فِى الْهِجْرَةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ

১. আবুল আলিয়া বাররা (র)-এর নাম যিয়াদ ইব্‌ন ফায়রূয।

فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَّلاَ تَؤُمَّ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهٖ وَلاَ تَقْعُدْ عَلٰى تَكْرِمَتِهٖ اِلاَّ اَنْ يَّاْذَنَ لَكَ *

৭৮১. কুতায়বা (র) - - - - আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : দলের ইমামতি করবে ঐ ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অধিক ভাল পাঠ করে। যদি তারা সকলেই কিরাআতে সমপর্যায়ভুক্ত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে পূর্বে হিজরত করেছে। যদি তারা সকলেই হিজরতে সমপর্যায়ের হয়, তবে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। যদি তারা সুন্নাহতেও সমপর্যায়ের হয়, তাহলে যার বয়স অধিক, সে ব্যক্তি। আর তুমি কোন ব্যক্তির কর্তৃত্বের স্থানে ইমামতি করবে না। আর তুমি তার আসনে উপবেশন করবে না, হ্যাঁ, যদি তিনি তোমাকে অনুমতি দেন।

تَقْدِيْمُ ذَوِى السِّنِّ

বয়োজ্যেষ্ঠকে ইমাম মনোনীত করা

٧٨٢. اَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِىُّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِى وَقَالَ مَرَّةً اَنَا وَصَاحِبٌ لِى فَقَالَ اِذَا سَافَرْتُمَا فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا *

৭৮২. হাজিব ইব্‌ন সুলায়মান মানবিজী (র) - - - - মালিক ইব্‌ন হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক সময় আমি এবং আমার এক চাচাত ভাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এলাম। অন্য এক সময় বলেছেন, আমি এবং আমার এক সাথী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলে তিনি বললেন : যখন তোমরা সফর করবে, তখন তোমরা আযান দিবে এবং ইকামত বলবে, আর তোমাদের ইমামতি করবে, তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড়।

اِجْتِمَاعُ الْقَوْمِ فِى مَوْضِعٍ هُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ

একদল লোকের এমন স্থানে একত্র হওয়া যেখানে সকলেই সমান

٧٨٣. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا كَانُوْا ثَلٰثَةً فَلْيَؤُمَّهُم اَحَدُهُمْ وَاَحَقُّهُمْ بِالْاِمَامَةِ اَقْرَؤُهُمْ *

৭৮৩ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তিন ব্যক্তি একত্র হবে তখন তাদের একজন ইমামতি করবে আর তাদের মধ্যে ইমামতের অধিক হকদার সেই, যে বেশি কুরআন জানে।

اِجْتِمَاعُ الْقَوْمِ وَفِيْهِمُ الْوَالِىُّ

যদি দলে শাসক উপস্থিত থাকেন

٧٨٤. اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ

اِسْمٰعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُؤَمُّ الرَّجُلُ فِى سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجْلَسُ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ *

৭৮৪. ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ তায়মী (র) - - - - আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির কর্তৃত্বের স্থানে অন্য কেউ তার ইমাম হবে না। অথবা তার বসার স্থানেও বসা যাবে না। হ্যাঁ, তার অনুমতি পেলে ভিন্ন কথা।

اِذَا تَقَدَّمَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْوَالِىُّ هَلْ يَتَأَخَّرُ

প্রজার ইমামতির সময় শাসক আসলে

٧٨٥. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَلَغَهُ اَنَّ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَىْءٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فِى اُنَاسٍ مَّعَهُ فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَانَتِ الْاُوْلٰى فَجَاءَ بِلاَلٌ اِلٰى اَبِى بَكْرٍ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلٰوةُ فَهَلْ لَّكَ اَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَاَقَامَ بِلاَلٌ وَّتَقَدَّمَ اَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ النَّاسُ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِى فِى الصُّفُوْفِ حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ وَاَخَذَ النَّاسُ فِى التَّصْفِيْقِ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِى صَلٰوتِهِ فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُهُ اَنْ يُّصَلِّىَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَالَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَىْءٌ فِى الصَّلٰوةِ اَخَذْتُمْ فِى التَّصْفِيْقِ اِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِى صَلٰوتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ لاَيَسْمَعُهُ اَحَدٌ حِيْنَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِلاَّ الْتَفَتَ اِلَيْهِ يَا اَبَا بَكْرٍ مَامَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ لِلنَّاسِ حِيْنَ اَشَرْتُ اِلَيْكَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَاكَانَ يَنْبَغِى لاِبْنِ اَبِى قُحَافَةَ اَنْ يُّصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৭৮৫. কুতায়বা (র) - - - - সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, বনূ আমর ইব্‌ন আউফ-এর মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু লোকসহ তাদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য বের হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে কাজে আটকা পড়লেন। ইত্যবসরে আসরের সময় হলো। বিলাল (রা) আবূ বকর (রা)-এর নিকট এসে বললেন : হে আবূ বকর (রা)! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো আটকা

পড়েছেন, আর এদিকে সালাতের সময় হয়েছে। আপনি কি লোকদের ইমাম হবেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি ইচ্ছা কর! তখন বিলাল (রা) ইকামত বললেন আর আবূ বকর (রা) সম্মুখে অগ্রসর হলেন। তিনি লোকদের নিয়ে সালাতের তাকবীর বললেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হেঁটে এসে কাতারে দাঁড়ালেন। আর লোক (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপস্থিতির কথা জানানোর জন্য) হাত তালি দিতে লাগলেন। আবূ বকর (রা) সালাতের মধ্যে এদিকে লক্ষ্য করছিলেন না। যখন লোক এরূপ বারবার করতে লাগলেন তখন তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উপস্থিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইঙ্গিতে সালাত আদায় করতে আদেশ করলেন। আবূ বকর (রা) তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং পেছনে সরে আসলেন এবং সালাতের কাতারে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি সালাত শেষ করে লোকদের দিকে ফিরে বললেন : হে লোক সকল ! তোমাদের কি হলো যে, সালাতে কোন সমস্যা দেখা দিলে তোমরা হাত তালি দিতে আরম্ভ কর ? হাত তালি দেওয়া তো নারীদের জন্য। সালাতে কারো কোন সমস্যা দেখা দিলে সে যেন সুবহানাল্লাহ বলে। কেননা সুবহানাল্লাহ বলতে শুনলে সকলেই তার দিকে লক্ষ্য করবে। (তারপর তিনি বললেন :) হে আবূ বকর ! আমি যখন তোমার প্রতি ইঙ্গিত করলাম তখন সালাত আদায় করা থেকে তোমাকে কোন্ বস্তু বিরত রাখলো? আবূ বকর (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে আবূ কুহাফার পুত্রের ইমামতি করা শোভা পায় না।

صَلٰوةُ الْاِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِّنْ رَّعِيَّتِهٖ

অধীনস্থের পেছনে শাসকের সালাত আদায় করা

٧٨٦. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اٰخِرُ صَلٰوةٍ صَلاَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ الْقَوْمِ صَلّٰى فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُتَوَشِّحًا خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ *

৭৮৬. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বশেষ যে সালাত লোকের সাথে জামা'আতে আদায় করেন তা ছিল আবূ বকর (রা)-এর পেছনে। তিনি এক কাপড়ে সালাত আদায় করেছিলেন এবং বিপরীত দিক হতে কাঁধের ওপর কাপড় পরে বুকের ওপর এর দু'প্রান্তে গিঁট দিয়ে নিয়েছিলেন।

٧٨٧. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيْسٰى صَاحِبُ الْبَصْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ . عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ صَلّٰى لِلنَّاسِ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الصَّفِّ *

৭৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ বকর (রা) লোকের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করলেন আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন তাঁর পেছনের কাতারে।

اِمَامَةُ الزَّائِرِ

যিয়ারতকারীর ইমামতি

٧٨٨. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبَانَ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ

مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَطِيَّةَ مَوْلَى لَنَا عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا زَارَ اَحَدُكُمْ قَوماً فَلاَ يُصَلِّيَنَّ بِهِمْ *

৭৮৮. সুয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - মালিক ইব্‌ন হুয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ কোন দলের সাক্ষাতের জন্য যায়, তখন সে যেন তাদের ইমামতি না করে।

اِمَامَةُ الْاَعْمٰى

অন্ধের ইমামতি

٧٨٩. اَخْبَرَنَا هٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ اَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ اَعْمٰى وَاَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا تَكُوْنُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ وَاَنَا رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فِى بَيْتِى مَكَانًا اَتَّخِذُهُ مُصَلّٰى فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ لَكَ فَاَشَارَ اِلٰى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ *

৭৮৯. হারুন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ও হারিস ইব্‌ন মিসকীন (র) - - - - মাহমূদ ইব্‌ন রবী (র) থেকে বর্ণিত। ইতবান ইব্‌ন মালিক (রা) তাঁর দলের লোকের ইমামতি করতেন আর তিনি ছিলেন অন্ধ।[১] তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললেন : অনেক সময় অন্ধকার, বৃষ্টি এবং বন্যা হয়, আর আমি একজন অন্ধ ব্যক্তি। অতএব ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার বাড়িতে একস্থানে একবার সালাত আদায় করুন। আমি ঐ স্থানটি সালাতের জন্য নির্ধারণ করে নেব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর বাড়িতে আগমন করে জিজ্ঞাসা করলেন : আমার কোথায় সালাত আদায় করাকে তুমি পছন্দ কর ? তখন তিনি তাঁর ঘরের একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে সালাত আদায় করলেন।

اِمَامَةُ الْغُلاَمِ قَبْلَ اَنْ يَّحْتَلِمَ

বালেগ হওয়ার পূর্বে ইমামতি

٧٩٠. اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَسْرُوْقِىُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ الْجِرْمِىُّ قَالَ كَانَ يَمُرُّ عَلَيْنَا الرُّكْبَانُ فَنَتَعَلَّمُ

১. উপস্থিত লোকদের মধ্যে অন্ধের চাইতে শরীআতের অধিক জ্ঞানসম্পন্ন কিংবা তার সমান জ্ঞানসম্পন্ন লোক থাকতে অন্ধের ইমামতি মাকরূহ।

مِنْهُمُ الْقُرْاٰنَ فَاَتَى اَبِى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لِيَؤُمَّكُم اَكْثَرُكُمْ قُرْاٰنًا فَجَاءَ اَبِى فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِيَؤُمَّكُم اَكْثَرُكُمْ قُرْاٰنًا فَنَظَرُوا فَكُنْتُ اَكْثَرَ هُمْ قُرْاٰنًا فَكُنْتُ اَؤُمُّهُمْ وَاَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ *

৭৯০. মূসা ইব্‌ন আবদুর রহমান মাসরূকী (র) - - - - আমর ইব্‌ন সালামা জিরমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের নিকট আরোহী যাত্রীগণ আসতেন, আমরা তাঁদের নিকট কুরআন শিক্ষা করতাম। আমার পিতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আসলে তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে যে কুরআন বেশি জানে, সেই ইমামত করবে। আমার পিতা এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে বেশি কুরআন জানে, সেই ইমামত করবে। তারা দেখলেন, আমি কুরআন অধিক জানি, তখন আমিই তাদের ইমামত করতাম আর তখন আমি ছিলাম আট বছরের বালক।[১]

قِيَامُ النَّاسِ اِذَا رَاَوُا الْاِمَامَ

ইমামকে দেখলে দাঁড়ানো

٧٩١. اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ وَحَجَّاجُ بْنُ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ فَلَا تَقُوْمُوا حَتّٰى تَرَوْنِى *

৭৯১. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যখন সালাতের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না।

اَلْاِمَامُ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الْاِقَامَةِ

ইকামতের পর ইমামের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে

٧٩٢. اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَجِىٌّ لِرَجُلٍ فَمَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ حَتّٰى نَامَ الْقَوْمُ *

৭৯২. যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ূব (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সালাতের ইকামত বলা

১. নাবালেগের ফরয সালাত নফল সালাত হিসেবে গণ্য। সুতরাং তার পেছনে বয়স্ক লোক ফরয সালাতের ইকতিদা করলে তার ফরয সালাতও নফল সালাত হিসেবে গণ্য হবে। এ কারণে নাবালেগের পেছনে বয়স্ক লোকের ফরয সালাতের ইকতিদা করা জায়েয নয়। এমনকি অধিকাংশ আলিমের মতে নাবালেগের পেছনে নফল সালাতের ইকতিদা করাও জায়েয নয়। আলোচ্য হাদীসের জবাবে বলা হবে যে, সাহাবীগণের এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জ্ঞাতসারে হয়নি। তাঁরা ইজতিহাদবশত এরূপ করেছিলেন। তারা মনে করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ, সাধারণ অর্থাৎ বালেগ-নাবালেগ সকলের মধ্যে যেই অধিক কুরআন জানে, সেই ইমামতি করবে। অথচ এ নির্দেশের মর্ম ছিল এই যে, বয়স্কদের মধ্যে যে অধিক কুরআন জানে, সে-ই ইমামতি করবে। –অনুবাদক

হলো আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তির সাথে একান্তে কথা বলছিলেন। তারপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন না, যতক্ষণ না লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ল।[১]

اَلْاِمَامُ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِى مُصَلاَّهُ اَنَّهُ عَلٰى غَيْرِ طَهَارَةٍ

মুসাল্লায় দাঁড়ানোর পর ইমামের স্মরণ হলো, তিনি পবিত্র নন

٧٩٣. اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَالْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَفَّ النَّاسُ صُفُوْفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا قَامَ فِى مُصَلاَّهُ ذَكَرَ اَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَكَانَكُم ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطُفُ رَاْسُهُ فَاغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوْفٌ *

৭৯৩. আমর ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন কাছীর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সালাতের ইকামত বলা হলো, লোক তাদের কাতার ঠিক করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন, যখন তিনি তাঁর মুসাল্লায় দাঁড়ালেন, তখন তাঁর স্মরণ হলো, তিনি গোসল করেন নি। তখন তিনি লোকদের বললেন, তোমরা তোমাদের জায়গায় থাক। তারপর তিনি ঘরে গেলেন। পরে বের হলেন, তখন তাঁর মাথা থেকে পানি বেয়ে পড়ছিল। তিনি গোসল করলেন, তখন আমরা কাতারে ছিলাম।

اِسْتِخْلاَفُ الْاِمَامِ اِذَا غَابَ

ইমাম অনুপস্থিত থাকলে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা

٧٩٤. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَّعْنَاهَا قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ قَالَ لِبِلاَلٍ يَا بِلاَلُ اِذَا حَضَرَ الْعَصْرُ وَلَمْ اٰتِ فَمُرْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَلَمَّا اَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ اَقَامَ فَقَالَ لاَبِى بَكْرٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تَقَدَّم فَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَدَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يَشُقُّ النَّاسَ حَتّٰى قَامَ خَلْفَ اَبِى بَكْرٍ وَصَفَّحَ الْقَوْمُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ لَم يَلْتَفِتْ فَلَمَّا رَاٰى اَبُوْ بَكْرٍ التَّصْفِيْحَ لاَيُمْسَكُ عَنْهُ الْتَفَتَ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَهُ

১, বিশেষ জরুরী কাজের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ করেছিলেন কিংবা বিশেষ প্রয়োজনে এরূপ করা যে জায়েয, তা বুঝানোর জন্য তিনি এরূপ করেছিলেন।

اَمْضِيَهُ ثُمَّ مَشٰى اَبُوْ بَكْرِ الْقَهْقَرٰى عَلٰى عَقِبَيْهِ فَتَاَخَّرَ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَقَدَّمَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اِذْ اَوْمَأْتُ اِلَيْكَ اَنْ لاَّ تَكُوْنَ مَضَيْتَ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ لاِبْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يَؤُمَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لِلنَّاسِ اِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ *

৭৯৪. আহমদ ইব্‌ন আবদা (র) - - - - সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, বনূ আমর ইব্‌ন আউফ-এর মধ্যে মারামারি হচ্ছিল। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলো। তিনি যোহরের সালাত আদায় করে তাদের মধ্যে আপস করে দেবার জন্য তাদের নিকট গেলেন। তিনি বিলাল (রা)-কে বললেন, বিলাল! যদি আসরের সালাতের সময় হয় আর আমি আসতে না পারি তবে আবূ বকর (রা)-কে বলবে সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। যখন সালাতের সময় উপস্থিত হলো তখন বিলাল (রা) আযান দিলেন। তারপর ইকামত বললেন এবং আবূ বকর (রা)-কে বললেন, সামনে যান। তখন আবূ বকর (রা) সামনে গিয়ে সালাত আরম্ভ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আগমন করলেন এবং লোকদের কাতারের মধ্য দিয়ে এসে আবূ বকরের পেছনে দাঁড়ালেন। লোকজন হাততালি দিয়ে ইংগিত করলেন। আর আবূ বকর (রা) সালাতে দাঁড়ালে কোনদিকে লক্ষ্য করতেন না। যখন তিনি দেখলেন তাদের হাততালি বন্ধ হচ্ছে না, তখন তিনি লক্ষ্য করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিজ হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতের জন্য তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। তারপর আবূ বকর (রা) পেছনে সরে আসলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা দেখে সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। যখন সালাত শেষ করলেন তখন তিনি বললেন : হে আবূ বকর ! আমি যখন তোমাকে ইঙ্গিত করলাম, তখন তুমি পিছে সরে আসা থেকে কেন বিরত থাকলে না ? তিনি বললেন : আবূ কুহাফার পুত্রের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইমামত করা শোভা পায় না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের বললেন : যখন তোমাদের কোন সমস্যা দেখা দেয়, তখন পুরুষরা সুবহানাল্লাহ বলবে আর মহিলারা হাততালি দিবে।

اَلْاِئْتِمَامُ بِالْاِمَامِ

ইমামের অনুসরণ করা

৭৯৫. اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ يَعُوْدُوْنَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ *

৭৯৫. হান্নাদ ইব্‌ন সাররী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়া থেকে ডানদিকে পড়ে গেলেন। লোক তাঁকে দেখতে (তাঁর ঘরে) প্রবেশ করল। ইতিমধ্যে সালাতের সময় উপস্থিত

হল। তিনি সালাত শেষ করে বললেন : ইমাম বানান হয় তার অনুসরণ করার জন্য। যখন তিনি রুকূ করেন, তখন তোমরাও রুকূ করবে। আর যখন মাথা উঠান, তোমরাও মাথা উঠাবে আর যখন সিজদা করেন, তোমরাও সিজদা করবে। আর যখন ইমাম সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলেন, তখন তোমরা বলবে রাব্বানা লাকাল্ হাম্‌দ।

اَلْائْتِمَامُ بِمَنْ يَأْتَمُّ بِالْاِمَامِ

যে ইমামের অনুসরণ করেছে তার অনুসরণ করা

٧٩٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاىَ فِى اَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِى وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ *

৭৯৬. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে পেছনে থাকার প্রবণতা লক্ষ্য করলেন। তিনি বললেন : তোমরা সামনে এগিয়ে আস এবং আমার সাথে ইকতিদা কর। আর তোমাদের পরবর্তীগণ তোমাদের ইকতিদা করবে। কোন সম্প্রদায় সর্বদা পেছনে থাকলে, পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পিছিয়েই রাখেন।

٧٩٧. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ نَحْوَهُ *

৭৯৭. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আবূ নাযরা (র) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

٧٩٨. اَخْبَرَنَا مَحْمُوْدُ ابْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْدَاوُدَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَن مُوْسَى بْنِ اَبِى عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ اَبَا بَكْرٍ اَن يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ قَالَتْ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ يَدَى اَبِى بَكْرٍ فَصَلَّى قَاعِدًا وَّاَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى النَّاسَ وَالنَّاسُ خَلْفَ اَبِى بَكْرٍ *

৭৯৮. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে আদেশ করলেন। তিনি বলেন : তখন নবী ﷺ ছিলেন আবূ বকর (রা)-এর সামনে। তিনি বসে সালাত আদায় করলেন। আর আবূ বকর (রা) লোকদের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করলেন। লোকজন ছিল আবূ বকর (রা)-এর পেছনে।

٧٩٩. اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّوَاسِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ وَاَبُوْ بَكْرٍ خَلْفَهُ فَاِذَا كَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبَّرَ اَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُنَا *

৭৯৯. উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন ফাযালা ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ইমাম হয়ে যোহরের সালাত আদায় করলেন তখন আবূ বকর (রা) ছিলেন তাঁর পেছনে। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকবীর বলতেন তখন আবূ বকর (রা)-ও আমাদেরকে শোনাবার জন্য তাকবীর বলতেন।

مَوْقِفُ الْاِمَامِ اِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً وَالْاِخْتِلاَفِ فِى ذٰلِكَ

তিনজন মুসল্লী হলে ইমামের স্থান এবং এ ব্যাপারে মতভেদ

٨٠٠ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْكُوْفِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ هٰرُوْنَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْاَسْوَدِ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالاَ دَخَلْنَا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ نِصْفَ النَّهَارِ فَقَالَ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ اُمَرَاءُ يَشْتَغِلُوْنَ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَصَلُّوا لِوَقْتِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى بَيْنِى وَ بَيْنَهُ فَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ *

৮০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ কূফী (র) - - - - আসওয়াদ এবং আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন : আমরা দ্বিপ্রহরে আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, অচিরেই এমন নেতা আবির্ভূত হবে যারা যথাসময়ে সালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে। অতএব তোমরা যথাসময়ে সালাত আদায় করবে। তারপর তিনি আমার এবং তাঁর (আলকামা) মধ্যে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন এবং বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি।[১]

٨٠١ . اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا اَفْلَحُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ فَرْوَةَ الْاَسْلَمِىُّ عَنْ غُلاَمٍ لِجَدِّهِ يُقَالُ لَهُ مَسْعُوْدٌ فَقَالَ مَرَّبِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لِى اَبُوْ بَكْرٍ يَامَسْعُوْدُ ائْتِ اَبَا تَمِيْمٍ يَعْنِى مَوْلاَهُ فَقُلْ لَهُ يَحْمِلْنَا عَلٰى بَعِيْرٍ وَيَبْعَثْ اِلَيْنَا بِزَادٍ وَّدَلِيْلٍ يَدُلُّنَا فَجِئْتُ اِلٰى مَوْلاَىَ فَاَخْبَرْتُهُ فَبَعَثَ مَعِى بِبَعِيْرٍ وَوَطْبٍ مِنْ لَّبَنٍ فَجَعَلْتُ اَخْذُبِهِمْ فِى اِخْفَاءِ الطَّرِيْقِ وَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى وَقَامَ اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَقَدْ عَرَفْتُ الْاِسْلاَمَ وَاَنَا مَعَهُمَا فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُمَا فَدَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى صَدْرِ اَبِى بَكْرٍ فَقُمْنَا خَلْفَهُ . "قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُرَيْدَةُ هٰذَا لَيْسَ بِقَوِىٍّ فِى الْحَدِيْثِ" *

৮০১. আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - বুরায়দা ইব্‌ন সুফিয়ান ইব্‌ন ফরওয়াতুল আসলামী তাঁর দাদার এক গোলাম থেকে বর্ণনা করেন। যার নাম ছিল মাসঊদ। তিনি বলেন : আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আবূ

১. সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্থান সংকীর্ণ হওয়ার কারণে কোন কোন সময় এরূপ করেছিলেন কিংবা এই হাদীস পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে।

বকর (রা) আগমন করলেন। আবূ বকর (রা) আমাকে বললেন, হে মাসঊদ ! আবূ তামীমের নিকট যাও অর্থাৎ তাঁর মনিব-এর নিকট এবং তাকে বল, সে যেন আমাদের জন্য উটের সওয়ারীর ব্যবস্থা করে, আমাদের জন্য কিছু সামান ও একজন পথপ্রদর্শক পাঠায় যে আমাদের পথ দেখাবে। আমি আমার মালিকের নিকট গিয়ে এ সংবাদ দিলাম। তিনি আমার সাথে একটি উট ও এক মশক দুধ পাঠিয়ে দিলেন। আমি তাঁদের নিরিবিলি স্থানে নিয়ে গেলাম, এমতাবস্থায় সালাতের সময় হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন আর আবূ বকর (রা) তাঁর ডানদিকে দাঁড়ালেন। আমি ইসলাম সম্বন্ধে জানতাম। আমিও তাঁদের সঙ্গে সালাতে শরীক হলাম। অতএব আমি তাঁদের পেছনে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা)-এর বক্ষে হাত রেখে তাঁকে পেছনে সরিয়ে দিলেন। আমরা তখন তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম।

আবূ আবদুর রহমান বলেন : এই বুরায়দা হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন।

اِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً وَّامْرَاَةً

তিনজন পুরুষ এবং একজন মহিলা হলে

٨٠٢ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ قَدْ صَنَعَتْهُ لَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَلاُصَلِّى بِكُمْ قَالَ اَنَسٌ فَقُمْتُ اِلٰى حَصِيْرٍ لَّنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَفْتُ اَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِن وَّرَائِنَا فَصَلّٰى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ *

৮০২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর দাদী মুলায়কা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য খানা তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত করলেন। তিনি তা খেলেন। তারপর বললেন : তোমরা ওঠ। আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। আনাস (রা) বলেন, অতএব আমি আমাদের একখানা চাটাই ছিল তা আনতে গেলাম। যা বহুল ব্যবহারে কাল হয়ে গিয়েছিল। আমি তাতে পানি ছিটালাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন। আমি এবং ইয়াতীম তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম আর বৃদ্ধা আমাদের পেছনে। তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে (ঘরে) ফিরে গেলেন।

اِذَا كَانُوا رَجُلَيْنِ وَامْرَاَتَيْنِ

দু'জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হলে

٨٠٣ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا هُوَ اِلاَّ اَنَا وَاُمِّى وَالْيَتِيْمُ وَاُمُّ حَرَامٍ خَالَتِى فَقَالَ قُوْمُوْا فَلاُصَلِّى بِكُمْ قَالَ فِى غَيْرِ وَقْتِ صَلٰوةٍ قَالَ فَصَلّٰى بِنَا *

৮০৩. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন আর তখন আমি, আমার মা, ইয়াতীম এবং আমার খালা উম্মে হারাম ব্যতীত আর কেউ ছিল না। তিনি বললেন : তোমরা দাঁড়াও, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। আনাস (রা) বলেন : তখন (পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্য হতে কোন) সালাতের সময় ছিল না। তিনি বলেন : তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন (অর্থাৎ বরকতের জন্য নফল সালাত আদায় করলেন)।

٨٠٤ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُخْتَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُمُّهُ وَخَالَتُهُ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ اَنَسًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَاُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا *

৮০৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, তাঁর মা এবং খালা এক জায়গায় ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করলেন। আনাস (রা)-কে তাঁর ডানদিকে রাখলেন। আর তাঁর মা ও খালাকে উভয়ের পেছনে দাঁড় করালেন।

مَوْقِفُ الْاِمَامِ اِذَا كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ وَّامْرَاَةٌ

ইমামের সাথে শিশু এবং নারী থাকলে ইমামের স্থান

٨٠٥ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ اَنَّ قَزَعَةَ مَوْلًى لِعَبْدِ قَيْسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ اِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّيْ مَعَنَا اِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ اُصَلِّيْ مَعَهُ *

৮০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছি। তখন আয়েশা (রা) আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় করেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে সালাত আদায় করি।

٨٠٦ . اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّى بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِامْرَاَةٍ مِنْ اَهْلِيْ فَاَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْمَرْاَةُ خَلْفَنَا *

৮০৬. আমর ইব্‌ন আলী (র)- - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এবং আমার পরিবারের এক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি আমাকে দাঁড় করালেন তাঁর ডানদিকে আর মহিলা ছিলেন আমাদের পেছনে।

مَوْقِفُ الْاِمَامِ وَالْمَامُوْمُ صَبِىٌ

মুকতাদী শিশু হলে ইমামের স্থান

٨٠٧ . اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ بِى هٰكَذَا فَاَخَذَ بِرَاسِى فَاَقَامَنِى عَنْ يَّمِيْنِهِ *

৮০৭. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর নিকট রাত যাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের সালাত আদায় করতে উঠলেন। আমি তাঁর বামদিকে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে এই বললেন— আমার মাথা ধরে আমাকে তাঁর ডানদিকে দাঁড় করালেন।

مَنْ يَلِى الْاِمَامَ ثُمَّ الَّذِى يَلِيْهِ

ইমামের কাছে কে দাঁড়াবে এবং তার কাছে কে দাঁড়াবে

٨٠٨ . اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِى مَعْمَرٍ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلٰوةِ وَيَقُوْلُ لَاتَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُم لِيَلِيَنِى مِنْكُمْ اُوْلُوْ الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَاَنْتُمُ الْيَوْمَ اَشَدُّ اِخْتِلَافًا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَبُوْ مَعْمَرٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَخْبَرَةَ *

৮০৮. হান্নাদ ইব্‌ন সাররী (র) - - - - আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে আমাদের স্কন্ধ স্পর্শ করে বলতেন : তোমরা কাতারে এলোমেলো হয়ে দাঁড়াবে না। তাহলে তোমাদের অন্তর এলোমেলো হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান, তারা আমার কাছে দাঁড়াবে। তারপর যারা তাদের কাছাকাছি এবং তারপর যারা তাদের কাছাকাছি। আবূ মাসঊদ বলেন : আজকাল তোমাদের মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ। আবূ আবদুর রহমান বলেন : আবূ মা'মারের নাম আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাখবারাহ।

٨٠٩ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِىِّ بْنِ مُقَدَّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ اَخْبَرَنِى التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِى مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ بَيْنَا اَنَا فِى الْمَسْجِدِ فِى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَجَبَذَنِى رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِى جَبْذَةً فَنَحَّانِى وَقَامَ مَقَامِى فَوَ اللّٰهِ مَا عَقَلْتُ صَلٰوتِى فَلَمَّا انْصَرَفَ فَاِذَا هُوَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ يَافَتٰى لَا يَسُوْءُكَ اللّٰهُ اِنَّ هٰذَا عَهْدٌ مِّنَ النَّبِىِّ ﷺ اِلَيْنَا اَنْ نَلِيَهُ

ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ هَلَكَ اَهْلُ الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلْثًا ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ مَاعَلَيْهِمْ اَسٰى وَلٰكِن

اَسٰى عَلٰى مَنْ اَضَلُّوْا قُلْتُ يَا اَبَا يَعْقُوْبَ مَايَعْنِى بِاَهْلِ الْعُقَدِ قَالَ الْاُمَرَاءُ *

৮০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুকাদ্দাম (র) - - - - কায়স ইব্‌ন আব্বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি এক সময় মসজিদে প্রথম কাতারে ছিলাম, হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার পেছন থেকে আমাকে টেনে পেছনে হটিয়ে আমার স্থানে দাঁড়ালেন। আল্লাহর শপথ ! আমি আমার সালাতই ভুলে যেতে লাগলাম। যখন সে ব্যক্তি সালাত সম্পন্ন করল, দেখা গেল তিনি ছিলেন উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)। তিনি আমাকে বললেন : হে যুবক! আল্লাহ্ যেন তোমাকে চিন্তিত না করেন, এটা আমাদের ওপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নির্দেশ, যেন আমরা তাঁর কাছে দাঁড়াই। তারপর তিনি কিবলার দিকে মুখ করে তিনবার বললেন, কা'বার প্রভুর কসম! 'আহলে উকাদ' ধ্বংস হয়েছে। তারপর বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাদের জন্য আক্ষেপ করি না, কিন্তু আমি আক্ষেপ করি ঐ সকল লোকের জন্য, যারা পথভ্রষ্ট করেছে। আমি বললাম, হে আবূ ইয়াকূব ! আহলে উকাদ-এর অর্থ কি ? তিনি বললেন, প্রশাসকগণ।

اِقَامَةُ الصُّفُوْفِ قَبْلَ خُرُوْجِ الْاِمَامِ

ইমামের বের হওয়ার পূর্বেই কাতার ঠিক করা

٨١٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَقُمْنَا فَعُدِّلَتِ الصُّفُوْفُ قَبْلَ اَن يَّخْرُجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا قَامَ فِى مُصَلَّاهُ قَبْلَ اَنْ يُّكَبِّرَ فَانْصَرَفَ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتّٰى خَرَجَ اِلَيْنَا قَدِاغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَاْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ وَصَلّٰى *

৮১০. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। সালাতের ইকামত বলা হলে আমরা দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে আসার পূর্বেই কাতার ঠিক করা হলো। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট এসে মুসাল্লায় দাঁড়ালেন। তাকবীর বলার পূর্বে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের নিজ নিজ স্থানে স্থির থাক। আমরা তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি গোসল করে আমাদের নিকট আসলেন তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ছিল । তখন তিনি তাকবীর বললেন এবং সালাত আদায় করলেন।

كَيْفَ يُقَوِّمُ الْاِمَامُ الصُّفُوْفَ

ইমাম কিরূপ কাতার সোজা করবেন

٨١١. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ

بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَوِّمُ الصُّفُوْفَ كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاحُ فَاَبْصَرَ رَجُلاً خَارِجًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَلَقَدْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ *

৮১১. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - - নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাতার সোজা করতেন যেমন তীর সোজা করা হয়। (একদা) তিনি দেখলেন এক ব্যক্তির বুক কাতারের বাইরে চলে গেছে, তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর, তা না হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের চেহারা পরিবর্তন করে দেবেন।

٨١٢ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوْفَ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلٰى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُوْرَنَا يَقُوْلُ لَاتَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْمُتَقَدِّمَةِ *

৮১২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাতারের একদিক থেকে অন্যদিকে প্রবেশ করে আমাদের কাঁধ ও বুক স্পর্শ করে বলতেন : তোমরা কাতারে এলোমেলো হয়ে দাঁড়াবে না। তাহলে তোমাদের অন্তরে অনৈক্য সৃষ্টি হবে। তিনি বলতেন : আল্লাহ্ প্রথম কাতারের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও প্রথম কাতারের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন।

مَايَقُوْلُ الْاِمَامُ اِذَا تَقَدَّمَ فِى تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ

ইমাম কাতার ঠিক করতে কি বলবেন

٨١٣ . اَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِى مَعْمَرٍ عَنْ اَبِى مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَيَقُوْلُ اِسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَلِيَلِيَنِيْ مِنْكُمْ اُولُوا الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ *

৮১৩. বিশর ইব্‌ন খালিদ আসকারী (র) - - - - আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন : তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তাহলে তোমাদের অন্তরে অনৈক্য সৃষ্টি হবে। আর তোমাদের মধ্যে জ্ঞানীগণ আমার সাথে মিলিত হয়ে দাঁড়াবে, তারপর যারা তাদের নিকটবর্তী, তারপর যারা তাদের নিকটবর্তী (এভাবে দাঁড়াবে)।

كَمْ مَرَّةً يَقُوْلُ اسْتَوُوْا

'সোজা হয়ে দাঁড়াও' কতবার বলবেন

٨١٤ . اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اسْتَوُوا اسْتَوُوْا اسْتَوُوا فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ اِنِّى لاَرَاكُمْ مِّنْ خَلْفِى كَمَا اَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ *

৮১৪. আবূ বকর ইব্‌ন নাফি' (র) - - - -আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলতেন : তোমরা বরাবর হয়ে দাঁড়াও, বরাবর হয়ে দাঁড়াও, বরাবর হয়ে দাঁড়াও। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ ! আমি তোমাদের দেখছি আমার পেছন থেকে যেভাবে আমি তোমাদের দেখছি আমার সম্মুখ থেকে।[১]

حَثُّ الاِمَامِ عَلٰى رَصِّ الصُّفُوْفِ وَالْمُقَارَبَةِ بَيْنَهَا

কাতার ঠিক করতে ইমামের উৎসাহ দান

٨١٥ . اَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَنْبَاَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَجْهِهِ حِيْنَ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ قَبْلَ اَنْ يُكَبِّرَ فَقَالَ اَقِيْمُوا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَاِنِّى اَرَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِى *

৮১৫. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন, তখন তাকবীর বলার পূর্বে আমাদের দিকে মুখ করে বললেন, তোমরা তোমাদের কাতার ঠিক কর এবং পরস্পর মিশে দাঁড়াও। আমি তোমাদেরকে আমার পেছন থেকেও দেখে থাকি।

٨١٦ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ اَنَّ نَبِىَّ ﷺ قَالَ رَاصُّوا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالاَعْنَاقِ فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنِّى لاَرَى الشَّيَاطِيْنَ تَدْخُلُ مِنْ خِلاَلِ الصَّفِّ كَاَنَّهَا الْحَذَفُ *

৮১৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক মুখাররামী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা কাতারে পরস্পর মিশে দাঁড়াও। কাতারসমূহকে পরস্পর নিকটবর্তী রাখ এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর শপথ! আমি শয়তানকে দেখছি ছোট ছোট বকরীর মত কাতারের মধ্যে প্রবেশ করছে।

٨١٧ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) অলৌকিকভাবে পেছনের সারির লোকদের অবস্থা দেখতে পেতেন।

تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالُوا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ يُتِمُّوْنَ الصَّفَّ الاَوَّلَ ثُمَّ يَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ *

৮১৭. কুতায়বা (র) - - - - জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট বের হয়ে বললেন : তোমরা কি কাতার সোজা করবে না যেরূপ ফেরেশতাগণ তাঁদের প্রভুর সামনে কাতার সোজা করে দাঁড়ান। তাঁরা বললেন, ফেরেশতাগণ তাদের রবের সামনে কিভাবে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ান ? তিনি বললেন : তারা প্রথম কাতার পূর্ণ করেন এবং কাতারে মিশে দাঁড়ান।

فَضْلُ الصَّفِّ الاَوَّلِ عَلَى الثَّانِى

দ্বিতীয় কাতারের উপর প্রথম কাতারের ফযীলত

٨١٨ . اَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ ثَلاَثًا وَعَلَى الثَّانِى وَاحِدَةً *

৮১৮. ইয়াহইয়া ইব্‌ন উসমান হিমসী (র) - - - - ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি প্রথম কাতারের জন্য তিনবার (রহমত ও মাগফিরাতের) দোয়া করতেন, তারপর দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার।

اَلصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ

শেষের কাতার

٨١٩ . اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتِمُّوا الصَّفَّ الاَوَّلَ ثُمَّ الَّذِىْ يَلِيْهِ فَاِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ *

৮১৯. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : প্রথম কাতার পূর্ণ কর, তারপর পরবর্তী কাতার। যদি খালি থাকে, তবে তা থাকবে শেষ কাতারে।

مَنْ وَصَلَ صَفًّا

যে ব্যক্তি কাতার মিলায়

٨٢٠ . اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَثْرُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ

صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَّصَلَ صَفًّا وَّصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ *

৮২০. ঈসা ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মাসরূদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কাতার মিলায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে মিলিয়ে দেন, আর যে ব্যক্তি তাকে পৃথক করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পৃথক করে দেন।

ذِكْرُ خَيْرِ صُفُوْفُ النِّسَاءِ وَشَرِّ صُفُوْفِ الرِّجَالِ

নারীর উত্তম কাতার ও পুরুষের নিকৃষ্ট কাতার প্রসঙ্গ

٨٢١ . اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا *

৮২১. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : পুরুষদের কাতারের মধ্যে উত্তম হলো প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হলো শেষ কাতার। আর নারীদের কাতারের মধ্যে উত্তম হলো শেষের কাতার এবং নিকৃষ্ট হলো প্রথম কাতার।

اَلصَّفُّ بَيْنَ السَّوَارِى

স্তম্ভসমূহের মধ্যে সালাত

٨٢٢ . اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَن يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ مَحْمُوْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ اَنَسٍ فَصَلَّيْنَا مَعَ اَمِيْرٍ مِنَ الْاُمَرَاءِ فَدَفَعُوْنَا حَتّٰى قُمْنَا وَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَجَعَلَ اَنَسٌ يَتَاَخَّرُ وَقَالَ قَدْ كُنَّا نَتَّقِى هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৮২২. আমর ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আবদুল হামীদ ইব্‌ন মাহমূদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা আনাস (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা আমীরদের মধ্য থেকে এক আমীরের সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। তারা আমাদের পেছনে হটিয়ে দিল। তারপর আমরা দুই স্তম্ভের মধ্যে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। আনাস (রা) পিছিয়ে যেতে থাকলেন এবং বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে আমরা এটা (দুই স্তম্ভের মধ্যে দাঁড়ানো) পরিহার করতাম।

اَلْمَكَانُ الَّذِىْ يَسْتَحِبُّ مِنَ الصَّفِّ

কাতারের মধ্যে যে স্থান মুস্তাহাব

٨٢٣ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحْبَبْتُ اَنْ اَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ *

৮২৩. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে সালাত আদায় করতাম। তখন আমি তাঁর ডানদিকে থাকতে পছন্দ করতাম।

مَاعَلَى الْاِمَامِ مِنَ التَّخْفِيْفِ

ইমাম কর্তৃক সালাত সহজ করা

٨٢٤ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ السَّقِيْمَ وَالضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَاِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ *

৮২৪. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে, তখন সে যেন সংক্ষিপ্ত করে। কেননা তাদের মধ্যে রোগগ্রস্ত, দুর্বল এবং বৃদ্ধ লোক থাকে। আর যখন কেউ একা একা সালাত আদায় করে, তখন সে যত ইচ্ছা সালাত দীর্ঘ করতে পারে।

٨٢٥ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اَخَفَّ النَّاسِ صَلٰوةً فِى تَمَامٍ *

৮২৫. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পূর্ণ আহকাম-আরকানসহ জামা'আতের সালাত সকলের চেয়ে সহজে আদায় করতেন।

٨٢٦ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنِّى لَاَقُوْمُ فِى الصَّلٰوةِ فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَاُوْجِزُ فِىْ صَلَاتِى كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمِّهِ *

৮২৬. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি সালাতে দাঁড়ালে শিশুর ক্রন্দন শুনতে পাই। তখন আমি সালাত সংক্ষেপ করি, পাছে তার মাকে কষ্ট দিয়ে ফেলি।

اَلرُّخْصَةُ لِلْاِمَامِ فِى التَّطْوِيْلِ

ইমামের জন্য লম্বা করার অনুমতি

٨٢٧ . اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ اَبِى ذِئْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ بِالتَّخْفِيْفِ وَ يَؤُمُّنَا بِالصَّاۤفَّاتِ *

৮২৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মাসঊদ (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সালাত সহজ করতে বলতেন, আর তিনি আমাদের ইমামতি করতেন, 'সূরা সাফ্‌ফাত' দিয়ে।

مَايَجُوْزُ لِلْاِمَامِ مِنَ الْعَمَلِ فِى الصَّلٰوةِ

ইমামের জন্য সালাতে যা বৈধ

٨٢٨ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ حَامِلٌ اُمَامَةَ بِنْتَ اَبِى الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى عَاتِقِهٖ فَاِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَاِذَا رَفَعَ مِنْ سُجُوْدِهَا اَعَادَهَا *

৮২৮. কুতায়বা (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি লোকের ইমামতি করছেন। আর তখন তিনি উমামা বিনত আবুল আসকে তাঁর কাঁধে উঠিয়ে রাখছেন। যখন তিনি রুকূ করছেন, তাকে রেখে দিচ্ছেন, আর যখন সিজদা থেকে উঠছেন, তাকে পুনরায় তুলে নিচ্ছেন।

مُبَادَرَةُ الْاِمَامِ

ইমাম থেকে অগ্রগামী হওয়া

٨٢٩ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ اَلَا يَخْشَى الَّذِىْ يَرْفَعُ رَاْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يُّحَوِّلَ اللّٰهُ رَاْسَهُ رَاْسَ حِمَارٍ *

৮২৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা উঠায়, সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিবর্তিত করে দিবেন ?

٨٣. اَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ يَخْطُبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوْبٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا صَلُّوا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامُوْا قِيَامًا حَتّٰى يَرَوْهُ سَاجِدًا ثُمَّ سَجَدُوْا *

৮৩০. ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বারা (রা) বর্ণনা করেছেন, আর তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন না, তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করতেন তখন তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন আর তাঁরা দাঁড়িয়ে যেতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সিজদা করতে দেখে তাঁরা সিজদা করতেন।

٨٣١ . اَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى بِنَا اَبُوْ مُوْسٰى فَلَمَّا كَانَ فِى الْقَعْدَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقَالَ اُقِرَّتِ الصَّلٰوةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكٰوةِ فَلَمَّا سَلَّمَ اَبُوْ مُوْسٰى اَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ اَيُّكُمُ الْقَائِلُ هٰذِهِ الْكَلِمَةَ فَاَرَمَّ الْقَوْمُ قَالَ يَاحِطَّانُ لَعَلَّكَ قُلْتَهَا قَالَ لاَ وَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ تَبْكَعَنِى بِهَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُنَا صَلٰوتَنَا وَسُنَّتَنَا فَقَالَ اِنَّمَا الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَاِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا فَاِنَّ الْاِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ *

৮৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন হিশাম (র) - - - - হিত্তান ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবূ মূসা (রা) আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি বৈঠকে থাকাকালে এক ব্যক্তি প্রবেশ করে বলল, "সালাত নেকী এবং যাকাত-এর সাথে মিলিত হয়েছে," আবূ মূসা (রা) যখন সালাম ফিরালেন তখন তিনি লোকের দিকে ফিরে বললেন : তোমাদের মধ্যে কে একথা বলেছে ? তখন লোক চুপ হয়ে গেল আর তিনি বললেন : হে হিত্তান! তুমি এটা বলে থাকবে। তিনি বললেন : না, আমি ভয় করছিলাম, আপনি এর জন্য আমাকে দোষারোপ করবেন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সালাত ও তার নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: ইমাম এজন্য যে, তার ইকতেদা করা হবে। যখন তিনি তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলবে, আর যখন তিনি غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ বলেন, তখন তোমরা اٰمِيْنَ বলবে। তাহলে আল্লাহ তোমাদের দোয়া কবূল করবেন। আর যখন তিনি রুকূ করেন, তখন তোমরাও রুকূ করবে। আর যখন

তিনি মাথা উঠিয়ে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তখন তোমরা বলবে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ আল্লাহ তোমাদের কথা শুনবেন। আর যখন ইমাম সিজদা করেন, তোমরাও সিজদা করবে, যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাবেন, তোমরাও মাথা উঠাবে। কেননা ইমাম তোমাদের পূর্বে সিজদা করবেন এবং তোমাদের পূর্বে মাথা উঠাবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : এটা তার সমান হয়ে যাবে।[১]

خُرُوْجُ الرَّجُلِ مِنْ صَلٰوةِ الْاِمَامِ وَفَرَاغُهُ مِنْ صَلٰوتِهِ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

মুসল্লী কর্তৃক ইমামের সালাত থেকে বেরহয়ে মসজিদের কোন প্রান্তে পৃথক সালাত আদায় করা

٨٣٢ . اَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَاَبِىْ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى خَلْفَ مُعَاذٍ فَطَوَّلَ بِهِمْ وَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَصَلّٰى فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَمَّا قَضٰى مُعَاذُ الصَّلٰوةَ قِيْلَ لَهُ اِنَّ فُلَانًا فَعَلَ كَذَاوَكَذَا فَقَالَ مُعَاذُ لَئِنْ اَصْبَحْتُ لَاَذْكُرَنَّ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتٰى مُعَاذُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِىْ صَنَعْتَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَمِلْتُ عَلٰى نَاضِحِى مِنَ النَّهَارِ فَجِئْتُ وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِى الصَّلٰوةِ فَقَرَأَ سُوْرَةَ كَذَاوَكَذَا فَطَوَّلَ فَانْصَرَفْتُ فَصَلَّيْتُ فِى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَتَّانٌ يَامُعَاذُ اَفَتَّانٌ يَامُعَاذُ اَفَتَّانٌ يَامُعَاذُ *

৮৩২. ওয়াসিল ইব্ন আবদুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সালাতের ইকামত বলার পরে এক আনসারী ব্যক্তি আগমন করল। সে মসজিদে প্রবেশ করে মু'আয (রা)-এর পেছনে সালাতে দাঁড়াল। তিনি কিরা'আত লম্বা করলেন। লোকটি সালাত থেকে বের হয়ে মসজিদের এক কোণে সালাত আদায় করে চলে গেল। মু'আয (রা) যখন সালাত শেষ করলেন ,তাঁকে বলা হল, অমুক ব্যক্তি এরূপ এরূপ করেছে। মু'আয (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ব্যাপারে অবশ্যই অবহিত করব। মু'আয (রা) নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনা ব্যক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকটির নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি যা করেছ তা করতে তোমাকে কিসে বাধ্য করেছে ? সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি দিনের বেলায় আমার উটের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এরপর আমি আসলাম এবং পূর্বেই সালাতের ইকামত বলা হয়েছিল। আমি মসজিদে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে সালাতে শরীক হলাম। কিন্তু তিনি সালাতে অমুক অমুক সূরা আরম্ভ করে সালাত লম্বা করে দিলেন। এজন্য আমি সালাত থেকে বের হয়ে মসজিদের এক কোণে সালাত আদায় করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : হে মু'আয ! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী হবে ? হে মু'আয ! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী হবে ? হে মু'আয ! তুমি কি তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী হবে ?

---

১. ইমাম যদি প্রথমত সিজদায় বেশিক্ষণ থাকেন তাহলে মুক্তাদীগণ মাথা উঠাবার সময় একটু দেরী করলে তার সমান হয়ে যাবে।

اَلْاِيْتِمَامُ بِالْاِمَامِ يُصَلِّىْ قَاعِدًا
বসে সালাত আদায়কারী ইমামের পেছনে ইকতিদা করা

٨٣٣. اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَصَلّٰى صَلٰوةً مِّنَ الصَّلٰوَاتِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ *

৮৩৩. কুতায়বা (র) ---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং তা থেকে পড়ে তাঁর ডান পাঁজরে আঘাত পেলেন। এরপর এক ওয়াক্ত সালাত বসে আদায় করলেন, আমরাও তাঁর পেছনে বসে সালাত আদায় করি। সালাত শেষ করে তিনি বললেন : ইমাম নিযুক্ত হয় তার অনুসরণ করার জন্য। ইমাম যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন, তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। যখন ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন, তখন তোমরা বলবে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ আর যখন ইমাম বসে সালাত আদায় করেন, তখন তোমরা সকলেই বসে সালাত আদায় করবে।[1]

٨٣٤. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ مُرُوا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ وَاِنَّهُ مَتٰى يَقُوْمُ فِي مَقَامِكَ لَايُسْمِعُ بِالنَّاسِ فَلَوْ اَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِي لَهُ فَقَالَت لَهُ فَقَالَ اِنَّكُنَّ لَاَنْتُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ مُرُوا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَت فَاَمَرُوا اَبَا بَكْرٍ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلٰوةِ وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَّفْسِهٖ خِفَّةً قَالَتْ فَقَامَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَ رِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْاَرْضِ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ حِسَّهُ فَذَهَبَ لِيَتَاَخَّرَ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ قُمْ كَمَا اَنْتَ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى قَامَ عَنْ يَّسَارِ اَبِى بَكْرٍ جَالِسًا فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بِالنَّاسِ جَالِسًا وَّ اَبُوْ بَكْرٍ قَائِمًا يَّقْتَدِىْ اَبُوْ بَكْرٍ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ يَقْتَدُوْنَ بِصَلٰوةِ اَبِى بَكْرٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ *

---

১. পরবর্তী হাদীস দ্বারা এ হাদীসের হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

৮৩৪. মুহাম্মদ ইব্নুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রোগ যখন বেড়ে গেল, তখন বিলাল (রা) তাঁকে সালাতের খবর দিতে আসলেন। তিনি বললেন : আবূ বকর (রা)-কে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আয়েশা (রা) বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবূ বকর একজন কোমল-হৃদয় লোক। তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তিনি লোকদের কির'আত শোনাতে পারবেন না। অতএব যদি আপনি উমর (রা)-কে আদেশ করতেন তবে ভাল হত। তিনি বললেন : আবূ বকর (রা)-কে বল, যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। তারপর আমি হাফসা (র)-কে আমার কথা বলার জন্য বললাম। তিনিও তাঁকে তা বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা (পীড়াপীড়ি করার ব্যাপারে) ঐ সকল নারীর ন্যায় যারা ইউসুফ (আ)-এর ব্যাপারে জড়িত ছিল। আবূ বকর (রা)-কে বল, লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে। তিনি [আয়েশা (রা)] বলেন : তাঁকে অনুরোধ করা হলে যখন তিনি সালাত আরম্ভ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেন, তিনি দাঁড়িয়ে দু'জন লোকের সহায়তায় চললেন আর তাঁর পদদ্বয় মাটিতে হেঁচড়াচ্ছিল। যখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন, আবূ বকর (রা) তাঁর আগমন অনুভব করে পেছনে হটতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইঙ্গিতে নিজ অবস্থায় থাকতে বললেন। আয়েশা (রা) বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে আবূ বকর (রা)-এর বামদিকে দাঁড়ালেন এবং লোকদের সাথে বসে সালাত আদায় করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন বসে, আবূ বকর (রা) ছিলেন দাঁড়ানো। আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইকতিদা করছিলেন আর অন্যান্য লোক ইকতিদা করছিল আবূ বকর (রা)-এর সালাতের।[১]

٨٣٥. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَلاَ تُحَدِّثِيْنِي عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ ضَعُوْا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ ضَعُوْا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثِ مِثْلَ قَوْلِهِ قَالَتْ وَالنَّاسُ عُكُوْفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِصَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى اَبِي بَكْرٍ اَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ فَجَاءَهُ الرَّسُوْلُ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُكَ اَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً رَقِيْقًا فَقَالَ يَاعُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ اَنْتَ اَحَقُّ بِذٰلِكَ فَصَلَّى بِهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ تِلْكَ الْاَيَّامَ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

---

১. আবূ বকর (রা) লোকদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাকবীর শোনাতেন।

وَجَدَ فِى نَفْسِهِ خِفَّةً فَجَاءَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلٰوةِ الظُّهْرِ فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَاَخَّرَ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لاَّ يَتَاَخَّرَ وَاَمَرَهُمَا فَاَجْلَسَاهُ اِلٰى جَنْبِهِ فَجَعَلَ اَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى قَائِمًا وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلٰوةِ اَبِى بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى قَاعِدًا فَدَخَلْتُ عَلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اَلاَ اَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ عَنْ مَّرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ فَحَدَّثْتُهُ فَمَا اَنْكَرَمِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِى كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِىٌّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ *

৮৩৫. আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম আম্বারী (র) - - - - উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রোগ সম্বন্ধে অবহিত করবেন না ? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রোগ যখন বেড়ে গেল তখন তিনি বললেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে ? আমরা বললাম ; না, আপনার অপেক্ষা করছে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি বললেন, আমার জন্য পাত্রে কিছু পানি রাখ। আমরা তা করলে তিনি গোসল করলেন এবং মসজিদে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। ইত্যবসরে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। তারপর কিছুটা সুস্থ হয়ে বললেন, লোকগণ কি সালাত আদায় করে ফেলেছে ? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা আপনার অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, আমার জন্য পাত্রে কিছু পানি রাখ। আমরা যখন পানি রাখলাম তিনি গোসল করলেন। তারপর দাঁড়াবার ইচ্ছা করলে আবার তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। এরপর তৃতীয়বারও তিনি ঐরূপ বললেন। আয়েশা (রা) বলেন : তখন লোকেরা মসজিদে ইশার সালাতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অপেক্ষায় অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বললেন। সেই লোক এসে তাঁকে সংবাদ দিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বলেছেন। আবূ বকর (রা) ছিলেন কোমল হৃদয়ের লোক। তিনি উমর (রা)-কে বললেন, হে উমর! লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করুন। তিনি বললেন, এ কাজের জন্য আপনিই উপযুক্ত। তারপর আবূ বকর (রা) এই কয়দিন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলেন এবং তিনি দু'জন লোকের সাহায্য নিয়ে যোহরের সালাতের জন্য আসলেন। তাঁদের একজন ছিলেন আব্বাস (রা)। যখন আবূ বকর (রা) তাঁকে দেখলেন তখন তিনি পিছে হটতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইঙ্গিতে পিছু হটতে নিষেধ করলেন এবং ঐ দুই ব্যক্তিকে আদেশ করলে তাঁরা তাঁকে আবূ বকরের পাশে বসিয়ে দিলেন। তখন আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন আর লোকগণ আবূ বকরের ইকতিদা করছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে সালাত আদায় করছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন : তারপর আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আয়েশা (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রোগ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা কি আপনার নিকট বর্ণনা করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। তিনি তার কোন কিছুই অস্বীকার করলেন না। কিন্তু তিনি বললেন, তিনি তোমার নিকট ঐ ব্যক্তির নাম বলেছেন কি, যিনি আব্বাসের সঙ্গে ছিলেন ? আমি বললাম, না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি ছিলেন আলী (রা)।

اِخْتِلاَفِ نِيَّةِ الْاِمَامِ وَالْمَامُوْمِ

ইমাম ও মুকতাদীর নিয়্যতের ভিন্নতা

٨٣٦. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى قَوْمِهٖ يَؤُمُّهُمْ فَاَخَّرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ الصَّلٰوةَ وَصَلّٰى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى قَوْمِهٖ يَؤُمُّهُمْ فَقَرَاَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا سَمِعَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ تَاَخَّرَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَرَجَ فَقَالُوْا نَافَقْتَ يَافُلاَنُ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا نَافَقْتُ وَلاَ تِيَنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَاُخْبِرُهُ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّى مَعَكَ ثُمَّ يَاْتِيْنَا فَيَؤُمُّنَا وَاِنَّكَ اَخَّرْتَ الصَّلٰوةَ الْبَارِحَةَ فَصَلّٰى مَعَكَ ثُمَّ رَجَعَ فَاَمَّنَا فَاسْتَفْتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذٰلِكَ تَاَخَّرْتُ فَصَلَّيْتُ اِنَّمَا نَحْنُ اَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِاَيْدِيْنَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ يَامُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ اِقْرَاْ بِسُوْرَةِ كَذَا وَسُوْرَةِ كَذَا *

৮৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, মু'আয (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করে স্বীয় গোত্রের নিকট ফিরে যেতেন এবং তাদের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করতেন।[১] একদা নবী ﷺ-এর সাথে তিনি বিলম্বে সালাত আদায় করলেন। তারপর নিজ গোত্রের নিকট ফিরে তাদের ইমামতি করেন এবং তিনি তাতে সূরা বাকারা পাঠ করেন। গোত্রের এক ব্যক্তি এরূপ কিরাআত শুনে সালাত থেকে সরে পড়ল এবং একা সালাত আদায় করে বেরিয়ে পড়ল। তখন লোকগণ তাকে বললেন, হে অমুক ! তুমি কি মুনাফিক হয়ে গেছ ? সে বলল, আল্লাহ্র শপথ! আমি মুনাফিক হইনি। আমি নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট গিয়ে তাঁকে বলব। তারপর সে নবী ﷺ -এর নিকট গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মু'আয আপনার সঙ্গে সালাত আদায় করেন। তারপর আমাদের নিকট এসে আমাদের ইমামতি করেন। গত রাতে আপনি সালাত দেরি করে আদায় করেন। তিনি আপনার সঙ্গে সালাত আদায় করার পর আমাদের ইমামতি করতে যান এবং তিনি সূরা বাকারা শুরু করে দেন। আমি তা শুনে পেছনে হটে যাই এবং একা সালাত আদায় করি। আমরা উটের রাখাল, আমরা নিজ হাতে কাজ করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে মু'আয ! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী হবে ? তুমি অমুক অমুক সূরা পাঠ করবে।

٨٣٧ . اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ

---

১. ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ধরনের এক ওয়াক্তে ফরয সালাত ফরয হিসেবে দু'বার আদায় করা বৈধ ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায়।

النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَبِالَّذِيْنَ جَاءُوْا رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَرْبَعًا وَلِهٰؤُلَاءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ *

৮৩৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - আবূ বাকরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। একবার তিনি ভয়কালীন সালাত আদায় করলেন। তিনি প্রথমে তাঁর পেছনের লোকদের নিয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর যারা পরে আসল তাদের নিয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত চার রাক'আত হল আর অন্যদের হলো দুই দুই রাক'আত।

فَضْلُ الْجَمَاعَةِ

জামা'আতের ফযীলত

٨٣٨ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلٰى صَلٰوةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً *

৮৩৮. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জামা'আতের সালাত একাকী সালাত অপেক্ষা সাতাশ গুণ মর্যাদাপূর্ণ।

٨٣٩ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوةِ اَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا *

৮৩৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : জামা'আতের সালাত তোমাদের একাকী সালাত থেকে পঁচিশ গুণ উত্তম।

٨٤٠ . اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيْدُ عَلٰى صَلٰوةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً *

৮৪০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : জামা'আতের সালাত একাকী সালাত অপেক্ষা পঁচিশ গুণ মর্যাদাশালী।

اَلْجَمَاعَةُ اِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةً

তিনজনের জামা'আত

٨٤١ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانُوْا ثَلٰثَةً فَلْيَؤُمُّهُمْ اَحَدُهُمْ وَاَحَقُّهُمْ بِالْاِمَامَةِ اَقْرَؤُهُمْ *

৮৪১. কুতায়বা (র) - - - - আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন তিনজন লোক হবে তখন তাদের একজন ইমামতি করবে, আর তাদের মধ্যে ইমামতের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি যে অধিক কিরাআত জানে (আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন)।

اَلْجَمَاعَةُ اِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةً رَجُلٌ وَّصَبِىٌّ وَّامْرَاَةٌ

তিনজনের একজন পুরুষ, একজন বালক এবং একজন মহিলার জামা'আত

٨٤٢ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى زِيَادٌ اَنَّ قَزَعَةَ مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ النَّبِىِّ ﷺ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّى مَعَنَا وَاَنَا اِلٰى جَنْبِ النَّبِىِّ ﷺ اُصَلِّى مَعَهُ *

৮৪২. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -এর পাশে সালাত আদায় করেছি। তখন আয়েশা (রা) আমাদের পেছনে থেকে আমাদের সাথে সালাত আদায় করছিলেন। আর আমি নবী ﷺ -এর পাশে থেকে তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম।

اَلْجَمَاعَةُ اِذَا كَانُوْا اثْنَيْنِ

দুইজনের জামা'আত

٨٤٣ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ فَاَخَذَنِى بِيَدِهِ الْيُسْرٰى فَاَقَامَنِى عَنْ يَّمِيْنِهِ *

৮৪৩. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করি। আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর বাম হাতে ধরে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান।

٨٤٤ . اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَصِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ اَبُو اِسْحَاقَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَمِنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُوْلُ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا صَلٰوةَ الصُّبْحِ

فَقَالَ اَشَهِدَ فُلاَنُ الصَّلٰوةَ قَالُوْا لاَ قَالَ فَفُلاَنٌ قَالُوْا لاَ قَالَ اِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلٰوتَيْنِ مِنْ اَثْقَلِ الصَّلٰوةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِيْهِمَا لاَ تَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَالصَّفُّ الْاَوَّلُ عَلٰى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ فَضِيْلَتَهُ لاَ بْتَدَرْتُمُوْهُ وَصَلٰوةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰى مِنْ صَلٰوتِهِ وَحْدَهُ وَصَلٰوةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكٰى مِنْ صَلٰوتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانُوْا اَكْثَرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৮৪৪. ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করলেন। পরে তিনি বললেন : অমুক কি সালাতে উপস্থিত হয়েছে ? উপস্থিত মুসল্লীগণ বললেন, না। তিনি বললেন : অমুক ব্যক্তি ? তাঁরা বললেন, না। তিনি বললেন, এ দু'টি সালাত (ইশা ও ফজর) মুনাফিকদের উপর অত্যন্ত কঠিন। তাতে কি মর্যাদা রয়েছে তারা যদি তা জানতো তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাতে উপস্থিত হতো হামাগুড়ি দিয়ে হলেও। আর প্রথম সারি হলো ফেরেশতাদের সারির ন্যায়। যদি তোমরা তার মর্যাদা জানতে তাহলে তোমরা তাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতে। একজন লোকের সাথে সালাত আদায় করা একাকী সালাত আদায় করা থেকে উত্তম। আর দুইজন লোকের সাথে কোন ব্যক্তির সালাত আদায় করা এক ব্যক্তির সাথে সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। আর যতই বৃদ্ধি পাবে ততই আল্লাহ্র নিকট পছন্দনীয় হবে।

اَلْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ

নফল সালাতের জামা'আত

٨٤٥. اَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُوْدٍ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ السُّيُوْلَ لَتَحُوْلُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِىْ فَاُحِبُّ اَنْ تَاْتِيَنِىْ فَتُصَلِّىَ فِىْ مَكَانٍ مِنْ بَيْتِىْ اَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَنَفْعَلُ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ فَاَشَرْتُ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ *

৮৪৫. নাসর ইব্ন আলী (র) - - - - ইত্বান ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কওমের মসজিদ এবং আমার মধ্যে পানির স্রোত বাধা সৃষ্টি করে। অতএব আমার মনের বাসনা, আপনি আমার বাড়ি এসে আমার ঘরের এক স্থানে সালাত আদায় করেন এবং আমি সে স্থানটিকে মসজিদ বানিয়ে নিই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি তাই করব, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে বললেন : কোথায় সালাত আদায় করা তুমি পছন্দ কর ? আমি ঘরের এক কোণের দিকে ইঙ্গিত করলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে দাঁড়ালেন, আমরা তাঁর পেছনে কাতার বেঁধে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করলেন।

اَلْجَمَاعَةُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلٰوةِ

কাযা সালাতের জামা'আত

٨٤٦ . اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَجْهِهِ حِيْنَ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ قَبْلَ اَنْ يُكَبِّرَ فَقَالَ اَقِيْمُوا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَاِنِّى اَرَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ *

৮৪৬. আলী ইব্‌ন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে দাঁড়িয়ে তাক্‌বীর বলার পূর্বে আমাদের দিকে মুখ করে বললেন : তোমরা কাতার সোজা কর এবং পরস্পর মিলে দাঁড়াও। কেননা আমি তোমাদের আমার পিঠের পেছন দিক থেকে দেখে থাকি।

٨٤٧ . اَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ زُبَيْدٍ وَاسْمُهُ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْعَرَّسْتَ بِنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّى اَخَافُ اَنْ تَنَامُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ قَالَ بِلَالٌ اَنَا اَحْفَظُكُمْ فَاضْطَجَعُوْا فَنَامُوْا وَاَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ اِلٰى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَابِلَالُ اَيْنَ مَاقُلْتَ قَالَ مَا اُلْقِيَتْ عَلَىَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حِيْنَ شَاءَ فَرَدَّهَا حِيْنَ شَاءَ قُمْ يَابِلَالُ فَاٰذِنِ النَّاسَ بِالصَّلٰوةِ فَقَامَ بِلَالٌ فَاَذَّنَ فَتَوَضَّؤُا يَعْنِى حِيْنَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى بِهِمْ *

৮৪৭. হান্নাদ ইব্‌ন সাররী (র) - - - - আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম, হঠাৎ দলের একজন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! যদি আরও বিলম্ব করে সালাত আদায় করতেন। তিনি বললেন : আমি ভয় করি তোমরা সালাত ছেড়ে শুয়ে পড়বে। বিলাল (রা) বললেন : আমি আপনাদের দেখাশুনা করব। তারপর সকলেই শুয়ে পড়লেন এবং নিদ্রা গেলেন। বিলাল (রা) তাঁর সওয়ারীর সাথে হেলান দিয়ে পিঠ লাগিয়ে রইলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জাগ্রত হয়ে দেখলেন সূর্য উদিত হচ্ছে। তিনি বললেন : হে বিলাল ! তুমি যা বলেছিলে তা কোথায় ? তিনি বললেন আমাকে এত গভীর নিদ্রা আর কখনো পায়নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করলেন তখন তোমাদের রূহ কব্‌য করে নিলেন আর যখন ইচ্ছা, ফিরিয়ে দিলেন। হে বিলাল ! উঠ লোকদের সালাতের আহবান কর। তারপর বিলাল (রা) উঠে আযান দিলেন, এরপর সকলে উযূ করলেন অর্থাৎ যখন সূর্য বেশ উপরে উঠলো। পরে তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

اَلتَّشْدِيْدُ فِى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

জামা'আত পরিত্যাগ করার পরিণতি সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি

٨٤٨ . اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ الْكَلاَعِىُّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ الْيَعْمُرِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ اَبُو الدَّرْدَاءِ اَيْنَ مَسْكَنُكَ قُلْتُ فِى قَرْيَةٍ دُوَيْنَ حِمْصَ فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ ثَلاَثَةٍ فِى قَرْيَةٍ وَّلاَبَدْوٍ وَلاَتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ . قَالَ السَّائِبُ يَعْنِى بِالْجَمَاعَةِ الْجَمَاعَةَ فِى الصَّلٰوةِ *

৮৪৮. সুয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - মাদান ইব্‌ন আবূ তালহা ইয়া'মুরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবূদ্-দারদা (রা) আমাকে বললেন : তোমার বাড়ি কোথায় ? আমি বললাম : আমার বাড়ি হিমসের নিকটবর্তী এক গ্রামে। তখন আবূদ্-দারদা বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কোন গ্রামে অথবা অনাবাদী স্থানে তিনজন লোক থাকাবস্থায় সেখানে সালাত প্রতিষ্ঠিত না হলে তাদের উপর শয়তানের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। অতএব তোমরা জামা'আতকে অত্যাবশ্যকীয়রূপে গ্রহণ করবে। কেননা ব্যাঘ্র বিচ্ছিন্ন ছাগলকে খেয়ে ফেলে। সায়িব (র) বলেন : জামা'আত অর্থ সালাতের জামা'আত।

اَلتَّشْدِيْدُ فِى التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পরিণতি সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি

٨٤٩ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِيْنًا اَوْمِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ *

৮৪৯. কুতায়বা (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আমি ইচ্ছা করেছি যে, আমি কিছু জ্বালানি কাঠ আনতে আদেশ করব, তা সংগ্রহ হলে সালাতের আদেশ করব। তারপর তার জন্য আযান দেয়া হবে। পরে এক ব্যক্তিকে আদেশ করব সে লোকের ইমামতি করবে। আর আমি লোকদের পেছন থেকে তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেব (যারা জামা'আতে আসে না)। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যদি তাদের কেউ জানত যে, একখানা মাংসল হাড় অথবা দুই টুকরা বকরীর সুন্দর খুর পাবে, তাহলে তারা ইশার সালাতে অবশ্যই উপস্থিত হতো।

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادِىْ بِهِنَّ

সালাতের আযান দিলে তার হিফাযত করা

٨٥٠. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادِىْ بِهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ ﷺ سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَاِنِّى لَا اَحْسِبُ مِنْكُمْ اَحَدًا اِلَّا لَهُ مَسْجِدٌ يُصَلِّى فِيْهِ فِى بَيْتِهِ فَلَوْصَلَّيْتُمْ فِى بُيُوْتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَمْشِى اِلَى الصَّلٰوةِ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً اَوْ يَرْفَعُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً اَوْ يُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا نُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَا وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُوْمٌ نِفَاقُهُ وَلَقَدْ رَاَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامُ فِى الصَّفِّ *

৮৫০. সুওয়ায়দ ইব্‌ন নাসর (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি কাল আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে একজন মুসলমান হিসাবে সাক্ষাত করার আশা রাখে, সে যেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হিফাযত করে, সেখানে তার আযান দেয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে হিদায়াতের নিয়মাবলী বর্ণনা করেছেন, আর ঐগুলো হিদায়াতের নিয়মের অন্তর্গত। আর আমি ধারণা করি, তোমাদের ঘরে প্রত্যেকের একটা সালাতের স্থান রয়েছে। অতএব যদি তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত আদায় কর আর তোমাদের মসজিদ পরিত্যাগ কর, তাহলে তোমরা তোমাদের নবী ﷺ -এর তরীকা পরিত্যাগ করলে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবী ﷺ -এর তরীকাই পরিত্যাগ করলে তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হলে। আর যে মুসলিমই উত্তমরূপে উযূ করে, তারপর সে সালাতের জন্য পায়ে হেঁটে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি পদক্ষেপে একটি পুণ্য লেখেন, অথবা তার জন্য তার মর্যাদার একটি ধাপ উন্নত করে দেন। অথবা তদ্দ্বারা তার একটি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। আমি সেই সময়টা যেন দেখতে পাচ্ছি যখন আমরা (মসজিদে যাওয়ার সময়) কাছাকাছি পা ফেলে চলতাম (যাতে অধিক নেকী পাওয়া যায়) আর তা থেকে বিরত থাকত না কেউ ঐ মুনাফিক ব্যতীত যার নিফাক প্রকাশ্য। পক্ষান্তরে আমি দেখেছি, এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তির সাহায্যে চলতে থাকত। অবশেষে তাকে কাতারে দাঁড় করান হতো।

٨٥١. اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيْدَ ابْنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ اَعْمٰى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ لِى قَائِدٌ يَقُوْدُنِى اِلَى الصَّلٰوةِ فَسَأَلَهُ اَنْ يُّرَخِّصَ لَهُ اَنْ يُّصَلِّىَ فِى بَيْتِهٖ فَاَذِنَ لَهُ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ قَالَ لَهُ اَتَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَجِبْ *

৮৫১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একজন অন্ধ লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, আমার এমন কোন পথপ্রদর্শক নেই, যে আমাকে সালাতে নিয়ে যাবে। সে ব্যক্তি তাঁর নিকট নিজ ঘরে সালাত আদায় করার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। যখন ঐ ব্যক্তি চলে যাচ্ছিলেন তখন তাকে ডেকে বললেন : তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন : তাহলে তার উত্তর দাও (অর্থাৎ আযানের উত্তর দাও এবং জামা'আতে উপস্থিত হও)।

٨٥٢. اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ يَزِيْدَ بْنُ اَبِى الزَّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَاَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنُ بْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَثِيْرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ قَالَ هَلْ تَسْمَعُ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَىَّ هَلاً وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ *

৮৫২. হারুন ইব্ন যায়দ ইব্ন আবূ যারকা (র) ও আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) - - - ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মদীনায় বহু সরীসৃপ জন্তু এবং হিংস্র প্রাণী রয়েছে। তিনি বললেন : তুমি কি "সালাতের দিকে আস, কল্যাণের দিকে আস" এ আওয়াজ শুনতে পাও ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাহলে তুমি আসবে। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন না।

اَلْعُذْرُ فِى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

জামা'আত ত্যাগের ওযর

٨٥٣ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَرْقَمَ كَانَ يَؤُمُّ اَصْحَابَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهٖ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهٖ قَبْلَ الصَّلٰوةِ *

৮৫৩. কুতায়বা (র) - - - - উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্ন আরকাম (রা) তাঁর সাথীদের ইমামতি করতেন। একদিন সালাতের সময় হলে তিনি তাঁর প্রয়োজনে চলে গেলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, আমি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যখন তোমাদের কারও পায়খানার প্রয়োজন হয়, তখন সে যেন সালাতের পূর্বেই তা সেরে নেয়।

٨٥٤ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ *

৮৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন মানসূর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন রাতের খানা উপস্থিত আর সালাত আরম্ভ হয়, তখন প্রথমে আহার করে নেবে।

٨٥٥ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِحُنَيْنٍ فَاَصَابَنَا مَطَرٌ فَنَادٰى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ صَلُّوْا فِى رِحَالِكُمْ *

৮৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আবুল মলীহ (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে হুনায়নে ছিলাম, এমন সময়ে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুয়ায্‌যিন ঘোষণা দিলেন, আপনারা নিজ নিজ বাসস্থানে সালাত আদায় করুন।

حَدُّ اِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ

জামা'আত প্রাপ্তির সীমা

٨٥٦ . اَخْبَرَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ طَحْلَاءَ عَنْ مُحْصِنِ ابْنِ عَلِيٍّ الْفِهْرِيِّ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ حَضَرَهَا وَلَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا *

৮৫৬. ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করল তৎপর মসজিদের উদ্দেশে বের হয়ে দেখল লোক সালাত শেষ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সালাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের সমান সওয়াব লিখে দেবেন এবং তাদের সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না।

٨٥٧ . اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ الْحُكَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْقُرَشِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّاَ لِلصَّلٰوةِ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ اَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ اَوْ فِى الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ *

৮৫৭. সুলায়মান ইব্ন দাঊদ (র) - - - - উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সালাতের জন্য উযূ করল পূর্ণরূপে, তারপর ফরয সালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো এবং তা আদায় করল লোকের সাথে। অথবা তিনি বলেছেন জামা'আতে অথবা বলেছেন মসজিদে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাপসমূহ মার্জনা করে দিবেন।

اِعَادَةُ الصَّلٰوةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ صَلٰوةِ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ

একাকী সালাত আদায় করে পরে জামা'আতে আদায় করা

٨٥٨ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِى الدِّيْلِ يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ عَنْ مِحْجَنٍ اَنَّهُ كَانَ فِى مَجْلِسٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِى مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ اَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّى كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِى اَهْلِى فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ *

৮৫৮. কুতায়বা (র) - - - - মিহজান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে এক মজলিসে ছিলেন। তখন সালাতের আযান হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন, তারপর সালাত আদায় করে এসে দেখলেন মিহজান (রা) সেই মজলিসেই রয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : তোমাকে সালাত আদায় করা থেকে কোন্ জিনিস বাধা দিল ? তুমি কি মুসলমান নও ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু আমি আমার ঘরে সালাত আদায় করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : যখন আসবে, তখন লোকের সাথে সালাত আদায় করে নেবে, যদিও পূর্বে সালাত আদায় করে থাক।

اِعَادَةُ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلّٰى وَحْدَهُ

একাকী ফজরের সালাত আদায় করলে পুনরায় জামা'আতে আদায় করা

٨٥٩ . اَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ الْعَامِرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْفَجْرِ فِى مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ اِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِى اٰخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ عَلَىَّ بِهِمَا

فَأُتِىَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّىَ مَعَنَا قَالاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِى رِحَالِنَا قَالَ فَلاَ تَفْعَلاَ اِذَا صَلَّيْتُمَا فِى رِحَالِكُمَا ثُمَّ اَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَاِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ *

৮৫৯. যিয়াদ ইব্ন আইয়্যূব (র) - - - - ইয়াযীদ ইব্ন আসওয়াদ আমিরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মসজিদে খায়ফে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করলাম। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন, লোকজনের শেষ প্রান্তে দুইজন লোক দেখলেন, যারা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেনি। তিনি বললেন: ঐ দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে এস। তাদেরকে আনা হলো। ভয়ে তারা কাঁপছিল। তিনি বললেন : কি কারণে তোমরা আমাদের সাথে সালাত আদায় করলে না ? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা আমাদের ঘরে সালাত আদায় করেছি। তিনি বললেন : আর এরূপ করবে না। যখন তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত আদায় করে জামা'আতের মসজিদে আগমন করবে, তখন তাদের সাথে সালাত আদায় করবে আর তা তোমাদের জন্য নফল (বলে গণ্য) হবে।[১]

اِعَادَةُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ ذِهَابِ وَقْتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ

সময় চলে গেলে জামা'আতে পুনঃ সালাত আদায় করা

٨٦٠. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ صُدْرَانَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَضَرَبَ فَخِذِى كَيْفَ اَنْتَ اِذَا بَقِيْتَ فِى قَوْمٍ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلٰوةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ مَاتَاْمُرُ قَالَ صَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ فَاِنْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَاَنْتَ فِى الْمَسْجِدِ فَصَلِّ *

৮৬০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলা (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন সুদরান (র) - - - - আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার উরুদেশে হাত রেখে বললেন : যদি তুমি এমন লোকের মধ্যে বেঁচে থাক যারা সঠিক সময় থেকে সালাতকে পিছিয়ে দেবে, তখন তুমি কি করবে ? তিনি বললেন, আপনি যা আদেশ করবেন। তিনি বললেন : তুমি সময়মত সালাত আদায় করে নেবে। তারপর তোমার প্রয়োজনে যাবে। যদি সালাত আরম্ভ হয় আর তুমি মসজিদে থাক, তাহলে সালাত আদায় করবে।

---

১. একবার ফরয সালাত আদায়ের পর দ্বিতীয়বার সেই সালাত আদায় করলে তা নফল সালাত হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। অপরদিকে ফজর ও আসরের পরে নফল সালাত পড়া নিষিদ্ধ। আর মাগরিবের তিন রাক'আত ফরয সালাত দ্বিতীয়বার নফল হিসেবে আদায়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, আলোচ্য হাদীসটি উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার।

سُقُوْطُ الصَّلٰوةِ عَمَّنْ صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ فِى الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً

মসজিদে ইমামের সঙ্গে জামা'আতে সালাত আদায় করলে

٨٦١ . اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلٰى مَيْمُوْنَةَ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا عَلَى الْبَلَاطِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ قُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَالَكَ لَاتُصَلِّى قَالَ اِنِّى قَدْ صَلَّيْتُ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاتُعَادُ الصَّلٰوةُ فِى يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ *

৮৬১. ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ তায়মী (র) - - - - মায়মূনা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সুলায়মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বালাত নামক স্থানে উপবিষ্ট দেখলাম আর লোক তখন সালাত আদায় করছিল। আমি বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান! আপনার কি হয়েছে, সালাত আদায় করছেন না কেন? তিনি বললেন : আমি সালাত আদায় করে ফেলেছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, একদিনে এক সালাত দু'বার আদায় করা যাবে না।[১]

اَلسَّعْىِ اِلَى الصَّلٰوةِ

সালাতের জন্য দৌড়ানো

٨٦٢ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَلَا تَأْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا *

৮৬২. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান যুহরী (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ; যখন তোমরা সালাতে আগমন করবে তখন তোমরা দৌড়ে আসবে না, বরং হেঁটে আসবে। তোমাদের কর্তব্য স্বস্তিতে আসা। তারপর যা পাবে তা আদায় করবে আর যা ছুটে যাবে তা পরে আদায় করে নেবে।

اَلْاِسْرَاعُ اِلَى الصَّلٰوةِ مِنْ غَيْرِ سَعْىٍ

সালাতের জন্য না দৌড়ে দ্রুত গমন করা

٨٦٣ . اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مَنْبُوْذٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِى رَافِعٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى

---

১. ফরয হিসেবে একদিনে এক ওয়াক্ত সালাত দু'বার আদায় করা বৈধ নয়।

الْعَصْرَ ذَهَبَ اِلَى بَنِى عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتّٰى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ قَالَ اَبُو رَافِعٍ فَبَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ يُسْرِعُ اِلَى الْمَغْرِبِ مَرَرْنَا بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ اُفٍّ لَّكَ اُفٍّ لَّكَ قَالَ فَكَبُرَ ذٰلِكَ فِى ذَرْعِى فَاسْتَاْخَرْتُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ يُرِيْدُنِى فَقَالَ مَالَكَ امْشِ فَقُلْتُ اَحْدَثْتُ حَدَثًا قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ اَفَّفْتَ بِىْ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ هٰذَا فُلاَنٌ بَعَثْتُهُ سَاعِيًا عَلٰى بَنِى فُلاَنٍ فَغَلَّ نَمِرَةً فَدُرِّعَ الْاٰنَ مِثْلُهَا مِنْ نَارٍ *

৮৬৩. আমর ইব্‌ন সাওয়াদ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন আমর (র) - - - - আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করে বনূ আবদুল আশহালের নিকট যেতেন এবং তাদের সাথে কিছু কথাবার্তা বলতেন। তারপর মাগরিবের সালাতের জন্য তাড়াতাড়ি চলে আসতেন। আবূ রাফি' বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিব সালাতের জন্য তাড়াতাড়ি আসছিলেন। আমরা বাকী' নামক স্থানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তিনি বললেন, "তোমার জন্য আফসোস, তোমার জন্য আফসোস।" তিনি বলেন : এটা আমার কাছে কঠিন মনে হল। অতএব আমি পেছনে রয়ে গেলাম, আর আমি মনে করলাম, তিনি আমাকেই উদ্দেশ্য করেছেন। তিনি বললেন : তোমার কি হলো, চলো। আমি বললাম, আমি কি কোন ঘটনা ঘটিয়েছি ? তিনি বললেন : তা কি ? আমি বললাম, আপনি বললেন তোমার জন্য আফসোস। তিনি বললেন : না, (আমি যাকে লক্ষ্য করে আফসোস বলেছি) সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যাকে আমি অমুক গোত্রের নিকট যাকাত উসুলকারী করে পাঠিয়েছিলাম। সে একখানা চাদর আত্মসাৎ করেছিল। এখন তাকে ঐরূপ আগুনের একখানা চাদর পরিয়ে দেয়া হয়েছে।

٨٦٤ . اَخْبَرَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحٰقَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْبُوْذٌ رَجُلٌ مِّنْ اٰلِ اَبِى رَافِعٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى رَافِعٍ نَحْوَهُ *

৮৬৪. হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) - - - - আবূ রাফি' (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

اَلتَّهْجِيْرُ اِلَى الصَّلٰوةِ

আগেভাগে সালাতে উপস্থিত হওয়া

٨٦٥ . اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرُّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَجِّرِ اِلَى الصَّلٰوةِ كَمَثَلِ الَّذِى يُهْدِى الْبَدَنَةَ ثُمَّ الَّذِى عَلٰى اَثَرِهِ كَالَّذِى يُهْدِى الْبَقَرَةَ ثُمَّ الَّذِى عَلٰى اَثَرِهِ كَالَّذِى يُهْدِى الْكَبْشَ ثُمَّ الَّذِى عَلٰى اَثَرِهِ كَالَّذِى يُهْدِى الدَّجَاجَةَ ثُمَّ الَّذِى عَلٰى اَثَرِهِ كَالَّذِى يُهْدِى الْبَيْضَةَ *

৮৬৫. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুগীরা (র) - - - - যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান এবং আবূ আবদুল্লাহ্ আগারর আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) তাঁদের কাছে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : সর্বাগ্রে সালাতে যে ব্যক্তি উপস্থিত হয় সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি উট কুরবানী করে, তারপর যে ব্যক্তি আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি গাভী কুরবানী করে। এরপর যে ব্যক্তি আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি দুম্বা কুরবানী করে। পরে যে ব্যক্তি আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি মুরগী আল্লাহর রাস্তায় দান করে। তারপর যে ব্যক্তি আগমন করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি ডিম আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে।

مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلٰوةِ عِنْدَ الْاِقَامَةِ

ইকামতের সময় যে সালাত মাকরূহ

٨٦٦. اَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ اَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو ابْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ صَلٰوةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ *

৮৬৬. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন ইকামত বলা হয় তখন ফরয সালাত ব্যতীত আর কোন সালাত নেই।

٨٦٧ . اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ صَلٰوةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ *

৮৬৭. আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাকাম ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন ইকামত বলা হয় তখন ফরয সালাত ব্যতীত আর কোন সালাত নেই।[১]

٨٦٨ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ اُقِيْمَتِ صَلٰوةُ الصُّبْحِ فَرَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّى وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيْمُ فَقَالَ اَتُصَلِّى الصُّبْحَ اَرْبَعًا *

১. ফজরের দু' রাকআত সুন্নত সালাত আদায় করার অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া এ সালাত আদায় করার যথেষ্টও তাকিদ রয়েছে। তাই এ সুন্নাত সালাত আদায় করে যদি ফজরের ফরয সালাতের এক রাকআত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে মসজিদের দরজার কাছে কিংবা কোন খুঁটির পেছনে এ সালাত আদায় করে জামা'আতে শরীক হওয়ার বিধান রয়েছে। –অনুবাদক

৮৬৮. কুতায়বা (র) - - - - ইব্‌ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ফজর সালাতের ইকামত বলা হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে সালাত আদায় করছে আর মুয়ায্‌যিন ইকামত বলছে। তিনি তখন বললেন : তুমি কি ফজরের সালাত চার রাক'আত আদায় করছো ?

فِيْمَنْ يُصَلِّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَالْاِمَامُ فِى الصَّلٰوةِ

যে ফজরের দুই রাকআত আদায় করছে অথচ ইমাম সালাতে

٨٦٩ . اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَرَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوتَهُ قَالَ يَافُلَانُ اَيُّهُمَا صَلٰوتُكَ الَّتِى صَلَّيْتَ مَعَنَا اَوِالَّتِى صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ *

৮৬৯. ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আরাবী (র) - - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি আগমন করল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। সে ব্যক্তি দুই রাকআত সালাত আদায় করে সালাতে শরীক হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সালাত শেষ করে বললেন : হে অমুক ! তোমার সালাত কোন্‌টি, তুমি যে সালাত আমাদের সাথে আদায় করেছ সেটি, না যে সালাত একা আদায় করেছ ?

اَلْمُنْفَرِدُ خَلْفَ الصَّفِّ

কাতারের পেছনে একাকী সালাত আদায়কারী

٨٧٠ . اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى بَيْتِنَا فَصَلَّيْتُ اَنَا وَيَتِيْمٌ لَنَا خَلْفَهُ وَصَلَّتْ اُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا *

৮৭০. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) - - - - ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের ঘরে আসলেন। আমি এবং আমাদের এক ইয়াতীম তাঁর পেছনে সালাত আদায় করলাম। আর উম্মে সুলায়ম আমাদের পেছনে সালাত আদায় করলেন।

٨٧١ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نُوْحٌ يَعْنِى ابْنُ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ مَالِكٍ وَهُوَ عَمْرٌو عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ امْرَاَةٌ تُصَلِّى خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَسْنَاءَ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ قَالَ وَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ لِئَلاَّ يَرَاهَا وَيَسْتَاْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ فِى

الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ فَاِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ اِبْطِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ *

৮৭১. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : অতি সুন্দরী এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পেছনে সালাত আদায় করছিল। তিনি বলেন : তখন গোত্রের মধ্য থেকে কেউ কেউ প্রথম কাতারে এগিয়ে গেল, যেন তাকে দেখতে না পায়। আর তাদের কেউ কেউ পেছনে রয়ে গেল। যখন রুকূ করল তখন তারা বগলের নিচ দিয়ে তাকাচ্ছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন :

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে যারা আগে অগ্রসর হয়ে গেছে, তাদেরকেও আমি জানি আর যারা পেছনে রয়ে গেছে, তাদেরকেও জানি।" (১৫ : ২৪)

اَلرُّكُوْعُ دُوْنَ الصَّفِّ

কাতারের বাইরে রুকূ করা

٨٧٢ . اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ زِيَادٍ الْاَعْلَمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ اَنَّ اَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ *

৮৭২. হুমায়দ ইব্ন মাসআদাহ্ (র) - - - - হাসান (র) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বাকরা (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এমন সময় মসজিদে প্রবেশ করলেন যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূতে চলে গেছেন। তিনি (তাড়াতাড়ি) কাতারের বাইরেই রুকূ করে ফেললেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন : আল্লাহ্ তোমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিন কিন্তু আর কখনও এরূপ করবে না।

٨٧٣ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُو اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا فُلَانُ اَلَا تُحَسِّنُ صَلٰوتَكَ اَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّى كَيْفَ يُصَلِّى لِنَفْسِهِ فَاِنِّى اُبْصِرُ مِنْ وَّرَائِى كَمَا اُبْصِرُ بَيْنَ يَدَىَّ *

৮৭৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) - - - - আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে বললেন : হে অমুক ব্যক্তি, তুমি তোমার সালাত ঠিকমত আদায় কর না। তুমি কি মুসল্লীদেরকে দেখ না তারা কিরূপে তাদের সালাত আদায় করে? আমি (তোমাদেরকে) পেছনে থেকে দেখি যেরূপ তোমাদেরকে সামনে দিয়ে দেখি।

اَلصَّلٰوةُ بَعْدَ الظُّهْرِ

যোহরের পর সালাত

٨٧٤ . اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَيُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ *

৮৭৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ---- ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যোহরের পূর্বে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন আর তার পরেও দুই রাক'আত। আর তিনি মাগরিবের পরও নিজ গৃহে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তিনি ইশার পরেও দুই রাক'আত আদায় করতেন। আর তিনি জুমআর পর কোন সালাত আদায় করতেন না (ঘরে) না ফেরা পর্যন্ত। তারপর তিনি দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন।[১]

اَلصَّلٰوةُ قَبْلَ الْعَصْرِ

(وَذِكْرَ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِيْنَ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ فِى ذٰلِكَ)

আসরের সালাতের পূর্বে সালাত

٨٧٥ . اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّكُمْ يُطِيْقُ ذٰلِكَ قُلْنَا اِنْ لَّمْ نُطِقْهُ سَمِعْنَا قَالَ كَانَ اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا كَهَيْئَاتِهَا مِنْ هٰهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاِذَا كَانَتْ مِنْ هٰهُنَا كَهَيْأَتِهَا مِنْ هٰهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلّٰى اَرْبَعًا وَيُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَّبَعْدَهَا ثِنْتَيْنِ وَيُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا وَّيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيْمٍ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ *

৮৭৫. ইসমাঈল ইব্ন মাসঊদ (র) ---- আসিম ইব্ন যামরাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তোমাদের কার ক্ষমতা আছে? আমি বললাম, আমি তার ক্ষমতা না রাখলেও শুনতে বাসনা রাখি। তিনি বললেন : যখন সূর্য আসরের সময় আপন অবস্থায় এখানে থাকত তখন তিনি দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আর যিকরের সময় যখন

১. পাঁচ ওয়াক্তের সুন্নত সালাত সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ফজর সালাতের পূর্বে দু' রাক'আত, যোহরের আগে চার রাক'আত ও পরে দু' রাক'আত, আসরের পূর্বে চার রাক'আত মাগরিবের পরে দু' রাক'আত, ইশার পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দু রাক'আত পড়বে। আর ইচ্ছা করলে ইশার পর চার রাক'আত পড়বে।

তা আপন অবস্থায় এখানে উপস্থিত হতো, তখন তিনি চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আর তিনি যোহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং তারপর দুই রাক'আত আদায় করতেন। প্রতি দুই রাক'আত সালামের মাধ্যমে পৃথক করতেন, তাঁর এই সালাম ছিল নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, নবীগণ আর তাঁদের অনুগামী মুসলমান এবং মু'মিনদের প্রতি।

٨٧٦ . اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِىُّ ابْنَ اَبِى طَالِبٍ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّهَارِ قَبْلَ الْمَكْتُوْبَةِ قَالَ مَنْ يُّطِيْقُ ذٰلِكَ ثُمَّ اَخْبَرَنَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى حِيْنَ تَزِيْغُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ يَجْعَلُ التَّسْلِيْمُ فِى اٰخِرِهِ *

৮৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) - - - - আসিম ইব্‌ন যামরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দিনের ফরযের পূর্বের সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন, কে এর সামর্থ্য রাখে? তারপর তিনি তা আমাদের অবহিত করলেন। বললেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সূর্য উপরে উঠতো তখন দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আর দুপুরের পূর্বে চার রাক'আত আদায় করে তার শেষে সালাম করতেন।

ইফাবা (উন্নয়ন)/২০০৭—২০০৮/অঃস/৫০০৭—৩,২৫০

অনুবাদক পরিচিতি

মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী ছিলেন বাংলাদেশের একজন অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস। তিনি চট্টগ্রামের পটিয়া থানার হরিণখাইন গ্রামে ১৯৩০ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লিখাপড়া করে তিনি পটিয়া জিরি মাদরাসায় কিছুদিন অধ্যয়নের পর দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন। ১৩৭১/১৯৫৩ সালে তিনি সেখান থেকে দাওরায়ে হাদীসে মিসর, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, ভারত ও পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের ৪৫০ জন ছাত্রের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। তিনি দেওবন্দে সাইয়েদ হুসায়ন আহমদ মাদানীর হাতে বায়আত হন। তিনি আরবী, উর্দু, ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি জনৈক হিন্দু পণ্ডিতের নিকট হিন্দী ভাষাও শিক্ষা করেন।

মাওলানা ইসলামাবাদী দারুল উলূম দেওবন্দে তৎকালীন উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় উস্তাদগণের সাহচর্য লাভ করেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে ছিলেন শায়খুল হাদীস মাওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানী, শায়খুল আদব ওয়া ফিকহ্ মাওলানা ইযায আলী, মাওলানা আবদুল আহাদ, মাওলানা মিরাজুল হক, হাকিমুল উম্মত কারী মুহাম্মদ তায়্যেব, মুফতী মাহদী হাসান, মাওলানা স্যায়্যিদ আখতার হুসায়ন, কারী আহমদ হুসায়ন মিয়াঁ সাহেব, কারী হিফজুর রহমান, মুফতী মুহাম্মদ হায়াত, ইশতিয়াক আহমদ, মাওলানা যহুর আহমদ, মাওলানা বশীর আহমদ প্রমুখ।

মাওলানা ইসলামাবাদী সউদী আরব গেলে পবিত্র মক্কা নগরীর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে নিয়মিত অধ্যয়ন করতেন। একবার উমরার সময় তিনি উক্ত লাইব্রেরীতে একটানা চারমাস গবেষণা করেন। সেখানকার লাইব্রেরীয়ানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তাঁকে একজন গবেষক হিসেবে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। এ লাইব্রেরী থেকে তিনি অনেক দুষ্প্রাপ্য বই এবং হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগ্রহে এমন দুষ্প্রাপ্য কিতাব রয়েছে যা বাংলাদেশের আর কোথাও নেই।

মাওলানা ইসলামাবাদী গওহরডাঙ্গা খাদিমুল ইসলাম মাদরাসা, বড় কাটরা আশরাফুল উলূম মাদরাসা, ফরিদাবাদ মাদরাসা, জিরি মাদরাসা, পটিয়া মাদরাসা, মিরপুর আরজাবাদ মাদরাসা, চট্টগ্রাম কৈগ্রাম মাদরাসাসহ বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষাদান করেন। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি নারায়ণগঞ্জে দারুল উলূম দেওভোগ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৫ সাল থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইসলামপুর নবাববাড়ি জামে মসজিদে খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সাপ্তাহিক রুটিন ছিল, শনিবারে কেরাণীগঞ্জ ওহাবুল উলূম মাদরাসায় ও রোববারে মিরপুর আরজাবাদ মাদরাসায় বুখারী শরীফের দরস দান এবং রোববার থেকে বৃহস্পতিবার প্রতিদিন সকালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সম্পাদনা বোর্ডের সভায় অংশগ্রহণ।

তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তাফসীরে কুরআনুল করীম, তাফসীরে ইব্ন আব্বাস, সিহাহ্ সিত্তাহ্র হাদীস

গ্রন্থসমূহ, সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, ইসলামী বিশ্বকোষ, সীরাত বিশ্বকোষসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের অনুবাদক ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি দুটি বই রচনা করেন। তাঁর ১৮টি অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিজব্যয়ে তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করতেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

জীবনে তিনি ১২বার সউদী আরব, ২বার ইরাকসহ ইরান, সিরিয়া, ভারত ও পাকিস্তান সফর করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ শুক্রবার জুমুআর আযানের পূর্ব মুহূর্তে এ মহান জ্ঞান সাধক ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় তিনি ব্যাংকে কিংবা ঘরে কোন টাকা-পয়সা রেখে যাননি; রেখে গেছেন প্রায় সাত লক্ষ টাকা মূল্যমানের বিশ হাজার মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক। মহান আল্লাহ্ এ জ্ঞান সাধককে উত্তম বদলা দান করুন।



অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ